মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত।

কর্ণপর্ব্ব।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত
হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীসত্য চরণ বসু কর্ত্তৃক,
শ্যামপুকুর—২নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত।

অষ্টম সংস্করণ।

"যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই ধর্ম্ম; যেখানে ধর্ম্ম,
সেই খানেই জয়।"

মহাভারত।

কলিকাতা,
এল, এম্, প্রেস,—২৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২১ সাল।

ভূমিকা।

পুরাণসংগ্রহের দশম খণ্ডে কর্ণপর্ব্ব মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। অন্যান্য পর্ব্বে যেরূপ এক এক বিষয়ের এক এক পর্ব্বাধ্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এই পর্ব্বে সেইরূপ প্রণালী নাই। মহাবীর কর্ণ রাজা দুর্য্যোধনের সমক্ষে শল্যকে স্বীয় সারথি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে কুরুরাজ উত্তেজন দ্বারা মদ্ররাজকে সন্তুষ্ট করিয়া সূতপুত্রের সারথ্য কার্য্যে নিয়োজিত করেন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ কৌরবকুলের প্রধান অবলম্বন ছিলেন। রাজ দুর্য্যোধন তাঁহারই বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হন। ফলত মহাবীর কর্ণ অনেক পরাক্রমশালী যোদ্ধা অপেক্ষা সমধিক বলসম্পন্ন ছিলেন। তিনি মহামতি বাসুদেবের অসাধারণ কৌশল বলে ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হন। কৃষ্ণ ঐরূপ কৌশল উদ্ভাবন না করিলে বোধ হয় মহাবীর অর্জ্জুন উঁহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না।

কর্ণ জনসমাজে অধিরথ সারথি সন্তান ও রাধাগর্ভজাত বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। কুন্তীর অনূঢ়াবস্থায় তাঁহার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে ঐ মহাবীরের জন্ম হয়। মহাত্মা মধুসূদন, কুন্তী ও সূর্য্য ব্যতীত আর কেহই এই গূঢ় ব্যাপার অবগত ছিলেন না। আর্য্যা কুন্তী কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধের উপক্রমকালে একদা নির্জ্জনে কর্ণের নিকট তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু মহাবীর কর্ণ অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি আপনার পরমোপকারী হিতৈষী রাজা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া কোন ক্রমে কুন্তীর অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হন নাই।

দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়া তাঁহারে অঙ্গরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কলিকাতার এক শত পঞ্চাশৎ জ্যোতিষী ক্রোশ অন্তর আধুনিক মুঙ্গের নামক স্থানকেই ভূতপূর্ব্ব অঙ্গরাজ্যের রাজপাট বলিয়া স্থির করিয়াছেন, বাস্তবিক মুঙ্গেরে এক্ষণেও কর্ণের নির্ম্মিত প্রস্তরময় দুর্গ, কারানিবাস ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং তাহা অদ্যাপিও "কর্ণচৌড়া" বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অঙ্গরাজ কর্ণ অসাধারণ বদান্য ছিলেন। ব্রাহ্মণকে উঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। এরূপ এক কিম্বদন্তী আছে যে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বেশে তাঁহার আবাসে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পুত্রের মাংস ভক্ষণ করিতে প্রার্থনা করিলে তিনি অম্লান বদনে স্বীয় আত্মজকে ছেদন করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের তৃপ্তি সম্পাদন করেন। ফলত তিনি যে কিরূপ দাতা ছিলেন, বিপ্রবেশধারী ইন্দ্রকে স্বীয় সহজ কবচ কুণ্ডল প্রদান করাতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

পূর্ব্বতন হিন্দুগণ কি কৌশলে কি প্রকার নিয়মানুগত হইয়া যুদ্ধ করিতেন এবং তাঁহাদের ব্যূহরচনা ও সৈন্য পরিচালনের কিরূপ প্রথা ছিল, এই বীররসসার কর্ণপর্ব্বে তাহা সবিস্তারে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৫ শক। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতীয় কর্ণপর্ব্বের সূচিপত্র।

কর্ণপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

কর্ণ পর্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহীপালগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া অশ্বত্থামার সন্নিধানে গমন করিলেন। তৎকালে মোহপ্রভাবে তাঁহাদিগের তেজ প্রতিহত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা দ্রোণের নিমিত্ত নিতান্ত শোকাকুল হইয়া অশ্বত্থামারে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন এবং শাস্ত্রবিহিত যুক্তি স্মরণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল আশ্বস্ত হইয়া রজনী উপস্থিত হইলে স্ব স্ব শিবিরে সমাগত হইলেন। তথায় তাঁহারা সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড স্মরণ করত শোক ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। ঐ রজনীতে মহাবীর সূতপুত্র, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও মহাবল সুবলনন্দন ইঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের আবাসে অবস্থান করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া কালে দ্রৌপদীরে যে বলপূর্ব্বক সভায় আনয়ন ও পাণ্ডবগণকে অশেষবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদায় স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখ ও উৎকণ্ঠার আর পরিসীমা রহিল না। সেই রজনী তাঁহাদের শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে কৌরব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ অতিকষ্টে সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর প্রভাত কালে কৌরবগণ বিধিবিহিত অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া আশ্বস্তচিত্তে ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং কর্ণকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তে মাঙ্গল্য সূত্র বন্ধন এবং দধি পাত্র, ঘৃত, অক্ষত, নিষ্ক,

গো, হিরণ্য ও মহামূল্য বসন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তখন সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মহাবীর কর্ণকে জয়লাভ হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। এ দিকে পাণ্ডবেরাও প্রভাতোচিত ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধার্থ শিবির হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর পরস্পর জিগীষাপরবশ কৌরব ও পাণ্ডবগণের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কর্ণ কৌরবগণের সেনাপতি হইলে দুই দিবস কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি আশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাবীর কর্ণ ঐ দুই দিনের মধ্যে বহুসংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণের সমক্ষেই অর্জ্জুনশরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহামতি সঞ্জয় তদ্দর্শনে অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের সমর সংবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিহত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠান পরায়ণ মহাবীর কর্ণের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিলেন? তিনি যে কর্ণের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া পুত্রগণের বিজয় লাভের আশঙ্কা করিতেন, সেই মহাবীর বিনষ্ট হইলে কিরূপে জীবন ধারণে সমর্থ হইলেন; তিনি এই একান্ত শোকাবহ বিষয়েও জীবন পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য অতি কৃচ্ছ্র দশায় নিপতিত হইলেও কোনমতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে অভিলাষ করে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, ভীষ্ম, বাহ্লীক, দ্রোণ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা এবং অন্যান্য অসংখ্য সুহৃৎ ও পুত্র পৌত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও যখন জীবিত রহিলেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, প্রাণ পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। হে তপোধন! এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সুবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্ব পুরুষগণের অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট হইলে মহামতি সঞ্জয় রজনীযোগে উদ্বিগ্ন মনে বায়ুবেগগামী অশ্বসমুদায় সঞ্চালনপূর্ব্বক

সত্বরে হস্তিনা নগরীতে গমন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেই হততেজা কুরুরাজকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পাদ বন্দন ও ন্যায়ানুসারে সৎকার করিয়া অতি কষ্ট সহকারে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ। আমি সঞ্জয়। কেমন আপনি ত সুখে আছেন? আপনি আপনার দোষে ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া ত বিমোহিত হন নাই? বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম, কেশব এবং রাম, নারদ ও কর্ণ প্রভৃতি মহর্ষিগণ আপনারে সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে আপনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। এক্ষণে কি তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছেন না? ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার সুহৃদ্গণ আপনার হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি আপনার মন ব্যথিত হইতেছে না?

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে সঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। যিনি প্রতিদিন দশ সহস্র রথীর প্রাণ সংহার করিয়াছেন, সেই ভীষ্ম পাণ্ডবসুরক্ষিত শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর হইতেছে। ভৃগুনন্দন রাম বাল্যকালে যাঁহারে ধনুর্ব্বেদ উপদেশ ও দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহার অনুগ্রহে পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য মহীপালগণ মহারথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই সত্যসন্ধ মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে যাঁহাদের তুল্য চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে পারদর্শী আর কেহই নাই, সেই বীরবরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণ কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! ত্রৈলোক্যে যাঁহার তুল্য অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে আমার পক্ষীয়েরা কিরূপ অনুষ্ঠান করিল? মহাবীর ধনঞ্জয়ের বিক্রমে সংশপ্তক সৈন্যগণ বিনষ্ট, দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত ও অন্যান্য সৈন্যগণ পলায়িত হইলে কৌরবেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল? আমার বোধ

হইতেছে, উহারা দ্রোণের নিধনানন্তর অর্ণব মধ্যস্থ নৌকার ন্যায় শোক-সাগরে নিমগ্ন ও পলায়িত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! সৈন্যগণ পলায়ন পরায়ণ হইলে কর্ণ, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি আমার অবশিষ্ট আত্মজগণের মুখবর্ণ কিরূপ হইল? তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবপক্ষীয় ও অস্মৎপক্ষীয় বীরগণের পরাক্রম কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার অপরাধ বশত কৌরবগণের যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি ব্যথিত হইবেন না। পণ্ডিত ব্যক্তি দৈব দুর্ঘটনায় অনুতাপ করেন না। মনুষ্যগণের অভিলষিত অর্থলাভ দৈবায়ত্ত। অতএব ইষ্টের অপ্রাপ্তি বা অনিষ্ট প্রাপ্তি নিবন্ধন শোক করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি স্বীয় অশুভ ঘটনা শ্রবণে সমধিক ব্যথিত হই না। দৈবই আমার অনিষ্টের কারণ। অতএব তুমি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত হইলে আপনার মহারথ পুত্রগণ বিষণ্ণ, ম্লান বদন ও বিচেতনপ্রায় হইলেন। তাঁহারা সকলেই শস্ত্রধারণপূর্ব্বক শোকার্ত্তচিত্তে অবাঙ্মুখে পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কেহ কাহারে কিছুই কহিতে সমর্থ হইলেন না। সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া বিষণ্ণ মনে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। দ্রোণবিনাশ দর্শনে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে শোণিতাক্ত শস্ত্র সমুদায় ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। হে মহারাজ! অস্ত্র সমুদায় সৈন্যগণের হস্তে লম্বমান থাকাতে নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্র জালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈনিকগণকে নিশ্চেষ্ট ও মৃতকল্প দেখিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আমি তোমাদেরই বাহুবল আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ভারদ্বাজ নিহত হওয়াতে আমাদের সংগ্রাম নিতান্ত বিষণ্ণের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধেই যোধগণের মৃত্যু হইয়া থাকে। সমর প্রবৃত্ত বীরপুরুষের জয়লাভ বা মৃত্যু হয়, ইহা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা চতুর্দ্দিক্ হইতে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

ঐ দেখ, মহাবল মহাত্মা কর্ণ শরাসন ও দিব্যাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতেছেন। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় যাঁহার ভয়ে মৃগেন্দ্র ভীত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় সতত প্রতিনিবৃত্ত হয়; যিনি মানুষ যুদ্ধেই, অযুত নাগ তুল্য পরাক্রমশালী ভীমসেনকে তদ্রূপ দুরবস্থাপন্ন করিয়াছিলেন; এবং যিনি অমোঘশক্তি দ্বারা দিব্যাস্ত্রবেত্তা মায়াবী ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছেন; অদ্য সেই দুর্ব্বারবীর্য্য সত্যসন্ধ মহাবীরের অক্ষয্য বাহুবল সন্দর্শন কর। পাণ্ডবেরাও বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় অশ্বত্থামা ও কর্ণের পরাক্রম দর্শন করুক। তোমরা সকলেই বীর্য্যবান্ ও কৃতাস্ত্র। তোমাদের মিলিত হইবার কথা দূরে থাকুক, তোমরা প্রত্যেকেই সসৈন্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে নিপাতিত করিতে পার। হে মহারাজ! মহাবীর দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। রণদুর্ম্মদ মহারথ কর্ণ সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করত সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, কৈকয় ও বিদেহগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে ভ্রমর পংক্তির ন্যায় শত শত শরধারা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এইরূপে পরাক্রান্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত এবং সহস্র সহস্র যোধগণকে নিপাতিত করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হইয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র অপার শোকসাগরে অবগাহনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিহত বোধ করিয়া বিহ্বল ও বিচেতন হইয়া বিসংজ্ঞ মাতঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। রাজা ভূতলে পতিত হইলে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের আর্ত্তনাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। ভরতকুলকামিনীগণ ঘোরতর শোকার্ণবে নিমগ্ন ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন গান্ধারী ও অন্যান্য মহিলাগণ রাজার নিকট আগমনপূর্ব্বক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় সেই শোকমূর্চ্ছিত বাষ্পপরিপূর্ণ কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ সঞ্জয়ের বাক্যে সমাশ্বস্ত হইয়া বায়ুচালিত কদলীর ন্যায় বারংবার কম্পিত

হইতে লাগিল। মহাত্মা বিদুর প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে জল সেচনপূর্ব্বক তাঁহারে আশ্বাস প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক রমণীগণকে সমাগত জানিয়া নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রগণের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং শকুনির ও আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করত মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গবল্গণনন্দন! তুমি যাহা কহিলে, সমুদায় শ্রবণ করিলাম। আমার পুত্র রাজ্য কামুক দুর্য্যোধন ত জয়লাভে নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করে নাই? তুমি পুনরায় আমার নিকট উহা যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন কর।

মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! মহারথ কর্ণ স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। যশস্বী ভীমসেন সমরে দুঃশাসনকে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার শোণিত পান করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বৎস! আমার অদূরদর্শী পুত্রের দুর্নীতি বশতই কর্ণ নিহত হইয়াছে। সূতপুত্রের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে শোকে আমার মর্ম্মভেদ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে কৌরব ও সৃঞ্জয়-গণের মধ্যে কাহারা জীবিত রহিয়াছে, আর কাহারাই বা নিহত হইয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ দুরাধর্ষ শান্তনুতনয় দশ দিনে অর্ব্বুদ সংখ্যক পাণ্ডবসৈন্য নিহত, মহাধনুর্দ্ধর দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চাল-দিগের রথিগণকে নিপাতিত, মহাবীর কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণ হতাবশিষ্ট পাণ্ডব-সৈন্যের অর্দ্ধাংশ ধ্বংস, মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র বিবিংশতি দ্বারকাবাস শত শত যোধগণকে বিনষ্ট এবং অবন্তি দেশীয় রাজপুত্র মহারথ বিন্দ ও অনু-বিন্দ দুষ্কর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আপ-

নার পুত্র বিকর্ণ হতাশ্ব ও ক্ষীণায়ুধ হইয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক শত্রুগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইয়াছেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন, দুর্য্যোধনদুর্নীতিজনিত বিবিধ ক্লেশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছেন। সিন্ধুরাষ্ট্র প্রভৃতি দশটি রাজ্য যে বীরের বশবর্ত্তী ছিল; যে বীর সতত আপনার শাসনানুসারে কার্য্য করিতেন, অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়া সেই মহাবীর্য্য জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। পিতৃমতাবলম্বী যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধনপুত্র সুভদ্রাতনয়ের মহাবল পরাক্রান্ত সমরনিপুণ দুঃশাসন তনয় দ্রৌপদীনন্দনের, কৌরববংশীয় শস্ত্র বিহীন ভূরিবিক্রম ভূরিশ্রবা সাত্যকির, সমর বিশারদ কৃতাস্ত্র অমর্ষ পূরিত দুঃশাসন ভীমসেনের এবং অর্ণবের অনূপবাসী কিরাতগণের অধিপতি, দেবরাজের প্রিয় সখা, ক্ষত্রধর্ম্ম নিরত ভগদত্ত ও নির্ভীকচিত্ত মহাধনুর্দ্ধর সংগ্রাম নিরত অম্বষ্ঠরাজ শ্রুতায়ু ধনঞ্জয়ের হস্তে নিপাতিত হইয়াছেন। যে বীরের বহু সহস্র অদ্ভুত গজ সৈন্য ছিল, মহাবীর অর্জ্জুন সেই সুদক্ষিণকে সংহার করিয়াছেন। কৈলাসাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত বিপক্ষগণকে সংহার করিয়া অভিমন্যুর হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। আপনার পুত্র চিত্রসেন ভীমের সহিত বহুক্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসিচর্ম্মধারী শত্রুকুলের ভীষণ মদ্ররাজনন্দন অভিমন্যুর হস্তে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যুর বধে ক্রুদ্ধ হইয়া আত্ম প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ কর্ণের সমক্ষে দৃঢ়বিক্রম, অস্ত্রপ্রয়োগ কুশল, কর্ণতুল্য তেজস্বী বৃষসেনকে নিহত করিয়াছেন। পাণ্ডবগণের বিষম বিপক্ষ রাজা শ্রুতায়ুও উঁহার হস্তে নিহত হইয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ ও কেকয় দেশীয় বৃহৎক্ষত্র সমরাঙ্গনে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সহদেব মহাবল পরাক্রান্ত মাতুলজ ভ্রাতা শল্যপুত্র রুক্মরথকে, নকুল শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করিয়া পরাক্রান্ত ভগদত্ত পুত্রকে, বৃকোদর মহাবল পরাক্রান্ত স্বগণ পরিবেষ্টিত আপনার পিতামহ বাহ্লীককে এবং মহাত্মা অভিমন্যু মগধদেশীয় জরাসন্ধ কুমার জয়ৎসেনকে নিহত করিয়াছেন। আপনার পুত্র শূরাভিমানী মহারথ দুর্ম্মুখ ও দুঃসহ ভীমসেনের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ব্বিষহ, দুর্জ্জয় এবং কলিঙ্গ ও বৃষক নামে সমরদুর্ম্মদ

ভ্রাতৃদ্বয় সংগ্রামে দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক শমন সদনে গমন করিয়াছেন। আপনার সচিব বীর্য্যবান্ বৃষবর্ম্মা ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অর্জ্জুন অযুত নাগের তুল্য বল সম্পন্ন রাজা পৌরব এবং আপনার শ্যালক বৃষক ও অচলের প্রাণ নাশ করিয়াছেন। দ্বিসহস্র বসাতি, বহুসহস্র সংশপ্তক ও শ্রেণি এবং মহাবল পরাক্রান্ত শূরসেন, বর্ম্মধারী সমরদুর্ম্মদ অভীষাহ, বলবীর্য্য সম্পন্ন শিবি, সংগ্রাম নিপুণ কলিঙ্গ ও গোকুল সংবৃদ্ধ কোপন স্বভাব অপাবৃত্তক বীরগণও অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অঘবান্ ও বৃহন্ত ইঁহারা দুই জন মিত্রের হিত সাধনার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ভীমসেন মহাবাহু মহাধনুর্দ্ধর শাল্বরাজ ও মহারথ ক্ষেমধূর্ত্তিরে, সাত্যকি অরাতিনিসূদন মহাবল জলসন্ধকে এবং ঘটোৎকচ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে নিপাতিত করিয়াছেন। সূতপুত্র কর্ণ, তাঁহার মহারথ ভ্রাতৃগণ এবং কেকয়, মালব, মদ্রক, দ্রাবিড়, যৌধেয়, ললিত্থ, ক্ষুদ্রক, উশীনর, মাবেল্লক, তুণ্ডিকের, সাবিত্রীপুত্র, প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। তিনি অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এবং ধ্বজ, আয়ুধ, বর্ম্ম ও বসন ভূষণ সম্পন্ন সুখ পরিবর্দ্ধিত বীরগণ ও পরস্পর বধাভিলাষী অমিত পরাক্রম যোধগণকে আক্রমণপূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রামে অনেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যেরূপ দেবরাজ বৃত্রাসুরকে, শ্রীরাম রাবণকে, কৃষ্ণ নরক ও মুরকে, পরশুরাম জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব সমবেত যুদ্ধদুর্ম্মদ কার্ত্তবীর্য্যকে, কার্ত্তিকেয় ত্রৈলোক্য মোহন মহাযুদ্ধে মহিষকে এবং রুদ্র অন্ধককে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন অমাত্য বান্ধবের সহিত কর্ণকে নিহত করিয়াছেন। যাহার উপর আপনার পুত্রগণের জয়াশা প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে ব্যক্তি এই কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের মূল; পাণ্ডবগণ এক্ষণে সেই সূতপুত্রকে, সংহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি হিতৈষী বন্ধুগণের হিতবাক্যে কর্ণপাত করেন নাই, সেই নিমিত্তই আপনার রাজ্যকামুক পুত্রগণের বিষম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে হিতৈষী লোকের অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফল ভোগের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমাদিগের যে সমস্ত যোধগণকে সংহার করিয়াছে, তাহা কহিলে, এক্ষণে কৌরবগণ-কর্ত্তৃক পাণ্ডবপক্ষের যে সমস্ত বীর নিহত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর ভীষ্মদেব অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবগণ পরিবৃত মহাবল পরাক্রান্ত কুন্তিগণ এবং নারায়ণ, বালভদ্র প্রভৃতি শত শত শূরগণকে নিপাতিত করিয়াছেন। অর্জ্জুন তুল্য বলবীর্য্য সম্পন্ন সত্যজিৎ পুত্রসমবেত বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ এবং যুদ্ধবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ সত্যসন্ধ দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। যে মহাবীর বালক হইয়াও সমরে অর্জ্জুন, বাসুদেব ও বলভদ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু অসংখ্য শত্রু সংহারপূর্ব্বক পরিশেষে ছয় জন মহারথ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও বিরথীকৃত হইয়া দুঃশাসন তনয়ের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অরাতিমর্দ্দন শ্রীমান্ অম্বষ্ঠতনয় মিত্রহিতার্থ অসংখ্য সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষ সৈন্য সংহারপূর্ব্বক দুর্য্যোধন পুত্র লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। মহাবীর দুঃশাসন রণবিশারদ কৃতাস্ত্র মহাধনুর্দ্ধর বৃহন্তকে, দ্রোণাচার্য্য রণপণ্ডিত রাজা দণ্ডধার, মণিমান্ ও মহাবল পরাক্রান্ত সসৈন্য ভোজরাজ অংশুমান্‌কে, সমুদ্রসেন সমুদ্রতীরবাসী চিত্রসেন ও তাঁহার পুত্রকে, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ অনুপবাসী নীল ও বীর্য্যবান্ ব্যাঘ্র দত্তকে, বিকর্ণ বিচিত্রযোধী চিত্রায়ুধকে, কেকয়রাজ কেকয়দেশীয় যোধগণে পরিবেষ্টিত বৃকোদর সম পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতারে এবং আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ পর্ব্বতনিবাসী প্রতাপবান্ গদাযোধী জনমেজয়কে শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রদীপ্ত গ্রহদ্বয়ের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত রোচমান নামে ভ্রাতৃদ্বয় দ্রোণসায়ক প্রভাবে সমরে নিপতিত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক ভূপতি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের মাতুল পুরুজিৎ ও কুন্তিভোজ এবং পাঞ্চালদেশীয় মিত্রধর্ম্মা ও ক্ষত্রধর্ম্মা দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। বসুদানপুত্র কাশিক যোধগণে পরিবৃত কাশিরাজ অভিভূরে নিপাতিত করি-

য়াছেন। বীর্য্যবান্ অমিতৌজা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা শত শত অরাতি সংহারপূর্ব্বক পরিশেষে কৌরবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ শিখণ্ডীতনয় ক্ষত্রদেবকে, কৌরবেন্দ্র বাহ্লীক শস্ত্রধারী সেনাবিন্দু তনয়কে এবং মহাবীর দ্রোণ, মহারথ সুচিত্র ও তাঁহার পুত্র চিত্রবর্ম্মা এবং শিশুপাল পুত্র সুকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, বীর্য্যবান্ মদিরাশ্ব, পরাক্রান্ত সূর্য্যদত্ত, অরাতিমর্দ্দন বসুদান ও অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে আক্রমণপূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন। পরমাস্ত্র বিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত মগধরাজ ভীষ্মের হস্তে নিহত হইয়া সংগ্রামস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। পর্ব্ব সময়ের সমুদ্রের ন্যায় উদ্ধত মহাবীর বার্দ্ধক্ষেমি বিগতায়ুধ হইয়া নিহত হইয়াছেন। চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, কুরুশ্রেষ্ঠ বিপক্ষ দলন সেনাবিন্দু, পরাক্রান্ত শ্রেণিমান্ এবং বিরাট পুত্র মহারথ শঙ্খ ও উত্তর পাণ্ডব হিতার্থে সমরে দুরূহ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বীর দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! যখন অস্মৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন, তখন আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইবে। মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য আমার কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আমার আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি। যে মহাবীর লক্ষ কুঞ্জর তুল্য বাহুবলশালী ছিল, সেই সমরশোভী সূতপুত্রও একবারে অদৃশ্য হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমাদের যে সমস্ত প্রধান প্রধান বীর নিহত হইয়াছে, তাহা কহিলে, এক্ষণে কে কে জীবিত আছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আজি তোমার মুখে অসাধারণ বলবীর্য্য সম্পন্ন বীরগণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগকেও আমার মৃত বলিয়া বোধ হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন,—হে মহারাজ! দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য যাঁহারে বিশুদ্ধ চতুর্ব্বিধ মহাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্র জাল প্রদান করিয়াছেন, সেই ক্ষিপ্রহস্ত দৃঢ়ায়ুধ

বীর্য্যবান্ মহারথ অশ্বত্থামা এবং দ্বারকাবাসী হৃদিকাত্মজ ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা আপনাদের হিতার্থ সমরে সমবস্থিত রহিয়াছেন। যিনি আপনার বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভাগিনেয় পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে কর্ণের তেজ নিরাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই শক্র-সমানবীর্য্য দুরাধর্ষ আর্ত্তায়ননন্দন শল্য আপনাদের হিত সাধনার্থ যুদ্ধার্থী হইয়াছেন। মহাবীর গান্ধাররাজ আপনার হিতার্থ, আজানীয়, সৈন্ধব, নদীজ, কাম্বোজ, বনায়ুজ ও পার্ব্বতীয়গণ সমভিব্যাহারে সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত রহিয়াছেন চিত্রযোধী মহাবাহু কৃপ বিচিত্র শরাসন সমুদ্যত করিয়া এবং মহারথ কৈকয় রাজপুত্র সদশ্ব ও পতাকাযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া আপনার হিত কামনায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনার পুত্র পুরুমিত্র অনল ও সূর্য্য সদৃশ প্রভা সম্পন্ন রথে আরোহণপূর্ব্বক মেঘরহিত গগনমণ্ডলে বিরাজমান সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। পুরুষপ্রধান রাজা দুর্য্যোধন অসংখ্য মাতঙ্গের মধ্য-স্থলে অবস্থানপূর্ব্বক মৃগেন্দ্রের ন্যায় এবং স্বর্ণময় বিচিত্র বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক হেমভূষিত রথে আরোহণ করিয়া অল্পধূম বহ্নির ন্যায় ও মেঘান্তরিত দিবা-করের ন্যায় রাজগণ মধ্যে বিরাজমান হইতেছেন। আপনার পুত্র অসিচর্ম্মপাণি সুষেণ ও সত্যসেন চিত্রসেনের সহিত মিলিত হইয়া আহ্লাদিত চিত্তে সমর বাসনায় অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর ক্ষণভোজী, সুদর্শ, জরাসন্ধের প্রথম পুত্র অদৃঢ়, চিত্রায়ুধ, জয়, শ্রুতিবর্ম্মা, শল, সত্যব্রত ও দুঃশল ইঁহারা সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। শক্রঘাতন শূরাভিমানী রাজপুত্র কৈতব্যাধিপতি অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সমভিব্যাহারে সমরে অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ, ধৃতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এবং কর্ণের পুত্র সত্যসন্ধ ইঁহারা সং-গ্রামার্থ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সমরস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছেন। মহাবীর কর্ণের আর দুই পুত্র অল্পবীর্য্য সম্পন্ন সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের প্রভূত সৈন্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী কুরু-রাজ দুর্য্যোধন বিজয় কামনায় এই সমুদায় ও অন্যান্য অপরিমিত প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ যোধগণ সমবেত হইয়া প্রভূত মাতঙ্গ সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন,—হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় যে যে বীরগণ বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীবিত রহিয়াছে, তাহা-

দের নাম কীর্ত্তন করিলে। তুমি ইতিপূর্ব্বে মৃত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করাতেই আমি কোন্ কোন্ ব্যক্তি জীবিত রহিয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশ ও সৈন্যের অল্পমাত্র অবশেষ বার্ত্তা শ্রবণ জনিত শোকে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়! ক্ষণকাল বিলম্ব কর, এই সুদারুণ অমঙ্গল সম্বাদ শ্রবণ করিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অঙ্গ সকল অবসন্ন হইয়াছে, আমি কোন ক্রমেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। কুরুরাজ সঞ্জয়কে এই কথা কহিয়া নিতান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে তপোধন! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর কর্ণ ও সমরে অপরাঙ্মুখ পুত্রগণকে নিহত শ্রবণ, আত্মীয় নাশ ও পুত্র বিয়োগ জনিত দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, ভূত সংমোহন, সুমেরু সঞ্চরণের ন্যায়, মহামতি শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধিবিভ্রমের ন্যায়, মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রের শত্রু হস্তে পরাজয়ের ন্যায়, মহাতেজস্বী সূর্য্যের ভূতল পতনের ন্যায়, অনন্ত সলিল যুক্ত মহাসাগরের শোষণের ন্যায়, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সলিলরাশির অত্যন্তাভাবের ন্যায় এবং পুণ্য ও পাপের বৈকল্যের ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত ও অশ্রদ্ধেয় কর্ণ বিনাশ বৃত্তান্ত একান্তমনে চিন্তা করিয়া, সর্ব্বনাশ হইল, অবশিষ্ট সৈন্যগণও বিনষ্ট হইবে বলিয়া স্থির করিলেন এবং শোকসন্তপ্তচিত্তে শিথিল কলেবরে দীনভাবে হা হতোস্মি বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, হায়! যাহার বলবিক্রম সিংহ ও মাতঙ্গের ন্যায় এবং স্কন্ধ ও চক্ষু বৃষভের ন্যায়; যাহার জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও শরবর্ষণ শব্দে রথী, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ রণস্থলে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইত; যে বীর বৃষভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত বৃষভের ন্যায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইত না এবং জিগীষা পরবশ দুর্য্যোধন যাহার বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছে, সেই দুঃসহপরাক্রম

পুরুষপ্রবর মহাবীর কর্ণ সহসা কি রূপে অর্জ্জুন শরে নিহত হইল? যে স্বীয় ভুজবীর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া বাসুদেব, অর্জ্জুন এবং বৃষ্ণি বংশীয় ও অন্যান্য ভূপালগণকে লক্ষ্যই করিত না, যে বীর আমি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অন্যতরকে রথ হইতে নিপাতিত করিব বলিয়া রাজ্যলোলুপ লোভমোহিত ভয়ার্ত্ত দুর্য্যোধনকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিত; যে মহাবীর দুর্য্যোধনের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত নিশিত শরনিকরে কাম্বোজ, অবন্তি, কেকয়, গান্ধার, মদ্রক, মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, তঙ্গণ, শক, পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কোশল, কাশি, সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নিষাদ, পুণ্ড্র, চীন, বৎস, তরল, অশ্মক ও ঋষিকদিগকে পরাজয় করিয়া আমাদের অধীন ও করপ্রদ করিয়াছিল; সেই দিব্যাস্ত্রবেত্তা সেনাপতি কর্ণ কিরূপে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল? দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র ও মনুষ্যগণ মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ; এই ত্রিলোক মধ্যে আর তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নাই। অশ্বগণ মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ভূপালগণ মধ্যে বৈশ্রবণ, দেবগণ মধ্যে মহেন্দ্র ও শস্ত্রবর্ষীদিগের মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ। তিনি দুর্য্যোধনের উন্নতির নিমিত্ত বলবীর্য্যশালী পার্থিবগণের সহিত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ যাহারে মিত্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া যাদব ও কৌরবগণ ব্যতিরেকে আর পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাবীর কর্ণকে দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুনহস্তে নিহত শ্রবণ করিয়া সাগর মধ্যে বিদীর্ণ নৌকার ন্যায় ও সমুদ্র মধ্যস্থ প্লবহীন মনুষ্যের ন্যায় শোকার্ণবে নিমগ্ন হইতেছি। হে সঞ্জয়! যখন আমি ঈদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও বিনষ্ট না হইলাম, তখন বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় বজ্র অপেক্ষাও কঠিন ও দুর্ভেদ্য। হায়! আমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণের এইরূপ পরাভব শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ না করে? আমি আর এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারি না; এক্ষণে বিষ ভক্ষণ, অগ্নি প্রবেশ বা পর্ব্বত শিখর হইতে পতন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিবার বাসনা করি।

নবম অধ্যায়।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে মহারাজ! সাধুগণ আপনারে কুল, যশ, শ্রী, তপস্যা ও বিদ্যাতে নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় বোধ করিয়া থাকেন। আপনি শাস্ত্রজ্ঞান বিষয়ে মহর্ষিদিগের ন্যায়

কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আর শোক করিবেন না, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন শালতরুসন্নিভ সূতনন্দন সমরে নিহত হইয়াছে, তখন দৈবই বলবান্; পুরুষকারে ধিক্, উহা কোন কার্য্যকারক নহে। মহারথ কর্ণ শরনিকরে অসংখ্য যুধিষ্ঠির সৈন্য ও পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণকে নিপাতিত, দিক্ সকল তাপিত এবং বজ্রহস্ত বাসব যেমন অসুরগণকে মোহিত করেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে বিমোহিত করিয়া কিরূপে বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল? সূতপুত্রের নিধন নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক। আমি কর্ণের নিধন ও অর্জ্জুনের জয়লাভ শ্রবণ করিয়া শোক সাগরের পারদর্শনে অসমর্থ হইয়াছি। আমার চিন্তা অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আর কোন ক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। হে সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারময় ও দুর্ভেদ্য, নতুবা পুরুষ প্রধান কর্ণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে উহা কি নিমিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে না? নিশ্চয়ই দেবতারা আমার সুদীর্ঘ পরমায়ু কল্পনা করিয়াছেন; সেই নিমিত্তই সূতপুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইয়াও জীবিত রহিয়াছি। হে সঞ্জয়! এই বন্ধুহীন হতভাগ্যের জীবনে ধিক্! অদ্য আমার এই গর্হিত দশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত দীন ও সকলের শোচ্য হইলাম। পূর্ব্বে সকল লোকেই আমারে সৎকার করিত, এক্ষণে আমি শত্রু কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করি! মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনে আমি যার পর নাই দুঃখ ও ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। যখন সূতপুত্র নিহত হইয়াছে, তখন আমার সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইল। যে মহাবীর কর্ণ আমার পুত্রগণকে সংগ্রামসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিত; আজি সে অসংখ্য শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে নিহত হইয়াছে! সেই মহাবীর ব্যতীত আমার জীবনে প্রয়োজন কি? হায়! আজি সেই অধিরথনন্দন কর্ণ শরার্দ্দিত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রথ হইতে বজ্রবিদারিত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গ বিনিপাতিত কুঞ্জরের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া ভূমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে; যে মহাবীর মিত্রগণের অভয়প্রদ, আমার পুত্রগণের বল, পাণ্ডবগণের ভয়স্থান ও ধনুর্দ্ধরদিগের উপমাস্থল ছিল, সেই মহাধনুর্দ্ধর

কর্ণ এক্ষণে দেবরাজ বিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় অর্জ্জুন শরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিয়াছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনের অভিলাষ পঙ্গুর গমনেচ্ছা, দরিদ্রের মনোভিলাষ ও তৃষিতের জলবিন্দুর ন্যায় কোন ফলোপধায়ক হইল না। আমরা যেরূপ কার্য্য করিবার চিন্তা করি, তাহার বিপরীত কার্য্য হইয়া উঠে। অতএব দৈবই বলবান্ ও কাল নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়।

হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুঃশাসন কি দীনাত্মা হীনপৌরুষের ন্যায় পলায়ন পরায়ণ হইয়া নিহত হইয়াছে? সে কি ক্ষত্রিয় প্রধান বীরগণের ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে? মহামতি যুধিষ্ঠির বারংবার যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু মূঢ়াত্মা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সেই ঔষধ সদৃশ হিতকর বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করে নাই। মহাত্মা ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান হইয়া অর্জ্জুনের নিকট পানীয় প্রার্থনা করিলে পার্থ অবনী বিদারণপূর্ব্বক জলধারা উত্তোলিত করিয়াছিল। মহাবাহু শান্তনুনন্দন তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস! আর সংগ্রাম করিও না; আমার নিধনেই তোমাদের যুদ্ধের শেষ হউক। তুমি এক্ষণে সন্ধি সংস্থাপনপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ভ্রাতৃভাবে পৃথিবী ভোগ কর। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র তৎকালে শান্তনুতনয়ের সেই বাক্যানুসারে কার্য্য না করিয়া এক্ষণে শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হায়! দীর্ঘদর্শী মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছিলেন এক্ষণে তাহাই ঘটিতেছে। সর্ব্বনাশকর দুরোদর প্রভাবে আমার পুত্র ও অমাত্যগণ নিহত হইয়াছে; আমি নিতান্ত কৃচ্ছ্রে নিপতিত হইয়াছি। বালকগণ বিহঙ্গমের পক্ষ ছেদনপূর্ব্বক তাহারে পরিত্যাগ করিয়া তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে সে যেমন পক্ষহীন ও গমনে অসমর্থ হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে, আমিও তদ্রূপ জ্ঞাতিবন্ধুহীন, অর্থবিহীন, নিতান্ত ক্ষীণ ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়া যারপর নাই কষ্ট ভোগ করিতেছি। হায়! এখন কোথায় গমন করিব?

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকব্যাকুল ও বিষাদমগ্ন হইয়া এইরূপ বহুতর বিলাপ করত পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে কহিলেন, বৎস! যে বীর দুর্য্যোধনের বৃদ্ধির নিমিত্ত সমুদায় কাম্বোজ, অম্বষ্ঠ, কৈকয়, গান্ধার ও

বিদেহগণকে জয় করিয়া সমুদায় পৃথিবী বশীভূত করিয়াছিল, বাহুবলশালী পাণ্ডবগণ শরনিকর দ্বারা সেই কর্ণকে সমরে পরাজিত করিয়াছে। সেই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন শরে নিহত হইলে অস্মৎপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর সমরাঙ্গনে অবস্থান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সূতপুত্র পাণ্ডবশরে নিহত হইলে অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ ত তাহারে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে নাই? হে সঞ্জয়! যে বীর যেরূপে নিহত হইয়াছে, তুমি তাহা ইতিপূর্ব্বেই আমার নিকট বর্ণন করিয়াছ। দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রতিপ্রহার পরাঙ্মুখ ভীষ্মদেবকে নিপাতিত এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্দ্ধর ন্যস্তশস্ত্র যোগান্বিত দ্রোণাচার্য্যকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া খড়্গাঘাতে নিহত করিয়াছে। ঐ বীরদ্বয়ের মৃত্যু ছিদ্রান্বেষণতৎপর অরাতিগণের ছল প্রভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে। ন্যায় যুদ্ধে বজ্রধর ইন্দ্রও উঁহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে দিব্যাস্ত্রবর্ষী ইন্দ্রোপম মহাবীর কর্ণ কিরূপে মৃত্যুগ্রস্ত হইল, তাহা কীর্ত্তন কর। সুররাজ পুরন্দর যাহারে কবচ ও কুণ্ডল যুগলের বিনিময়ে কনক ভূষণ, অরাতিনিপাতন, দিব্য শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন; যাহার নিকট সুবর্ণ ভূষণ সর্পমুখ দিব্য শর বিদ্যমান ছিল; যে বীর ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণকে অবজ্ঞা করিয়া জামদগ্ন্যের নিকটে ভয়ঙ্কর ব্রহ্ম অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল; যে বীর শরপীড়িত দ্রোণ প্রমুখ বীরগণকে বিমুখ দেখিয়া শরনিকরে সৌভদ্রের শরাসন ছেদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল; যে বীর অযুত নাগ তুল্য পরাক্রান্ত ও বজ্রের ন্যায় বেগবান্ ভীমসেনকে সহসা বলহীন করিয়া উপহাস করিয়াছিল, যে বীর নতপর্ব্ব শরনিকরে সহদেবকে নির্জ্জিত ও বিরথ করিয়া কেবল ধর্ম্মানুরোধে নিহত করে নাই; যে বীর ইন্দ্রশক্তি দ্বারা অশেষ মায়াবলম্বী জয়লিপ্সু রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছে; এবং মহাবীর ধনঞ্জয় ভীত হইয়া যাহার সহিত এতাবৎ কাল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; সেই মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ কিরূপে সংগ্রামে নিহত হইল? তাহার রথ ভঙ্গ, শরাসন বিশীর্ণ বা অস্ত্র বিনষ্ট না হইলে সে কখনই অরাতিশরে নিপতিত হইত না। মহাবীর কর্ণ সমরে মহাচাপ বিঘূর্ণনপূর্ব্বক ভীষণ শর দিব্যাস্ত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারে পরাজয় করা কাহার সাধ্য। হে সঞ্জয়! তোমার মুখে

কর্ণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তাহার শরা-সন ছিন্ন বা রথ ভূতলগত অথবা অস্ত্র সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সমুদায়ের অন্যতর কারণ ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা, আমি অর্জ্জুনকে নিহত না করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিব না বলিয়া দৃঢ়ব্রত করিয়াছিল; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার রণনৈপুণ্য স্মরণে ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হন নাই; যে বীরের বলবীর্য্য প্রভাবে আমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রেয়সী পাঞ্চালীরে বলপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া পাণ্ডবগণ সমক্ষে দাসভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল; যে বীর রোষাবিষ্ট হইয়া সভামধ্যে দ্রৌপদীরে "হে বরবর্ণিনি! তোমার ষণ্ডতিল সদৃশ পতিগণ আর বর্ত্তমান নাই; অতএব অন্য কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর" বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই সূতনন্দন কিরূপে শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? ঐ মহাবীর পূর্ব্বে দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিল; হে মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যদি সমরনিপুণ ভীষ্ম ও যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্য পক্ষপাত প্রযুক্ত কৌন্তেয়গণকে নিপাতিত না করেন, তবে আমি উঁহাদের সকলকেই নিহত করিব। আমার স্নিগ্ধচন্দনদিগ্ধ শর সমরাঙ্গনে ধাবমান হইলে গাণ্ডিব শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় কি করিতে পারিবে? যে মহাধনুর্দ্ধর এইরূপ আস্ফালন করিয়া দুর্য্যোধনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, সেই সূতপুত্র কিরূপে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? যে মহাবীর গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরে উগ্রতা অগ্রাহ্য করিয়া দ্রৌপদীরে হে পাঞ্চালি! তুমি পতিহীনা হইয়াছ বলিতে বলিতে পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল; যে বীর বাহুবল প্রভাবে মুহূর্ত্ত কালও জনার্দ্দন ও সপুত্র পাণ্ডবগণ হইতে ভীত হয় নাই; আমার মতে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহারে সংগ্রামে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অধিরথনন্দন কর্ণ মৌর্ব্বী স্পর্শ বা বর্ম্ম ধারণ করিলে কোন্ ব্যক্তি তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে পারে? বরং ভূমণ্ডল চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নির অংশুবিহীন হইতে পারে কিন্তু সমরে অপরাঙ্মুখ কর্ণের বিনাশ কখনই সম্ভবপর নহে।

আমার পুত্র দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যে সূতপুত্র কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনকে সহায় করিয়া বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, বোধ করি, এক্ষণে তাহা-

দের উভয়কেই নিহত অবলোকন করিয়া নিতান্ত শোক সন্তপ্ত হইতেছে। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণকে নিহত ও পাণ্ডবগণকে জয়যুক্ত দর্শন করিয়া কি কহিল? বোধ করি, সে দুর্ম্মর্ষণ ও বৃষসেনকে নিহত, সৈন্যসমুদায়কে মহারথগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন, ভূপতিগণকে পলায়ন পরায়ণ এবং রথিগণকে বিদ্রুত অবলোকন করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছে। হে সঞ্জয়! দুর্ব্বিনীত, অভিমানী, দুর্ব্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় দুর্য্যোধন পূর্ব্বে সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ঐ সুমহান্ বৈরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে। এক্ষণে সৈন্যগণকে ভগ্নোৎসাহ ও প্রধান প্রধান বীরগণের প্রায় সমুদায়কে নিহত দেখিয়া কি কহিল? গান্ধাররাজ শকুনি পূর্ব্বে সন্তুষ্টচিত্তে দ্যূতক্রীড়া করিয়া পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছিল; এক্ষণে সে কর্ণকে নিহত অবলোকন করিয়া কি বলিল? সাত্বত বংশীয় মহারথ মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে বাঞ্ছা করেন, সেই রূপযৌবন সম্পন্ন মহাযশস্বী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্ণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি বলিলেন? আর ধনুর্ব্বেদ বিশারদ রথিসত্তম কৃপ, কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত রণদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্য এবং যুদ্ধার্থ সমাগত অন্যান্য নৃপতিগণই বা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন?

হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে কোন্ কোন্ বীর অংশক্রমে সেনামুখে অবস্থান করিয়াছিলেন? মহারথ মদ্ররাজ শল্য কি নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? মহারথ সূতপুত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ চক্র, কে বামচক্র এবং কাহারাই বা পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? তৎকালে কোন্ কোন্ মহাবীর কর্ণকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং কাহারাই বা ক্ষুদ্রভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার সমীপ হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? একত্র সমবেত কৌরবগণ সমক্ষে মহারথ কর্ণ কিরূপে নিহত হইল? মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ পাণ্ডবগণ সমরে সমাগত হইয়া কিরূপে জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিল? এবং মহাবীর কর্ণের সেই সর্পমুখ দিব্য শর কি নিমিত্ত তৎকালে ব্যর্থ হইয়া গেল? তৎসমুদায় আমার নিকট-কীর্ত্তন কর।

হে সঞ্জয়! যখন আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছে, তখন আমি হতোৎসাহ অবশিষ্ট সৈন্যগণকেও নিঃশেষিত বোধ করিতেছি। মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ আমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? যাহার অযুত কুঞ্জরের তুল্য বাহুবল ছিল, এক্ষণে সেই কর্ণও পাণ্ডব কর্ত্তৃক নিহত হইল! আমি বারংবার আর এরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। যাহা হউক; দ্রোণের নিধনানন্তর মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল, তাহা সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

একাদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন,—হে কুরুরাজ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্যের নিধন দিবসে মহারথ দ্রোণপুত্রের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ ও কৌরব সৈন্যগণ ইতস্তত ধাবমান হইলে মহাবীর অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় সৈন্য সমুদায় রক্ষা করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে রণস্থলে অবস্থান ও স্বীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া পুরুষকার প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং স্বীয় ভুজবলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জয়লাভ প্রহৃষ্ট পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করত পরিশেষে সন্ধ্যা সময় সমাগত সন্দর্শন করিয়া সমরে বিরত হইলেন। তখন কৌরবগণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া স্বীয় শিবির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সকলে সমবেত ও অতি রমণীয় আস্তরণ সমাবৃত মহার্হ পর্য্যঙ্কে আসীন হইয়া সুখ শয্যাধিরূঢ় অমরগণের ন্যায় পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাজা দুর্য্যোধন সুমধুর প্রিয় বচনে সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন; হে ধীমন্ নরপালগণ! যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অবিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে সিংহাসনাধিরূঢ় যুদ্ধার্থী নরপতিগণ বিবিধ চেষ্টা দ্বারা সমরাভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বাক্যজ্ঞ মেধাবী আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা প্রাণত্যাগে উদ্যত নরপালগণের ইঙ্গিত অবগত হইয়া ও রাজা দুর্য্যোধনের বালার্ক সদৃশ মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! পণ্ডিতেরা স্বামিভক্তি, দেশকালাদি সম্পত্তি,

রণপটুতা ও নীতি এই কয়েকটিরে যুদ্ধের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু এই সকল উপায়ে দৈববল অপেক্ষা করে। আমাদিগের যে সমস্ত দেবতুল্য লোকপ্রবীর মহারথগণ নীতিজ্ঞ, রণদক্ষ, প্রভুপরায়ণ ও নিয়ত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন ; কিন্তু তন্নিবন্ধন জয়াশা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সুনীতি প্রয়োগ করিলে দৈবকেও অনুকূল করা যাইতে পারে। অতএব আজি আমরা সর্ব্বগুণান্বিত নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষেক করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিব। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র অস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ও অন্তকের ন্যায় অসহ্য। উনি অনায়াসে সমরাঙ্গনে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন।

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন আচার্য্যতনয়ের মুখে সেই পরম প্রিয় হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নিধনের পর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবে বলিয়া তাঁহার মনে মহতী আশা সঞ্জাত হইল। তখন তিনি আশ্বাসযুক্ত হইয়া বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক সুস্থির চিত্তে সূতপুত্রকে কহিলেন, হে কর্ণ! আমি তোমার বলবীর্য্য ও আমার সহিত পরম সৌহার্দ্দের বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছি ; তথাপি তোমারে এই হিত কথা কহিতেছি ; ইহা শ্রবণ করিয়া তোমার যাহা অভিরুচি হয় কর। তুমি বিজ্ঞতম এবং আমারও তোমা ভিন্ন আর গতি নাই। আমার সেনাপতি মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগের অপেক্ষা বলবান্। অতএব তুমি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হও। সেই মহাধনুর্দ্ধরদ্বয় বৃদ্ধ ও ধনঞ্জয়ের পক্ষ ছিলেন। আমি তোমার বাক্যানুসারেই তাহাদিগকে বীর বলিয়া গণনা করিতাম। মহাবীর ভীষ্ম পিতামহ বলিয়াই দশ দিবস পাণ্ডুতনয়গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই ধনঞ্জয় শিখণ্ডীরে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিহত করিয়াছে। পিতামহ শরশয্যায় শয়ান হইলে তোমার বাক্যানুসারে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ; আমার বোধ হয়, তিনিও শিষ্য বলিয়াই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতেন। যাহা হউক, আজি তিনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। হে কর্ণ! এক্ষণে তোমার সদৃশ অমিত পরাক্রম যোদ্ধা আর

কাহারেও নয়নগোচর হয় না। তোমা হইতেই আমাদিগের জয লাভ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তুমিই পূর্ব্বাপর আমাদিগের হিত সাধন করিতেছ। অতএব তুমি রণধুরন্ধর হইয়া আপনি আপনারে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত কর। কার্ত্তিকেয় যেমন সুরগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও কৌরবদিগের সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণকে রক্ষা করত দৈত্যনিসূদন মহেন্দ্রের ন্যায় শত্রু নিপাতনে নিযুক্ত হও। দানবেরা পুরুষোত্তম বিষ্ণুরে অবলোকন করিয়া যেমন পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ মহারথ পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ তোমারে সমরে সমবস্থিত সন্দর্শন করিয়া অমাত্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করিবে। অতএব দিবাকর যেমন অভ্যুদিত হইযা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে গাঢ়ান্ধকার উচ্ছেদ করেন, তদ্রূপ তুমি মহতী সেনা লইয়া অরাতিগণকে নিপাতিত কর। অর্জ্জুন কখনই তোমার সমক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধ কবিতে পারিবে না।

মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে কুরুরাজ। আমি পূর্ব্বেই তোমারে বলিযাছি যে, পাণ্ডবগণকে তাহাদের পুত্রগণ ও জনার্দ্দনের সহিত পরাজিত করিব। যাহা হউক, এক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইব, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তুমি প্রশান্তচিত্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির কর। হে মহারাজ। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং সুরপতি যেমন দেবগণের সহিত উত্থিত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিজয়াভিলাষী অন্যান্য ভূপালগণের সহিত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সুবর্ণময় ও মৃণ্ময পূর্ণ কুম্ভ, হস্তী, গণ্ডার ও বৃষের বিষাণ, বিবিধ সুগন্ধি ঔষধ এবং সুসংভৃত অন্যান্য উপকরণ দ্বারা ক্ষৌমাচ্ছাদিত তাম্রময় আসনে আসীন মহাবীর কর্ণকে বিধিপূর্ব্বক সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সেই বরাসন সমাসীন সূতপুত্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অরাতিঘাতন কর্ণ এইরূপে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া বিপ্রগণকে নিষ্ক, ধন ও গোসমূহ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বন্দিগণ কর্ণকে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সূর্য্য যেমন সমুদিত হইয়া উগ্র কিরণজালে তমোরাশি ধ্বংস করিযা থাকেন, তদ্রূপ তুমি মহারণে অনুচরগণ সমবেত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার কর। উলুকগণ যেমন

সূর্য্যরশ্মি সন্দর্শনে অসমর্থ, তদ্রূপ কেশব সমবেত পাণ্ডবগণ ত্বন্নিক্ষিপ্ত শর-নিকর অবলোকন করিতে কোন মতেই সমর্থ নহে। দানবগণ যেমন সংগ্রামে গৃহীতশস্ত্র পুরন্দরের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতে অক্ষম হইবে। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া অমিতপ্রভা প্রভাবে দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্র কালপ্রেরিত দুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ করিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র প্রাতঃকালে সৈন্যগণকে সমবেত হইতে আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক আপনার পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুর সংগ্রামে দেবগণে পরিবৃত স্কন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন স্বয়ং সোদরের ন্যায় স্নিগ্ধ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সূতপুত্র সৈন্যগণকে সূর্য্যোদয় সময়ে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্রেরা কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্য বাদনপূর্ব্বক সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন রাত্রিশেষে আপনার সৈন্যমধ্যে সকলে সুসজ্জিত হও, সকলে সুসজ্জিত হও, সহসা এই শব্দ সমুদ্ভূত হইল। বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, বরূথযুক্ত, রথ সন্নদ্ধ তুরঙ্গ ও পদাতি সুসজ্জিত হওয়াতে এবং পরস্পর ত্বরাযান্ যোধগণ চীৎকার করাতে গগনস্পর্শী ভীষণ শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শ্বেত পতাকা পরিশোভিত নাগ কক্ষ কেতু সম্পন্ন বলাকাবর্ণ অশ্বসংযুক্ত বিমল আদিত্যসঙ্কাশ রথে আরূঢ় হইয়া স্বর্ণ বিভূষিত শঙ্খ প্রধ্মাপিত ও কনকমণ্ডিত কোদণ্ড বিধুনিত করিতে লাগিলেন। ঐ রথ হেমপৃষ্ঠ ধনু, তূণীর, অঙ্গদ, শতঘ্নী, কিঙ্কিনী, শক্তি, শূল ও তোমরাদি অস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কর্ণকে ধ্বান্তনাশক উদয়োন্মুখ ভানুমানের ন্যায় রথে

অবস্থিত অবলোকন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বীরগণের বিনাশদুঃখ একবারে বিস্মৃত হইলেন। তখন বীরবর সূতপুত্র শঙ্খশব্দে যোধগণকে ত্বরান্বিত করত বিপুল কৌরব সৈন্য দ্বারা মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণের পরাজয় বাসনায় তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ঐ মকর ব্যূহের মুখে কর্ণ, নেত্রদ্বয়ে মহাবীর শকুনি ও মহারথ উলুক, মস্তকে অশ্বত্থামা, মধ্যদেশে সৈন্যগণ-পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন, গ্রীবায় তাঁহার সোদরগণ, বামপদে নারায়ণী সেনা পরিবৃত যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃতবর্ম্মা, দক্ষিণ পদে মহাধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যগণে পরিবেষ্টিত সত্য বিক্রম কৃপাচার্য্য, বাম পদের পশ্চাদ্ভাগে বিপুল সেনা পরিবৃত মদ্ররাজ শল্য, দক্ষিণ পদের পশ্চাদ্ভাগে সহস্র রথ ও তিন শত হস্তী সমবেত সত্যপ্রতিজ্ঞ সুষেণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবল পরাক্রান্ত সসৈন্য রাজা চিত্র ও চিত্রসেন নামে সহোদরদ্বয় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! [illegible]শ্রেষ্ঠ কর্ণ এইরূপে সমরে যাত্রা করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ভ্রাত! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ বীরগণাভিরক্ষিত কৌরব সৈন্য সমুদায়কে কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যমধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান বীর পুরুষ ছিল, তাহারা নিহত হইয়াছে; এক্ষণে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরাই অবশিষ্ট আছে। সুতরাং নিশ্চয়ই তোমার জয়লাভ হইবে। তুমি যুদ্ধ করিলে আমার হৃদয় হইতে দ্বাদশ বর্ষ সংস্থিত শল্য সমুদ্ধৃত হয়। অতএব এক্ষণে তুমি আপনার ইচ্ছানুসারে ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। হে মহারাজ! শ্বেতবাহন অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেই বাক্য শ্রবণানন্তর আপনাদিগের সৈন্য লইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ব্যূহের বামপার্শ্বে ভীমসেন, দক্ষিণপার্শ্বে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ধনঞ্জয় এবং যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠদেশে নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন পালিত চক্র রক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা ধনঞ্জয়ের সমীপে সমবস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট বর্ম্মধারী ভূপালগণ স্ব স্ব উৎসাহ ও যত্ন অনুসারে অংশক্রমে সেই ব্যূহ মধ্যে অবস্থান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষের ব্যূহ নির্ম্মাণ হইলে মহাধনুর্দ্ধর কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইলেন। বদ্ধ

বান্ধব সমবেত রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকৃত ব্যূহ দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া কর্ণ সমবেত দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে নিহত বিবেচনা করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষায় সৈন্যমধ্যে শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, দুন্দুভি, ডিণ্ডিম ও ঝর্ঝর প্রভৃতি বাদিত্র সকল চতুর্দ্দিকে বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সময় জয়গৃধ্নু শূরগণের সিংহনাদ, অশ্বগণের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনি ও রথ নেমির ঘোর নিস্বন শ্রবণগোচর হইল। মহাধনুর্দ্ধর বর্ম্মধারী কর্ণকে ব্যূহ মুখে নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই দ্রোণবধ জনিত দুঃখ অনুভব করিল না। তখন সেই প্রহৃষ্ট নরসঙ্কুল উভয় পক্ষায় সৈন্য পরস্পর বিনাশার্থ যুদ্ধে কৃতসংকল্প হইল। ঐ সময় কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য সমুদায় নৃত্য করিতেছে। এইরূপে সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইলে যুদ্ধার্থী বীরগণ ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর নিধনে প্রবৃত্ত হস্তী, অশ্ব ও রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! তখন সেই প্রহৃষ্ট হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যে সঙ্কুল দেবাসুর সৈন্য সদৃশ কুরু পাণ্ডব পক্ষায় সেনাগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। উগ্রবিক্রম রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণ পরস্পরের প্রাণ ও পাপ নাশার্থ পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রধান প্রধান যোধগণ অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল, ক্ষুরপ্র, অসি, পট্টিশ ও পরশু দ্বারা পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্যের সদৃশ কান্তি এবং পদ্মতুল্য গন্ধযুক্ত নরমস্তক ছেদনপূর্ব্বক তদ্দারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। মহাবাহু বীরগণের রক্তাঙ্গুলিযুক্ত আয়ুধ ও বাহু সমুদায় বিপক্ষপক্ষায় বীরগণের শরনিকরে ছিন্ন ও নিপতিত হইয়া গরুড়বিধ্বস্ত পঞ্চাস্য ভুজঙ্গ সমুদায়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পুণ্য ক্ষয় হইলে স্বর্গবাসিগণ যেমন বিমান হইতে পতিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ বীরগণ শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া হস্তী, রথ ও অশ্ব সমুদায় হইতে ধরাতলে

নিপতিত হইতে লাগিল। অনেকে গুরুতর গদা, পরিঘ ও মুষল সমুদায়ের আঘাতে বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কুল যুদ্ধে রথিগণ রথিগণকে, মত্ত মাতঙ্গগণ মত্ত মাতঙ্গদিগকে ও অশ্বারূঢ়গণ অশ্বারূঢ়দিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। অনেক বার পদাতিগণ রথীদিগের, রথিগণ পদাতিদিগের এবং পদাতিগণ অশ্বারোহীদিগের শরে নিপতিত হইলেন। কখন বা নাগগণ রথী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে, পদাতিগণ রথী, অশ্বারোহী ও হস্ত্যারোহীদিগকে, অশ্বগণ রথ, পদাতি ও হস্তিগণকে এবং রথিগণ পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণ এইরূপে বিপক্ষপক্ষীয় পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণের হস্ত, পাদ, রথ ও বিবিধ অস্ত্র ছিন্ন করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই সেনাগণ পরস্পরের শরে নিপীড়িত হইলে মহাবীর বৃকোদর দ্রাবিড় সৈন্য পরিবৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর তনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি ও চেকিতান এবং ব্যূহাবৃত পাণ্ড্য, চোল ও কেরলগণ সমভিব্যাহারে আমাদের সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বিশালবক্ষ, দীর্ঘভুজ, উন্নত, পৃথুলোচন, আপীড়শোভিত, রক্তদন্ত, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, বিচিত্র বসনান্বিত, গন্ধচূর্ণাবৃত, বদ্ধখড়্গ, পাশহস্ত, উভয় পক্ষীয় হস্ত্যারোহী ও যুদ্ধপ্রিয়, চাপতূণীরধারী দীর্ঘকেশ, পরাক্রান্ত পদাতি এবং ঘোররূপ পরাক্রান্ত ভীষণ অশ্বারোহগণ মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর সংগ্রাম করিতে লাগিল। চেদী, পাঞ্চাল, কেকয়, করূষ, কোশল, কাঞ্চি ও মগধ দেশীয় বীরগণ মহাবেগে সমরে ধাবমান হইল। তাহাদিগের রথী, নাগ ও প্রধান প্রধান পদাতি সকল বিবিধ বাদ্যোদ্যমে হৃষ্ট হইয়া হাস্যবদনে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহামাত্রগণে পরিবেষ্টিত ও গজারূঢ় হইয়া সৈন্যমধ্য হইতে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার যথাবিধানে বিভূষিত উগ্রতর মাতঙ্গ উদিত ভাস্কর উদয়াচলের অগ্রভাগের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গজবরের অপূর্ব্ব রত্ন বিভূষিত লৌহনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট বর্ম্ম শরৎকালীন নক্ষত্রমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তোমর হস্তে সেই

মাতঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে রিপুগণকে তাপিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজারূঢ় ক্ষেমধূর্ত্তি দূর হইতে সেই গজবরকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট মনে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সেই ক্রমবান্ মহাপর্ব্বতদ্বয়ের সদৃশ মহাকায় মাতঙ্গদ্বয়ের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুঞ্জরদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গজারোহী বীরদ্বয়ও তীক্ষ্ণ সূর্য্যরশ্মি সদৃশ তোমর দ্বারা পরস্পরকে আহত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তৎপরে উভয়ে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাদিগের সিংহনাদ, আস্ফোটন ও শর শব্দে আহ্লাদিত হইল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় বায়ুবিকম্পিত পতাকাযুক্ত উদ্যতশুণ্ড মাতঙ্গদ্বয় দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে পরস্পর পরস্পরের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক বর্ষাকালীন বারীবর্ষী জলদদ্বয়ের ন্যায় শক্তি ও তোমর বর্ষণ করত গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে এক তোমরাঘাত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত পুনরায় অতিবেগে ছয় তোমরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে ক্রোধপ্রদীপ্ত ভীমসেন সেই অঙ্গস্থিত সপ্ত তোমর দ্বারা সপ্তাশ্ব যুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং যত্নপূর্ব্বক অরাতির প্রতি এক ভাস্করবর্ণ লৌহময় তোমর নিক্ষেপ করিলেন। কুলুতাধিপতি ক্ষেমধূর্ত্তি শরাসন আকর্ষণ করিয়া দশ শরে সেই তোমর ছেদনপূর্ব্বক ছয় শরে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন এক মেঘগভীর নিঃস্বন শরাসন গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ করত শরনিকর নিপাতে অরাতির কুঞ্জরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হস্তী ভীমসেনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলধরের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। যন্তা অশেষ প্রকার যত্ন করিয়াও তাহারে স্থির করিতে পারিল না। তখন পবনপরিচালিত পয়োধর যেরূপ জলদের অনুগমন করে, তদ্রূপ ভীমসেনের মাতঙ্গ সেই কুঞ্জরের অনুগমন করিতে লাগিল। প্রবল প্রতাপ ক্ষেমধূর্ত্তি তদ্দর্শনে স্বীয় বারণকে নিবারণপূর্ব্বক অভিমুখাগত ভীম মাতঙ্গকে বাণবিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন আনতপর্ব্ব ক্ষুর দ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া মাতঙ্গের

সহিত তাঁহারে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি তদ্দর্শনে রোষভরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া নারাচ দ্বারা তাঁহার মাতঙ্গের সমুদায় মর্ম্মস্থল ভেদ করিলেন। গজরাজ ক্ষেমধূর্ত্তির ভীষণ শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন গজনিপতনের পূর্ব্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিও ঐ সময় গদাঘাতে ক্ষেমধূর্ত্তির হস্তীরে পোথিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সেই নিহত নাগ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক আয়ুধ উদ্যত করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ বৃকোদর তাঁহার উপরেও গদাঘাত করিলেন। খড়্গধারী মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের সেই গদাঘাতেই গতাসু ও গজসমীপে নিপতিত হইয়া বজ্রভগ্ন অচলের সমীপস্থ বজ্রহত সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সৈন্য সকল সেই কুলুতকুলতিলক ক্ষেমধূর্ত্তিরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর কর্ণ নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব সেনাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও কোপাবিষ্ট হইয়া কর্ণের সম্মুখে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সূতপুত্র সূর্য্যরশ্মি সমপ্রভ কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডব সেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ কর্ণের নারাচ প্রহারে ম্লান ও অবসন্ন হইয়া ভীষণ শব্দ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব সেনাগণ সূতপুত্র কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে মহাবীর নকুল মহারথ কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন দুষ্কর কার্য্যকারী অশ্বত্থামারে ও সাত্যকি কেকয় দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দকে নিবারণ করিলেন। তখন রাজা চিত্রসেন, সমাগত শ্রুতকর্ম্মার প্রতি, প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্রধ্বজ শরাসন শোভিত চিত্রের প্রতি, দুর্য্যোধন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ও ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ সংসপ্তকগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের সহিত, অপরাজিত শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার সহিত, মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি শল্যের সহিত এবং প্রতাপশালী মাদ্রীসুত সহদেব আপনার পুত্র দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইলেন। ঐ সময় কেকয় দেশীয়

বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকিরে এবং সাত্যকিও ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। নাগদ্বয় যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের উপর দন্তাঘাত করে, তদ্রূপ কেকয় দেশীয় ভ্রাতৃদ্বয় যুযুধানের বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি হাস্য করত শর বর্ষণে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। বীরদ্বয় সাত্যকির শরে নিবারিত হইয়া ক্রোধভরে শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার রথ আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাযশস্বী শিনিপুঙ্গব তদ্দর্শনে সেই বীরদ্বয়ের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুতীক্ষ্ণ শরজালে নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহারা সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সাত্যকিরে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত সংগ্রামে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কঙ্কপত্রান্বিত স্বর্ণমণ্ডিত শরজাল দশদিক্ আলোকময় করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের শরনিকরে কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সংগ্রামভূমি তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অনন্তর সাত্যকি সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের ও তাঁহারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ যুযুধান সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণপূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা অনুবিন্দের মস্তক ছেদন করিলেন। সমরনিহত শম্বরাসুরের মস্তক যেরূপ ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই অনুবিন্দের কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কেকয়গণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন মহারথ বিন্দ ভ্রাতার নিধন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক শরনিকরে সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহারে স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত পুনরায় তাহার বাহু ও উরুদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি বিন্দের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি হাস্য করত সত্বরে পঞ্চবিংশতি বাণে কেকয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উৎকৃষ্ট কোদণ্ড দ্বিখণ্ড এবং অশ্বগণ ও সারথিরে নিহত করিয়া ফেলিলেন, পরিশেষে রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শত চন্দ্র ভূষিত চর্ম্ম ও অসি গ্রহণ করিয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করত অবিলম্বে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইয়া পরস্পরের বিনাশে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। দেবাসুর সংগ্রামে খড়্গধারী জম্ভাসুর ও পুরন্দরের যেরূপ শোভা হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সাত্যকি ও বিন্দ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি খড়্গাঘাতে কেকয়রাজের চর্ম্ম দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কেকয়রাজও যুযুধানের শত শত তারাসঙ্কুল চর্ম্ম ছেদন করিয়া কখন মণ্ডলাকারে বিচরণ এবং কখন বা গমন ও প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বরে বক্রহস্তে সেই রণচারী করবারিধারী কেকয়রাজকে দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বর্ম্মধারী মহাধনুর্দ্ধর কৈকেয় শরাঘাতে ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ সাত্যকি এইরূপে কেকয়রাজ বিন্দকে নিহত করিয়া সত্বরে যুধামন্যুর রথে আরোহণ করিলেন এবং তৎপরে যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরূঢ় হইয়া পুনরায় সুতীক্ষ্ণ শরনিপাতে কেকয় সৈন্যগণকে বদলিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ যুযুধানের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগপূর্ব্বক চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা কোপাবিষ্ট হইয়া পঞ্চাশৎ শরে মহীপতি চিত্রসেনকে আহত করিলেন। তখন অভিসারাধিপতি চিত্রসেন নতপর্ব্ব নয় বাণে শ্রুতকর্ম্মারে নিপীড়িত ও পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত নারাচাস্ত্র দ্বারা সেনাগ্রবর্ত্তী চিত্রসেনের মর্ম্ম ভেদ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন শ্রুতকর্ম্মানিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বিচেতন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী শ্রুতকীর্ত্তি নবতি শরে শ্রুতকর্ম্মারে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর মহারথ চিত্রসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভল্ল দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহারে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শ্রুতকর্ম্মা সুবর্ণভূষণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক চিত্রসেনের বিচিত্র রূপ করিয়া দিলেন। চিত্রমালাধর যুবা চিত্রসেন ভূপতি শ্রুতকর্ম্মার শরে সমাবৃত

হইয়া গোষ্ঠীমধ্যস্থ মহাবৃষভের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি থাক্ থাক্ বলিয়া নারাচ দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিলেন। শ্রুতকর্ম্মা চিত্রসেন নিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে গৈরিক বর্ণ রুধির ক্ষরণ করত শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া গৈরিক ধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায়, কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি চিত্রসেনের শত্রুবারণ শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহারে তিনশত নারাচে সমাচ্ছন্ন ও শরনিকরে নিপাড়িত করিয়া এক সুশাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শিরস্ত্রাণ সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। চিত্রসেনের মস্তক গগনমণ্ডল হইতে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে নিপতিত চন্দ্রমার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সৈনিকগণ তাঁহারে নিহত দেখিয়া মহাবেগে ইতস্তত ধাবমান হইল। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট প্রেতরাজ যেমন প্রলয়কালে ভূতগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ রোষাবিষ্ট হইয়া শরনিকর নিপাতে সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ একান্ত নিপীড়িত হইয়া দাবানলদগ্ধ গজযূথের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইল। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তাহাদিগকে শত্রু পরাজয়ে নিরুৎসাহ দেখিয়া তাহাদের উপর অনবরত সুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য চিত্রকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও তিন বাণে সারথিরে বিদ্ধ করিলে মহাবাহু চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের বাহু ও উরুদেশে কঙ্কপত্রবিরাজিত, শাণিতাগ্র, সুবর্ণপুঙ্খ নয় ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য শরনিপাতে চিত্রের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত পাঁচ শর প্রয়োগ করিলেন। বীরবর চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণঘণ্টা সমাযুক্ত অগ্নিশিখা সদৃশ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য সেই মহোল্কা সন্নিভ শক্তি সমাগত সন্দর্শন করিয়া অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই চিত্রবিক্ষিপ্ত বিচিত্র শক্তি প্রতিবিন্ধ্য শরে দ্বিধা ছিন্ন হইয়া যুগান্তকালীন সর্ব্বভূত ত্রাসজনন অশনির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর চিত্র আপনার শক্তি ব্যর্থ নিরীক্ষণ করিয়া সুবর্ণজালজড়িত এক মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

দা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রতিবিন্ধ্যের অশ্ব, সারথি ও রথ চূর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া চিত্রের উপর এক কনকবিভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু চিত্র সহসা সেই শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলে শক্তি তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদারণপূর্ব্বক অশনির ন্যায় সমরাঙ্গন উদ্ভাসিত করিয়া নিপতিত হইল। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে এক সুবর্ণভূষিত তোমর গ্রহণপূর্ব্বক চিত্রের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তোমর চিত্রের বর্ম্ম ও হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বিল প্রবেশোদ্যত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় মহাবেগে ধরাতলে নিপতিত হইল। মহারাজ চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের তোমরে সমাহত হইয়া পরিঘাকার পীন বাহুযুগল প্রসারণপূর্ব্বক রণশয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ চিত্ররাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কিঙ্কিণী সমাযুক্ত শতঘ্নী ও বিবিধ বাণ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মেঘ যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য অসুরসৈন্য নিসূদন বজ্রধরের ন্যায় সেই সৈন্যগণকে শরনিকর নিপাতে নিপীড়িত ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ প্রতিবিন্ধ্য শরে বিদ্ধ হইয়া বায়ুবেগসঞ্চালিত ঘনঘটার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব সৈন্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে অশ্বত্থামা একাকী অবিলম্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন। তখন দেবাসুর সংগ্রাম সময়ে বৃত্রাসুর ও পুরন্দরের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল; তদ্রূপ সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ত্বরান্বিত হইয়া অস্ত্রলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীমসেনকে প্রথমত নিশিত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার মর্ম্মস্থলে তীক্ষ্ণ নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণপুত্রের নিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রশ্মিমান্ সূর্য্যের ন্যায় সুশোভিত হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি সহস্র শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহনাদ

করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণকুমারও শরনিকরে তাঁহার শরজাল সংহার পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বৃকোদরের ললাটে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত নারাচ ললাট দেশে ধারণ করিয়া অরণ্যচারী মত্ত গণ্ডকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়াই যেন অশ্বত্থামার ললাটে তিন নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। আচার্য্যপুত্র সেই ললাটস্থ নারাচত্রয় দ্বারা বর্ষাভিষিক্ত ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ভীমসেনের উপর বারংবার শত শত শর নিক্ষেপ করিয়াও বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সেই মহাবীর পাণ্ডুতনয়কে কোনক্রমে কম্পিত করিতে পারিলেন না। ভীমসেনও শত শত নিশিত শরে অশ্বত্থামারে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই রথারূঢ় মহারথদ্বয় শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করত পরস্পর কিরণাভিতাপিত লোকক্ষয়কর দীপ্যমান সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর প্রতিকারার্থ যত্নবান্ হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত দংষ্ট্রায়ুধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় সেই রণে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বীরদ্বয় প্রথমত পরস্পরের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পরস্পরের শরজাল নিরাকৃত করিয়া মেঘজাল নির্ম্মুক্ত মঙ্গল ও বুধ গ্রহের ন্যায় শোভমান হইলেন।

এইরূপে সেই সংগ্রাম অতি দারুণ হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা বৃকোদরকে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিয়া মেঘ যেমন পর্ব্বতকে বারিধারায় সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেনও শত্রুর বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতেই তাঁহার প্রতিকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় বিবিধ মণ্ডল ও গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শনপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন বিসৃষ্ট শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া পরস্পরের বিনাশ বাসনায় পরস্পরকে বিরথ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা মহাস্ত্র সমুদায় প্রাদুর্ভূত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন অস্ত্র দ্বারা সেই মহাস্ত্র সকল সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে, প্রজা

শাপ প্রদান।

সংহারের নিমিত্ত যেমন গ্রহযুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই বীরদ্বয় বিসৃষ্ট শর সমুদায় দিক্ সকল দ্যোতিত করিয়া অপরাপর সৈন্য মধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল এককালে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডল প্রলয় কালীন উল্কাপাতে সমাবৃত হইয়াছে। সেই বীরদ্বয়ের পরস্পরের বাণঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গময় দীপ্তশিখ হুতাশন সমুত্থিত হইয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে সিদ্ধগণ সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, এই যুদ্ধ সমুদায় যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদায় ইহার ষোড়শাংশের একাংশও নহে। এরূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হইবে না। এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইঁহারা উভয়েই জ্ঞানসম্পন্ন, শৌর্য্য সমাযুক্ত ও উগ্র পরাক্রম। মহাবীর ভীমসেন ভীমপরাক্রম এবং অশ্বত্থামা অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ইঁহারা কি বীর্য্যশালী! এই বীরদ্বয় কালান্তক যমদ্বয়ের ন্যায়, রুদ্রদ্বয়ের ন্যায় ও ভাস্করদ্বয়ের ন্যায় ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছেন। হে মহারাজ! সিদ্ধগণের বারংবার এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ঐ সময় সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত অচিন্ত্য কার্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অশ্বত্থামা ও ভীমসেনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সেই ক্রোধাবিষ্ট বীরদ্বয় নয়ন বিস্ফারণপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা রোষারুণনেত্র ও স্ফুরিতাধর হইয়া অধর দংশনপূর্ব্বক বারিধারাবর্ষী সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় শর ও অস্ত্র বর্ষণ করত পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে পরস্পরের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ বিদ্ধ করত পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহাবীর দ্বয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বিনাশবাসনায় ভীষণ বাণদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বাণদ্বয় সেনামুখে দ্যোতমান হইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্য বীরদ্বয়কে আহত করিল। তখন তাঁহারা পরস্পরের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথোপরি অবসন্ন

ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনশরে ছিন্নচাপ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য ভীষণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিয়া নিমেষ মধ্যে তিনশত বাণে বাসুদেবকে ও সহস্র বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি চরণ দ্বয় স্তম্ভিত করিয়া পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুনের উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যোগবলে তাঁহার তূণীর, শরাসন, জ্যা, বাহু, বক্ষস্থল, বদন, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ, মস্তক, লোমকূপ ও অন্যান্য অঙ্গ এবং রথধ্বজ হইতে শরনিকর নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই মহাশরজালে কেশব ও অর্জ্জুন জড়িত হইলে আচার্য্যতনয় যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া মেঘগভীর গর্জ্জনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে মাধব! গুরুপুত্রের অত্যাচার অবলোকন কর। আমরা শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি বলিয়া উনি আমাদিগকে নিহত বোধ করিতেছেন। অতএব এক্ষণে আমি শিক্ষাবলে উঁহার অভিলাষ ব্যর্থ করিতেছি, এই বলিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় দিবাকর যেমন নীহাররাশি বিধ্বস্ত করেন, তদ্রূপ সেই দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদনপূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় অশ্ব, সারথি, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও কুঞ্জরগণের সহিত সংশপ্তকগণরে উগ্রতর শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যে যে ব্যক্তি যে যে রূপে সমরাঙ্গণে সমবস্থিত ছিল, সকলেই আপনারে শরজালে সমাচ্ছন্ন বোধ করিল। সেই গাণ্ডীববিমুক্ত বিবিধ শরনিকর কি ক্রোশস্থিত কি সম্মুখস্থিত সমস্ত হস্তী ও নরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। মদবর্ষী মাতঙ্গগণের কর সমুদায় ভল্ল প্রহারে ছিন্ন হইয়া পরশু নিকৃত্ত মহাদ্রুমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। পর্ব্বতাকার কুঞ্জর সকল সাদিগণের সহিত বজ্রমথিত অচলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বীরগণাধিষ্ঠিত সুশিক্ষিত তুরঙ্গমযুক্ত গন্ধর্ব্বনগরাকার সুসজ্জিত রথ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া অরাতিপক্ষীয় সুসজ্জিত অশ্বারোহী ও পদাতিগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রলয়কালীন সূর্য্য যেমন কিরণজালে অর্ণব পরিশুষ্ক করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় সুতীক্ষ্ণ শরজালে সংশপ্তকগণকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় পুরন্দর যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নারাচ দ্বারা সত্বরে দ্রোণপুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র

ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের এবং তাঁহার অশ্ব ও সারথির উপর শর নিক্ষেপপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে পাণ্ডবনন্দন সেই শর সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর আচার্য্যতনয় অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন দাতা যেমন অপাংক্তেয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া পংক্তিপাবন অর্থিগণের অভিমুখে গমন করেন, তদ্রূপ সংশপ্তকগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বত্থামার অভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন নভোমণ্ডলস্থ শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় মহাবীর অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই লোকভীষণ বীরদ্বয় বিমার্গস্থ গ্রহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে শরনিকরে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন নারাচ দ্বারা দ্রোণপুত্রের ভ্রূমধ্য বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা ঊর্দ্ধরশ্মি সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৃষ্ণসমবেত অর্জ্জুনও অশ্বত্থামার শত শত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া রশ্মিজালজড়িত যুগান্তকালীন দিবাকরদ্বয়ের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব অশ্বত্থামার শরে অভিভূত হইলে অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারা সৃষ্টি করিয়া বজ্রাগ্নি সদৃশ প্রাণনাশক শরনিকরে দ্রোণপুত্রকে আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তেজস্বী রৌদ্রকর্ম্মা দ্রোণকুমার মৃত্যুরও ব্যথাজনক অতি তীব্রবেগ সম্পন্ন সুমুক্ত শরজালে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণপুত্র যতগুলি শর পরিত্যাগ করিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সায়কনিকর নিবারণপূর্ব্বক তাঁহারে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত আবৃত করিয়া সংশপ্তক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সুমুক্ত শরজালে অপরাঙ্মুখ শত্রুগণের শর, শরাসন, তূণীর, মৌর্ব্বী, হস্ত, করস্থিত শস্ত্র, ছত্র, ধ্বজ, মনোরম বস্ত্র, মাল্য, ভূষণ, চর্ম্ম, বর্ম্ম এবং মস্তক সমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুসজ্জিত রথ, নাগ ও অশ্বসমুদায়ে সমারূঢ় যোধগণ অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত অসংখ্য শরে বাহনগণের সহিত বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পূর্ণচন্দ্র, সূর্য্য ও কমলের ন্যায় মনোহর কিরীট ও মাল্য প্রভৃতি

বিবিধ ভূষণে ভূষিত মস্তক সকল ভল্ল, অর্দ্ধচন্দ্র ও ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া নিরন্তর ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

তখন অরাতিঘাতন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও নিষাদদেশীয় বীরগণ গজাসুরতুল্য মাতঙ্গ সমুদায় লইয়া দৈত্যদর্পনিসূদন ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই গজযূথের চর্ম্ম, বর্ম্ম, শুণ্ড, ধ্বজ, পতাকা ও নিষাদী সমুদায়কে ছেদন করিয়া বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন। এইরূপে সেই গজসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে মহাবীর ধনঞ্জয়, বায়ু যেমন মহামেঘ দ্বারা দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা স্বীয় শরনিকরে অর্জ্জুনের শর সমুদায় নিবারণপূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদজাল যেরূপ চন্দ্র সূর্য্যকে তিরোহিত করিয়া গভীর গর্জ্জন করে, তদ্রূপ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া পুনরায় তাঁহার ও তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি শরপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সহসা দ্রোণপুত্রের শরান্ধকার নিরাশ করিয়া সুপুঙ্খ সায়ক দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শর সন্ধান, কখন শর গ্রহণ, আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল তাঁহার বিপক্ষে যুধ্যমান রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণকে শরবিদ্ধ কলেবর ও নিহত হইতে নয়নগোচর হইল। তখন মহাবীর দ্রোণতনয় অতি সত্বরে এককালে দশ নারাচ সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলে তন্মধ্যে পাঁচটী অর্জ্জুনের ও পাঁচটী কেশবের অঙ্গ বিদ্ধ করিল। কুবের ও ইন্দ্রের তুল্য মনুজপ্রধান কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সেই সমুদায় নারাচে আহত হইয়া রুধিরক্ষরণপূর্ব্বক নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই তাঁহাদিগকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। তখন দশার্হনাথ কেশব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আর কেন উপেক্ষা করিতেছ, অশ্বত্থামারে অবিলম্বে বিনাশ কর। উঁহারে উপেক্ষা করিলে উনি প্রতিকারশূন্য ব্যাধির ন্যায় নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবেন। প্রমাদশূন্য অর্জ্জুন অচ্যুতের বাক্য স্বীকার করত যত্ন সহকারে গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত মেষকর্ণতুল্যাগ্র শরনিকরে দ্রোণতনয়ের

চন্দনদিগ্ধ বাহু, বক্ষঃস্থল, মস্তক ও অনুপম উরুদেশ ক্ষত বিক্ষত করিয়া রথরশ্মি ছেদনপূর্ব্বক অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ অর্জ্জুনশর-নিপীড়িত হইয়া অশ্বত্থামারে লইযা অতি দূরে পলায়ন করিল। মতিমান্ দ্রোণতনয় ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত ও হীনাস্ত্র হইযা-ছিলেন, এক্ষণে সেই বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমগণ কর্ত্তৃক দূরে সমানীত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জয় নিশ্চয করিযা আর ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিলেন না। তিনি হতোৎসাহ হইয়া অশ্বগণকে নিযন্ত্রিত করত সূতপুত্রের রথাশ্বনরসঙ্কুল বলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ। এইরূপে পাণ্ডবগণেব প্রবল শত্রু অশ্বত্থামা মন্ত্রৌষধিনিরাকৃত ব্যাধির ন্যায় রণস্থল হইতে অপসারিত হইলে কেশব ও অর্জ্জুন বায়ুবিকম্পিত পতাকাযুক্ত মেঘগভীর নিস্বন স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া সংশপ্তকগণেব অভিমুখে গমন করিলেন।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দণ্ডধার উত্তর দিকে পাণ্ডব সেনাগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহারা তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল। তখন বাসুদেব রথ প্রতিনিবৃত্ত করত গরুড় ও অনিল তুল্য বেগশালী অশ্ব-গণের গতি রোধ না করিয়াই অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! প্রমাথী দ্বিরদবরে সমারূঢ় মগধরাজ দণ্ডধার মহাবল পরাক্রান্ত এবং শিক্ষা ও বল প্রদর্শনে মহারাজ ভগদত্ত অপেক্ষা অন্যূন। অতএব তুমি অগ্রে ইহারে সংহার করিয়া পশ্চাৎ পুনরায় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিবে। মহাত্মা মধুসূদন এই বলিয়া ধনঞ্জয়কে দণ্ডধার সন্নিধানে সমুপস্থিত করিলেন। ঐ সময় হস্তিযুদ্ধে সুনিপুণ রাহুর ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ মগধরাজ দণ্ডধার বিশ্ব-সংহর্ত্তা ভীষণ ধূমকেতুর ন্যায় শত্রুসৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গজাসুর সন্নিভ, মহামেঘেব ন্যায গভীর গর্জ্জন সম্পন্ন, সুসজ্জিত মাতঙ্গে অবস্থান করিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক রথ সকল চূর্ণ এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তী ও পদ দ্বারা অশ্বসারথি সমবেত রথ সমুদায় ও মনুষ্যগণকে আক্রমণ ও মর্দ্দনপূর্ব্বক কালচক্রের ন্যায় প্রকাণ্ড শুণ্ড দ্বারা অন্যান্য হস্তীদিগকে বিনাশ করিতে

লাগিল। সেই তেজস্বী গজবরের প্রভাবে অসংখ্য বর্ম্মসংবৃত কলেবর অশ্বারোহী ও পদাতি ধরাতলে বিপোথিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা, তল ও নেমি নিস্বন সম্পন্ন, মৃদঙ্গ, ভেরী ও অসংখ্য শঙ্খধ্বনি নিনাদিত, রথাশ্ব মাতঙ্গকুল সঙ্কুল রণ মধ্যে সেই মাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তখন দণ্ডধার দ্বাদশ শরে অর্জ্জুনকে, ষোড়শ শরে জনার্দ্দনকে ও তিন তিন শরে তাঁহাদের প্রত্যেক অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার শর, শরাসন ও অলঙ্কৃত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া পাদরক্ষকগণের সহিত মহামাত্রকে বিনাশ করিলেন। গিরিব্রজেশ্বর দণ্ডধার তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই অনিল তুল্য তেজস্বী মদোৎকট মাতঙ্গ দ্বারা বাসুদেবকে ধৈর্য্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের উপর তোমর প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তিন ক্ষুর দ্বারা তাঁহার করিশুণ্ডোপম ভুজদণ্ডদ্বয় ও পূর্ণশশাঙ্ক সন্নিভ মস্তক যুগপৎ ছেদন করিয়া অসংখ্য শরে সেই মাতঙ্গকে বিদ্ধ করিলেন। সুবর্ণ বর্ম্মধারী করিবর অর্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিশাকালে দাবানল প্রভাবে প্রজ্বলিত ওষধি পরিপূর্ণ অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং শরপ্রহারজনিত বেদনায় আর্ত্তনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বা স্খলিতপদে ধাবমান হইয়া মহামাত্রের সহিত বজ্রবিদারিত শিখরীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহাবীর দণ্ড স্বীয় ভ্রাতা দণ্ডধারকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া তুষারগৌর, সুবর্ণদামসমলঙ্কৃত হিমাচল শিখর সদৃশ উত্তুঙ্গ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের বিনাশবাসনায় তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং সূর্য্যকরপ্রভ তিন তোমরে জনার্দ্দনকে ও পাঁচ তোমরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও খরধার ক্ষুর দ্বারা দণ্ডের তাঁহার ভুজযুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দণ্ডের সেই তোমরধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত চন্দন চর্চ্চিত ভুজদ্বয় ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া অচলশিখর হইতে পতিত রুচির উরগদ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে যুগপৎ নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা দণ্ডের মস্তক

ছেদন করিলে উহা শোণিতসিক্ত ও করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া অস্তাচল হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পরে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার শ্বেতাভ্রসন্নিভ হস্তীরে দিবাকরের করজালসদৃশ শরজালে নির্ভিন্ন করিলেন। করিবর অর্জ্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক কুলিশাহত হিমাচলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দণ্ডধার ও দণ্ডের হস্তিদ্বয়ের ন্যায় অন্যান্য হস্তীদিগকে সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে শত্রু সৈন্য সমুদায় পলায়ন করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করত স্খলিত হইয়া কোলাহল সহকারে সমরাঙ্গনে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে অর্জ্জুনের সৈনিক পুরুষেরা দেবগণ যেমন পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়া কহিতে লাগিল, হে বীর! আমরা মৃত্যুর ন্যায় যে দণ্ডধারকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিলাম, তুমি এক্ষণে তাহারে সংহার করিয়াছ। আমরা মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুগণের ভুজবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিলাম, যদি তুমি তৎকালে আমাদিগকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এক্ষণে শত্রুগণের বিনাশে যেরূপ আনন্দিত হইতেছি, তাহারাও তৎকালে আমাদিগকে নিহত দেখিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইত, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন সুহৃদ্গণের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মর্য্যাদানুসারে সৎকারপূর্ব্বক পুনরায় সংশপ্তকগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে জয়শীল অর্জ্জুন দণ্ডধার ও দণ্ডের নিধনানন্তর প্রত্যাগত হইয়া মঙ্গল গ্রহের ন্যায় বক্রভাবে সঞ্চরণ করত পুনরায় সংশপ্তকগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় অশ্ব, রথ, কুঞ্জর ও যোধগণ পার্থশরে নিপীড়িত হইয়া বিচলিত, ঘূর্ণিত, ম্লান, পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল, ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদন্ত দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণের পরাক্রান্ত বাহন, ধ্বজ, শর, শরাসন, হস্ত, হস্তস্থিত শস্ত্র, বাহু, মস্তক ও সারথি সমুদায়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বৃষভযূথ যেমন গাভী লাভার্থে অন্য বৃষভকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ

সহস্র সহস্র শূরগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! ত্রৈলোক্য বিজয়কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে অর্জ্জুনের সহিত সেই বীরগণের তদ্রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় উগ্রায়ুধতনয় দন্দশূক সর্পের ন্যায় তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিল। ধনঞ্জয় তাঁহার শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বর্ষাকালীন বায়ুপ্রেরিত মেঘমণ্ডল যেমন হিমালয়কে আবৃত করে, তদ্রূপ সেই বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় স্বায় অস্ত্রনিকরে বিপক্ষ পক্ষের অস্ত্র সমুদায় নিবারণপূর্ব্বক শরজালে বহুসংখ্য বীরকে সংহার করিয়া রথিগণের ত্রিবেণু, আয়ুধ, তূণীর, চক্র, রথ, ধ্বজ, রশ্মি, যোক্ত্র, অক্ষ, রথের অধোভাগস্থ কাষ্ঠদ্বয় ও বর্ম্ম সমুদায় এবং অসংখ্য অশ্ব, পার্ষ্ণি ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনবিধ্বস্ত রথ সমুদায় ধনিগণের অগ্নি, অনিল ও সলিলের প্রভাবে বিনষ্ট গৃহ সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ অশনিসদৃশ শরনিকরে ছিন্নকবচ হইয়া বজ্রাগ্নিনির্ভিন্ন পর্ব্বতাগ্রস্থিত গৃহ সমুদায়ের ন্যায় ধরাতলে নিপাতিত হইল। অশ্বগণ অর্জ্জুনের ভীষণ আঘাতে জিহ্বা ও অন্ত্র নির্গত হওয়াতে শোণিতার্দ্র কলেবরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য অর্জ্জুনের নারাচে বিদ্ধ হইয়া শব্দায়মান, ম্লান, বিঘূর্ণিত, স্খলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দৈত্যঘাতন মহেন্দ্রের ন্যায় শিলাধৌত অশনিসদৃশ শরনিকরে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে নিহত করিলেন। মহামূল্য বর্ম্ম ও ভূষণে মণ্ডিত মহাস্ত্রধারী নানারূপ বীরগণ রথ ও ধ্বজের সহিত ধনঞ্জয়ের শরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধে পুণ্যকর্ম্মা সৎকুলোদ্ভব জ্ঞানসম্পন্ন বীরগণ নিহত হইয়া স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিলেন; কেবল তাহাদের শরীর সমুদায় বসুধাতলে পতিত রহিল। অনন্তর নানাজনপদের অধ্যক্ষ জাতক্রোধ যোধগণ স্বগণ সমভিব্যাহারে মহারথ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। গজারূঢ়, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া বিবিধ শস্ত্র বর্ষণ করত তাঁহার অভিমুখীন হইতে লাগিল। তখন মহাবীর

অর্জ্জুন বায়ু যেমন মহামেঘ নির্ম্মুক্ত বারিধারা নিবারণ করে, তদ্রূপ নিশিত শরনিকরে সেই যোধগণ পরিমুক্ত আয়ুধবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে অশ্ব, পদাতি, হস্তী ও রথ সমুদায়ের সহিত বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি কি বৃথা ক্রীড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ; সত্বরে এই সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণবধের চেষ্টা কর। মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্যে স্বীকার করিয়া দানবহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বলপ্রকাশপূর্ব্বক শস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন যে কখন শর গ্রহণ, কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শরনিক্ষেপ করিলেন, তাহা অবহিত হইয়াও কেহ জানিতে পারিল না। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের হস্তলাঘব দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। হংসগণ যেরূপ সরোবরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই শুভ্রবর্ণ শরনিকর সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এইরূপে সেই সুমহান্ জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইলে মহামতি কেশব সমরভূমি সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! এক দুর্য্যোধনের অপরাধে এই অতি ভয়ঙ্কর ভরতকুলক্ষয় ও পার্থিবগণের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। ধনুর্দ্ধরগণের রাশি রাশি হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক, শরমুষ্টি, তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত পন্নগ সদৃশ তৈলধৌত নারাচ, হেমভূষিত বিচিত্র তোমর, কনকপৃষ্ঠ চর্ম্ম, সুবর্ণ নির্ম্মিত প্রাস, কনকভূষিত শক্তি, হেমসূত্র বেষ্টিত বিপুল গদা, সুবর্ণযষ্টি, সুবর্ণমণ্ডিত পট্টিশ, সুবর্ণদণ্ডযুক্ত পরশু, ভীষণ পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভুষুণ্ডী, লোহময় প্রাস ও ভীষণ মুষল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিপতিত রহিয়াছে। জয়লোলুপ বীরগণ বিবিধ অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোদ্ধা গদাবিমথিতকলেবর, মুষল চূর্ণিত মস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। শর, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, খড়্গ, প্রাস, পট্টিশ, নখর ও লগুড় প্রভৃতি অস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন রুধির পরিপ্লুত মনুষ্য, অশ্ব, ও হস্তীদিগের দেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বীরগণের তলত্র ও অঙ্গদযুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, অঙ্গুলিত্রাণযুক্ত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, হস্তিশুণ্ড সদৃশ ঊরু এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত মস্তক সমুদায় দ্বারা সমরভূমি অপূর্ব্ব শোভা

ধারণ করিয়াছে। হেমকিঙ্কিনী যুক্ত রথ সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য শোণিতলিপ্ত অশ্ব, রথাধস্থিত কাষ্ঠ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, যোধগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুরবর্ণ প্রকীর্ণক, নিস্তব্ধ রণশয়ান পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা, নিহত গজযোধী, মাতঙ্গগণের বিচিত্র কম্বল, গজচূর্ণিত ঘণ্টা, বৈদূর্য্য-মণিমণ্ডিত দণ্ড, অঙ্কুশ, অশ্বগণের যুগশেখর বত্নচিত্রিত বর্ম্ম, সাদিগণের ধ্বজাগ্রে বিদ্ধ স্বুবর্ণ মণ্ডিত চিত্রকম্বল, অশ্বগণের স্বর্ণখচিত মণিমণ্ডিত রাঙ্কব আস্তরণ, ভূপালগণের কাঞ্চনমালা, চূড়ামণি, ছত্র ও চামর সকল নিপতিত রহিয়াছে। নরপতিদিগের কুণ্ডলালঙ্কত, চন্দ্রনক্ষত্র সপ্রভ, শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল সমন্তাৎ নিপতিত থাকাতে রণভূমি বিকসিত পদ্ম ও কুমুদযুক্ত সরোবরের ন্যায়, শরৎ-কালীন চন্দ্র নক্ষত্র ভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! এই সমুদায় অবলোকনে বোধ হইতেছে যে, তুমি সমরস্থলে আপ-নার অনুরূপ কর্ম্ম করিয়াছ! তুমি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবরাজ ভিন্ন আর কাহারও এরূপ করিবার সাধ্য নাই।

হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই রূপে সমরভূমি প্রদর্শন করত গমন করিতে করিতে দুর্য্যোধনের বলমধ্যে শঙ্খ, দুন্দুভি ভেরী ও পনবের ধ্বনি এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও অস্ত্রের তুমুল শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন তিনি সেই বায়ুবেগগামী অশ্ব সমুদায় সঞ্চালনপূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া পাণ্ড্যরাজকে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে শরপিড়ীত করিতে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় অস্ত্রবিশারদ মহাবীর পাণ্ড্য অন্তকের ন্যায়, অসুরনিপাতী ইন্দ্রের ন্যায়, নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা অরাতিগণের সায়ক সমুদায় ছেদনপূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের দেহ বিদারণ করিয়া তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতেছিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! তুমি পূর্ব্বেই লোকবিশ্রুত পাণ্ড্যরাজ প্রবীরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছ; কিন্তু তাঁহার সংগ্রাম কার্য্য বর্ণন কর নাই। অতএব এক্ষণে বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট সেই বীরের বিক্রম, শিক্ষা প্রভাব, বীর্য্য ও দর্প কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যে মহা-বীর ধনুর্ব্বিদ্যাপারগ আপনার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ,

অশ্বত্থামা, কর্ণ, অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে পরাক্রম দ্বারা পরাভূত করিতে পারেন যিনি কাহারেও কখন আত্ম তুল্য বোধ করেন না, যিনি আপনারে কর্ণ ও ভীষ্মের সমকক্ষ এবং বাসুদেব ও অর্জ্জুন হইতে ন্যূন বলিয়া কখনই স্বীকার করেন না, সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য ভূপালশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য প্রকোপিত অন্তকের ন্যায় কর্ণের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেই অসংখ্য রথাশ্বপদাতি সঙ্কুল সেনাগণ পাণ্ড্যশরে নিপীড়িত হইয়া সমরে কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ অরাতি-ঘাতন পাণ্ড্য শরনিকরে অশ্ব, রথ, ধ্বজ, আয়ুধ, মাতঙ্গ ও সারথি সমুদায়কে বিধ্বস্ত করিয়া সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। আরোহি সমবেত দ্বিরদগণ পাণ্ড্যের ভীষণ শরে ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধ বিহীন হইয়া পাদরক্ষক-দিগের সহিত প্রাণত্যাগপূর্ব্বক বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ মহাবীর সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শক্তি, প্রাস ও তূণীরধারী সংগ্রাম-নিপুণ অশ্বারূঢ় মহাবল পরাক্রান্ত পুলিন্দ, খশ, বাহ্লীক, নিষাদ, অন্ধ্রক, কুণ্ডল, দাক্ষিণাত্য ও ভোজগণকে শস্ত্র ও বর্ম্ম বিবর্জ্জিত করিয়া নিহত করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা অশঙ্কিত পাণ্ড্যকে শরনিকরে সেই চতুরঙ্গিনী সেনা নিহত করিতে দেখিয়া অসংভ্রান্ত চিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং হাস্যমুখে মধুর বাক্যে তাঁহারে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, হে কমললোচন মহারাজ! তুমি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তোমার বল ও পৌরুষ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, এবং তোমার পরাক্রমও ইন্দ্রের সদৃশ। তুমি বিশাল বাহু-যুগল দ্বারা বিস্তৃত মৌর্ব্বী সম্পন্নশরাসন বিস্ফারণ করত মহাজলদের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতেছ। এক্ষণে আমি এই সমরে আমা ভিন্ন অন্য কাহারেই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাই না। অরণ্যে ভীমপরাক্রম সিংহ যেমন নির্ভীকচিত্তে মৃগগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি একাকী অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতেছ এবং ভীষণ রথ নিস্বনে ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল কম্পিত করত শস্যঘ্ন শব্দায়মান শরৎকালীন মহামেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছ; অতএব তুমি এক্ষণে তূণীর হইতে সর্প সদৃশ সুনিশিত শরনিকর সমুদ্ধৃত করিয়া অন্ধক যেরূপ ত্র্যম্বকের

সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ কেবল আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য এইরূপে অশ্বত্থামার বাক্যবাণে তাড়িত হইয়া তথাস্তু বলিয়া কার্ণি দ্বারা দ্রোণতনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র হাস্য করিয়া প্রথমত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সদৃশ উগ্র মর্ম্মভেদী শরনিকরে পাণ্ড্যকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি দশমী গতি সংযুক্ত মর্ম্মভেদী নারাচ সকল পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর পাণ্ড্য নিশিত নয় বাণে তৎক্ষণাৎ সেই নারাচনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি চারি বাণে দ্রোণপুত্রের অশ্বগণকে নিপীড়িত ও নিহত করিয়া শরজালে তাঁহার শরনিকর ও বিস্তৃত জ্যা ছেদন করিলেন। অনন্তর অমিত্রঘাতন দ্রোণনন্দন স্বীয় শরাসনে অন্য জ্যারোপণপূর্ব্বক দেখিলেন যে, পরিচারকগণ অচিরাৎ তাঁহার রথে অন্যান্য উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায় সংযোজিত করিয়াছে। তখন তিনি সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পুরুষপ্রধান পাণ্ড্য অশ্বত্থামার শরনিকর নিঃশেষিত হইবার নহে জানিয়াও তৎপ্রযুক্ত সায়ক সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার চক্ররক্ষক দ্বয়কে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ড্যের হস্তলাঘব নিরীক্ষণপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া জলধরনিক্ষিপ্ত জলধারার ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দিবসের অর্দ্ধপ্রহর মধ্যে আট আটটি বৃষভ সংযোজিত অষ্ট শকটপূর্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। তৎকালে যে যে ব্যক্তি অন্তকের ও অন্তক সদৃশ রোষপরবশ অশ্বত্থামারে নিরীক্ষণ করিল, তাহারা প্রায় সকলেই বিমোহিত হইল। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা মেঘ যেমন গ্রীষ্মাবসানে পর্ব্বত পাদপ পরিপূর্ণ পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ শত্রু সৈন্যের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ পাণ্ড্য হৃষ্ট মনে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা সেই দ্রোণকুমার নির্ম্মুক্ত শরজাল নিরাকরণ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ড্য মহীপতির সিংহনাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চন্দনাগুরুভূষিত মলয়প্রতিম ধ্বজ ও চারি অশ্ব নিপাতিত করিয়া এক শরে সারথিরে সংহারপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণে জলদনিস্বন শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়া অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময় দ্রোণতনয় পাণ্ড্যকে

নিহত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সমর করিবার বাসনায় তাঁহারে সংহার করিলেন না।

ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ পাণ্ডবগণের নাগবল ও অন্যান্য সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রথিগণকে রথশূন্য করিয়া বহু সংখ্য শরে অশ্ব ও হস্তীদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় এক সুসজ্জিত মহাবল পরাক্রান্ত মতঙ্গ আরোহীবিহীন ও অশ্বত্থামার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জনপূর্ব্বক মহাবেগে পাণ্ড্যের অভিমুখে আগমন করিল। তখন হস্তিযুদ্ধে সুনিপুন মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য সত্বরে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশরী যেমন গিরিশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ সেই মাতঙ্গে আরোহণ করিলেন এবং অঙ্কুশাঘাত দ্বারা উহার ক্রোধোদ্দীপন করিয়া "নিহত হইলি নিহত হইলি" বলিয়া বারংবার অশ্বত্থামারে তর্জ্জন করত ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক সূর্য্যকর প্রখর তোমর প্রয়োগপূর্ব্বক আনন্দ সহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগ পুরঃসর তাঁহার মণি, হীরক, সুবর্ণ, অংশুক ও মুক্তাহারে সমলঙ্কৃত কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও পাবকের ন্যায় দ্যুতি সম্পন্ন কিরীট পাণ্ড্যের শরে ছিন্ন হইয়া বজ্রাভিহত অদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় শব্দ করত ভূতলে নিপতিত ও চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া যমদণ্ড সন্নিভ চতুর্দ্দশ শর গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ শরে হস্তীর পাদ চতুষ্টয় ও শুণ্ড, তিন শরে পাণ্ড্যের বাহুদ্বয় ও মস্তক এবং ছয় শরে তাঁহার ছয় অনুচরকে সমাহত ও নিপাতিত করিলেন। তখন পাণ্ড্যরাজের চন্দনচর্চ্চিত, সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরকে সমলঙ্কৃত সুদীর্ঘ সুবৃত্ত ভুজযুগল ধরাতলে নিপতিত হইয়া গরুড় নিহত উরগদ্বয়ের ন্যায় বিলুণ্ঠমান হইতে লাগিল। তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণশশি সপ্রভ রোষকষায়িত লোচন আনন ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া বিশাখা নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যগত চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সমরনিপুণ মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে পাণ্ড্যরাজের দেহ তিন শরে চারি অংশে এবং তাঁহার হস্তীর কলেবর পাঁচ শরে ছয় অংশে বিভক্ত করাতে সেই দশধা বিভক্ত দেহদ্বয় ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা বিভক্ত দশ দৈবত হবির ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর পাণ্ড্য বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাক্ষসগণের তৃপ্তি সাধনপূর্ব্বক শ্মশানাগ্নি যেমন মৃত কলেবররূপ স্বধা লাভ করিয়া সলিল দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রের শরাঘাতে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন সুহৃদ্বর্গ সমভিব্যাহারে সেই কৃতকার্য্য আচার্য্যপুত্র সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া দেবরাজ যেমন বলাসুরবিজয়ী বিষ্ণুরে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হৃষ্ট মনে তাঁহারে যথোচিত উপচারে সৎকার করিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! এইরূপে অশ্বত্থামা পাণ্ড্যরাজকে নিহত ও মহাবীর কর্ণ একাকী শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিলে অর্জ্জুন কি করিল? ধনঞ্জয় মহাবল পরাক্রান্ত ও অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ভগবান্ মহাদেব তাহারে সর্ব্বভূতের অজেয় হইবে বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন; অতএব সেই অর্জ্জুন হইতেই আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সে তৎকালে সংগ্রামস্থলে কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ড্য নিহত হইলে হৃষীকেশ সত্বরে অর্জ্জুনের হিতার্থ তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আর দেখিতে পাইতেছি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণও প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যাগত হইলে বিপক্ষ সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেন। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ অশ্বত্থামার অভিলাষানুসারে সৃঞ্জয়গণকে নিহত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চূর্ণিত করিয়াছে। হে মহারাজ! বাসুদেব এই সমস্ত কথা অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় ভ্রাতার মহাভয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া হৃষীকেশকে কহিলেন, হে মাধব! শীঘ্র রথ সঞ্চালন কর। মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। নির্ভীকচিত্ত ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ পুনরায় মিলিত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত পুনর্ব্বার মহাবীর কর্ণের যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় ধনুর্দ্ধর বীর

পুরুষেরা পরস্পরের বিনাশ বাসনায় বিবিধ বাণ, পরিঘ, অসি, পট্টিশ, তোমর, মুষল, ভুষুণ্ডি, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, গদা, প্রাস, কুন্ত, ভিন্দিপাল ও অঙ্কুশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বাণ, জ্যা, তল ও রথের নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পরস্পর অরাতির অভিমুখে গমন করিলেন। বীরগণ সেই শব্দে পরম আহ্লাদিত হইয়া বিবাদ শেষ করিবার বাসনায় বীরগণের সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষেরা শরাসন, তলত্র ও জ্যার শব্দ, কুঞ্জরদিগের বৃংহিত, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার এবং শূরগণের বিবিধ তলশব্দ ও তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত, ম্লান ও নিপতিত হইল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ সেই শব্দায়মান অস্ত্রবর্ষী বীরগণের মধ্যে অনেককেই সংহারপূর্ব্বক শরনিপাতে পাঞ্চালগণের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজযুক্ত বিংশতি রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত প্রধান প্রধান বীরগণ শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে শর বর্ষণপূর্ব্বক যূথপতি হস্তী যেমন সারসকুল সমাকীর্ণ পদ্মবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ শত্রু সৈন্য সমুদায় ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শত্রুগণ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন আস্ফালনপূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের চর্ম্ম ও বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহাকেই তাঁহার দ্বিতীয় বাণের স্পর্শ সহ্য করিতে হইল না। সারথি যেমন অশ্বের উপর কষার আঘাত করে, তদ্রূপ তিনি অরাতি সৈন্যগণের তলত্রের উপর বর্ম্ম, দেহ ও অস্ত্রসংহারক শর সমুদায়ের আঘাত করত সিংহ যেমন মৃগগণকে মর্দ্দন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বল প্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডু, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, যুযুধান এবং যমজ নকুল ও সহদেব ইঁহারা সমবেত হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। যোধগণ ঐ সকল মহাবীরকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রাণপণে পরস্পর সংহারে

প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সিংহনাদ পরিত্যাগ, সংগ্রামার্থ আহ্বান ও লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক উদ্যত কালদণ্ড সদৃশ গদা, মুষল ও পরিঘ গ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া রুধির ক্ষরণপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহার মস্তিষ্ক বহির্গত, কাহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত এবং কাহারও বা আয়ুধ সকল ইতস্তত নিপতিত হইল। কতকগুলি সৈন্য শরপূর্ণ কলেবর হইয়া রুধিরলিপ্ত দশনপংক্তি বিরাজিত, দাড়িম সন্নিভ বক্ত্র দ্বারা জীবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতকগুলি সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপক্ষগণকে পরশু দ্বারা তক্ষণ, পট্টিশ ও অসিদ্বারা ছেদন, শক্তি দ্বারা বিদারণ, ভিন্দিপাল দ্বারা নিক্ষেপ এবং নখর, প্রাস ও তোমর দ্বারা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সৈন্যগণ পরস্পর নিহত হইয়া রুধিরধারা বর্ষণপূর্ব্বক ছিন্ন রক্তচন্দন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। রথী কর্ত্তৃক রথী, হস্তী কর্ত্তৃক হস্তী, পদাতি কর্ত্তৃক পদাতি ও অশ্ব কর্ত্তৃক অশ্ব নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজদণ্ড, করিশুণ্ড এবং মনুষ্য-গণের মস্তক, হস্ত ও ছত্র সমুদায় ক্ষুর, ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী ও রথ সমবেত অশ্ব সকল বিমর্দ্দিত হইল। করিনিকর অশ্বারোহী কর্ত্তৃক ছিন্ন শুণ্ড ও নিহত হইয়া পতাকা ও ধ্বজের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিল। হস্তী ও রথী সমুদায় পদাতিদিগের বাহুবলে নিহত ও নিপতিত হইল। অসংখ্য অশ্বারোহী পদাতি দ্বারা ও পদাতিগণ অশ্বারোহী দ্বারা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। মৃত মনুষ্যগণের বদন-মণ্ডল ও কলেবর মুদিত পদ্ম ও ম্লান মাল্যদামের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দ্বিরদ, অশ্ব ও মনুষ্যগণের পরম রমণীয়রূপ পঙ্কক্লিন্ন বস্ত্রের ন্যায় সাতিশয় মলিন ও একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া করি-সৈন্য সমভিব্যাহারে অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধ বিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল মদ্র,

দশার্ন, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণ করত পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই পার্ষ্ণি, অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ দ্বারা সঞ্চালিত পর্ব্বতাকার নাগগণকে নারাচ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া, তাহাদের মধ্যে কোন কোনটারে দশ, কোন কোনটারে ছয় ও কোন কোনটারে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চাল পক্ষীয় যোদ্ধগণ দ্রুপদ তনয়কে মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় সেই করিসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিতে দেখিয়া নিশিত অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করত মহাবেগে ধাবমান হইল এবং নাগগণের উপর শরবর্ষণ করত জ্যা নির্ঘোষ ও তলধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, চেকিতান, দ্রৌপদির পঞ্চপুত্র ও প্রভদ্রকগণ মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই করিগণের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গগণ বীরগণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অশ্ব, মনুষ্য ও রথিগণকে শুণ্ড দ্বারা উত্তোলন, পদ দ্বারা মর্দ্দন ও দন্তাঘাতে বিদারণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেক বীর করিগণের দন্তলগ্ন হইয়া ভীষণ বেগে নিপতিত হইল।

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি উগ্রবেগ নারাচ দ্বারা সমীপস্থিত বঙ্গাধিপতির মাতঙ্গের মর্ম্ম ভেদ করিয়া নিপাতিত করিলেন। বঙ্গরাজ সেই নিহত মাতঙ্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, সাত্যকি তাঁহার বক্ষস্থলে নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহারেও ধরাসাৎ করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব তিন নারাচে পুণ্ড্রের পর্ব্বতাকার হস্তীর পতাকা, বর্ম্ম, ধ্বজ ও মহামাত্রকে ছেদনপূর্ব্বক তাঁহারে সংহার করিয়া পুনরায় অঙ্গাধিপতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া যমদণ্ডের ন্যায় তিন নারাচ দ্বারা অঙ্গরাজপুত্রকে ও শত নারাচে তাঁহার হস্তীরে নিপীড়িত করিলেন। তখন অঙ্গরাজপুত্র ক্রোধভরে নকুলের প্রতি সূর্য্যকিরণ তুল্য আটশত তোমর নিক্ষেপ করিলে মাদ্রীতনয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রত্যেক অস্ত্র ত্রিধা ছেদন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গরাজতনয় এইরূপে নকুলের শরে নিহত হইয়া স্বীয় মাতঙ্গের

সহিত ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। হস্তিশিক্ষাবিশারদ অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছদ সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৌমকগণ নকুলকে মেঘাবৃত দিনকরের ন্যায় অস্ত্রাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার রক্ষার্থ তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই হস্তীযূথের সহিত শর তোমরবর্ষী রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রথিগণের নারাচে মাতঙ্গগণের কুম্ভ, মর্ম্ম ও দন্ত সমুদায় বিদীর্ণ ও ভূষণ সকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর সহদেব সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে আটটি মহাগজের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে আরোহিগণের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলনন্দন নকুলও উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ করিয়া বক্রগতি নারাচনিকরে নাগগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র ও প্রভদ্রকগণ বৃহৎকায় মাতঙ্গগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তিগণ পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণের জলধরনির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় শরধারায় নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিপাতিত হইতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় রথী ও হস্ত্যারোহিগণ কৌরবপক্ষীয় নাগগণকে নিপাতিত করিয়া অন্যান্য বিপক্ষ সেনাগণকে ভিন্নকূল নদীর ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাহাদিগকে বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিয়া পুনর্ব্বার কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন সহদেবকে রোষাবিষ্ট চিত্তে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তৎসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথগণ ঐ দুই মহাবীরকে পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্বজপট বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন রোষপরবশ হইয়া তিন শরে সহদেবের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। পাণ্ডুপুত্র সহদেবও সপ্ততি নারাচে দুঃশাসনকে প্রহার করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ

করিলেন। তখন দুঃশাসন সহদেবের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা তাঁহার জ্যা ছেদন করিয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন তিনি অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি এক নিশিত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন সেই যমদণ্ডোপম বিশিখ সমাগত দেখিয়া খরধার খড়্গ দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি সহদেবের প্রতি সেই খড়্গ নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্বরে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। সহদেব সেই খড়্গ আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে নিশিত শরনিকরে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া চতুঃষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সহদেব সেই সমস্ত শর মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য শর প্রয়োগ করিলেন। আপনার আত্মজ দুঃশাসনও তিন তিন শরে সহদেব নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর খণ্ড খণ্ড করিয়া বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শরজালে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সহদেব ক্রোধভরে বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি কালান্তক যমোপম ভয়ঙ্কর এক শর প্রয়োগ করিলে উহা মহাবেগে তাঁহার কবচ ভেদপূর্ব্বক বাল্মীক মধ্যগামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই শরাঘাতে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহারে জ্ঞানশূন্য অবলোকন করিয়া এবং স্বয়ং নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সত্বরে ভীতমনে রণস্থল হইতে রথ অপসারিত করিল। হে মহারাজ! মহাবীর সহদেব এইরূপে আপনার আত্মজ দুঃশাসনকে পরাজয় করিয়া মনুষ্য যেমন রোষভরে পিপীলিকাপুট বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায় বিমথিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

হে মহারাজ! এদিকে মহাবীর কর্ণ মাদ্রীতনয় নকুলকে কৌরব সৈন্য

বিদ্রাবণে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল হাস্যমুখে তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! আমি বহুকালের পর অনুকূল দৈব প্রভাবে তোমার নেত্রগোচরে নিপতিত হইলাম। হে পাপাত্মন্! তুমিই এই অনর্থ পরম্পরা বৈর ও কলহের মূল। তোমার দোষেই কৌরবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি আমার প্রভাব নিরীক্ষণ কর। আজি আমি তোমারে সংহার করিয়া কৃতকার্য্য ও গতজ্বর হইব। মহাবীর সূতনন্দন নকুলের মুখে রাজপুত্রের বিশেষত ধনুর্দ্ধারীর সমুচিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! তুমি আমারে প্রহার কর; অদ্য আমি তোমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিব। হে শূর! অগ্রে যুদ্ধে বীরজনোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ বাগ্‌জাল বিস্তার করা তোমার কর্ত্তব্য। বীরগণ বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া শক্ত্যনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি আজি তোমার দর্প চূর্ণ করিব। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া সত্বরে ত্রিসপ্ততি শরে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুল সূতপুত্র শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া আশীবিষ সদৃশ ভীষণ অশীতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরনিকরে নকুলের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিংশত বাণে তাঁহারে নিপীড়িত করিলে সেই সমুদায় শর ভুজঙ্গগণ যেমন পৃথিবী ভেদ করিয়া সলিল পান করিয়াছিল তদ্রূপ তাঁহার কবচ ভেদ-পূর্ব্বক শোণিত পান করিল।

অনন্তর নকুল অন্য এক হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক বিংশতি শরে কর্ণকে ও তিন শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে খরধার ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন পুরঃসর হাস্যমুখে তিনশত সায়কে পুনরায় তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন অন্যান্য রথী ও সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবগণ নকুলের শরনিকরে সূতপুত্রকে নিপীড়িত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হই-লেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অন্য এক ধনু গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ বাণে নকুলের জক্রদেশ বিদ্ধ করিলেন। ভুবনদীপন ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় রশ্মিজাল প্রভাবে যেমন শোভমান হন, মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত জক্রদেশে বিদ্ধ শর সমুদায় দ্বারা তদ্রূপ সুশোভিত হইলেন এবং অবিলম্বে সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ

করিয়া পুনরায় তাঁহার ধনুঃকোটি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরজালে নকুলের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। নকুল কর্ণচাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শরজাল প্রয়োগপূর্ব্বক অবিলম্বে তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডল সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোত সঙ্কুলের ন্যায়, শলভ সমাকীর্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই শ্রেণীভূত শরনিকর অনবরত নিপতিত হইয়া শ্রেণীভূত ক্রৌঞ্চপক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর তিরোহিত হইলে আকাশগামী কোন প্রাণীই আর ভূতলে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! এইরূপে চতুর্দ্দিক্ শরনিকরে নিরুদ্ধ হইলে মহাবীর কর্ণ ও নকুল উদিত কাল সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। সোমকগণ কর্ণচাপচ্যুত শরজালে সমাহত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণও নকুল শরে সমাহত হইয়া সমীরণ সঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই বীরদ্বয়ের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগের শরপাত পথ অতিক্রমপূর্ব্বক সেই ঘোরতর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে সৈন্য সকল উৎসারিত হইলে তাঁহারা পরস্পর বধাভিলাষে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুলনির্ম্মুক্ত কঙ্কপত্রযুক্ত শর সকল সূতপুত্রকে এবং সূতপুত্র নির্ম্মুক্ত শরজাল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া গগনতলে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলদজাল সমাবৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সকলের অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ আকার ধারণপূর্ব্বক নকুলকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলে মহাবীর নকুল কর্ণের শরে পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তখন সূতপুত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে সমরাঙ্গন এককালে মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে মহাত্মা সূতপুত্র

নকুলের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহার সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া, চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং শরনিকর দ্বারা তাঁহার দিব্য রথ চূর্ণ করিয়া পতাকা, গদা, খড়্গ, শতচন্দ্র যুক্ত চর্ম্ম ও অন্যান্য উপকরণ সকল এবং চক্ররক্ষকগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিঘ উদ্যত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র তীক্ষ্ণধার সায়ক দ্বারা সেই ভীষণ পরিঘ ছেদনপূর্ব্বক নকুলকে নিরস্ত্র করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহারে সাতিশয় পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ এইরূপে মহাত্মা নকুলকে প্রহার করিলে তিনি সূতপুত্রকে প্রহার করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা ব্যাকুলিত চিত্তে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সূতপুত্র হাস্য করত মাদ্রীতনয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার গলদেশে জ্যারোপিত কার্ম্মুক সমর্পণ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন কর্ণের শরাসনে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মণ্ডলমধ্যগত শশধরের ন্যায়, শক্রচাপ শোভিত নিবিড় মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ মহাত্মা নকুলকে কহিলেন," হে মাদ্রীতনয়! তুমি ইতিপূর্ব্বে বৃথা বাক্য ব্যয় করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আর মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। এখন হয় সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, না হয় গৃহে প্রতিগমন বা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমীপে গমন কর। হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা মহাবীর কর্ণ তৎকালে নকুলকে এইমাত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মাদ্রীতনয়কে ঐ সময় অনায়াসে বিনাশ করিতে পারিতেন কিন্তু কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া তদ্বিষয়ে বিরত হইলেন। এইরূপে পাণ্ডুতনয় নকুল কর্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিত মনে কুম্ভস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত লজ্জাবনত মুখে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও নকুলকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে শুভ্রবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত ও ভূরি পতাকা শোভিত রথে সমাসীন হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে সেনাপতি সূতপুত্রকে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া পাণ্ডবগণের মধ্যে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন

মহাবীর কর্ণ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করত পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কোন কোন সারথি চক্র, ধ্বজ, পতাকা, অশ্ব ও অক্ষবিহীন রথে অবসন্ন পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণকে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রথকুঞ্জর সকল দাবানলে দগ্ধ হইয়াই যেন রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। অন্যান্য করিগণ বিদীর্ণকুম্ভ, রুধিরাক্ত কলেবর, বিরহিতশুণ্ড ও নিকৃত্তলাঙ্গুল হইয়া বিদলিত অভ্রখণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোনটা নারাচ, শর ও তোমরের আঘাতে ভয়বিহ্বল হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে গমন করিল। আর কোন কোনটা পরস্পরের আঘাতে শোণিত ক্ষরণ করত জলস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল। অশ্বগণ উরুচ্ছদ, গ্রথিতকেশর, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাংস্যময় আভরণ, কবিকা, চামর, চিত্রকম্বল, তূণীর এবং আরোহিবিহীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গ, প্রাস ও ঋষ্টি দ্বারা বিদ্ধ, কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী অশ্বারোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিহীন, কেহ কেহ নিহত, কেহ কেহ নিহন্যমান ও কেহ কেহ বা কম্পিত হইতে লাগিল। রথিগণ নিহত হওয়াতে বেগগামী অশ্ব সংযুক্ত সুবর্ণমণ্ডিত রথ সকল অক্ষ, কূবর, চক্র, ধ্বজ, পতাকা ও ঈষাদণ্ড বিহীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। অসংখ্য রথী নিহত ও অনেকে ইতস্তত ধাবমান হইল। অনেকে অস্ত্রহীন হইয়া এবং অনেকে অস্ত্রহীন না হইয়াই প্রাণত্যাগ করিল। তারকাজাল সমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট ঘণ্টাযুক্ত বিচিত্রবর্ণ পতাকা পরিশোভিত বারণগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অসংখ্য মস্তক, ঊরুদেশ, বাহু এবং অন্যান্য অবয়ব সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্রের সায়ক প্রভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত যোধগণের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা রহিল না। সৃঞ্জয়গণ সূতপুত্রের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় পুনরায় তাঁহারই অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল মহারথগণ সেই যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় সেনানিপাতন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ তাঁহাদিগের অনুগমন করত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র যুযুৎসু অরাতি সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, মহাবীর উলুক থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুযুৎসু বজ্র সদৃশ শিতধার শর দ্বারা উলুককে তাড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর উলুকও ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্রে তাঁহার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহারে কর্ণিদ্বারা তাড়িত করিলেন। মহাবীর যুযুৎসু তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ ও বেগশালী অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রোষকষায়িত নয়নে ষষ্টি বাণে উলুককে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহারে নিপাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন উলুক কোপাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণ ভূষিত বিংশতি শরে যুযুৎসুরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুৎসু উলুকের শরে ধ্বজ উন্মথিত হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন উলুক তৈলধৌত ভল্ল দ্বারা যুযুৎসুর সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথির ছিন্ন মস্তক অম্বরতল পরিভ্রষ্ট বিচিত্র তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর উলূক যুযুৎসুর চারি অশ্বকে নিহত করিয়া তাঁহারে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনার পুত্র যুযুৎসু উলুকের শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া অন্য রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। উলুকও তাঁহারে পরাজিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা নিশিত শরনিকরে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিপীড়িত করত অকুতোভয়ে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে শতানীকের অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শতানীক সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থানপূর্ব্বক আপনার পুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ঐ গদা শ্রুতকর্ম্মার অশ্ব, সারথি ও রথ সংচুর্ণিত করিয়া অবনি বিদারণ করতই যেন নিপতিত হইল। এইরূপে সেই কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন বীরদ্বয় পরস্পরের আঘাতে বিরথ হইয়া পরস্পরের প্রতি নেত্রপাত করত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা বিবিংশুর রথে ও শতানীক সত্বরে প্রতিবিন্ধ্যের রথে আরোহণ করিলেন।

ঐ সময় সুবলনন্দন শকুনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুতসোমকে নিশিত শরনিকরে

বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বারিবেগ যেমন পর্ব্বতকে চালিত করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ তাঁহারে কম্পিত করিতে পারিলেন না। সুতসোম পিতার পরম শত্রু শকুনিরে অবলোকন করিয়া বহু সহস্র শরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্রপ্রয়োগ দক্ষ বিচিত্র যোদ্ধা শকুনি শরজালে সুতসোমের শরনিকর ছেদনপূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহারে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে তিলপ্রমাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য সকল লোকেই চীৎকার করিয়া উঠিল। ধনুর্দ্ধর সুতসোম এইরূপে হতাশ্ব, বিরথ ও ছিন্নধ্বজ হইয়া সত্বরে শরাসন হস্তে রথ হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিবিধ বিশিখ দ্বারা শকুনির রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ শকুনি সেই রথ সমীপে সমাগত শলভরাজি সন্নিভ শরজাল সন্দর্শনে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে তৎসমুদায় ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় তত্রত্য সমুদায় যোদ্ধা ও আকাশস্থিত সিদ্ধগণ সুতসোমকে পদাতি হইয়া রথস্থ শকুনির সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট ও চমৎকৃত হইলেন। তখন সুবলনন্দন নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা সুতসোমের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রথবিহীন সুতসোম এইরূপে ছিন্নচাপ হইয়া বৈদূর্য্য ও উৎপলের ন্যায় প্রভাযুক্ত হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টিদেশ সম্পন্ন খড়্গ সমুদ্যত করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। শকুনি সুতসোমের সেই বিমলাম্বর সন্নিভ সঞ্চালিত খড়্গকে কালদণ্ডের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন শিক্ষাবল সম্পন্ন সুতসোম সেই অসি ধারণপূর্ব্বক সহসা ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবৃত্ত, আপ্লুত, বিপ্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক বারংবার সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বলবীর্য্য সম্পন্ন সুবলনন্দন সুতসোমের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুতসোমও অসি দ্বারা তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শকুনি তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি আশীবিষ সদৃশ শর সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। গরুড় তুল্য পরাক্রমশালী সুতসোম স্বীয় বল ও শিক্ষা প্রভাবে হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎসমুদায়ও খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই বীরপুরুষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক মণ্ডলাকারে

বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে শকুনি সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার প্রভা-সম্পন্ন অসি ছেদন করিলেন। সেই মহাখড়গ ছিন্ন হইলে উহার অর্দ্ধভাগ ভূতলে নিপতিত হইল ও অর্দ্ধভাগ মাত্র সুতসোমের হস্তে রহিল। তখন মহারথ সুতসোম স্বীয় খড়গ ছিন্ন অবগত হইয়া ছয় পদ গমনপূর্ব্বক শকুনির অভিমুখে সেই হস্তস্থিত খড়গার্দ্ধ নিক্ষেপ করিলেন। সুতসোমনিক্ষিপ্ত অর্দ্ধ ছিন্ন খড়গ মহাত্মা সৌবলের স্বর্ণ হীরক বিভূষিত সগুণ শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সুতসোম সত্বরে শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ করিলেন। শকুনিও অন্য দুর্জ্জয় কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করত পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সুবলনন্দন সমরে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে ঘোরতর নিনাদ সমুত্থিত হইল। তখন মহাত্মা শকুনি সেই শস্ত্রধারী গর্ব্বিত পাণ্ডব পক্ষীয় সৈনিকগণকে বিদ্রাবিত করত দেবরাজ যেমন দৈত্যসেনাগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহা-দিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এদিকে শরভ যেমন বনমধ্যে সিংহকে দেখিয়া নিবারণ করে, তদ্রূপ কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রাণিগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথসন্নিধানে কৃপাচার্য্যের রথ নিরীক্ষণপূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুপদতনয়কে বিনষ্ট বলিয়া অবধারণ করিল। তখন রথি ও সাদিগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, বোধ হয়, মহাত্মা কৃপ দ্রোণনিধনে জাতক্রোধ হইয়াছেন। ইনি মহাতেজস্বী, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও উদার, ধীশক্তি সম্পন্ন। আজি কি ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেম? এই সমস্ত সৈন্য কি মহাভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে? ঐ মহাবীর কি আমাদিগকে সংহার না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন? ইঁহার রূপ কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত করাল। আজি ইনি সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় ভয়ঙ্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, সন্দেহ নাই। ঐ সমরবিজয়ী মহারথ লঘু-হস্ত এবং মহাস্ত্র ও বলবীর্য্য সম্পন্ন। অদ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন নিঃসন্দেহই উঁহার সহিত

সমরে পরাঙ্মুখ হইবেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে নানা প্রকার জল্পনা করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারথ কৃপ ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নিশ্চেষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মদেশে আঘাত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের শরজালে একান্ত সমাহত ও মোহে নিতান্ত অভিহিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবীর! আপনার মঙ্গল ত? আমি যুদ্ধকালে আপনার এইরূপ বিপদ্ ত কখন নিরীক্ষণ করি নাই। এক্ষণে দুর্দ্দৈব বশতই আপনি মর্ম্মভেদী শর নিক্ষেপে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু ঐ বিপ্রবর আপনার মর্ম্মদেশ লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছেন; অতএব আমি অবিলম্বে অর্ণব মুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত নদীবেগের ন্যায় এই রথ প্রতিনিবৃত্ত করি। এক্ষণে যিনি তোমার বিক্রম বিনষ্ট করিয়াছেন, ঐ ব্রাহ্মণ অবধ্য। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথির মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুবচনে কহিলেন, হে সূত! আমার চিত্ত বিমোহিত ও দেহ হইতে স্বেদজল নির্গত হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত ও অনবরত বিকম্পিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুন সন্নিধানে রথ উপনীত কর। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অর্জ্জুন বা ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইলে অদ্য আমার শ্রেয়োলাভ হইবে। হে মহারাজ! তখন সারথি অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করত যে স্থানে ভীমসেন আপনার সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলেন, তথায় রথ লইয়া গমন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ ও মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কৃপাচার্য্য, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচি দানবকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীত করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর হার্দ্দিক্য হাস্যমুখে ভীষ্মের সংহারহেতু একান্ত দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডীরে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সুশাণিত পাঁচ ভল্লে হার্দ্দিক্যের জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। তখন হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ষষ্টি সায়কে শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে

এক শরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদাত্মজ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে কৃতবর্ম্মারে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু ঐ সমস্ত বাণ তাঁহার বর্ম্মে লগ্ন হইবামাত্র স্খলিত হইয়া পড়িল। শিখণ্ডী স্বীয় শরনিকর ব্যর্থ ও ক্ষিতিতলে নিপতিত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর কৃতবর্ম্মা ছিন্নকার্ম্মুক হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় প্রভাব প্রকটনে অসমর্থ হইলে দ্রুপদতনয় রোষভরে অশীতি শরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। হৃদিকাত্মজ শিখণ্ডীনিক্ষিপ্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত কলেবর ও একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। কুম্ভমুখ হইতে বিনির্গত সলিলের ন্যায় তাঁহার দেহ হইতে অনবরত রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারারঞ্জিত শৈলের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং তৎপরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডীরে স্কন্ধদেশে বহু সংখ্যক শর বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদাত্মজ স্কন্ধদেশবিদ্ধ শরসমূহ দ্বারা শাখা প্রশাখা শোভিত অতি বৃহৎ পাদপের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের শরাঘাতে রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া পরস্পর শৃঙ্গাভিহত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পরের বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া অসংখ্য মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক রথারোহণে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃতবর্ম্মা সুশাণিত সপ্ততি শরে শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক জীবিতান্তকর ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী ভোজরাজ নিক্ষিপ্ত শরে একান্ত অভিহত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক মোহে অভিভূত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহারে হার্দ্দিক্য শরাঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। হে মহারাজ! এইরূপে দ্রুপদাত্মজ শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবসৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন বায়ু যেমন ইতস্তত তুলরাশি

বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ আপনার সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, শাল্ব, সংশপ্তক ও অন্যান্য নারায়ণী সেনাগণ এবং সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, স্নতঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন, মিত্রবর্ম্মা, সুশর্ম্মা, বসুধর্ম্মা সুবর্ম্মা ও মহাধনুর্দ্ধর অস্ত্রবিশারদ পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত ত্রিগর্ত্তাধিপতি অর্জ্জুনের উপর শরধারা বর্ষণ করত জলরাশি যেমন সাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তার্ক্ষ্য দর্শনে পন্নগগণ যেমন নিশ্চেষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই যোধগণ অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া জড়ীভূত হইতে লাগিল। তাহারা ধনঞ্জয়ের শরে নিয়ত নিহন্যমান হইয়াও হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহারে পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর সত্যসেন তিন, মিত্রদেব ত্রিষষ্টি, চন্দ্রসেন সাত, মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্ততি, সৌশ্রুতি সাত, শত্রুঞ্জয় বিংশতি ও সুশর্ম্মা নয় শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে সেই বীরগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সৌশ্রুতিরে সাত, সত্যসেনকে তিন, শত্রুঞ্জয়কে বিংশতি, চন্দ্রদেবকে আট, মিত্রদেবকে শত, শ্রুতসেনকে তিন, মিত্রবর্ম্মারে নয় ও সুশর্ম্মারে আট শরে বিদ্ধ করিয়া শিলানিশিত শরনিকরে শত্রুঞ্জয়, সৌশ্রুতি ও চন্দ্রবর্ম্মারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণপূর্ব্বক পাঁচ পাঁচ বাণে অন্যান্য মহারথগণকে নিবারণ করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন রোষাবিষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া তোমর নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সেই লৌহদণ্ড সুবর্ণময় তোমর মহাত্মা বাসুদেবের বাহু বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। সেই আঘাতেই বাসুদেবের হস্ত হইতে প্রতোদ ও রথরশ্মি স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষিকেশ বিকলাঙ্গ দর্শন করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি সত্বরে সত্যসেনের নিকট রথ সঞ্চালন কর; আমি অবিলম্বেই উঁহারে বিনাশ করিব। মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে পূর্ব্ববৎ প্রতোদ ও রথরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক সত্যসেনের নিকট রথ সঞ্চালন করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয়ও তীক্ষ্ণ শরনিকরে সত্যসেনকে নিবারণ করিয়া শাণিত ভল্লে তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি শাণিত বাণদ্বারা মিত্রবর্ম্মারে ও বৎসদন্ত দ্বারা তাহার সারথিরে নিপাতিত করিয়া পুনরায় শত শত শর দ্বারা অসংখ্য সংশপ্তককে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন

এবং পরক্ষণেই সেই রজতপুঙ্খ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা মিত্রসেনের মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক সুশর্ম্মার জত্রুদেশে মহা আঘাত করিলেন। অনন্তর সংশপ্তকগণ ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ক্রোধভরে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করত শরনিকর দ্বারা তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ অর্জ্জুন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলে সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হইল। রাশি রাশি ধ্বজ, পতাকা, রথ, কার্ম্মুক, তূণীর, যুগ, অক্ষ, চক্র, যোক্ত্র, রশ্মি, কুবর, বরূথ, প্রাস, ঋষ্টি, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, চক্রযুক্ত শতঘ্নী, ভুজ, উরু, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ুর, হার, নিষ্ক, বর্ম্ম, ছত্র, ব্যজন ও মুকুট সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সুন্দর নেত্রযুক্ত কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ ছিন্ন মস্তক সকল অম্বরতলস্থিত তারকাজালের ন্যায় লক্ষিত হইল। নিহত বীরগণের মাল্যাম্বরধারী চন্দনদিগ্ধ দেহ সকল ধরাতলে নিপতিত রহিল। তৎকালে সংগ্রামস্থল অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল : মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ এবং অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব নিপতিত হওয়াতে রণভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ ভূভাগের ন্যায় অতিশয় দুর্গম হইল। ঐ সময় শত্রুঘাতন অর্জ্জুনের রথচক্রের গতি রোধ হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যেন মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথচক্র তাঁহারে সেই শোণিতজাত কর্দ্দম সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলে বিচরণপূর্ব্বক অসংখ্য শত্রু ও হস্ত্যশ্ব সমুদায় সংহার করিতে দেখিয়া অব-সন্ন হইয়াছে। তখন মনোবেগগামী অশ্বগণ প্রাণপণে সেই কর্দ্দমমগ্ন চক্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন এইরূপে সৈন্য-গণকে বিনাশ করিলে তাহারা প্রায় সকলেই রণবিমুখ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই বহুসংখ্য সংশপ্তকগণকে পরাজিত করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরবসৈন্যের উপর অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং নির্ভীকচিত্তে তাঁহার নিকট যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহারে বাণবিদ্ধ করিতে লাগি-

লেন। আপনার পুত্রও নিশিত নয় বাণে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধ-ভরে তাঁহার সারথির উপর এক ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের উপর স্বর্ণপুঙ্খ ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব এবং এক এক শরে তাঁহার সারথির মস্তক, ধ্বজ, কার্ম্মুক ও খড়গ ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহারে পাঁচ বাণে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। আপনার পুত্র এইরূপে একান্ত বিষণ্ণ হইয়া সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডুতনয়েরাও যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তূর্য্য বাদিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যে স্থলে কৌরব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়াছিল, সেই স্থানে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। নরগণ নরদিগের সহিত, কুঞ্জরগণ কুঞ্জরদিগের সহিত, রথিগণ রথীদিগের সহিত এবং অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বীরগণ পরস্পর পরস্পরের বিনাশ বাসনায় বিবিধ বিচিত্র যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বীরজনের সমর ব্রতানুসারে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন; কোন ক্রমেই কেহ সমর পরিত্যাগ করিল না। এইরূপে ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল অতি মধুরদর্শন হইল; কিন্তু অবিলম্বেই একবারে সকলে উন্মত্ত হওয়াতে উহা নির্ম্মর্য্যাদ হইয়া উঠিল। তখন রথিগণ মাতঙ্গদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে বিদীর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অশ্বারোহিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন ও অশ্বগণকে বেষ্টন করিয়া তলধ্বনি করিতে লাগিল। মহামাতঙ্গগণ বিদ্রাবিত অশ্বগণের প্রতি ধাবমান হইলে অশ্বারোহিগণ কুঞ্জরদিগের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে শরাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদমত্ত দ্বিরদগণ অশ্ব সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া দশন প্রহারে বিনষ্ট ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতগুলি হস্তী রোষভরে দশন দ্বারা অশ্বারোহিগণের সহিত অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ পদাতি সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুযোগক্রমে সমাহত

হইয়া ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় পদাতিগণ আভরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবমান হইলে গজারোহিগণ জয়-লক্ষণ অবগত হইয়া সত্বরে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল এবং গজদিগকে আহত করিয়া পদাতিগণের কলেবর ভেদ ও আভরণ গ্রহণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবেগ সম্পন্ন বলমদমত্ত পদাতিগণও হস্ত্যারোহীদিগকে পরি-বেষ্টনপূর্ব্বক সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কতগুলি হস্ত্যারোহী করি-শুণ্ড দ্বারা আকাশমার্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতনকালে মাতঙ্গগণের বিষাণাগ্রে বিদ্ধ হইল। কতগুলি হস্ত্যারোহী হস্তীর দন্তদ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল। কত-গুলি সেনা মধ্যে মহাগজ দ্বারা বিদীর্ণ কলেবর ও পুনঃপুন নিক্ষিপ্ত হইল এবং কতগুলি হস্তীর পুরোবর্ত্তী বীর কুঞ্জরগণ কর্ত্তৃক ব্যজনের ন্যায় ভ্রামিত হইয়া নিহত হইল। এইরূপে হস্ত্যারোহীদিগের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। নাগগণ প্রাস, তোমর ও ঋষ্টি দ্বারা দন্তান্তরাল, কুম্ভ ও দন্ত বেষ্টনে অতিমাত্র বিদ্ধ হইল।

ঐ সময় কোন কোন মাতঙ্গ পার্শ্বস্থ সুদারুণ বীরগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও রথিগণ অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ তোমর দ্বারা চর্ম্মধারী পদাতিগণকে ভূতলে মর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তীগণ কোন কোন রথীরে আক্রমণপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর সমরাঙ্গনে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাবল পরাক্রান্ত মাতঙ্গ নারাচ নিহত হইয়া বজ্রভিন্ন গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইল। তখন যোধগণ পরস্পর সমাগত হইয়া পরস্পরকে মুষ্টি প্রহার ও পরস্পরের কেশ ধারণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভুজযুগল উদ্যত করিয়া প্রতিপক্ষকে ভূতলে নিক্ষেপ ও পাদ দ্বারা তাহার বক্ষস্থল আক্রমণপূর্ব্বক শিরশ্ছেদন করিল। কেহ কেহ অসি দ্বারা পতনোম্মুখ অরাতির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল এবং কেহ কেহ বা জীবিত ব্যক্তির দেহে শস্ত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর যোদ্ধাদিগের মুষ্টিযুদ্ধ, কেশগ্রহ ও বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ অতর্কিত সঞ্চারে অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণ সংহার করিল। এইরূপে যোধগণ পরস্পর ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে

অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। শস্ত্র ও কবচ সকল শোণিতলিপ্ত হইয়া ধাতুরাগরঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে গঙ্গাপ্রপাতের ন্যায় সেনাগণের ভীষণ কল কল ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে শস্ত্রপাতসঙ্কুল ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া আত্মপর অবধারণে অসমর্থ হইল। জিগীষা পরবশ ভূপালগণ যুদ্ধ করিতে হয় বলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ কি আত্মীয়, কি বিপক্ষ পক্ষীয় যাহারে সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহারেই বিনাশ করিলেন। ফলত তৎকালে বীরগণের শরপ্রভাবে উভয় পক্ষীয় সেনাগণই আকুল হইয়া উঠিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য নিপাতিত হওয়াতে রণভূমি ক্ষণকাল মধ্যে অতিশয় দুর্গম হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমরাঙ্গণে শোণিত-তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্ত, কর্ণ, পাঞ্চাল এবং ভীমসেন কৌরব ও করিসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অপরাহ্নকালে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যেরা বিপুল যশোলাভাভিলাষে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় উপস্থিত হইল।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে পুত্রগণের মৃত্যু সংবাদ ও অন্যান্য দুর্ব্বিষহ বিষম দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। তুমি যেরূপ যুদ্ধের কথা কহিতেছ, তাহাতে বোধ হয়, কৌরবগণের জীবন নিঃশেষিত হইয়াছে। হে সূতনন্দন! তুমি বক্তৃতা বিশারদ; অতএব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারথ দুর্য্যোধনকে বিরথ করিয়া কিরূপে তাহার সহিত যুদ্ধ করিল? দুর্য্যোধনই বা কিরূপে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই অপরাহ্ন সময়ে অন্যান্য বীরগণের কিরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? তৎসমুদায় বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্যগণ ভাগ্যক্রমে সংগ্রামে মিলিত ও নিহন্যমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক বিষপূর্ণ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজকে লক্ষ্য করত সারথিরে কহিলেন, হে সূত! যে স্থানে বর্ম্মধারী রাজা যুধিষ্ঠির আতপত্র দ্বারা বিরাজিত হইতেছে, তুমি সত্বরে তথায়

আমারে লইয়া চল”। সারথি দুর্য্যোধনের আজ্ঞা শ্রবণে ধর্ম্মরাজের অভিমুখে রথ চালন করিতে লাগিল। তখন যুধিষ্ঠিরও মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় প্রকোপিত হইয়া স্বীয় সারথিরে দুর্য্যোধনের অভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন পরস্পর মিলিত হইয়া সরোষনয়নে পরস্পরের উপর শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন শিলানিশিত ভল্ল দ্বারা ধর্ম্ম নন্দনের শরাসন ছেদন করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই অবমান সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িত লোচনে অবিলম্বে ছিন্নচাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্য্যোধনও অন্য চাপ গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় রোষিত সিংহদ্বয়ের ন্যায়, নর্দ্দমান বৃষদ্বয়ের ন্যায় জীগীষাপরতন্ত্র হইয়া শস্ত্রবর্ষণ-পূর্ব্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করিলেন এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক বিচরণ করত আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা বারংবার সিংহনাদ, তলধ্বনি, চাপনির্ঘোষ ও শঙ্খ নিস্বন করত পরস্পরের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রতুল্য বেগশালী তিন বাণে আপনার পুত্রের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধনও স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত পাঁচ বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভীষণ শক্তি মহোল্কার ন্যায় সমাগত দেখিয়া নিশিত তিন বাণে ছেদনপূর্ব্বক পাঁচ বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই স্বর্ণদণ্ডান্বিত হুতাশন সন্নিভ শক্তি গগনভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় ভীষণ শব্দ করত নিপতিত হইল। দুর্য্যোধন শক্তি বিনিহত দেখিয়া নিশিত নয় ভল্লে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিলেন। অরাতিঘাতন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে বিদ্ধ হইয়া শরাসনে শর সংযোজনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে ঐ শর আপনার পুত্রকে বিমোহিত করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন দুর্য্যোধন কলহের শেষ করিবার মানসে

সরোষনয়নে গদা উদ্যত করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেগে ধারমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় বেগশালী জ্যোতির্ম্ময় মহাশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই শক্তির আঘাতে মর্ম্মবিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বিমোহিত ও রথোপরি নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহারাজ! দুর্য্যোধন আপনার বধ্য নহে। রাজা যুধিষ্ঠির বৃকোদর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন কৃতবর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া সেই দুঃখার্ণবে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে হেমমণ্ডিত গদা গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে হার্দ্দিক্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অপরাহ্ন সময়ে শত্রুগণের সহিত জয়লাভ লোলুপ কৌরবপক্ষীয় যোধগণের তুমুল সংগ্রাম হইল।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর কর্ণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ করিবৃংহিত, নরকোলাহল, রথঘর্ঘর শব্দ ও শঙ্খধ্বনি দ্বারা অতিশয় পুলকিত হইয়া ক্রোধভরে বিবিধ আয়ুধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথী বীরপুরুষ নিক্ষিপ্ত শাণিত পরশু, অসি, পট্টিশ ও বহুবিধ শরে নিহত হইয়া গেল। চন্দ্র, সূর্য্য ও কমলতুল্য, ধবলদশনরাজি বিরাজিত, নাসাবংশ সুশোভিত, কমনীয় লোচন, রুচির কিরীট ও কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত নর মস্তক সমূহে রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। অসংখ্য পরিঘ, মুষল, শক্তি, তোমর, নখর, ভুষুণ্ডী ও গদা দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য নিহত রথী, পদাতি, অশ্ব ও কুঞ্জর ক্ষতবিক্ষত ও ভীষণদর্শন হওয়াতে সমরাঙ্গন লোকক্ষয় কালীন যমরাজ্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার দেবকুমার সদৃশ আত্মজ ও সৈনিকগণ

বহুল বল সমভিব্যাহারে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সম্পন্ন কৌরব সৈন্য গমনকালে সমুদ্রের ন্যায় গভীর শব্দ করত. সুররাজের সেনার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সুররাজসম বিক্রম সম্পন্ন মহাবীর কর্ণ দিনকর কিরণের ন্যায় প্রখর শরনিকর দ্বারা উপেন্দ্রতুল্য সাত্যকিরে প্রহার করিতে লাগিলেন। সাত্যকিও সত্বরে বিবিধ শর দ্বারা সর্প বিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র পুরুষপ্রবীর কর্ণকে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর আপনার সুহৃদ্ অতিরথগণ সাত্যকি নিক্ষিপ্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত সত্বরে বসুসেনের নিকট গমন করিলেন। তখন মহার্ণব সন্নিভ কৌরব সৈন্য সমুদায় সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবমান হইলে দ্রুপদতনয় প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ উঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বহুসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট হইয়া গেল।

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব শত্রু সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া সায়ংকালোচিত কার্য্য সমাধানন্তর ভগবান্ ভবানীপতির যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কৌরব সৈন্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগের অম্বুদের ন্যায় গভীর নিস্বনযুক্ত, পবন বিকম্পিত ধ্বজপটসম্পন্ন শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথ সম্মুখে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিতপ্রায় হইলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক নৃত্য করতই যেন শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল ও গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত, যন্ত্র, আয়ুধ ও ধ্বজদণ্ড সমন্বিত, বিমানপ্রতিম রথ সমুদায় সারথির সহিত শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শর প্রয়োগপূর্ব্বক বৈজয়ন্তী, আয়ুধ ও ধ্বজ সম্পন্ন গজ, মহামাত্র, অশ্ব, সাদী ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারাজ দুর্য্যোধন একাকীই সেই সংক্রুদ্ধ অন্তক সদৃশ দুর্নিবার অর্জ্জুনকে শরনিকর দ্বারা সমাহত করত তথায় আগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন তাঁহারে সমাগত দেখিয়া সাত সায়কে তাঁহার কার্ম্মুক, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে ছেদনপূর্ব্বক এক শরে তাঁহার ছত্রদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি প্রাণনাশক

শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিলেন। তখন ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের ধনু ও অশ্বগণকে ছেদনপূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের কার্ম্মুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে হার্দ্দিক্যের শরাসন, ধ্বজ ও অশ্বগণ এবং দুঃশাসনের শরাসন ছেদন করিয়া সূতপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিরে পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বরে তিন শরে অর্জ্জুনকে ও বিংশতি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে বারংবার ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ সময় রোষপরবশ সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার ও অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র গ্লানি উপস্থিত হইল না।

অনন্তর সাত্যকি তথায় আগমনপূর্ব্বক কর্ণকে প্রথমত নিশিত নবতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি একশত শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে মহাবীর যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, উত্তমৌজা, যমজ নকুল ও সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, ধর্ম্মরাজ এবং প্রভদ্রক, চেদি, কারূষ, মৎস্য ও কৈকেয়গণ অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিদিগের সহিত কর্ণ বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন ও কটূক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ নিশিত শরনিকরে ঐ সমস্ত শস্ত্র ছেদন করিয়া বায়ু যেমন মহীরুহ ভগ্ন করিয়া অপবাহিত করে, তদ্রূপ তথা হইতে তৎসমুদায় অপসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথী, মহামাত্র সমবেত গজ, সাদীর সহিত অশ্ব ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডব সৈন্যগণ মহাবীর কর্ণের অস্ত্র প্রভাবে বিশস্ত্র, ক্ষতবিক্ষত ও বধ্যমান হইয়া প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইল।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে অস্ত্রজাল বর্ষণপূর্ব্বক সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমুদায় প্রতিহত করিয়া শরনিকর দ্বারা ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরজাল মুষলের ন্যায়, পরিঘের ন্যায়, শতঘ্নীর ন্যায় ও অতি কঠোর বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের অস্ত্রবলে নিহন্যমান হইয়া নিমীলিত লোচনে ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সংগ্রামে

কলেবর পরিত্যাগ করিল এবং কতগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ভীত হইয়া ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ ভানুমান্ অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। গাঢ়তর অন্ধকার ও ধূলিপটল প্রভাবে আর কোন বস্তুই নিরীক্ষিত হইল না। তখন কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ রাত্রিযুদ্ধে নিতান্ত ভীত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে রণস্থল হইতে অপগমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও জয়শ্রী লাভ করিয়া বিবিধ বাদিত্র বাদন ও সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুগণকে উপহাস এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের স্তুতিবাদ করত স্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে অবহার করিলে ভূপালগণ পাণ্ডবদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা সেই নিশাকালে শিবিরে সমাগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস, পিশাচ ও শ্বাপদগণ দলবদ্ধ হইয়া রুদ্রদেবের আক্রীড়সন্নিভ সেই ভীষণ রণস্থলে সমাগত হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন স্বচ্ছন্দে আমাদের সমুদায় যোধগণকে নিহত করিয়াছে। ঐ বীর সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করিলে যমও উহার নিকট পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। যে বীরবর একাকী দিব্য শরাসন ধারণপূর্ব্বক সুভদ্রা হরণ, অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন, এই পৃথিবী পরাজয়পূর্ব্বক সমুদায় ভূপালের নিকট কর গ্রহণ, নিবাত কবচগণের বিনাশ সাধন, ভরতগণের পরিত্রাণ এবং কিরাতরূপী দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম ও তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল, সেই অর্জ্জুন পরাক্রম দ্বারা নৃপগণকে পরাজিত করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সেই অনিন্দনীয় বীরগণ ও আমার পুত্র দুর্য্যোধন কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! বর্ম্মায়ুধবিবর্জ্জিত, হত, আহত ও বিদ্ধস্ত বাহনগণে পরিবেষ্টিত মহামানী কৌরবগণ এইরূপে অরাতি শরে বর্ম্মায়ুধবিবর্জ্জিত, বাহনবিহীন, হতসৈন্য, একান্ত সমাহত ও নির্জ্জিত হইয়া শিবিরে অবস্থানপূর্ব্বক ভগ্নদংষ্ট্র বিষবিহীন বিষধরের ন্যায় দীনস্বরে পুনরায় মন্ত্রণা

করিতে লাগিলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ ও করে কর নিষ্পীড়নপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! অর্জ্জুন দৃঢ় কার্য্যদক্ষ ও ধৈর্য্যশালী; বিশেষত বাসুদেব যথা সময়ে উঁহারে প্রতিবোধিত করিয়া থাকেন। ধনঞ্জয় অদ্য সহসা শস্ত্র বর্ষণপূর্ব্বক আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু কল্য আমি তাহার সমুদায় সংকল্প ধ্বংস করিব। দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া ভূপালগণকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রফুল্ল চিত্তে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং দেখিলেন ধর্ম্মরাজ যত্নপূর্ব্বক বৃহস্পতি ও শুক্রের সম্মত দুর্জ্জয় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন অরাতিঘাতন দুর্য্যোধন যুদ্ধে পুরন্দরের ন্যায়, বলে মরুদ্গণের ন্যায় ও বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় শত্রুনিসূদন, বৃষভস্কন্ধ, সূতপুত্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমুদায় সৈন্যগণও কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহারে প্রাণ সঙ্কটকালীন বন্ধুর ন্যায় বিবেচনা করিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! সেনাগণ কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইলে দুর্য্যোধন কি করিল? সৈন্যগণের অবহারানন্তর পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইলে আমার পুত্র কি সূর্য্যদর্শনোৎসুক শীতার্ত্ত পুরুষের ন্যায় কর্ণকে দর্শন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! উভয় পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সূতপুত্র কিরূপে যুদ্ধ করিল? পাণ্ডবেরাই বা কিরূপে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মহাবাহু কর্ণ একাকী সৃঞ্জয় ও পার্থগণকে নিহত করিতে পারে। ঐ মহাবীর সংগ্রামকালে ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তুল্য ভুজবল ধারণ করিয়া থাকে। দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে যত্নশীল হইয়াছিল, মহারথ কর্ণও দুর্য্যোধনকে পীড়িত ও পাণ্ডবগণকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়াই বাসুদেব সমবেত সপুত্র পাণ্ডবগণকে জয় করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে পরাভূত করিতে পারিল না; অতএব দৈবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হায়! এক্ষণে দ্যূতক্রীড়ার চরম ফল উৎপন্ন হইয়াছে। আমি দুর্য্যোধনের দুর্নীতি জনিত শল্য-

ভূত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সূতনন্দন নীতিমান্, পরাক্রান্ত ও দুর্য্যোধনের অনুগত। তথাপি এই মহাযুদ্ধে আমার পুত্রগণকে নির্জ্জিত ও নিহত শ্রবণ করিতে হইল? হায়! পাণ্ডবগণকে নিবারণ করে, এমন আর কেহই নাই। তাহারা আমাদের সৈন্যগণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অনায়াসে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; অতএব দৈবই বলবান্।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা চিন্তা করুন। অতীত কার্য্যের অনুশোচন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। উহা চিন্তার সহিত বিনষ্ট হয়। আপনি পূর্ব্বে সঙ্গত ও অসঙ্গত বিষয়ের পরীক্ষা করেন নাই; সুতরাং এক্ষণে আপনার রাজ্যপ্রাপ্তি নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে। পাণ্ডবগণ বারংবার আপনারে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি মোহবশত তাহাদের হিতবাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই। বিশেষত আপনি তাহাদের ঘোরতর অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই এক্ষণে এই ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! যাহা হইবার হইয়াছে; তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে যেরূপে ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপস্থিত হইল, তাহা শ্রবণ করুন।

রজনী প্রভাত হইলে, মহাবাহু কর্ণ দুর্য্যোধন সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আজি আমি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অদ্য হয় আমিই তাহারে সংহার করিব, না হয় সেই আমারে বিনাশ করিবে। আমাদের উভয়ের কার্য্য বাহুল্য প্রযুক্ত কখনই যুদ্ধে পরস্পরের সমাগম হয় নাই। হে কুরুরাজ! এক্ষণে আমি স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনানুসারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া রণস্থল হইতে কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন এবং আমিও শক্রদত্ত শক্তিহীন হইয়াছি; এক্ষণে আমি সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হইলে ধনঞ্জয় অবশ্যই আমার অভিমুখীন হইবে। তখন তুমি তাহার ও আমার দিব্যাস্ত্র সমুদায় দেখিতে পাইবে। সব্যসাচী অর্জ্জুন প্রতিযোদ্ধার কার্য্য বিনাশ, লঘুহস্ততা, দূরপাতিত্ব, কৌশল, অস্ত্রপাত,

বল, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, নিমিত্ত জ্ঞান ও বিক্রম বিষয়ে কখনই আমার তুল্য নহে। হে মহারাজ! আমার এই শরাসন সামান্য নহে, পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বিজয় নামে যে প্রসিদ্ধ শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা দেবরাজ দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছেন, যাহার নির্ঘোষে দানবগণ দশদিক্ শূন্যপ্রায় অবলোকন করিয়াছিল; সুররাজ সেই শরাসন পরশুরামকে প্রদান করেন। ভার্গবও প্রসন্ন হইয়া সেই দিব্য চাপ আমারে প্রদান করিয়াছেন। দেবরাজ ঐ কার্ম্মুক দ্বারা সমাগত দৈত্যগণের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপে জয়শীল মহাবাহু অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব। এই আমার পরশুরামদত্ত ভীষণ শরাসন অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে শ্রেষ্ঠ; ইহা দ্বারা ভার্গব একবিংশতি বার পৃথিবী পরাজয় করিয়াছেন। তিনি ইহার দিব্য কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তনপূর্ব্বক ইহা আমারে প্রদান করিয়াছেন। হে দুর্য্যোধন! অদ্য আমি এই শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়শীল অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়া তোমারে বান্ধবগণের সহিত আনন্দিত কবিব। অদ্য এই গিরিকানন সুশোভিতা সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী তোমার ও তোমার পুত্র পৌত্রাদির ভোগার্থে কল্পিত হইবে। ধর্ম্মানুরক্ত আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধি লাভ যেমন অশক্য নহে, তদ্রূপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার পক্ষে অসাধ্য নহে। অগ্নিসংস্পর্শ পাদপের যেরূপ অসহ্য হইয়া উঠে, আমিও অর্জ্জুনের তদ্রূপ অসহ্য হইব, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা যে যে অংশে হীন, তৎসমুদায় আমার স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের শরাসন জ্যা দিব্য, তূণীরদ্বয় অক্ষয়, সারথি বাসুদেব, কাঞ্চনভূষণ দিব্য রথ অগ্নিদত্ত ও অচ্ছেদ্য, অশ্ব সকল মনের তুল্য বেগশালী এবং ধ্বজ বিস্ময়কর ও দ্যুতিমান বানরে লাঞ্ছিত। আমার এতাদৃশ কিছুই নাই। আমার কেবল একমাত্র বিজয়াখ্য দিব্য কার্ম্মুক ধনঞ্জয়ের অজিত গাণ্ডীব শরাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে কুরুরাজ! আমি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায় না থাকাতে অর্জ্জুন অপেক্ষা হীন হইয়াও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। কিন্তু দুঃসহবীর্য্য মদ্ররাজকে আমার সারথি হইতে হইবে। মহাবীর শল্য কৃষ্ণের সদৃশ; উনি যদি

আমার সারথ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। অতএব দুঃসহবীর্য্য শল্যই আমার সারথি হউন। শকট সমুদায় আমার নারাচনিকর বহন এবং উৎকৃষ্ট অশ্বসংযোজিত রথ সকল আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করুক। হে মহারাজ! এইরূপ হইলে আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা সমধিক হইব। মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষা গুণসম্পন্ন এবং আমিও অর্জ্জুন অপেক্ষা সমধিক গুণবান্। কৃষ্ণ যেমন অশ্ব বিজ্ঞান অবগত আছেন, শল্য তদ্রূপ। বিশেষত শল্য অপেক্ষা ভুজবীর্য্য সম্পন্ন আর কেহই নাই এবং আমার তুল্য অস্ত্রযুদ্ধ করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন। অতএব শল্য আমার সারথি হইলে আমার রথ অর্জ্জুনের রথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিব। এক্ষণে অবিলম্বে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর। ইহা সম্পাদিত হইলে আমি সংগ্রামে যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিব, তাহা দেখিতেই পাইবে। তখন দেবগণও আমার সম্মুখীন হইতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণকে অবশ্যই পরাজয় করিব। সামান্য মনুষ্য পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, তৎকালে দেবাসুরগণও আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবেন না।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহারে অর্চ্চনা করত কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি যেরূপ কহিলে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে তূণীর ও অশ্ব সংযুক্ত রথ সমুদায় তোমার অনুগমন করিবে। শকট সমুদায় তোমর, নারাচ ও শর সকল বহন করুক। আমরাও তোমার অনুগমন করিব।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধন কর্ণকে এই কথা বলিয়া বিনয়পূর্ব্বক মহারথ মদ্ররাজের সমীপে গমন করত তাঁহারে প্রণয় পুরস্কারে কহিলেন, হে মদ্র-রাজ! আপনি সত্যব্রত, শত্রুতাপন ও অরাতি সৈন্যের ভয়ঙ্কর। মহাবীর কর্ণ প্রধান প্রধান ভূপালগণের মধ্যে আপনারে যেরূপে বরণ করিয়াছেন, তাহা আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। এক্ষণে আমি নতশিরা ও বিনীত হইয়া শত্রুনাশার্থ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রণয়ানু-রোধে পার্থবিনাশ ও আমার হিত সাধন করিবার নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য

কার্য্য স্বীকার করুন। আপনি সারথির পদে অভিষিক্ত হইলে সূতপুত্র অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবেন। হে মহাত্মন্! আপনি বাসুদেবের সমান, সুতরাং আপনি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের অশ্বরশ্মি ধারণ করিবার উপযুক্ত নহে; অতএব কমলযোনি যেমন মহেশ্বরকে ও কৃষ্ণ যেমন বিপন্ন অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ কর্ণকে পরিত্রাণ করুন, হে মদ্ররাজ! পূর্ব্বে বীর্য্যবান্ ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, ভোজরাজ, শকুনি, অশ্বত্থামা, আপনি ও আমি আমরা অরাতি সৈন্যগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে ভীষ্ম ও দ্রোণের অংশ উন্মূলিত হইয়াছে। মহাবীর শান্তনুতনয় ও আচার্য্য স্ব স্ব হন্তব্য সৈন্যগণকে নিহত করিয়া অন্যান্য অসংখ্য অরাতির প্রাণ সংহার করত পরিশেষে কেবল বিপক্ষদিগের ছল প্রভাবে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অস্মৎপক্ষীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান যোধগণও যথাশক্তি আমাদের হিতসাধন করত সমরে অরাতিহস্তে নিপাতিত হইয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে অল্পসংখ্যক হইয়াও আমাদের অধিকাংশ সেনা নিহত করিয়াছে। এক্ষণে সেই সত্যবিক্রম পাণ্ডুপুত্রগণ যাহাতে আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে না পারে, আপনি তাহার উপায় করুন। হে মদ্ররাজ! মহাবাহু কর্ণ ও আপনি আপনারা দুইজনেই সর্ব্বলোকাতিগামী মহারথ ও আমাদের হিতানুষ্ঠান নিরত। অদ্য মহাবীর রাধেয় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করিতেছেন। তন্নিবন্ধন আমাদের জয়াশাও বলবতী হইয়াছে; কিন্তু উঁহার অশ্বরশ্মি গ্রহণ করে, পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন আর কাহারেও এমন দেখিতে পাই না। অতএব বাসুদেব সমরে যেরূপ পার্থের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করেন, আপনিও সেইরূপ কর্ণের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সাহায্যরক্ষিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহা আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ধনঞ্জয় অন্যান্য বিপক্ষগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ শত্রু ক্ষয় করিতে সমর্থ ছিল না। এক্ষণে কেবল কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াই সমধিক বিক্রমসহকারে প্রতিদিন কৌরব সেনা বিদ্রাবিত করিতেছে। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে কর্ণের ও আপনার হন্তব্য অরাতি সৈন্যের

অল্প অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব দিবাকর যেরূপ অরুণের সহিত মিলিত হইয়া অন্ধকার ধ্বংস করেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া যুগপৎ সেই অংশদ্বয় বিনষ্ট করিয়া অর্জ্জুনকে নিহত করুন। পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথগণ উদিত বালসূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় কর্ণকে ও আপনারে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করুক। যেরূপ সূর্য্য ও অরুণের দর্শনে অন্ধকার তিরোহিত হয়, তদ্রূপ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ আপনাদিগকে দেখিয়া বিনষ্ট হউক। কর্ণ রথিগণের অগ্রগণ্য, আপনিও সারথিশ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ সমরে আপনার তুল্য আর কাহারেও দৃষ্ট হয় না। অতএব বাসুদেব যেমন সকল অবস্থাতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনিও সেইরূপে সমরে কর্ণকে পরিত্রাণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, আপনি সারথি হইলে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারেন না।

হে মহারাজ! কুল, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও বলমদে মত্ত মদ্ররাজ শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া ললাটে ত্রিশিখা ভ্রূকুটি বিস্তার-পূর্ব্বক বারংবার করযুগল বিকম্পিত ও রোষারুণ নেত্রদ্বয় পরিবর্ত্তিত করত কহিতে লাগিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি আমারে নিঃশঙ্ক চিত্তে সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তুমি আমারে হীনবীর্য্য জ্ঞান করিয়া অবমাননা করিতেছ। তুমি কর্ণকে আমা হইতে সমধিক বলশালী বিবেচনা করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহারে সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া গণনাই করি না। এক্ষণে তুমি আমারে কর্ণ অপেক্ষা অধিক অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেও। আমি উহা অনায়াসে পরাজয় করিয়া স্বস্থানে গমন করিব। অথবা আমি এক্ষণে একাকীই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু সংহার করিতেছি; তুমি আমার বাহুবল অবলোকন কর। হে মহারাজ! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, মাদৃশ ব্যক্তি কখনই অবমানিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না। আর যুদ্ধে আমার অবমাননা করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেখ, আমার বাহুযুগল নিতান্ত স্থূল ও বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়। আমার শরাসন বিচিত্র, শরনিকর ভুজগের ন্যায় একান্ত ভয়ঙ্কর; রথ সুসজ্জিত ও বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমে সংযোজিত এবং গদা সুবর্ণপট্ট সমলঙ্কৃত। আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমগ্র মহীমণ্ডল বিদীর্ণ, মহীধর সকল বিক্ষিপ্ত এবং সমুদ্র-

সকল শুষ্ক করিতেও অসমর্থ নহি। হে মহারাজ! আমি এইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত ও শত্রু নিগ্রহে সুদক্ষ। তুমি তথাপি কি নিমিত্ত আমারে নীচ কুলোৎপন্ন কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিযোগ করিতেছ? আমারে অকার্য্যে নিয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। শ্রেষ্ঠতর পুরুষ নীচ ব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করিতে কদাচ উৎসাহিত হয় না। প্রীতিপূর্ব্বক সমাগত ও বশীভূত মহৎ ব্যক্তিরে নীচাশয় পুরুষের আয়ত্ত করিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বৈপরীত্য করণ জনিত গুরুতর পাপের অনুষ্ঠান করা হয়। বেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়েরা বাহু হইতে, বৈশ্যেরা উরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্র পাদযুগল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই বর্ণ চতুষ্টয়ের পরস্পর ভিন্ন বর্ণ সংযোগে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সঙ্কর জাতি সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে। অর্থ সংগ্রহ, দান ও প্রজা পালন এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। যাজন, অধ্যাপন, বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ ও লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; কৃষিকার্য্য, পশু পালন ও ধর্ম্মত দান এই কয়েকটি বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূতেরাও ক্ষত্রিয়ের পরিচারক, অতএব সূতের শুশ্রূষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে। আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, রাজর্ষিকুলসম্ভূত, মহারথ এবং বন্দিগণের সেবনীয় ও স্তুতিভাজন, সুতরাং সংগ্রামে সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে মহারাজ! আজি আমি তৎকৃত অপমান সহ্য করিয়া কখনই যুদ্ধ করিব না; অতএব এক্ষণে বিদায় দাও, স্বগৃহে প্রস্থান করি। এই বলিয়া মহাবীর শল্য অবিলম্বে ক্রোধভরে ভূপালগণমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন শল্যের প্রতি প্রণয় ও বহুমান নিবন্ধন তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া শান্তভাবে সর্ব্বার্থসাধন মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে আপনারে সারথি হইতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। কর্ণ আপনার অপেক্ষা কখনই সমধিক বলশালী নহেন এবং আমিও আপনারে হীন বলিয়া আশঙ্কা করি না।

হে মাতুল! আপনি যাহা কহেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। আমার মতে, আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা কদাচ অনৃত বাক্য প্রয়োগ করিতেন না; এই নিমিত্ত আপনার নাম আর্ত্তায়নি বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। আপনি যুদ্ধে শত্রুগণের শল্য স্বরূপ; এই নিমিত্ত শল্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন, আমার হিতার্থ তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি বা কর্ণ আমরা কেহই আপনার অপেক্ষা সমধিক বলশালী নহি। হে মহাত্মন্! আমি কর্ণকে ধনঞ্জয় অপেক্ষা এবং আপনারে বাসুদেব অপেক্ষা সমধিক গুণশালী জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাবীর সূতপুত্র অস্ত্র যুদ্ধে ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আপনিও বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অশ্ববিদ্যাভিজ্ঞ ও সমধিক বলবীর্য্যসম্পন্ন। আমি এই নিমিত্তই এক্ষণে আপনারে উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায়ের যন্তৃপদে বরণ করিতে অভিলাষ করি।

হে মহারাজ! মহাবীর শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কুরুরাজ! তুমি আমারে সৈন্যগণ মধ্যে যে দেবকীপুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি; কিন্তু উহার সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব। হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ও কর্ণ ইঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিলেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর দুর্য্যোধন শল্যকে পুনরায় কহিলেন,—হে মদ্ররাজ! পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতার নিকট তাহা কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনারে সেই বৃত্তান্ত কহিতেছি, অবিচারিত চিত্তে উহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেব দানবগণ পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত করেন। তৎকালে দৈত্যগণ তারকাসুরের অধীন ছিল। ঐ যুদ্ধে দেবগণ দৈত্যগণকে পরাজিত করিলে তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তারকাসুরের তিন পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠান করত অতি সুকঠিন নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক স্ব স্ব দেহ

পরিশুষ্ক করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে বরদাতা সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের দম, তপ, নিয়ম ও সমাধি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বর দান করিতে আগমন করিলেন। তখন তারকপুত্রেরা সকলে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল, হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন যে, আমরা যেন সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অবধ্য হই। পিতামহ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে অসুরগণ! কেহই সর্ব্বভূতের অবধ্য নহে; অতএব তোমরা উহা ভিন্ন অন্য যাহা অভিরুচি হয়, তাহা প্রার্থনা কর। তখন সেই অসুরত্রয় একতা অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির নিশ্চয় করিয়া প্রণতি পুরঃসর পিতামহকে কহিল, হে দেব! আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, তিন জনে পুরত্রয়ে অবস্থানপূর্ব্বক জনসমাজে পূজিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিব এবং সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনরায় পরস্পর মিলিত হইব। তখন সেই পুরত্রয়ও একাকার হইবে। তৎকালে যে ব্যক্তি এক বাণে সেই একত্র সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহার হস্তেই নিহত হইব। লোকপিতামহ ব্রহ্মা অসুরগণের বাক্য শ্রবণে তাহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

তারকাসুরপুত্রেরা এইরূপে বর লাভ করিয়া প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে পুরত্রয় নির্ম্মাণের নিমিত্ত দৈত্যদানব পূজিত, রোগবিহীন স্থপতি ময়দানবকে নিযুক্ত করিল। ধীমান্ ময়দানবও স্বীয় তপঃপ্রভাবে স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্ত্যে লৌহময় পুর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ পুরত্রয়ের এক একটি শত যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এবং বহুতর গৃহ, অট্টালিকা, প্রাকার, তোরণ, জনতাযুক্ত রাজপথ ও বিবিধ দ্বারে পরিশোভিত। তারকাসুরের তিন পুত্র ঐ পুরত্রয়ের অধীশ্বর হইল। তারকাক্ষের স্বর্ণময়, কমলাক্ষের রজতময় ও বিদ্যুন্মালীর লৌহময় পুরী নির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর সেই অসুরত্রয় অস্ত্রবলে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন তাহারা আর প্রজাপতিরেও তৃণতুল্য বোধ করিল না। পূর্ব্বে যে সমস্ত মাংসাশী সুদৃপ্ত দানবগণ সুরগণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রার্থনায় ক্রমে ক্রমে প্রযুত প্রযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ

কোটি কোটি জন একত্র সমবেত হইয়া সেই অসুরত্রয়ের সমীপে আগমনপূর্ব্বক ত্রিপুর দুর্গ আশ্রয় করিল এবং পুনরায় সকলে সম্মিলিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সমুদায় ত্রিপুরনিবাসী দানব যে যাহাতে অভিলাষী হইল, ময়দানব মায়াবলে তাহারে তাহাই প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময় তারকাক্ষের হরি নামে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক লোকপিতামহ প্রজাপতিরে পরম পরিতুষ্ট করিলে তিনি তাহারে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন তারকাক্ষপুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল; হে দেব! আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটী বাপী প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সমস্ত অস্ত্রনিহত দানবগণকে নিক্ষেপ করা যাইবেক, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত ও সমধিক বলশালী হয়। পিতামহ দানবনন্দনের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তারকাক্ষের পুত্র সেই বিধাতৃদত্ত বর লাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনাদের পুরমধ্যে এক মৃতসঞ্জীবনী বাপী প্রস্তুত করিল। দৈত্যগণ যে বেশে নিহত হইত, ঐ বাপীতে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা সেই বেশে জীবিত হইয়া উঠিত। এইরূপে দৈত্যগণ সেই বাপী প্রভাবে নিহত দানবগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকের ক্লেশোৎপাদন করিতে লাগিল। দুষ্কর তপঃপ্রভাবে তাহারা সংগ্রামে অক্ষয় হইয়া উঠিল। তখন দেবগণও তাহাদের নিকট ভীত হইতে লাগিলেন।

হে মদ্ররাজ! নির্লজ্জ দানবগণ এইরূপে ব্রহ্মার বর প্রভাবে দর্পিত ও লোভ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া দেবগণকে বিদ্রাবণপূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে রমণীয় দেবারণ্য, তপস্বিগণের পবিত্র আশ্রম ও সুরম্য জনপদ সমুদায়ে বিচরণ করত সকলের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণ কর্তৃক ত্রিভুবন নিপীড়িত দেখিয়া দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দানবগণের পুরত্রয়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতার বর প্রভাবে, সেই অভেদ্য পুর সকল ভেদ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈত্যগণের দৌরাত্ম্য জ্ঞাপনার্থ দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সুরগণ নতশিরা হইয়া ভগবান্ পিতামহকে

প্রণতিপূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে কমলযোনি কহিলেন, হে দেবগণ! যে তোমাদের অনিষ্টাচরণ করে, সে আমার নিকট অপরাধী হয়। অতএব দুরাত্মা অসুরগণ তোমাদিগকে নিপীড়িত করিয়া আমার নিকট অপরাধী হইয়াছে। আমি সকল প্রাণীরে সমান জ্ঞান করি, কিন্তু অধার্ম্মিকগণের প্রাণ সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে দেবগণ! অসুরগণের পুরত্রয় একবাণেই ভেদ করিতে হইবে; সুতরাং ঐ কার্য্য মহাদেব ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব তোমরা সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা জয়শীল যোদ্ধা মহেশ্বরকে যুদ্ধার্থে বরণ কর। তিনিই তাহাদিগকে নিপাতিত করিবেন।

হে মদ্ররাজ! ধর্ম্মপরায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহারে অগ্রসর করিয়া ঋষিগণের সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তপোনিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করত রক্ষোঘ্ন বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন, যিনি সর্ব্বত্র আত্মা ও পরমাত্মা রূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি বিবিধ তপোবলে আত্মতত্ত্ব ও সাংখ্যযোগ অবগত হইয়াছেন এবং আত্মা সতত যাঁহার বশীভূত রহিয়াছে, সেই তেজোরাশি ভগবান্ উমাপতি সুরগণের নয়নগোচর হইলেন। তাঁহারা সেই অনন্য সদৃশ অকল্মষ ভগবান্ দেবদেবকে নানারূপে কল্পিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলে সেই মহাত্মাতে স্ব স্ব কল্পনানুরূপ রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুদায় ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাদিগকে উত্থাপিত করিয়া মঙ্গলসূচক বাক্যে সৎকার করত হাস্যমুখে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা কি কারণে আগমন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। দেবগণ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহারে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি দেবাদিদেব, পিণাকধারী, বনমালাবিভূষিত, দক্ষযজ্ঞবিনাশন, প্রজাপতিদিগের পূজ্য, সকলের স্তুত্য, স্তূয়মান ও স্তুত। আপনি শম্ভু, বিলোহিত, রুদ্র, নীলগ্রীব, শূলধারী, অমোঘ, মৃগাক্ষ, প্রবরায়ুধযোধী, অর্হ, শুদ্ধ, ক্ষয়, ক্রথন, দুর্ব্বারণ, ক্রাথ, বিপ্র, ব্রহ্মচারী, ঈশান, প্রমেয়, নিয়ন্তা, ব্যাঘ্রচর্ম্মবাসা, তপোনিরত, পিঙ্গ, ব্রতাবলম্বী, গজচর্ম্মবাসা, কার্ত্তি-

কেয় পিতা, ত্রিনেত্র, শরণাপন্নের ক্লেশসংহর্ত্তা, অসুরঘাতন, বৃক্ষপতি, নারী-পতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, সসৈন্য ও অমিতৌজা ; আপনারে নমস্কার। হে দেব! আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাপন্ন হইলাম ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন। তখন ভগবান্ দেবাদিদেব দেবগণের বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্নে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদের ভয় দূর হউক ; এক্ষণে বল, আমারে তোমাদের নিমিত্ত কি করিতে হইবে ?

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মদ্ররাজ! এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি দেবর্ষিগণকে অভয় প্রদান করিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহারে অভিবাদনপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের হিতকর কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবেশ! আমি তোমার অনুগ্রহে প্রাজাপত্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দানবগণকে অতি মহৎ বর প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভিন্ন আর কেহই সেই মর্য্যাদানাশক দানবগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি যাচমান দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দানবগণকে পরাজয় কর। তোমার অনুগ্রহে সমুদায় জগৎ সুখী হউক। হে লোকেশ! তুমি সকলের শরণ্য বলিয়া আমরা তোমার শরণাগত হইয়াছি।

তখন দেবাদিদেব রুদ্রদেব কহিলেন, হে দেবগণ! আমার মতে তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; কিন্তু দানবগণ নিতান্ত বলদর্পিত বলিয়া আমি একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে উৎসাহী হইতেছি না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার অর্দ্ধ বল গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুগণকে পরাজিত কর। একতা মহাবল উৎপাদনের কারণ। দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমরা তাহাদিগের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহাদিগের বলবীর্য্য আমাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণতর হইবে। মহেশ্বর কহিলেন, সেই অপরাধী পাপাত্মাগণকে যেরূপে হউক নিহত করিতে হইবে, অতএব তোমরা আমার অর্দ্ধ তেজ লইয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর। সুরগণ কহিলেন, হে ভূতভাবন! আমাদিগের তোমার অর্দ্ধ তেজ ধারণ করিবার শক্তি নাই, অতএব তুমিই আমাদিগের বলার্দ্ধ লইয়া শত্রুগণকে বিনাশ কর।

তখন মহাদেব কহিলেন, হে সুরগণ! যদি তোমরা আমার বলার্দ্ধ ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের বলার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক দানবগণকে নিপাতিত করিব। ভগবান্ মহেশ্বর এই বলিয়া দেবগণের বলার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন। তদবধি তিনি মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর সেই দেবদাদিদেব মহাদেব দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও রথারোহণপূর্ব্বক তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করিব। তোমরা আমার রথ ও ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বেই দানবগণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইব। দেবগণ কহিলেন, হে দেবেশ্বর! আমরা ত্রিলোকস্থ সমুদায় মূর্ত্তি আহরণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তোমার জন্য তদ্রূপ এক দ্যুতিমান্ রথ প্রস্তুত করিব। সুরগণ এই বলিয়া রথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পর্ব্বত, বন, দ্বীপ ও ভূতগণ পরিবৃত, বিশাল নগর সম্পন্ন বসুন্ধরারে দেবাদিদেবের রথ করিলেন। মন্দর পর্ব্বত ও দানবালয় জলনিধি ঐ রথের অক্ষ; মহানদী ভাগীরথী জঙ্ঘা; দিগ্বিদিক্ ভূষণ; নক্ষত্র সকল ঈষা; সত্যযুগ ও স্বর্গ যুগকাষ্ঠ; ভুজগরাজ অনন্তদেব কূবর; হিমাচল, বিন্ধ্যাচল, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্র; সপ্তর্ষিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধুর্ভাগ; জল ও নদী সকল বন্ধন সামগ্রী; দিবা, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, ছয় ঋতু ও দীপ্ত গ্রহ সমুদায় অনুকর্ষ; তারাগণ বরূথ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু; ফল পুষ্প পরিশোভিত ওষধী ও লতা সকল ঘণ্টা; রাত্রি ও দিবা পূর্ব্ব ও অপর পক্ষ; ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ দশ নাগপতি ঈষা; মহোরগগণ যোক্ত্র; সম্বর্ত্তক মেঘ যুগচর্ম্ম; কালপৃষ্ঠ, নহুষ, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ অশ্বগণের কেশরবন্ধন; সমুদায় দিক্, প্রদিক্ এবং ধর্ম্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অশ্বরশ্মি; সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহ নক্ষত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত নভোমণ্ডল বাহ্যাবরণ; লোকেশ্বর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের অশ্ব; পূর্ব্ব অমাবস্যা, পূর্ব্ব পৌর্ণমাসী, উত্তর অমাবস্যা ও উত্তর পৌর্ণমাসী অশ্বযোক্ত্র; পূর্ব্ব অমাবস্যায় অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক; মন রথোপস্থ; সরস্বতী রথের পশ্চাদ্ভাগ; শক্রচাপসম্বলিত বিদ্যুৎ পবনোদ্ধূত পতাকা; বষট্‌কার প্রতোদ এবং

গায়ত্রী শীর্ষবন্ধন হইলেন। তখন বিষ্ণু, সোম ও হুতাশন এই তিন মহাত্মার যোগে মহেশ্বরের বাণ কল্পিত হইল। অগ্নি সেই বাণের কাণ্ড, সোম ফলক এবং বিষ্ণু তীক্ষ্ণধার স্বরূপ হইলেন। পূর্ব্বে মহাত্মা ঈশানের যজ্ঞে যে সম্বৎসর কল্পিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উঁহার শরাসন রূপ ও মহাস্বন সাবিত্রী মৌর্ব্বীরূপ ধারণ করিলেন। কালচক্র হইতে মহামূল্য রত্নভূষিত অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম বহিষ্কৃত হইল। মৈনাক ও মেরু পর্ব্বত ধ্বজ যষ্টি হইল এবং সৌদামিনী সম্বলিত মেঘমালা পতাকা হইয়া ঋত্বিক্‌গণ মধ্যস্থ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই অপূর্ব্ব রথ ও শরাসনাদি নির্ম্মিত হইলে দেবগণ সমুদায় তেজ একত্র সমবেত অবলোকনপূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া মহেশ্বরের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

হে মদ্ররাজ! দেবগণ এইরূপে শক্রমর্দ্দন শ্রেষ্ঠ রথ নির্ম্মাণ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব উহাতে স্বকীয় প্রধান শস্ত্র সমুদায় সংস্থাপনপূর্ব্বক আকাশকে ধ্বজযষ্টি করিয়া উহার উপর মহাবৃষভকে সন্নিবেশিত করিলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড ও জ্বর রথের পার্শ্বরক্ষক, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস চক্ররক্ষক, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও পুরাণ সকল পুরঃসর, ইতিহাস ও যজুর্ব্বেদ পৃষ্ঠরক্ষক ও সমুদায় স্তোত্রাদি, দিব্য বাক্য, বিদ্যা ও বষট্‌কার পার্শ্বচর হইল। ওঁকার রথের সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ দেবদেব ছয়-ঋতু সম্পন্ন সম্বৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মৌর্ব্বী করিলেন। ভগবান্ রুদ্র সাক্ষাৎ কালস্বরূপ; সম্বৎসর তাঁহার শরাসন, এই নিমিত্তই তাঁহার ছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসনের মৌর্ব্বী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইঁহারা তাঁহার বাণ স্বরূপ হইলেন। সমুদায় জগৎ অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুময়; বিশেষত বিষ্ণু অমিততেজা ভগবান্ ভূতনাথের আত্ম-স্বরূপ; সুতরাং সেই শর অমরগণেরও অসহ্য হইয়া উঠিল। ভগবান্ ভূত-নাথ সেই শরে ভৃগু ও অঙ্গিরার যজ্ঞসম্ভূত দুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিহিত করিলেন।

হে মদ্ররাজ! ঐ সময়ে যে নীললোহিত ব্যাঘ্রাজিনধারী ভবানীপতি অযুত সূর্য্যের ন্যায় তেজ সম্পন্ন, ইন্দ্রেরও নিপাতনে সমর্থ, ব্রহ্মবিদ্বেষীদিগের নিহন্তা, ধার্ম্মিকগণের পরিত্রাতা ও অধার্ম্মিকগণের সংহর্ত্তা এবং যাঁহার অঙ্গ আশ্রয় করিয়া এই অদ্ভুত দর্শন স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ শোভা পাইতেছে, সেই

মহাত্মা ভীম বল, ভীমরূপ ও প্রমথনশীল আত্মগুণে পরিবৃত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ কবচ ও শরাসনধারী ভগবান্ ভবানীপতিরে অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুসম্ভূত দিব্য শর গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণে উৎসুক দর্শন করিয়া পুণ্যগন্ধবাহী সমীরণকে তাঁহার অনুকূলে সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব ধরাতল কম্পিত ও দেবগণকে বিত্রাসিত করত সেই রথারোহণে সমুদ্যত হইলেন। মহর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ব্রহ্মর্ষি ও বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে খড়্গ, বাণ ও শরাসনধারী ভগবান্ মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! এক্ষণে কোন্ মহাত্মা আমার সারথ্য কার্য্য করিবেন? সুরগণ কহিলেন, হে দেবেশ! তুমি যাহারে নিয়োগ করিবে, তিনিই তোমার সারথি হইবেন, সন্দেহ নাই। তখন দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় কহিলেন, হে দেবগণ! যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই-বেন, তোমরা বিবেচনাপূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহারেই সারথি কর।

হে মদ্ররাজ! দেবগণ ভবানীপতির সেই বাক্য শ্রবণে পিতামহের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি দৈত্য বিনাশের নিমিত্ত যেরূপ কহিয়াছিলে, আমরা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। বৃষধ্বজ প্রসন্ন হইয়াছেন, বিচিত্র আয়ুধযুক্ত এক রথও প্রস্তুত করা হইয়াছে; কিন্তু সে উত্তম রথে কে সারথি হইবে, তাহার কিছুই স্থির হয় নাই; অতএব তুমি কোন প্রধান ব্যক্তিরে সারথি বিধান করিয়া আমাদিগের বাক্য রক্ষা কর। আর তুমিও পূর্ব্বে বলিয়াছ যে, আমি তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান করিব; অতএব এক্ষণে তদনুরূপ কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে কমলাসন! দেবগণের মূর্ত্তির সংযোগে সেই শত্রুবিদারণ রথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সপর্ব্বত ধরিত্রী রথ হইয়াছেন। চারি বেদ উহার চারি অশ্ব ও নক্ষত্রমালা বরূথ হইয়াছে। দৈত্যনিসূদন ভগবান্ পিণাকপাণি উহার রথী হইয়াছেন; কিন্তু সারথি লক্ষিত হইতেছে না। যিনি সমুদায় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারেই সারথি করিতে হইবে। আমাদিগের রথ, অশ্ব, যোদ্ধা, কবচ, শস্ত্র ও কার্ম্মুক প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে; এক্ষণে তোমা ভিন্ন আর কাহারেও সারথি লক্ষিত হইতেছে না। তুমি সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বাপেক্ষা

প্রধান ; অতএব তুমি অবিলম্বে সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে সংযত কর। হে মদ্ররাজ! এইরূপে সুরগণ আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত অবনত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মারে সারথি হইতে অনুরোধ করত প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন পিতামহ কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যাহা কহিতেছ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে; আমি যুদ্ধকালে মহাদেবের অশ্ব সমুদায় সংযত করিব। অনন্তর দেবগণ সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ পিতামহকে মহাত্মা মহেশ্বরের সারথির পদে অভিষিক্ত করিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করিলে পবনের ন্যায় বেগবান্ অশ্বগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহারে নমস্কার করিল। তখন ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা প্রগ্রহ ও প্রতোদ গ্রহণপূর্ব্বক মহাদেবকে কহিলেন, হে ভগবন্! রথারোহণ কর। তখন ভগবান্ শূলপাণি সেই বিষ্ণুসোমাগ্নি সমুৎপন্ন শর গ্রহণ করিয়া শরাসন নিস্বনে বসুন্ধরা কম্পিত করত রথে আরোহণ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মহর্ষিগণ তাঁহারে রথারূঢ় দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভবানীপতি শর, শরাসন ও অসি ধারণপূর্ব্বক স্বীয় তেজে ত্রিভুবন আলোকময় করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! আমি অসুরগণকে নিপাতিত করিতে অসমর্থ হইব মনে করিয়া তোমরা শোক করিও না। আমার এই বাণে তাহাদিগকে নিহত বোধ কর। তখন দেবগণ তোমার বাক্য সত্য, অসুরগণ নিহত হইয়াছে এই বলিয়া মহাদেবকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ নীলকণ্ঠ সেই অনুপম রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণে পরিবেষ্টিত এবং পরস্পর তর্জ্জমান, চতুর্দ্দিকে ধাবমান, মাংসভোজী, নৃত্যানুরক্ত, দুরাসদ, স্বীয় পারিষদগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তপোনিরত মহাভাগ মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার বিজয় প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে অভয়দাতা দেবাদিদেব যুদ্ধে নির্গত হইলে অমরগণ ও জগতীতলস্থ যাবতীয় লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঋষিগণ তাঁহারে নানাবিধ স্তব করত বারংবার তাঁহার তেজ পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ বাদ্য বাদন করিতে আরম্ভ

করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অসুরগণের উদ্দেশে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে ভূতনাথ তাঁহারে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব! তুমি অতন্দ্রিত চিত্তে দৈত্যগণের অভিমুখে অশ্ব চালন কর। আজি আমি শত্রু-গণকে সংহারপূর্ব্বক তোমারে বাহুবল প্রদর্শন করিব। ভগবান্ কমলযোনি ভূতনাথের বাক্যানুসারে দৈত্য দানব রক্ষিত ত্রিপুরের অভিমুখে পবন তুল্য বেগবান্ অশ্বগণকে পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারা আকাশ পান করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে।

এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি সেই লোকপূজিত অশ্বসংযোজিত স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া দানবজয়ের নিমিত্ত ধাবমান হইলে তাঁহার ধ্বজাগ্রস্থিত বৃষভ ভীষণ নিনাদ করত দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সেই ভয়াবহ নিনাদ শ্রবণে অসংখ্য দৈত্য প্রাণত্যাগ করিল এবং অনেকে যুদ্ধার্থ অভিমুখীন হইল। তদ্দর্শনে শূলপাণি মহাদেব ক্রোধে অধীর হইলেন। তখন সমুদায় প্রাণী ভীত, ত্রৈলোক্য বিকম্পিত ও ঘোর নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে মহাদেবের সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্চা-লনে অবসন্ন হইল। তখন নারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া বৃষরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই মহারথ উদ্ধৃত করিলেন। ঐ সময় রথ অবসন্ন ও শত্রুগণ গর্জ্জমান হওয়াতে মহাবল পরাক্রান্ত ভগবান্ দেবাদিদেব অশ্বপৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক সিংহনাদ করত দানবপুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই অবধি গো সমূহের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত ও অশ্বগণ স্তন বিহীন হইয়াছে। হে মহারাজ! অনন্তর মহাদেব শরাসন অধিজ্য ও সেই শর পাশুপতাস্ত্রে সংযোজনপূর্ব্বক কার্ম্মুকে নিহিত করিয়া ত্রিপুরের অপেক্ষা করত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই পুরত্রয় একত্র সমবেত হইল। তদ্দর্শনে দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া মহেশ্বরের স্তব করত জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই পুরত্রয় অসুর সংহারে প্রবৃত্ত অসহ্য পরাক্রমী উগ্রমূর্ত্তি ভগ-বান্ শঙ্করের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন ত্রিলোকেশ্বর মহেশ্বর সেই দিব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুরত্রয়কে লক্ষ্য করত সেই ত্রৈলোক্যসারভূত

শর পরিত্যাগ করিলেন। শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র সেই পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অসুরগণ ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই পুরত্রয় ও দানবগণ ত্রিলোকের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র ভগবান্ শঙ্করের রোষপ্রভাবে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তিনি হাহাকার শব্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় ক্রোধসম্ভূত হুতাশনকে নিবারিত করিয়া কহিলেন, হে হুতাশন! তুমি এই ত্রিলোককে ভস্মসাৎ করিও না। অনন্তর রুদ্রদেবের প্রযত্নে পূর্ণমনোরথ প্রজাপতিপ্রমুখ দেব, মহর্ষি ও অন্যান্য লোক সমুদায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি উদার বাক্যে তাঁহার স্তব করত তাঁহার আদেশানুসারে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। হে মদ্ররাজ! এইরূপে সেই লোকস্রষ্টা দেবাসুরগণের অধ্যক্ষ মহেশ্বর লোকের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিও তদ্রূপ মহাবীর সূতপুত্রের সারথ্য গ্রহণ করুন। আপনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও কর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এই সূতপুত্র সংগ্রামে রুদ্রের সদৃশ এবং আপনিও নীতিপ্রয়োগে ব্রহ্মার তুল্য; অতএব আপনি নিশ্চয়ই অসুরগণের ন্যায় এই শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে আজি কর্ণ যাহাতে কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে প্রমথিত ও বিনষ্ট করিতে পারেন, আপনি শীঘ্র তাহার উপায় বিধান করুন। হে মদ্ররাজ! আপনাতেই আমাদিগের রাজ্যলাভ প্রত্যাশা, জীবিতাশা এবং কর্ণের সাহায্য নিবন্ধন জয়াশা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের রাজ্য, জয়লাভ এবং মহাবীর কর্ণ ও আমরা আপনারই আয়ত্ত; অতএব আপনি এক্ষণে অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। হে মদ্ররাজ! আর এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আমার পিতার সমক্ষে যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনি এক্ষণে তাহাও শ্রবণ করুন। সেই হেতুগর্ভ কার্য্যার্থ সংশ্রিত অত্যাশ্চর্য্য ইতিহাস শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত আপনারে অনুরোধ করিতেছি, অসন্দিগ্ধ মনে তাহার অনুষ্ঠান করুন।

মহাযশা মহর্ষি জমদগ্নি ভৃগুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের

নাম রাম। ঐ তেজোগুণসম্পন্ন জমদগ্নিনন্দন অস্ত্র লাভার্থ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক রুদ্রদেবকে আরাধনা করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ মহাদেব তাঁহার ভক্তিভাব ও শান্তিগুণে একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুধাবনপূর্ব্বক তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে রাম! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট এবং তোমার অভিপ্রায় সম্যক অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আপনারে পবিত্র কর, তাহা হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে ভৃগুনন্দন! যখন তুমি পবিত্র হইবে, তখন আমি তোমারে অস্ত্র সমুদায় প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্র অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। জমদগ্নিনন্দন রাম ভগবান্ শূলপাণি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমি নিয়তই আপনার শুশ্রূষা করিতেছি; আপনি যখন আমারে অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করিবেন, সেই সময়ই আমারে উহা প্রদান করিবেন। এই বলিয়া যমদগ্নিনন্দন তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, নিয়ম, পূজা, উপহার, বলি, মন্ত্র ও হোম দ্বারা বহু বৎসর শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর মহাত্মা ভার্গবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী পার্ব্বতীর সন্নিধানে কহিলেন, প্রিয়ে! দৃঢ়ব্রত পরায়ণ রাম আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভগবান্ উমাপতি পার্ব্বতীকে এইরূপ বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ সমক্ষে বারংবার জামদগ্ন্যের গুণগরিমার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

হে মদ্ররাজ! ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণ মোহ ও গর্ব্বপ্রভাবে দেবগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুরগণ মিলিত ও তাহাদিগের সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া অসামান্য যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু উহাদিগকে কিছুতেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা ভগবান্ রুদ্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ভক্তিপ্রভাবে তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের বিপক্ষগণকে সংহার করুন। রুদ্রদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের সমক্ষে বিপক্ষ সংহারে অঙ্গীকার করিয়া রামকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! তুমি লোকের হিত ও আমার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত দেবতাদিগের শত্রুগণকে সংহার কর। রাম

কহিলেন, হে দেবেশ! আমি অশিক্ষিতাস্ত্র সুতরাং শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবদলকে দলন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? রুদ্র কহিলেন, হে রাম! আমি কহিতেছি, তুমি সুরশত্রু অসুরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষণে আমার আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ গমন কর। তুমি উহাদিগকে পরাজয় করিলে অসামান্য গুণগ্রাম প্রাপ্ত হইবে। তখন রাম রুদ্রদেবের বাক্যে স্বীকার করিয়া সংগ্রামার্থ বলমদমত্ত দানবগণ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দৈত্যগণ! দেবাদিদেব মহাদেব তোমাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আমারে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দৈত্যগণ রামের বাক্য শ্রবণমাত্র সংগ্রাম আরম্ভ করিল। মহাবীর রামও অশনিসমস্পর্শ অস্ত্র দ্বারা অবিলম্বে তাহাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অসুরাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়া রুদ্রদেবের সন্নিধানে গমন করিলে মহাদেব করস্পর্শ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহারে ব্রণশূন্য করিয়া প্রীতমনে বহুবিধ বর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! তুমি অনবরত নিপতিত অসুরাস্ত্র সমুদায় সহ্য করিয়া মনুষ্যগণের অসাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত দিব্যাস্ত্র সমুদায় গ্রহণ কর।

অনন্তর রাম রুদ্রদেবের প্রসাদে অভিলষিত বর ও দিব্যাস্ত্র সমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারে নমস্কার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে মদ্ররাজ! মহর্ষি আমার পিতার নিকট এই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ভৃগুবংশাবতংস মহাবীর পরশুরাম প্রীতমনে কর্ণকে দিব্য ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করেন। যদি কর্ণের কিছুমাত্র দোষ থাকিত, তাহা হইলে মহর্ষি রাম তাঁহারে কদাচ দিব্যাস্ত্রজ্ঞান প্রদান করিতেন না। এই নিমিত্ত আমি কর্ণকে সূতকুলোৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করি না। আমার মতে উনি ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত দেবকুমার এবং মহৎ গোত্র সম্পন্ন; উনি কখনই সূতকুল সম্ভূত নহেন। যেমন মৃগীর গর্ভে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তদ্রূপ সামান্য নারীর গর্ভে কুণ্ডলালঙ্কৃত কবচধারী দীর্ঘবাহু আদিত্যসঙ্কাশ মহারথ পুত্র সমুৎপন্ন হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। হে মদ্ররাজ! কর্ণের ভুজযুগল করিকর সদৃশ নিতান্ত পীন ও বক্ষস্থল অতি

বিশাল; অতএব উনি কদাচ প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। উনি মহাবল পরাক্রান্ত রামের শিষ্য ও মহাত্মা।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন,—হে মদ্ররাজ! সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলত রথী অপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তিরে সারথি করা কর্ত্তব্য। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি রণস্থলে সূতপুত্রের তুরঙ্গমগণকে সংযত করুন। ব্রহ্মা মহাদেব অপেক্ষা অধিক বীর্য্যসম্পন্ন বলিয়া দেবগণ যেমন বিধাতারে শঙ্করের সারথি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কর্ণ অপেক্ষা বলশালী বলিয়া আমরা আপনারে সূতপুত্রের সারথ্যে নিয়োগ করিতেছি।

মদ্ররাজ কহিলেন, হে মহারাজ! যেরূপে পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের সারথ্যকার্য্য করিয়াছিলেন এবং যেরূপে ভগবান্ ভূতভাবন এক বাণে অসুরগণ সংহার করিয়াছিলেন, সেই অমানুষিক দিব্য উপাখ্যান অনেক বার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎবেত্তা মহাত্মা হৃষিকেশও এ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক অবগত আছেন এবং ইহা অবগত হইয়াই বিধাতা যেমন বৃষভ-ধ্বজের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন। যদি সূতপুত্র কোন ক্রমে অর্জ্জুনকে নিহত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কেশব স্বয়ং শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণপূর্ব্বক তোমার সৈন্য-গণকে উন্মূলিত করিবেন। বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইলে কৌরব সৈন্যমধ্যে অবস্থান করে, কাহার সাধ্য।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মদ্ররাজ এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র মহাবাহু দুর্য্যোধন অকাতরে তাঁহারে কহিলেন, হে মাতুল! আপনি অস্ত্র-বিদগ্রগণ্য সর্ব্ব শস্ত্রবিশারদ কর্ণকে অবজ্ঞা করিবেন না। যাঁহার ভীষণ জ্যানির্ঘোষ শব্দ পাণ্ডবসৈন্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা দশ দিকে পলায়ন করে; মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনারই সমক্ষে রাত্রিকালে যাঁহার মায়াপ্রভাবে নিহত হইয়াছে; মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত ভীত হইয়া এত দিন যাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; যে মহারথ, মহাবল পরা-ক্রান্ত বৃকোদরকে কার্ম্মুককোটি দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া বারংবার মূঢ় ও

ঔদরিক বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন; যিনি মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে পরাজয় করিয়া কোন গূঢ় কারণ বশত বিনাশ করেন নাই; যিনি বৃষ্ণি-প্রবীর সাত্যকিরে বলপূর্ব্বক পরাজিত ও রথ বিহীন করিয়াছিলেন; যিনি হাস্যমুখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বারংবার পরাজয় করেন এবং যিনি সমরে রোষপরবশ হইয়া বজ্রধর পুরন্দরকেও সংহার করিতে পারেন, পাণ্ডবেরা কিরূপে সেই মহাবীর কর্ণকে পরাজয় করিত সমর্থ হইবে। হে মদ্ররাজ! আপনি সকল বিদ্যা ও অস্ত্রে পারদর্শী; এই পৃথিবী মধ্যে আপনার তুল্য ভুজবীর্য্য সম্পন্ন আর কেহই নাই। আপনার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ এবং আপনি শত্রুগণের শল্যস্বরূপ; এই নিমিত্তই লোকে আপনারে শল্য বলিয়া আহ্বান করিযা থাকে। সাত্বতগণ আপনার ভুজবলে পরাজিত হইয়াছিল। আপনার অপেক্ষা বাসুদেব কি বলশালী? হে মহাবীর। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় নিহত হইলে বাসুদেব যেমন পাণ্ডব সৈন্য রক্ষা করিবে, তদ্রূপ কর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে আপনারেই কৌরব সৈন্য রক্ষা করিতে হইবে। বাসুদেব যে আমাদের সৈন্য সকল নিবারণ করিবে, আর আপনি যে উঁহাদিগের সৈন্য সংহার করিতে সমর্থ হইবেন না, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। হে মদ্ররাজ! আমি আপনার নিমিত্ত মৃত সহোদর ও মহীপালগণের পদবীতেও পদার্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।

তখন শল্য কহিলেন, মহারাজ! তুমি সৈন্যগণের সমক্ষে আমারে যে বাসুদেব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইযাছি। এক্ষণে আমি তোমারই অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামার্থ সমুদ্যত সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি; কিন্তু কর্ণের সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উঁহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত ক্ষত্রিয়গণ সমক্ষে শল্যের বাক্যে স্বীকার করিলেন।

হে মহারাজ। এইরূপে মদ্ররাজ কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিলে রাজা দুর্য্যোধন একান্ত আশ্বাসিত হইয়া হৃষ্টমনে সূতপুত্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে মহাবীর! পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুর সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডব বিনাশে প্রবৃত্ত হও। তখন মহাবীর

কর্ণ পুলকিত মনে দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! মদ্ররাজ অনতিহৃষ্ট মনে অশ্বের প্রগ্রহ গ্রহণে অঙ্গীকার করিতেছেন; অতএব তুমি পুনরায় মধুর বাক্যে উঁহারে প্রসন্ন কর। রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় স্নিগ্ধগম্ভীর বাক্যে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! মহাবীর কর্ণ অদ্য ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া অধ্যবসায় করিয়াছেন; অতএব আপনি এক্ষণে তাঁহার সারথ্য স্বীকার করুন। তিনি অন্যান্য বীরগণকে বিনাশপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সংহার করিবেন, এই নিমিত্ত আমি আপনারে তাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছি। এক্ষণে বাসুদেব যেমন অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সারথি হইয়া তাঁহারে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন।

তখন মদ্ররাজ রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন! তুমি যদি এইরূপই নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমার সমস্ত প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। আমি তোমার যে যে কার্য্যের উপযুক্ত, প্রাণপণে সেই সমস্ত কার্য্যভার বহন করিতে সম্মত আছি; কিন্তু আমি হিত বাসনা পরবশ হইয়া কর্ণকে প্রিয় বা অপ্রিয়ই হউক, যা কিছু বলিব, তৎসমুদায় কর্ণকে ও তোমারে ক্ষমা করিতে হইবে। তখন কর্ণ কহিলেন, হে মদ্ররাজ! ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন এবং বাসুদেব যেমন ধনঞ্জয়ের শুভানুধ্যান করেন, তদ্রূপ আপনিও নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করুন। শল্য কহিলেন, হে কর্ণ! আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা এবং পরনিন্দা ও পরের স্তুতিবাদ এই চারিটি সাধু লোকের নিতান্ত অনভ্যস্ত। কিন্তু আমি তোমার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত যা কিছু আত্মপ্রশংসা করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। আমি অবধানতা, অশ্বচালন, ভবিষ্যৎ দোষের অবেক্ষণ, দোষ পরিহার জ্ঞান ও দোষ পরিহার সামর্থ্য এই কয়েকটি গুণে মাতলির ন্যায় সুররাজ ইন্দ্রেরও সারথ্য কার্য্যে সম্যক্ উপযুক্ত হইতে পারি; অতএব এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও। তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তোমার অশ্ব সঞ্চালন করিব।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন,—হে কর্ণ! এই মদ্ররাজ শল্য অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ

অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ইনি তোমার সারথ্য কার্য্য করিবেন। মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বযুক্ত রথ পরিচালন করেন, তদ্রূপ অদ্য এই মহাত্মা শল্য তোমার রথ সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইবেন। তুমি যোদ্ধা ও মদ্ররাজ সারথি হইলে পার্থগণ সমরে পরাভূত হইবে, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে দুর্য্যোধন পুনরায় মহাবল পরাক্রান্ত শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি সংগ্রামে কর্ণের সুশিক্ষিত অশ্ব সকলকে পরিচালিত করুন। আপনি রক্ষিত হইলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে অবশ্যই পরাজিত করিতে পারিবেন। তখন মদ্ররাজ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া কর্ণের রথে আরোহণ করিলেন। শল্য সারথি হইলে কর্ণ সুস্থির চিত্তে তাঁহারে কহিলেন, হে সারথে! তুমি অবিলম্বে আমার রথ সুসজ্জিত কর। তখন মদ্ররাজ জয় হউক বলিয়া কর্ণের সেই গন্ধর্ব্বনগরোপম শ্রেষ্ঠ রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। ঐ রথ পূর্ব্বকালে বেদবিৎ পুরোহিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। মহারথ কর্ণ সেই রথকে যথাবিধি পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা সমাধানপূর্ব্বক সমীপস্থ মদ্ররাজকে রথারোহণে আদেশ করিলেন। মহাতেজা শল্য কর্ণের আদেশানুসারে সিংহ যেমন পর্ব্বতে আরোহণ করে, তদ্রূপ কর্ণের সেই প্রধান রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শল্যকে রথারূঢ় দেখিয়া সত্বরে স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক বিদ্যুৎ সমন্বিত নীরদমধ্যস্থ দিনকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় এক রথে অধিরূঢ় হইলে তাঁহাদিগকে আকাশ পথে মেঘ সম্মিলিত সূর্য্য ও অনলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্‌গণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নির স্তব করে, তদ্রূপ বন্দিগণ সেই বীরদ্বয়কে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। তখন শরনিকরধারী পুরুষব্যাঘ্র কর্ণ সেই মহারথে আরোহণপূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত মণ্ডলান্তর্গত মন্দর ভূধরস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন সেই সমরোদ্যত মহাবাহু সূতপুত্রকে কহিলেন, হে কর্ণ! মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য সমরে যে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তুমি সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন কর।

আমি মনে করিয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণ নিশ্চয়ই অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে নিপাতিত করিবেন; কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। অতএব তুমি এক্ষণে দ্বিতীয় বজ্রপাণির ন্যায় বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ অথবা ধনঞ্জয়, ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে সংহার কর। হে সূতনন্দন! তোমার জয় ও মঙ্গল লাভ হউক, তুমি যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক পাণ্ডব সেনাগণকে ভস্মীভূত কর।

হে মহারাজ! অনন্তর মেঘনিস্বনের ন্যায় সহস্র সহস্র তূর্য্য ও অযুত অযুত ভেরীর ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। রথারূঢ় মহারথ কর্ণ দুর্য্যোধন বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যকে কহিলেন, হে মহাবাহো! এক্ষণে অশ্ব চালন কর। আমি অচিরাৎ ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিব। আমি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইতেছি; ধনঞ্জয় আমার বাহুবল দর্শন করুক। অদ্য আমি পাণ্ডব বিনাশ ও দুর্য্যোধনের জয় লাভের নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিব।

শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! সাক্ষাৎ শতক্রতুও যাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পাণ্ডবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা করিতেছ? সেই মহাবীরগণ কদাপি সমরে প্রতিনিবৃত্ত বা পরাজিত হইবেন না। যখন শুনিবে, সংগ্রামস্থলে ধনঞ্জয়ের অশনিনির্ঘোষ সদৃশ ভীষণ গাণ্ডীব নিস্বন হইতেছে এবং যখন দেখিবে, ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় কুঞ্জরগণকে বিশীর্ণদন্ত ও নিহত করিতেছেন; ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে নিশিত শরনিকরে নভোমণ্ডলকে ঘনঘটা সমাচ্ছন্নের ন্যায় করিয়াছেন ও অন্যান্য লঘুহস্ত দুরাসদ পার্থিবগণ শত্রুগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতেছেন, তখন আর এরূপ কথা মুখে আনিবে না। হে মহারাজ! তখন কর্ণ মদ্ররাজের বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহারে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে চারিদিক্ হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি, ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি, নানাপ্রকার বাণ শব্দ এবং অশ্ব-

হস্তী প্রভৃতির ভীষণ গর্জ্জন হইতে আরম্ভ হইল। কৌরব সৈন্যগণ জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে গমন করিল। মহাবীর কর্ণ সংগ্রামে যাত্রা করিলে যোধগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া বিকৃত শব্দ করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতে সাত মহাগ্রহকে নির্গত হইতে লক্ষিত হইল। উল্কাপাত, দিগ্দাহ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও প্রচণ্ডবেগে বায়ু বহন হইতে লাগিল। দুর্নিমিত্তদ্যোতক অসংখ্য মৃগ ও পক্ষিগণ সৈন্য-গণের বামভাগে অবস্থান করিল। কর্ণের অশ্বগণ গমন কালে বারংবার স্খলিতপদ হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে ভয়ানক অস্থি বর্ষণ আরম্ভ হইল। অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত, ধ্বজনিচয় কম্পিত এবং বাহনগণের অশ্রুধারা অনবরত বিগলিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কৌরব সৈন্যগণের বিনা-শের নিমিত্ত এবম্বিধ ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভয়াবহ উৎপাত সকল উপস্থিত হইল। তৎকালে দৈব দুর্ব্বিপাক বশত মুগ্ধ হইয়া কেহই সেই দুর্নিমিত্ত সকল লক্ষ্য করিল না। নরপতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্থিত সূতপুত্রকে জয় হউক বলিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ মনে মনে পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত পাবক তুল্য সূর্য্য সদৃশ শত্রুতাপন কর্ণ মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে বিগতবীর্য্য সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের কার্য্যাতিশয় চিন্তা করত একবারে অভিমান, দর্প ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি রথারোহণ ও আয়ুধ ধারণ করিলে ক্রোধাবিষ্ট বজ্রপাণি পুরন্দরকে নিরীক্ষণ করিয়াও ভীত হই না। এক্ষণে ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণকে রণশয্যায় শয়ান দেখিয়া আমি কিছুমাত্র অস্থির হইতেছি না। মহেন্দ্র ও বিষ্ণুর সদৃশ অমিত পরাক্রম, অনিন্দিত, রথ, অশ্ব ও করিগণের নিহন্তা, অবধ্যকল্প, মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণকে অরাতিশরে নিহত দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইতেছে না। দিব্যাস্ত্রবেত্তা দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য অসাধারণ বলবীর্য্য সম্পন্ন অসংখ্য মহীপাল এবং সারথি, রথী ও কুঞ্জর-দিগকে অরাতিগণ কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি নিমিত্ত তাহাদিগকে সংহার করিলেন না? হে কৌরবগণ! আমি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে দ্রোণেরও

সম্মানভাজন অবগত হইয়া সত্য কহিতেছি যে, আমা ভিন্ন অন্য কোন বীরই করাল কৃতান্তের ন্যায় সমাগত ধনঞ্জয়ের ভুজবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। মহাবীর দ্রোণ অস্ত্রাভ্যাস, অবধানতা, বাহুবল, ধৈর্য্য ও নীতি সম্পন্ন ছিলেন, যখন সেই মহাত্মা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তখন আজি আমি সকলকেই আসন্নমৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কর্ম্ম সমুদায় দৈবায়ত্ত; তন্নিবন্ধন আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই পৃথিবীর কোন বস্তুরই স্থিরতা দেখিতেছি না। যখন আচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন অদ্য সূর্য্যোদয়ে আমি যে জীবিত থাকিব, একথা নিঃসন্দেহরূপে কে বলিতে পারে। হে শল্য! অরাতি হস্তে আচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নীতি, দিব্য আয়ুধ, বলবীর্য্য ও কার্য্যকলাপ এই সমস্ত মনুষ্যের সুখোৎপাদনে সমর্থ নহে। দেখ, যিনি বিক্রমে ত্রিবিক্রম ও ইন্দ্রের তুল্য, নীতি বিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্রের সদৃশ এবং তেজে হুতাশন ও আদিত্যের সদৃশ; সেই নিতান্ত দুঃসহবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র প্রভৃতি কোন উপায় দ্বারা রক্ষা পাইলেন না। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে আমাদিগের স্ত্রী পুত্ত্রেরা মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতেছে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পৌরুষও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; এ সময় যুদ্ধ করা কেবল আমারই কার্য্য; অতএব তুমি অবিলম্বে বিপক্ষ সৈন্যমধ্যে আমারে লইয়া যাও। আমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি এবং সৃঞ্জয়গণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। অতএব হে মদ্ররাজ! যে স্থানে পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছে, তুমি অবিলম্বে তথায় রথ লইয়া গমন কর। আজি আমি হয় তাহাদিগকে সংহার, না হয় স্বয়ংই দ্রোণপ্রদর্শিত পদবী অবলম্বনপূর্ব্বক যমলোকে প্রস্থান করিব। হে শল্য! আমারেও সেই ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে; তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু আমি রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া কোন ক্রমেই মিত্রদ্রোহ করিতে সমর্থ হইব না। দেখ, বিদ্বানই হউক বা মূর্খই হউক, আয়ুক্ষয় হইলে মৃত্যুর হস্তে কাহারই পরিত্রাণ নাই; আর অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আমি অবশ্যই সংগ্রামার্থ পাণ্ডবগণ সন্নিধানে গমন করিব।

ধৃতরাষ্ট্রতনয় মহারাজ দুর্য্যোধন নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার কার্য্য সংসাধনার্থ প্রীতিকর ভোগ ও দুস্ত্যজ জীবন বিসর্জ্জন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে শল্য! ভগবান্ রাম আমারে এই ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবৃত, শব্দ হীন চক্রযুক্ত, সুবর্ণময় আসন সম্পন্ন, রজতময় ত্রিবেণু সমলঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট তুরগ সংযোজিত রথ প্রদান করিয়াছেন। আর এই আমার বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, গদা, ভয়ঙ্কর সায়কনিকর, সমুজ্জ্বল অসি এবং ভীষণ নিস্বন-সম্পন্ন শুভ্র শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এই বিচিত্র পতাকা সমলঙ্কৃত অশনি সমনিস্বন শ্বেতাশ্বযুক্ত তূণীরপরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বল প্রকাশপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার করিব। যদি সর্ব্বক্ষয়কর মৃত্যু স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয় তাহারে সংহার, না হয় স্বয়ংই ভীষ্মের ন্যায় যমলোকে গমন করিব। অধিক কি, যদি অন্য যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রও স্বগণসমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তথাচ আমি তাঁহাদিগের সহিত তাহারে পরাজয় করিব।

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামার্থ একান্ত হৃষ্ট সূতপুত্রের এইরূপ আত্মশ্লাঘা শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহার বাক্যে উপহাস ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহারে প্রতিষেধ করত কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি আর আত্মশ্লাঘা করিও না। তুমি যথার্থ মহাবল পরাক্রান্ত বটে, কিন্তু এক্ষণে স্বীয় সামর্থ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় করিতেছ। ধনঞ্জয় পুরুষপ্রধান, আর তুমি পুরুষাধম। তাঁহার সহিত তোমার কোনরূপেই তুলনা হইতে পারে না। দেখ, দেবরাজের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি সুররাজ রক্ষিত দেবলোকের ন্যায় বাসুদেব প্রতিপালিত দ্বারকাপুরী আলোড়িত করিয়া কৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রারে হরণ এবং ত্রিভুবন বিভু ভূতভাবন ভগবান্ ভূতনাথকে মৃগবধ কলহ যুদ্ধে আহ্বান করিতে পারে? ঐ মহাবীর অগ্নির প্রতি বহুমান প্রদর্শনপূর্ব্বক সুর, অসুর, উরগ, নর, গরুড়, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহারে অভিলষিত হবি প্রদান করিয়াছিল। হে কর্ণ! গন্ধর্ব্বগণ কৌরবগণ সমক্ষে কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে হরণ ও তুমি সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিলে মহাবীর

অর্জ্জুন যে সূর্য্যের করজাল সদৃশ শরজাল দ্বারা গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরবর্গকে মোচন করিয়াছিল, ইহা কি এক্ষণে তোমার স্মৃতিপথে উদয় হয় ? ঐ মহাবীর গোগ্রহ যুদ্ধে বল-বাহনসম্পন্ন দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণকে পরাজয় করিয়াছিল ; তৎকালে তুমি কি তাহারে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে ? হে সূতপুত্র ! এক্ষণে তোমার বধ সাধনের নিমিত্ত এই একটি যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে । যদি তুমি অদ্য শত্রুভয়ে পলায়ন না করিয়া সমরে গমন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইবে ।

মদ্ররাজ শল্য একাগ্রচিত্তে কর্ণের প্রতি অর্জ্জুনের স্তুতিবাদ সংকৃত অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে কৌরব সেনাপতি সূতপুত্র সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে শল্য ! তুমি কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের শ্লাঘা করিতেছ । অদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে ; যদি সে আমারে পরাজয় করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার এই শ্লাঘা সফল হইবে । মহাত্মা শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হউক বলিয়া নিরস্ত হইলেন । তখন মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থ শল্যকে অশ্ব চালন করিতে কহিলেন । হে মহারাজ ! অনন্তর কর্ণের সেই শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথ শল্য কর্ত্তৃক পরি-চালিত হইয়া দিবাকর যেমন অন্ধকার বিনাশ করত সমুদিত হন, তদ্রূপ শত্রু সংহার করত ধাবমান হইল ।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! তখন মহাবীর কর্ণ পরম প্রীত হইয়া সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথে আরোহণ ও পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে গমন করত আপনার সৈন্যগণকে আহ্লা-দিত করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে একাধিক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-লেন, হে বীরগণ ! আজি তোমাদিগের মধ্যে যিনি আমারে মহাত্মা ধনঞ্জয়কে দেখাইয়া দিবেন, তিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহারে তাহাই প্রদান করিব । যদি তিনি প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহারে শকটপূর্ণ রত্ন প্রদান করিব । যদি তিনি তাহাতেও আহ্লাদিত না হন, তাহা হইলে কাংস্যনির্ম্মিত দোহনপাত্র সমবেত একশত দুগ্ধবতী গাভী, একশত গ্রাম এবং অশ্বতরীযুক্ত সুকেশী যুবতিগণ সমবেত শ্বেতবর্ণ রথ

প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহারে ছয় মাতঙ্গ সংযোজিত সুবর্ণনির্ম্মিত রথ ও নিষ্ককণ্ঠ গীতবাদ্যাদিনিপুন অজাতপুত্র একশত কামিনী প্রদান করিব। যদি তাহাও তাঁহার সন্তোষকর না হয়, তাহা হইলে এক শত কুঞ্জর, এক শত গ্রাম, এক শত সুবর্ণ রথ, গুণবৃদ্ধ সুশিক্ষিত দশ সহস্র অশ্ব এবং সুবর্ণশৃঙ্গযুক্ত চারি শত সবৎসা ধেনু প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার প্রীতি না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহারে সুবর্ণমণ্ডিত, মণিময় ভূষণধারী শ্বেতবর্ণ সুদন্ত যুক্ত অষ্টাদশবিধ পঞ্চশত অশ্ব এবং কাম্বোজদেশীয় অশ্বযুক্ত ও সুন্দর ভূষণ বিভূষিত কনকময় রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহারে সুবর্ণ ভূষণবিভূষিত, পশ্চিম দেশ সম্ভূত সুশিক্ষিত ছয় শত হস্তী প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে মগধদেশ সম্ভূত এক শত নবযৌবনসম্পন্না নিষ্ককণ্ঠী দাসী ও প্রভূত ধনশালী, ভয়শূন্য, নদী ও বনের সমীপবর্ত্তী, রাজভোগ্য চতুর্দ্দশ বৈশ্য গ্রাম প্রদান করিব। যদি ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তিনি আমার পুত্র, কলত্র ও বিহার সামগ্রী সমুদায়ের মধ্যে যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহারে তাহাই অর্পণ করিব এবং পরিশেষে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের যে সমস্ত অর্থ থাকিবে, তৎসমুদায়ই তাঁহারে প্রদান করিব।

হে মহারাজ। মহাবীর কর্ণ বারংবার এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া সাগরসম্ভূত সুস্বর শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সূতপুত্রের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন আপনার সৈন্যমধ্যে সিংহনাদ মিশ্রিত বৃংহিত ধ্বনি এবং দুন্দুভি ও মৃদঙ্গের নিস্বন সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার সৈন্যগণ একান্ত আহ্লাদিত হইলে মদ্ররাজ শল্য রণচারী আত্মশ্লাঘানিরত মহারথ সূতপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক হাস্য করত কহিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে সূতপুত্র! তোমারে ছয় হস্তীসংযোজিত সুবর্ণময় রথ প্রভৃতি কিছুই প্রদান করিতে হইবে না। তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত কুবেরের ন্যায় ধন দানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অদ্য অনায়াসেই ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইবে। তুমি অতি

অজ্ঞানের ন্যায় প্রভূত ধন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ কিন্তু অপাত্রে দান করিলে যে সমস্ত দোষ জন্মে, মোহবশত তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি যে সমস্ত ধন বৃথা ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্দ্বারা বিবিধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পার। আর তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে বাসনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব। শৃগাল সংগ্রামে সিংহদ্বয়কে নিপাতিত করিয়াছে;ইহা কদাপি আমাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যাহা অভিলাষ করিবার নহে, তুমি তাহাই অভিলাষ করিতেছ। তোমার কি এমন কোন বন্ধু নাই যে, এ সময়ে তোমারে হুতাশনে পতনোন্মুখ দেখিয়া নিবারণ করে? তুমি কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছ না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। কোন জিজীবিষু ব্যক্তি অসম্বদ্ধ অশ্রোতব্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তুমি যাহা বাসনা করিতেছ, উহা কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধনপূর্ব্বক বাহুদ্বয় দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ ও গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনের ন্যায় নিতান্ত অনর্থকর। এক্ষণে যদি তুমি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে ব্যূহিত যোদ্ধা ও সেনাগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার প্রতি দ্বেষ করিতেছি না, দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থই এইরূপ কহিতেছি। এক্ষণে যদি তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন কর।

কর্ণ কহিলেন, হে শল্য! আমি স্বীয় বাহুবল প্রভাবে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। তুমি মিত্রতাপূর্ব্বক শত্রুতাচরণ করিয়া আমারে ভীত করিতে অভিলাষী হইয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অদ্য ইন্দ্রও আমারে এই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

অনন্তর মহাবীর মদ্রেশ্বর শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহারে পুনর্ব্বার প্রকোপিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে সূতপুত্র! যখন অর্জ্জুনের জ্যানিঃসৃত বেগবান্ নিশিতাগ্র শরজাল তোমার অনুগমন করিবে, যখন সব্যসাচী দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক কৌরবসেনা তাপিত করত নিশিত শরনিকরে তোমারে নিপীড়িত করিবে, সেই সময় তোমারে অনুতাপ

করিতে হইবে। বালক যেমন জননীর ক্রোড়ে শয়ান হইয়া চন্দ্র গ্রহণ করিতে বাসনা করে, তদ্রূপ তুমি মোহবশত অদ্য দেদীপ্যমান রথস্থ অর্জ্জুনকে জয় করিতে প্রার্থনা করিতেছ। হে মূঢ়! অদ্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করাতে তীক্ষ্ণধার ত্রিশূলে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষিত করা হইতেছে। ক্ষীণজীবী ক্ষুদ্র মৃগশাবক যেমন রোষাবিষ্ট বৃহৎ সিংহকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তদ্রূপ তুমি অদ্য অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতেছ। অরণ্যে মাংসতৃপ্ত শৃগাল যেমন সিংহের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইও না। হে কর্ণ! তুমি শশক হইয়া প্রভিন্নগণ্ড বিশাল দশনশালী মহাগজস্বরূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছ। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কামনা করাতে তোমার কাষ্ঠ দ্বারা বিলস্থ মহাবিষ ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ সর্পকে বিদ্ধ করা হইতেছে। শৃগাল যেমন কেশরান্বিত ক্রুদ্ধ সিংহকে ও ভুজঙ্গ যেমন আত্মবিনাশার্থ বলবান্ পতগশ্রেষ্ঠ সুপর্ণকে আহ্বান করে, তুমি সেইরূপ ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতেছ এবং প্লববিহীন হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত অসংখ্য মীনসমাকীর্ণ ভীষণ জলনিধি উত্তীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছ। বৎস যেমন সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গশালী, প্রহারসমর্থ বৃষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে এবং ভেক যেমন বারিপ্রদ নিবিড় মহামেঘের উদ্দেশে ও আত্মগৃহস্থিত কুক্কুর যেমন অরণ্যচারী ব্যাঘ্রের উদ্দেশে ঘোরতর গর্জ্জন করে, তদ্রূপ তুমি নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের উদ্দেশে গর্জ্জন ও তাঁহারে সমরে আহ্বান করিতেছ। হে কর্ণ! অরণ্যমধ্যে শশকপরিবেষ্টিত শৃগাল যে পর্য্যন্ত সিংহ সন্দর্শন না করে, তাবৎ-কাল আপনারে সিংহের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে, তুমিও তদ্রূপ শক্রসূদন নরসিংহ ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনারে সিংহ বলিয়া বোধ করিতেছ। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রমার ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন একরথাধিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে না দেখিতেছ, তাবৎকাল তোমার আপনারে ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। যে পর্য্যন্ত ঘোর সংগ্রামে গাণ্ডীব নির্ঘোষ তোমার কর্ণগোচর না হইবে, তাবৎকাল তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই কহিতে পারিবে; কিন্তু অর্জ্জুনের রথ ও শরাসনের গভীর নিস্বনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইলে তোমারে নর্দ্দমান শার্দ্দূলদর্শী শৃগালের ন্যায় বিমূঢ় হইতে হইবে। হে মূঢ়! মহাবীর ধনঞ্জয়

সিংহের সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন; আর তুমি বীর জনের বিদ্বেষ করিয়া শৃগালের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। হে সূতপুত্র! মূষিক ও বিড়ালের, কুক্কুর ও ব্যাঘ্রের, শৃগাল ও সিংহের, শশক ও কুঞ্জরের মিথ্যা ও সত্যের এবং বিষ ও অমৃতের যেরূপ প্রভেদ, তোমার এবং ধনঞ্জয়েরও তদ্রূপ বিভিন্নতা, সন্দেহ নাই।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন,—হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত শল্য সূতপুত্রকে এইরূপ তিরস্কার করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার বাক্‌শল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্ররাজ! গুণগ্রাহী ভিন্ন গুণবান্ ব্যক্তির গুণাবধারণে সমর্থ হয় না। তুমি গুণ বিহীন; কিরূপে গুণাগুণ পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে। মহাবীর অর্জ্জুনের মহাস্ত্রনিচয়, শরাসন, ক্রোধ ও বল বিক্রম এবং মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য আমার যেরূপ বিদিত আছে, তোমার তদ্রূপ নহে। আমি আপনার ও অর্জ্জুনের বীর্য্যের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াই গাণ্ডীবধারীরে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছি। হে শল্য! আমার নিকট এক এক তূণীরশায়ী সুন্দর পুঙ্খযুক্ত শোণিতলোলুপ স্বর্ণময় শর বর্ত্তমান আছে। আমি বহুকাল উহারে পূজা করত চন্দনচূর্ণ মধ্যে রাখিতেছি। সেই বিষযুক্ত ভীষণ শর নর, হস্তী ও অশ্ব সমূহের বিনাশ সম্পাদন ও একেবারে বর্ম্ম ও অস্থি বিদারণ করিতে সমর্থ হয়। আমি তদ্দ্বারা সুমেরু পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিতে পারি। আমি সত্য বলিতেছি, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন অন্যের প্রতি কদাচ সেই বাণ নিক্ষেপ করিব না। হে মদ্ররাজ! আমি এই শর প্রভাবে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে অবতীর্ণ হইয়া আপনার বিক্রমানুরূপ কার্য্য করিব। সমস্ত বৃষ্ণিবীর মধ্যে কৃষ্ণে লক্ষ্মী ও পাণ্ডুতনয়গণ মধ্যে অর্জ্জুনের উপর জয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ উভয়ের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না; কিন্তু আজি সেই রথস্থিত মহাপুরুষদ্বয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি অদ্য আমার আভিজাত্য সন্দর্শন কর। আজি আমি সেই পিতৃস্বস্রেয় ও মাতুলজ ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাশ করিয়া সূত্রগ্রথিত মণিদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিব। হে মদ্ররাজ! অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও কপিধ্বজ এবং কৃষ্ণের চক্র ও গরুড়ধ্বজ ভীরু জনের

ভয়ঙ্কর বটে; কিন্তু আমার হর্ষোৎপাদন করে। তুমি নিতান্ত মূঢ় ও মহাযুদ্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ; সুতরাং ভয়প্রযুক্ত বহুবিধ অসম্বদ্ধ প্রলাপ এবং কোন কারণ বশত তাহাদিগের স্তব করিতেছ। আমি আজি সমরে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তোমারেও বন্ধু বান্ধবের সহিত নিপাতিত করিব। রে দুর্ব্বুদ্ধে! ক্ষুদ্রাশয়! ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার! তুই সুহৃৎ হইয়াও শত্রুর ন্যায় কি নিমিত্ত আমারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন হইতে ভীত করিতেছিস্? যাহা হউক, আজি তাহারাই আমারে বিনাশ করুক, আর আমিই বা তাহাদিগকে বিনাশ করি; কিন্তু স্বীয় সামর্থ্য অধগত হইয়া কখনই তাহাদিগের নিকট ভীত হইব না। সহস্র বাসুদেব ও শত শত অর্জ্জুন সমরে আগমন করিলেও আমি একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিব। তোর কোন কথা কহিবার আবশ্যক নাই।

রে মূঢ়! স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও স্বেচ্ছাগত ব্যক্তিরা দুরাত্মা মদ্রকদিগের যে বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করে এবং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ রাজসভায় যাহা কীর্ত্তন করিতেন, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া, হয় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন, না হয় উত্তর প্রদান কর। মদ্রকেরা মিত্রদ্রোহী, নিয়ত পরবিদ্বেষী। তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য নাই। তাহারা নীচাশয়, নরাধম, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদী ও উদ্ধতস্বভাব, তাহাদের সহিত প্রণয় করা অকর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়াছি, মদ্রকেরা জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মদ্রদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রূ, শশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, নপ্তা, অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাসদাসী সকলে একত্র মিলিত এবং কামিনীগণ স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষদিগের সহিত সুরতে প্রবৃত্ত হইয়া মদ্য পানপূর্ব্বক শক্তু, মৎস্য ও গোমাংস প্রভৃতি ভোজন করত কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন গান ও কখন কখন অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে। মদ্রকেরা বিরুদ্ধকর্ম্মা ও অহঙ্কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? মদ্রকদিগের সহিত বৈর বা সৌহার্দ্দ করা কর্ত্তব্য নহে। কেহই উহাদিগের সহিত মিলিত হয় না। উহারা মল স্বরূপ। গান্ধারকদিগের শৌচ ও মদ্রকদিগের সঙ্গতি নাই।

হে মদ্রেশ্বর! প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এই মাত্র বলিয়া বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া থাকেন "যে, রাজা যেমন যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইলে হবি নষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অধ্যয়ন করাইলে যেমন অবমানিত হন এবং ব্রাহ্মণ দ্বেষী যেমন সকলের অবজ্ঞাভাজন হয়, তদ্রূপ লোকে মদ্রকদিগের সহিত সৌহার্দ্দ করিলে পতিত হইয়া থাকে; অতএব মদ্রকদিগের সহিত প্রণয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; হে বৃশ্চিক! তোমার বিষক্ষয় হইল; আমি অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সমুদায় শান্তি করিলাম।" হে শল্য! আমি এইরূপে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অতএব তুমি ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর।

হে মদ্ররাজ! যে কামিনীগণ মদমত্ত হওয়াতে পরিধান বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নৃত্য, যাহারা ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়া অভিমত পুরুষের সংসর্গ এবং যাহারা উদ্ধতস্বভাব হইয়া উষ্ট্র ও গর্দ্দভের ন্যায় মূত্র পরিত্যাগ করে; তুমি সেই ধর্ম্মভ্রষ্ট নির্লজ্জ স্ত্রীগণের অন্যতরের তনয় হইয়া কিরূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে অভিলাষ করিতেছ? মদ্রদেশীয় কামিনীগণের নিকট কাঞ্জিক প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহা প্রদানে অসম্মত হইয়া নিতম্বদ্বয়ে করাঘাত করত কহিয়া থাকে যে, কাঞ্জিক আমাদিগের অতিশয় প্রিয়, উহা কেহ যাচ্ঞা করিও না। আমরা পতি বা পুত্রকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাঞ্জিক প্রদান করিতে পারি না। হে মদ্ররাজ! আমরা আরও শুনিয়া থাকি যে, মদ্রদেশীয় গৌরীরা নির্লজ্জ, কম্বলাবৃত, উদর পরায়ণ ও অশুচি। আমি হই অথবা অন্য ব্যক্তি যে কেহই হউক না কেন, সকলেই অতীব নিন্দনীয় কুকর্ম্মশালী মদ্রকদিগের এইরূপ দোষ কীর্ত্তন করিতে পারে। মদ্রক, সৈন্ধব ও সৌবীরগণ পাপদেশ সম্ভূত, ম্লেচ্ছ ও নিতান্ত অধর্ম্ম পরায়ণ। তাহারা কিরূপে ধর্ম্ম কীর্ত্তনে সমর্থ হইবে। যুদ্ধে নিহত ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। হে শল্য! অস্ত্রযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষত আমি দুর্য্যোধনের প্রিয়সখা; অতএব তাঁহার নিমিত্ত আমার প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পাপদেশজ ও

ম্লেচ্ছ; এক্ষণে তুমি আমাদিগের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ ভেদের নিমিত্ত তোমারে প্রেরণ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে নাস্তিকেরা যেমন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার সদৃশ একশত ব্যক্তিও আমারে সমর পরাঙ্মুখ বা ভীত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ঘর্ম্মাক্ত মৃগের ন্যায় বিলাপ কর বা শুষ্কহৃদয় হও, আমি অস্ত্রগুরু পরশুরামের বাক্যানুসারে রণে অপরাঙ্মুখ স্বর্গগত নরপালগণের গতি স্মরণ এবং প্রধানতম পুরূরবার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া কৌরবগণের উদ্ধার ও শত্রুগণের বিনাশে উদ্যত হইয়াছি, কখনই নিবৃত্ত হইব না। এক্ষণে বোধ হয়, আমারে এই অভিপ্রায় হইতে বিরত করে, এরূপ লোক ত্রিলোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই। অতএব তুমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর; ভীত হইয়া কেন বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছ। হে মদ্রকাধম! আমি তোমারে বিনাশ করিয়া ক্রব্যাদগণকে উপহার প্রদান করিব না। মিত্রকার্য্য সংসাধন, দুর্য্যোধনের অনুরোধ ও তিতিক্ষা এই তিন কারণে তুমি এ যাত্রা আমার নিকট পরিত্রাণ পাইলে। কিন্তু পুনরায় এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে বজ্রকল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক অধঃপাতিত করিব। হে কুদেশজ শল্য! অদ্য বীরগণ আমারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হস্তে বিনষ্ট অথবা তাহাদিগকে আমার হস্তে নিহত দর্শন ও শ্রবণ করিবে। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপ কহিয়া নির্ভীক চিত্তে পুনরায় বারংবার মদ্ররাজকে অশ্ব সঞ্চালনে আদেশ করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধাভিলাষী কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করত পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমরে অপরাঙ্মুখ যাগযজ্ঞনিরত মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমারে মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; অতএব আমি বন্ধুতা নিবন্ধন তোমার চিকিৎসা করিব। হে কর্ণ! আমি যে এক্ষণে একটি কাকের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। হে কুলপাংশন! আমার অণুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি কি নিমিত্ত বিনাপরাধে আমারে সংহার করিতে অভিলাষ

করিতেছ। আমি সারথ্যে নিযুক্ত, বিশেষত দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠানপরতন্ত্র স্নুতরাং তোমারে হিত ও অহিত এই দুইটি বিষয় অবশ্যই জ্ঞাত করিব। তোমার তৎসমুদায় বুঝিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমি এই রথের সারথি হইয়াছি, স্নুতরাং সম বিষম ভূভাগ, রথীর বলাবল, রথ ও অশ্বদিগের শ্রম ও খেদ, মৃগধ্বনি, পক্ষীর বিরুত, ভার, অতিভার, শল্যের প্রতিকার, অস্ত্রযোগ, যুদ্ধ ও নিমিত্ত সমুদায় আমার পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

সমুদ্র পারে কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজার রাজ্যে এক প্রভূত ধন ধান্যসম্পন্ন যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, স্বধর্ম্মনিরত, পবিত্রচিত্ত, সর্ব্বভূতানুকম্পী বৈশ্য নির্ভয়ে বাস করিত। ঐ বৈশ্যের অনেকগুলি পুত্র ছিল। বৈশ্যপুত্রেরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দধি, ক্ষীর, পায়স, মধু ও ঘৃত দ্বারা একটি কাককে ভরণপোষণ করিত। ঐ কাক বৈশ্যপুত্রগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিল এবং আপনার সদৃশ ও আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল।

একদা গরুড়ের ন্যায় বেগগামী হৃষ্টচিত্ত কতগুলি হংস সেই সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইল। বৈশ্যকুমারগণ সেই হংস সমুদায়কে নিরীক্ষণ করিয়া কাককে কহিল, অহে কাক! তুমি সকল পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উচ্ছিষ্ট ভোজনতৃপ্ত বায়স অল্পবুদ্ধি বৈশ্যকুমারগণের সেই প্রতারণা বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া মূর্খতা ও গর্ব্ব নিবন্ধন তাহাদিগের বাক্য সত্যই বলিয়া বিবেচনা করিল। তখন সে সেই হংসগণের মধ্যে কে প্রধান, ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহাদের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে একটি হংসকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহারে আহ্বানপূর্ব্বক কহিল, হে হংসবর! আইস, আমরা উভয়ে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হই। তখন সেই সমাগত হংসগণ বহুভাষী কাকের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল, রে দুর্ম্মতিপরতন্ত্র কাক! আমরা মানস সরোবরবাসী হংস। অনায়াসে এই সমুদায় ভূমণ্ডলে সঞ্চরণ করিয়া থাকি। অন্যান্য বিহঙ্গমগণ আমাদিগকে দূরগামিত্ব নিবন্ধন প্রতিনিয়ত সৎকার করিয়া থাকে; স্নুতরাং তুই কাক হইয়া কোন্ সাহসে

মহাবল হংসকে উড্ডীন হইতে আহ্বান করিতেছিস্। যাহা হউক, বল দেখি, তুই কিরূপে আমাদের সহিত উড্ডীন হইবি।

তখন জাতিসুলভ লাঘবতা নিবন্ধন আত্মশ্লাঘা পরবশ বায়স হংসের বাক্যে বারংবার অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিল, হে হংসগণ! আমি শত প্রকার বিচিত্র উড্ডয়ন প্রদর্শন করিতে পারি। আমি প্রত্যেক উড্ডয়নে শত যোজন করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইব এবং তোমাদিগের সমক্ষে উড্ডীন, অবডীন, প্রবডীন, ডীন, নিডীন, সংডীন, তির্য্যক্‌ডীন, বিডীন, পরিডীন, পরাডীন, সুডীন, অতিডীন, মহাডীন, খডীন, ডীনডীন, সম্পাত, সমুদীর্ণ ও অন্যান্য নানাপ্রকার গতাগতি এবং কাকের সমুচিত বিবিধ গতি প্রদর্শন করিব। তোমরা এক্ষণে আমার বল অবলোকন কর। এক্ষণে আমি ঐ সমুদায় গতির মধ্যে কোন্ প্রকার গতি অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইব, তোমরা তাহা আদেশ কর। আমি যে গতি দ্বারা উড্ডীন হইব, তোমাদিগকেও সেই গতি অবলম্বন করিয়া আমার সহিত এই আশ্রয়হীন নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইতে হইবে; অতএব উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া বল, আমি কোন্ প্রকার গতি অবলম্বনপূর্ব্বক উড্ডীন হইব।

তখন সেই হংসদিগের মধ্যে একটি হংস কাকের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, হে কাক! তুমি শত প্রকার গতাগতি অবগত আছ; কিন্তু আমরা সমুদয় পক্ষিজাতির বিদিত একমাত্র গতি ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাত নহি। আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া তোমার সহিত গমন করিব; এক্ষণে তুমি স্বীয় অভিলাষানুরূপ গতি অবলম্বনপূর্ব্বক গমন কর।

হে কর্ণ! ঐ সময় ঐ স্থানে আরও কএকটি কাকের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা হংসের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, এই হংস এক প্রকার গতি দ্বারা কিরূপে শত প্রকার গতি পরাজয় করিবে।

অনন্তর কাক ও হংস পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইল এবং স্ব স্ব কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া পরস্পরকে বিস্মিত করত গমন করিতে লাগিল। তখন বায়সেরা সেই কাকের বিবিধ বিচিত্র উড্ডয়ন নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টমনে মুক্তকণ্ঠে কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। হংসেরাও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কাককে উপহাস করত কখন বৃক্ষাগ্র কখন ধা

ভূতল হইতে উৎপতিত ও নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনবরত কোলাহল করিয়া আপনাদিগের জয় ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় হংস এক মাত্র মৃদুগতি অবলম্বনপূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইবার উপক্রম করিয় মুহূর্ত্তকাল কাক অপেক্ষা হীনগতি লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন বায়সগণ হংসদিগকে অশ্রদ্ধা করিয়া কহিল, হে হংসগণ! তোমাদের মধ্যে যে হংসটি অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়াছে, ঐ দেখ, এক্ষণে তাহারে হীনগতি লক্ষিত হইতেছে। তখন সেই অন্তরীক্ষস্থিত হংস বায়সগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরের উপরিভাগে পশ্চিমদিকে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর কাক একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সেই অগাধ সমুদ্র মধ্যে দ্বীপ ও বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ না করিয়া ভীত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইল এবং কোথায় অবস্থানপূর্ব্বক শ্রান্তিদূর করিবে, বারংবার ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। হে কর্ণ! মহাসাগর জলজন্তুগণের আকর ও দুঃসহ বেগসম্পন্ন; উহা অসংখ্য মহাসত্ত্বে সমুদ্ভাসিত হইয়া আকাশকেও পরাভূত করিয়াছে। গাম্ভীর্য্যে কেহই উহারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার জলরাশি আকাশের ন্যায় সুদূর বিস্তৃত। সুতরাং সামান্য কাক কিরূপে সেই বহু বিস্তীর্ণ অর্ণব পার হইতে সমর্থ হইবে। অনন্তর হংস বহুদূর অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল সেই কাককে নিরীক্ষণ করত তাহারে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার আগমনকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন কাক অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া হংস সন্নিধানে আগমন করিল। হংস কাককে হীনগতি ও নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া সৎপুরুষোচিত ব্রত স্মরণপূর্ব্বক তাহারে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কহিল, হে কাক! তুমি শত প্রকার উড্ডয়নের বিষয় বারংবার উল্লেখ করিয়া গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছ। তুমি এক্ষণে যেরূপ গতি অবলম্বনপূর্ব্বক উড্ডীন হইতেছ, ইহার নাম কি? তুমি চঞ্চুপুট ও দুই পক্ষ দ্বারা বারংবার সলিল স্পর্শ করিতেছ; অতএব বল, এক্ষণে কোন্ গতি আশ্রয় করিয়াছ? হে কাক! আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।

হে কর্ণ! তখন সেই দুষ্টস্বভাব বায়স সাগরের পার নিরীক্ষণ না করিয়া একান্ত শ্রান্ত, বায়ুবেগ প্রমথিত ও নিমজ্জনোন্মুখ হইয়া আর্ত্তস্বরে হংসকে

কহিল, হে হংস! আমরা কাক; কা কা শব্দ করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করি। এক্ষণে আমি জীবন সমর্পণপূর্ব্বক তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমারে সমুদ্র পারে লইয়া যাও। বায়স এই বলিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত কাতর হইয়া দুই পক্ষ ও চঞ্চুপুট দ্বারা সাগর সলিল স্পর্শ করত নীর মধ্যে নিপতিত হইল। তখন হংস বায়সকে সাগর সলিলে নিপতিত, দীনমনা ও ম্রিয়মান দেখিয়া কহিল, হে কাক! তুমি আত্মশ্লাঘা করিয়া কহিয়াছিলে যে, আমি শত প্রকার উড্ডয়ন প্রদর্শন করিব; এক্ষণে সেই বাক্যটি স্মরণ কর। তুমি শত প্রকার উড্ডয়নাভিজ্ঞ ও আমা অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতা সম্পন্ন; তবে এক্ষণে এইরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া কি নিমিত্ত সাগরে নিপতিত হইলে?

তখন কাক একান্ত অবসন্ন হইয়া উপরিভাগে হংসকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রসন্ন করত কহিল, হে হংস! আমি উচ্ছিষ্ট ভোজনে দর্পিত হইয়া আপনারে সুপর্ণের ন্যায় জ্ঞান এবং অন্যান্য কাক ও অপরাপর পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। এক্ষণে প্রাণ রক্ষার্থ তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমারে দ্বীপে লইয়া চল। যদি আমি জীবিতাবস্থায় স্বদেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহারেও অপমানিত করিব না। তুমি আমারে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। তখন বেগবান্ হংস মহার্ণবে নিপতিত বিচেতন বায়সের কাতরোক্তি শ্রবণে করুণার্দ্র হইয়া পদদ্বারা তাহারে বেগে উৎক্ষেপণ ও আপনার পৃষ্ঠে সংস্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বে যে দ্বীপ হইতে স্পর্দ্ধা সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল, তথায় পুনরায় উত্তীর্ণ হইল এবং কাককে আশ্বাসিত করিয়া স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল।

হে কর্ণ! এইরূপে সেই উচ্ছিষ্টান্ন পরিপোষিত বায়স হংস কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় বল বীর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিল। তুমিও সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাকের ন্যায় নিঃসন্দেহ দুর্য্যোধনাদির উচ্ছিষ্টান্নে প্রতিপালিত হইয়া কি প্রধান কি তুল্য সকলকেই অবজ্ঞা করিতেছ। হে সূতপুত্র! বিরাট নগরে সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, সিংহ যেমন অনায়াসে শৃগালদিগকে পরাজয় করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন তোমাদিগকে পরাজয় করিয়াছিল। সে সময় তুমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও কি নিমিত্ত তাহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই;

কিচক বধ।

তৎকালে তোমার বলবিক্রম কোথায় ছিল? সব্যসাচী তোমার ভ্রাতাকে নিহত করিলে তুমি সমস্ত কৌরবগণের সমক্ষে সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। দ্বৈতবনে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগকে আক্রমণ করিলে তুমিই সমস্ত কৌরবগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পলায়ন কর। সেই সময় অর্জ্জুন সংগ্রামে চিত্রসেনপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয়পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া ভার্য্যাসমবেত দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়াছিল। পরশুরাম রাজসভায় অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে পূর্ব্বপ্রস্তাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভীষ্মদেব এবং দ্রোণাচার্য্যও সর্ব্বদাই ভূপতিগণ সমক্ষে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। হে সূতপুত্র! ব্রাহ্মণ যেমন সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় তোমা অপেক্ষা প্রধান। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে সেই এক রথারূঢ় বসুদেবাত্মজ কৃষ্ণ ও কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইবে। অতএব সেই বায়স যেমন বুদ্ধিপূর্ব্বক হংসকে আশ্রয় করিয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও সেই বীরদ্বয়কে আশ্রয় করিও। হে কর্ণ! যখন তুমি মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে একরথে অবলোকন করিবে, তখন আর এরূপ কথা কহিবে না। যখন পার্থ শত শত বার তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন, তখন তুমি তাঁহার ও তোমার যে কি বৈলক্ষণ্য, তাহা অবগত হইবে; তুমি অজ্ঞতা প্রযুক্তই দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নরোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অশ্রদ্ধা করিতেছ। হে মূঢ়! এক্ষণে তুমি আপনারে খদ্যোত স্বরূপ এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সূর্য্য ও চন্দ্র স্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিরস্ত হও। আর তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা বা আত্মশ্লাঘা করিও না।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে মদ্ররাজ! আমি অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সম্যক্ অবগত হইয়াছি। আমি বাসুদেবের রথ চালন ও অর্জ্জুনের অস্ত্রবল যেরূপ জ্ঞাত আছি, তুমি তদ্রূপ নও; অতএব আমি নির্ভীকচিত্তে সেই অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাত্মা বীরদ্বয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু দ্বিজোত্তম পরশুরামের শাপের নিমিত্ত আমার অতিশয় সন্তাপ হইতেছে। পূর্ব্বে আমি দিব্যাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে পরশুরামের সমীপে অবস্থান করিয়াছিলাম। একদা

গুরু আমার উরুদেশে মস্তক অর্পণ করিয়া নিদ্রিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিতাভিলাষে আমার বিঘ্ন বিধানার্থ কীটরূপ ধারণ করিয়া আমার উরুদেশ বিদীর্ণ করিলেন। উরুদেশ বিদারিত হইলে তাহা হইতে অতিমাত্র শোণিত বিনির্গত হইতে লাগিল; তথাপি আমি গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে স্থির হইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে মহাত্মা জমদগ্নিতনয় বিনিদ্র হইয়া সেই শোণিত দর্শনে আমার দৃঢ়তর ধৈর্য্যগুণ পর্য্যালোচনা করত কহিলেন, বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ নহ; অতএব যথার্থরূপে আত্মপরিচয় প্রদান কর। তখন আমি সূতপুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। মহাতপা ভার্গব আমার বাক্য শ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া আমারে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, হে দুষ্টাত্মন্! তুমি শঠতাচরণপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহা আর স্মৃতিপথারূঢ় হইবে না। রে মূঢ়! অব্রাহ্মণ কি কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে? হে মদ্ররাজ! আজি এই ভীষণ তুমুল সংগ্রামে আমি সেই অস্ত্র বিস্মৃত হইলে ভরতকুলতিলক ভীমপরাক্রম অর্জ্জুন সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে সন্তপ্ত করিবে; এই নিমিত্তই আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, আমার সর্পময় শর আছে, তদ্দ্বারা আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া অসহ্যপরাক্রম, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ক্রূরকর্ম্মা মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব। মহাসমুদ্র অসংখ্য জনগণকে জলনিমগ্ন করিবার মানসে ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইলে তীরভূমি যেমন তাহারে নিবারণ করে, তদ্রূপ মহাস্ত্রবল সম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন মর্ম্মভেদী অরাতিঘাতন শরনিকরে নরপালগণকে উন্মূলিত করিতে উদ্যত হইলে আমি বাণপাতে তাহারে নিবারণ করিব। হে শল্য! যে মহাবীর অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর এবং যে সমরাঙ্গনে সুরাসুরগণকেও পরাজিত করিতে সমর্থ, আজি সেই বীরের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন কর। প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড সদৃশ মহাবীর অর্জ্জুন অলৌকিক মহাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে আমি মেঘের ন্যায় শরজালে তাহারে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় উত্তমাস্ত্রে তাহার অস্ত্র সকল ছেদনপূর্ব্বক তাহারে ভূতলে নিপাতিত করিব। জলধর যেমন বারিবর্ষণে সর্ব্বলোকদহনোন্মুখ প্রজ্বলিত হুতাশনকে প্রশমিত করে, তদ্রূপ আজি শরনিকর নিপাতে তাহারে প্রশমিত

করিব। সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র আশীবিষ সদৃশ ক্রোধপ্রদীপ্ত কুন্তীনন্দন আজি আমার নিশিত ভল্ল প্রহারে সমরে নিরস্ত হইবে। হিমাচল যেমন অনায়াসে অত্যুগ্র বায়ুবেগ সহ্য করে, তদ্রূপ আমি রথমার্গবিশারদ সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সহ্য করিব। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিল, যাহার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই নাই, অদ্য আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যে বীরপুরুষ খাণ্ডব দাহকালে দেবগণের সহিত অসংখ্য জীব জন্তু পরাজিত করিয়াছেন, আমি ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি জীবিত নিরপেক্ষ না হইয়া সেই সব্যসাচীর সহিত সংগ্রামে সমুদ্যত হইতে সমর্থ হয়। হে শল্য! আজি আমি নিশিত শরনিকরদ্বারা সেই অভিমানসম্পন্ন শিক্ষিতাস্ত্র দিব্যাস্ত্রবেত্তা ক্ষিপ্রহস্ত মহাবীর ধনঞ্জয়ের শিরশ্ছেদন করিব। অন্য কোন মনুষ্যই অসহায় হইয়া যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না; আমার মৃত্যুই হউক, বা জয়লাভই হউক, অদ্য সেই ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। হে মূর্খ! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিকট অর্জ্জুনের পৌরুষ প্রকাশ করিতেছ; আমি স্বয়ংই হৃষ্টমনে ভূপালগণ সমক্ষে তাহার পুরুষকার কীর্ত্তন করিব। তুমি অপ্রিয়কারী, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রাশয় ও একান্ত অসহিষ্ণু; আমি তোমার সদৃশ শত ব্যক্তিকে বিনাশ করিতে পারি; কিন্তু এক্ষণে অসময় বলিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। তুমি নিতান্ত মূর্খের ন্যায় আমার অবমাননা করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। দেখ, আমার সহিত সরল ব্যবহার করাই তোমার কর্ত্তব্য; কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া আমার প্রতি কুটিলতা প্রদর্শন করিতেছ, সুতরাং তুমি অতি মিত্রদ্রোহী ও পাষণ্ড। হে মূঢ়! এক্ষণে রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিয়াছেন, ইহা অতি ভয়ঙ্কর কাল। আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য সংসাধনার্থ যত্ন করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহাদের সহিত কিছুমাত্র মিত্রতা নাই, তাহাদেরই হিতানুষ্ঠানের অভিলাষ করিতেছ। হে শল্য! যিনি স্নেহ প্রদর্শন, হর্ষ বর্দ্ধন, প্রীতি সম্পাদন, রক্ষা বিধান ও হিতাভিলাষ করেন, তিনিই মিত্র। আমার এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা রাজা দুর্য্যোধনেরও অবিদিত নাই। আর যে ব্যক্তি বিনাশ সাধন, হিংসা, শাসন, হীনতা ও অবসাদ সম্পাদন এবং বল

প্রকাশ করে, সেই শত্রু। তোমাতে এই উক্ত দোষ সমুদায়ের প্রায় সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি তৎসমুদয় আমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছ। যাহা হউক, হে শল্য! অদ্য আমি রাজা দুর্য্যোধনের হিতসাধন, তোমার প্রীতি সম্পাদন এবং আপনার জয়লাভ, যশোলাভ ও ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুন ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। তুমি এক্ষণে আমার অদ্ভুত কার্য্য, ব্রাহ্ম অস্ত্র, ঐন্দ্র, বারুণ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র ও মানুষ অস্ত্র সমুদয় নিরীক্ষণ কর। যদি অদ্য আমার রথচক্র বিষম প্রদেশে নিপতিত না হয়, তাহা হইলে আমি মত্ত মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করে, তদ্রূপ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভার্থ তাহার প্রতি দুর্নিবার ব্রাহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। ঐ অস্ত্র হইতে কেহই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আমি দণ্ডধারী যম, পাশ হস্ত বরুণ, গদাধারী ধনপতি ও সবজ্র বাসব প্রভৃতি কোন আততায়ী শত্রু হইতেই ভীত হই না; এই নিমিত্ত জনার্দ্দন ও ধনঞ্জয় হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইতেছে না। অতএব অদ্য আমি অবশ্যই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে মদ্ররাজ! একদা আমি অস্ত্রাভ্যাসের নিমিত্ত প্রমত্তের ন্যায় অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অটবীতে পর্য্যটন করত অজ্ঞানতা নিবন্ধন কোন এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু সম্ভূত বৎসকে সংহার করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে আমারে কহিলেন, তুমি প্রমত্ত হইয়া আমার এই হোমধেনুর বৎসকে বিনাশ করিয়াছ; অতএব তুমি যুদ্ধ করিতে যে সময় একান্ত ভীত হইবে, তৎকালে তোমার রথচক্র বিল মধ্যে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। হে শল্য! আমি কেবল সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপ ভয়ে ভীত হইতেছি। তিনি এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলে এই সমস্ত সুখ দুঃখের ঈশ্বর সোমবংশীয় ভূপালেরা তাঁহারে সহস্র ধেনু ও ছয় শত বলীবর্দ্দ প্রদান করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমিও সাত শত দীর্ঘদন্ত হস্তী ও অসংখ্য দাস দাসী প্রদান করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎপরে আমি তাঁহারে শ্বেতবর্ণ বৎস সম্পন্ন কৃষ্ণকায় চতুর্দ্দশ সহস্র ধেনু প্রদান করিলাম, ব্রাহ্মণ তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। পরে

আমি তাঁহারে সৎকার করিয়া সর্বোপকরণ সম্পন্ন গৃহ ও সমস্ত ধন প্রদান করিলাম, কিন্তু তিনি তাহাও প্রতিগ্রহ করিলেন না। অনন্তর তিনি আমারে প্রযত্ন সহকারে অপরাধ মার্জ্জনা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে সূত! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবে না। মিথ্যা বাক্য কথিত হইলে প্রজা বিনষ্ট এবং তদ্দ্বারা আমারেও পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব আমি ধর্ম্ম রক্ষার্থ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিব না। হে সূত! তুমি আমার সত্যের প্রতি হিংসা করিও না, মৎপ্রদত্ত শাপ তোমার গোবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইবে। কেহই আমার বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি মদ্দত্ত অভি-শাপের ফল ভোগ কর। হে শল্য! আমি তোমা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও বন্ধুতা নিবন্ধন তোমারে এই কথা কহিলাম। এক্ষণে তুমি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক আরও যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন কর্ণ মদ্ররাজকে এইরূপে নিবারণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে শল্য! তুমি নিদর্শন প্রদর্শনের নিমিত্ত আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, আমি তাহাতে কখনই সমরে ভীত হইব না। বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের কথা দূরে থাকুক, যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার সহিত যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার মনে ভয় সঞ্চার হয় না। তুমি বাক্য দ্বারা আমারে কদাচ শঙ্কিত করিতে পারিবে না। তুমি আমার প্রতি বারংবার কটূক্তি করিতেছ, কিন্তু নীচেরাই পরুষ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক বল প্রকাশ করিয়া থাকে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আমার গুণ বর্ণনে অশক্ত হইয়া কেবল বিবিধ কুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ; কিন্তু স্পষ্ট জানিও যে, কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই, আপনার বিক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের নিমিত্তই সমুদ্ভূত হইয়াছেন। হে শল্য! এক্ষণে তুমি কেবল আমার সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ্দ ও মিত্রের ইষ্ট সাধন এই তিন কারণ বশত জীবিত রহিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধনের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি সেই কার্য্যভার আমার উপর নিহিত করিয়াছেন; আর আমিও পূর্ব্বে তোমার কটূক্তি ক্ষমা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; বিশেষত

মিত্রদ্রোহ নিতান্ত পাপজনক; এই সমস্ত কারণ বশতই তুমি এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছ। হে মদ্ররাজ! আমি সহস্র শল্য সদৃশ; অতএব আমি সহায় না থাকিলেও অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারি।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

শল্য কহিলেন,—হে রাধেয়! তুমি অরাতিগণকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কহিলে, উহা প্রলাপমাত্র। তোমার ন্যায় সহস্র কর্ণও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে।

মদ্ররাজ সূতপুত্রের প্রতি এইরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে কর্ণ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দ্বিগুণতর নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করত কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ব্রাহ্মণ মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্র মন্দিরে বিবিধ বিচিত্র দেশ ও পূর্ব্বতন ভুপতিগণের বৃত্তান্ত কহিতেন; তথায় একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক ও মদ্রদেশোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূরপ্রদেশে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধর্ম্মবর্জ্জিত অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গোবর্দ্ধন বট ও সুভদ্র নামে চত্বর বাল্যাবধি আমার স্মৃতি-পথে জাগরূক রহিয়াছে। আমি নিতান্ত নিগূঢ় কার্য্যানুরোধ বশত বাহীক-গণের সহিত বাস করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তাহাদের ব্যবহার বিদিত হই-য়াছি। শাকল নামে নগর, আপগা নামে নদী ও জর্ত্তিকাভিধেয় বাহীক-গণের ব্যবহার যাহার পর নাই নিন্দনীয়। তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ীসুরা পান এবং লশুনের সহিত ভৃষ্ট যব, অপূপ ও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মাল্যচন্দন রহিত হইয়া নগরের গৃহ প্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চীৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপরপুরুষ বিবেক বিহীন হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করত উচ্চৈঃস্বরে পুরুষগণের প্রতি আহ্লাদজনক বাক্য প্রয়োগ করে। একদা একজন বাহীক কুরুজাঙ্গলে অবস্থানপূর্ব্বক অপ্রফুল্ল মনে কহিয়াছিল, আহা! সেই সূক্ষ্মকম্বলবাসিনী গৌরী আমারে স্মরণ করিয়া

শয়ন করিতেছে। হায়! আমি কত দিনে রম্যা শতদ্রু ও ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে গমনপূর্ব্বক সেই কম্বলাজিন সংবীত স্থূল ললাটাস্থিসম্পন্ন গৌরীগণের মনঃশিলার ন্যায় উজ্জ্বল অপাঙ্গদেশ, ললাট, কপোল ও চিকুরে অঞ্জনচিহ্ন এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য মৃদঙ্গ, আনক, শঙ্খ ও মর্দ্দলের নিস্বন সহকারে কেলীপ্রসঙ্গ অবলোকন করিব। হায়! কতদিনে শমী, পীলু ও করীরের অরণ্যে চক্রসমবেত অপূপ ও শক্তুপিণ্ড ভোজন করত সুখী হইব এবং মহাবেগে গমনপূর্ব্বক পথিমধ্যে পথিকদিগের বস্ত্রাপহরণ করিয়া বারংবার তাহাদিগকে তাড়ন করিব। হে মহারাজ! দুরাত্মা বাহীকদিগের এইরূপ দুশ্চরিত। তাহাদের দেশে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে।

হে শল্য! তুমি যে বাহীকগণের পুণ্যপাপের ষষ্ঠাংশ ভোগ করিয়া থাক, সেই ব্রাহ্মণ তাহাদিগের এইরূপ ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার যাহা কহিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। বাহীকদেশে শাকল নামে এক নগর আছে। তথায় এক রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রজনীতে দুন্দুভিধ্বনি করত এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে যে, আহা! আমি কত দিনে পুনরায় এই শাকল নগরে সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গৌড়ী সুরা পান এবং গোমাংস ও পলাণ্ডুযুক্ত মেষমাংস ভোজন করিয়া বাহেয়িক সঙ্গীত করিব। যাহারা বরাহ, কুক্কুট, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মেষের মাংস ভোজন না করে, তাহাদের জন্ম নিরর্থক। হে শল্য! শাকলদেশের আবাল বৃদ্ধ সকলেই সুরাপানে মত্ত হইয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?

হে মদ্ররাজ! আর এক ব্রাহ্মণ কুরুসভায় যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। হিমাচলের বহির্ভাগে, যে স্থানে পীলুবন বিদ্যমান আছে এবং সিন্ধু ও তাহার শাখা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই অরট্টদেশ নিতান্ত ধর্ম্মহীন; তথায় গমন করা অবিধেয়। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃলোক ধর্ম্মভ্রষ্ট সংস্কারহীন অরট্টদেশীয় বাহীকদিগের পূজা গ্রহণ করেন না। সেই ঘৃণাশূন্য মূর্খেরা শক্তু ও মদ্যবিলিপ্ত কুক্কুরাবলীঢ় কাষ্ঠময় ও মৃণ্ময়পাত্রে উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মেষের দুগ্ধ ও তজ্জাত

দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই দুরাচারগণ কোন প্রকার অন্ন ভক্ষণে বা ক্ষীরপানে পরাঙ্মুখ নহে। তাঁহাদের কাহারই পিতার নির্ণয় নাই। পণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদের সংসর্গ করেন না।

হে শল্য! কুরুসভায় বিপ্র আরও যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি! যে ব্যক্তি যুগন্ধরে উষ্ট্রাদির দুগ্ধপান, অচ্যুত স্থলে বাস ও ভূতিলয়ে স্নান করে, তাহার কিরূপে স্বর্গলাভ হইবে? পঞ্চ নদী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানের নাম আরট্ট; সাধু লোক তথায় কদাচ দুই দিন অবস্থান করিবেন না। বিপাশা নদীতে বাহ ও বহীক নামে দুইটি পিশাচ আছে। বাহীকেরা তাহাদেরই অপত্য। উহারা প্রজাপতির সৃষ্ট নহে; সুতরাং হীনযোনি হইয়া কিরূপে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবে। ধর্ম্মবিবর্জ্জিত কারস্কর, মাহিষক, কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক ও বীরকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে মদ্ররাজ! সেই ব্রাহ্মণ তীর্থগমনানুরোধে সেই অরট্টদেশে একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ রজনীতে এক উলুখলমেখলা রাক্ষসী তাঁহারে এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিল। সেই আরট্টদেশ বাহীকগণের বাসস্থান, তথায় যে সকল হতভাগ্য ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই নাই। দেবগণ সেই ব্রতবিহীন দুরাচারদিগের অন্ন ভোজন করেন না। আরট্টদেশের ন্যায় প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, খস, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর দেশে এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে শল্য! আমি পুনরায় তোমারে এক উপাখ্যান কহিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর। কিছুদিন হইল, এক ব্রাহ্মণ আমাদের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তথায় সদাচার দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি বহুকাল একাকী হিমালয় শৃঙ্গে বাস ও নানা ধর্ম্মসঙ্কুল বহুতর দেশ দর্শন করিয়াছি; কিন্তু কুত্রাপি সমুদায় প্রজারে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখি নাই। সকলেই বেদোক্ত ধর্ম্মকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। পরিশেষে আমি নানা জনপদ ভ্রমণ করত বাহীকদেশে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তত্রস্থ লোক সকল অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বাহীক ও নাপিত হয়। অনন্তর পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া তৎপরে দাস হয়। গান্ধার, মদ্রক ও বাহীকেরা সকলেই কামচারী, লঘুচেতা ও সংকীর্ণ। আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বাহীকদেশে এইরূপ ধর্ম্মসঙ্করকারক আচারবিপর্য্যয় শ্রবণ করিলাম।

হে মদ্রাধিপ! আমি আর এক জনের নিকট বাহীকদিগের যে কুৎসিত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আরট্টদেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা সীমন্তিনীরে অপহরণপূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে তিনি এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে নরাধমগণ! তোমরা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে; অতএব তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। হে শল্য! এই নিমিত্তই আরট্টদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কুরু, পাঞ্চাল, শাল্য, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশপৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ এবং চেদীদেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, বাহীক, মদ্রক ও কুটিলহৃদয় পাঞ্চনদ ভিন্ন আর সকল দেশের অসাধু ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মবিষয় বিদিত আছে।

হে মদ্ররাজ! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। তুমি সেই সকল লোকদিগের রক্ষাকর্ত্তা এবং তাহাদিগের পুণ্যপাপের ষড়্ভাগ হর্ত্তা অথবা রাজা প্রজা রক্ষা করিলেই তাহাদিগের পুণ্যভাগী হন, তোমার ত তাহাদিগের রক্ষার্থ যত্ন নাই; অতএব তুমি তাহাদের পুণ্যভাগের অধিকারী নহ, কেবল তাহাদিগের দুষ্কৃতেরই অংশ সংগ্রহ করিয়া থাক। পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য সমুদায় দেশে সনাতন ধর্ম্ম পূজিত ও সকল বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থিত অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু পঞ্চনদ দেশীয় ধর্ম্ম নিতান্ত কুৎসিৎ দেখিয়া ধিক্কার প্রদান করেন। হে শল্য! ব্রহ্মা যখন বাহীকদিগকে সত্যযুগেও কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়াছেন, তখন তোমার জনসমাজে বাক্য ব্যয় করা নিতান্ত অনুচিত।

হে মদ্ররাজ! আমি পুনরায় তোমারে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কল্মাষপাদ পিশাচ “ক্ষত্রিয়গণের ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণদিগের অব্রত মলস্বরূপ; বাহীকগণ পৃথিবীর মলস্বরূপ ও মদ্রদেশীয় কামিনীগণ অন্যান্য স্ত্রীদিগের মলস্বরূপ” এই কথা বলিতে বলিতে সরোবরে নিমগ্ন হইতেছিল। ইত্যবসরে এক ভূপতি তাহারে সেই সরোবর হইতে উদ্ধার করিয়া রাক্ষসবিদ্রাবক মন্ত্র জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, হে মহারাজ! কোন ব্যক্তি রাক্ষস কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে এই মন্ত্র বলিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হয় যে, “ম্লেচ্ছগণ মনুষ্যদিগের, তৈলিকগণ ম্লেচ্ছদিগের, ষণ্ডগণ তৈলিকদিগের ও ঋত্বিক ভূপতিগণ ষণ্ডদিগের মলস্বরূপ। এক্ষণে তুমি যদি আমারে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে ঋত্বিক্ ভূপতি ও মদ্রকদিগের ন্যায় পাপভাজন হইবে।” পাঞ্চালেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম, কৌরবেরা সত্যধর্ম্ম এবং মৎস্য ও শূরসেনদেশবাসীরা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদেশীয়েরা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী, দাক্ষিণাত্যগণ ধর্ম্মদ্রোহী, বাহীকেরা তস্কর এবং সৌরাষ্ট্রেরা সঙ্কর। কৃতঘ্নতা, পরবিত্তাপহরণ, মদ্যপান, গুরুপত্নী গমন, বাক্পারুষ্য, গোবধ, পারদারিকতা ও পরবস্তু উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম্ম, সেই আরট্টদিগের আর কি অধর্ম্ম হইতে পারে? অতএব পঞ্চনদ দেশকে ধিক্। হে মদ্ররাজ! পাঞ্চাল, কুরু, নৈমিষ ও মৎস্যদেশীয়েরা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন, আর উত্তর দিক্স্থিত অঙ্গ ও মগধদেশীয় বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াও শিষ্টজনের আচারের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

দেখ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয় করিয়াছেন। পিতৃগণ পুণ্যকর্ম্মা যমরাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতেছেন। বরুণ পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া সুরগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ভগবান্ কুবের ও ঈশান ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তর দিক্ রক্ষা করিতেছেন। হিমাচল পিশাচ ও রাক্ষসগণকে ও গন্ধমাদন পর্ব্বত গুহ্যকগণকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বাহীকদিগের প্রতি কোন বিশেষ দেবতার অনুগ্রহ নাই। সর্ব্বভূতরক্ষক বিষ্ণুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; আর দেখ, মাগধগণ ইঙ্গিতজ্ঞ ও কোশল দেশবাসীরা প্রেক্ষিতজ্ঞ। কৌরব ও পাঞ্চালগণ বাক্য অর্দ্ধ উচ্চারিত না হইলেও শাল্বেরা সমগ্র বাক্য অভিহিত না হইলে কিছুই

হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। পার্ব্বতীয়গণ শিবিদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বোধ। ম্লেচ্ছ ও যবনেরা সর্ব্বজ্ঞ ও মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও মনঃ-কল্পিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং অন্যান্য জাতিরা হিতবাক্য উপদিষ্ট হইলে উহা স্বয়ং অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বাহীকগণ তাড়িত হইলে হিতবাক্য বুঝিতে পারে; কিন্তু মদ্রদেশীয়েরা কোন ক্রমেই হিতাবধারণে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি সেই মদ্রদেশীয়, অতএব আর আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করিও না। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় দেশ আছে, মদ্রদেশ সেই সকলের মলস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। দেখ, মদ্যপান, গুরুতল্পগমন, ভ্রূণহত্যা ও পরবিত্তাপহরণ যাহাদের পরম ধর্ম্ম, তাহাদের ত কোন কার্য্যই অধর্ম্ম নহে; অতএব আরট্টজ ও পাঞ্চনদদিগকে ধিক্। হে শল্য! আমি যাহা কহিলাম, তুমি ইহা অবগত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। আমার প্রতিকূলাচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। দেখিও যেন পূর্ব্বে তোমারে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ কেশব ও অর্জ্জুনকে সংহার করিতে না হয়।

অনন্তর মহাবীর শল্য কর্ণের সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন,—হে সূতপুত্র! আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্র কলত্রদিগকে বিক্রয় করা অঙ্গদেশে সবিশেষ প্রচলিত আছে; তুমি সেই অঙ্গদেশের অধিপতি। মহাত্মার ভীষ্ম রথাতিরথ সংখ্যাকালে তোমার যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে তৎসমুদায় অবগত হইয়া ক্রোধ সম্বরণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং পতিপরায়ণা রমণীগণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। সর্ব্বস্থলেই পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে পরিহাস করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরাও সর্ব্বত্র অবস্থান করে। হে কর্ণ! সকলেই পরদোষ কীর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু আত্মদোষে কাহারই দৃষ্টি নাই। লোকে আপনার দোষ জানিতে পারিয়াও বিস্মৃত হয়। স্বধর্ম্মপরায়ণ ভূপালগণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া দুষ্টদল দমন করিতেছেন; ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদেশেই বাস করিয়া থাকেন। এক দেশের সকল লোকেই যে অধর্ম্মাচরণ করে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অনেক স্থানে অনেকে স্ব স্ব চরিত্র দ্বারা দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজ ও সূতপুত্রকে পরস্পর

বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিত্রভাবে কর্ণকে ও কৃতাঞ্জলিপুটে শল্যকে নিবারণ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আর প্রত্যুত্তর করিলেন না এবং শল্যও শত্রু সংহারে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ হাস্য করিয়া পুনরায় শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! এক্ষণে তুমি রথ সঞ্চালন কর।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! অনন্তর সমরনিপুণ শত্রুসূদন মহাতেজা কর্ণ পাণ্ডবগণের ধৃষ্টদ্যুম্নাভিরক্ষিত অরাতি পরাক্রম সহনক্ষম অপ্রতিম ব্যূহ নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধ কম্পিত কলেবরে আপনার সৈন্যগণকে যথাবিধ ব্যূহিত করিয়া রথনির্ঘোষ, সিংহনাদ ও বাদিত্রের নিস্বনে মেদিনী কম্পিত করত অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার বাম ভাগে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! মহাবীর সূতপুত্র কিরূপে সেই ভীমসেন সংরক্ষিত দেবগণেরও অপরাজেয় ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণের বিপক্ষে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল। কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের ব্যূহের পক্ষ ও কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রপক্ষ হইয়াছিল? বীরগণ কিরূপে ন্যায়ানুগত বিভাগ করত অবস্থান করিতে লাগিল? পাণ্ডুপুত্রগণ কিরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিল? আর কিরূপে সেই সুদারুণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? যখন কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করে, তৎকালে ধনঞ্জয় কোথায় ছিল? মহাবীর অর্জ্জুনের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করা কাহার সাধ্য। পূর্ব্বে যে অর্জ্জুন খাণ্ডবে একাকী সকল প্রাণীরে পরাজিত করিয়াছিল, কর্ণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি জীবিতাশা পরিত্যাগ না করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন,—হে মহারাজ! যেরূপে ব্যূহ রচনা হইল, মহাবীর অর্জ্জুন তৎকালে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে যে বীর স্ব স্ব পক্ষীয় ভূপতিরে পরিবেষ্টন করিয়া যেরূপে যুদ্ধ করিলেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও বলবান্ মাগধগণ দক্ষিণ

পক্ষ আশ্রয় করিলেন। মহারথ শকুনি ও উলূক বিমল পাশধারী সাদিগণ, সলভসমূহের ন্যায় ও বিকটাকার পিশাচগণের ন্যায় অসম্ভ্রান্ত গান্ধার সৈন্যগণ ও দুর্জ্জয় পার্ব্বতীয়দিগের সহিত সমবেত হইয়া সেই বীরগণের প্রপক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক কৌরব সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমর মদমত্ত সংশপ্তকগণও চতুর্ব্বিংশতি সহস্র রথ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিনাশ সংসাধনার্থ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সমবেত হইয়া ঐ ব্যূহের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল। শক, কাম্বোজ ও যবনগণ অসংখ্য রথ, অশ্ব ও পদাতিদিগের সহিত সূতপুত্রের আদেশানুসারে ধনঞ্জয় ও মহাবল বাসুদেবকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত উহাদিগের প্রপক্ষে অবস্থান করিল। বিচিত্র বর্ম্মধারী অঙ্গদভূষিত মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট স্বীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেনামুখের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যহুতাশনসঙ্কাশ, পিঙ্গললোচন, প্রিয়দর্শন দুঃশাসন মাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন দেবগণ পরিরক্ষিত দেবরাজের ন্যায় বিচিত্র অস্ত্র ও কবচধারী সহোদর এবং মহাবীর্য্য মদ্রক, কেকয় ও দ্রোণপুত্র প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া দুঃশাসনের অনুগমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ম্লেচ্ছগণ সমারূঢ় মত্ত মাতঙ্গ সকল জলবর্ষী জলধরের ন্যায় অনবরত মদধারা বর্ষণপূর্ব্বক রথীদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। উহারা ধ্বজ, পতাকা ও উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক অধিরূঢ় হইয়া মহীরুহ পরিশোভিত মহীধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পট্টিশ ও অসিধারী সমরে অপরাঙ্মুখ অসংখ্য বীরগণ ঐ সমস্ত মাতঙ্গের পাদরক্ষক হইল। এইরূপে সেই কর্ণের প্রযত্নে মহাব্যূহ অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথিসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া সুরাসুর ব্যূহের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক অরাতিগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করতই যেন নৃত্য করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে লাগিল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেনামুখে কর্ণকে অবলোকন করিয়া অমিত্রঘ্ন ধনঞ্জয়কে কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ সংগ্রামার্থ পক্ষ-

প্রপক্ষযুক্ত মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। অতএব এক্ষণে শত্রুগণ যাহাতে আমাদিগকে পরাভূত করিতে না পারে, তুমি এইরূপ উপায় স্থির কর। মহাবীর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, সন্দেহ নাই। যাহাতে শত্রুপক্ষের বিনাশ হয়, আমি তাহাই করিতেছি। উহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদিগকে সংহার করিলেই সকলের বিনাশ সাধন হইবে। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ কর। আমি কৃপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি। আর ভীমসেন দুর্য্যোধনের, নকুল বৃষসেনের, সহদেব শকুনির, শতানীক দুঃশাসনের, সাত্যকি কৃতবর্ম্মার, পাণ্ড্য অশ্বত্থামার ও দ্রৌপদীতনয়গণ শিখণ্ডী সমভিব্যাহারে অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করুন।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে যে আজ্ঞা মহাশয় বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং চমূমুখে অবস্থান করত অরাতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখসম্ভূত বিশ্বানরের নেতা অগ্নি যে রথের অশ্ব হইয়াছিলেন, প্রথমে অনল হইতে যাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, দেবগণ যাহা ব্রহ্মারে প্রদান করেন এবং পূর্ব্বে যাহা ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে যথাক্রমে বহন করিয়াছিল, এক্ষণে বাসুদেব ও অর্জ্জুন সেই আদ্য রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শল্য সেই অদ্ভুতদর্শন রথ অবলোকন করিয়া সমরদুর্ম্মদ কর্ণকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি যাহারে অন্বেষণ করিতেছিলে, ঐ সেই মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্বসম্পন্ন, বাসুদেব পরিচালিত কর্ম্মবিপাকের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিবার্য্য মহারথে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করত আগমন করিতেছেন। হে কর্ণ! যখন মেঘনিস্বনের ন্যায় ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, তখন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, পার্থিব ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। মেদিনীমণ্ডল চক্রনেমি দ্বারা আহত হইয়াই যেন কম্পিত হইতেছে। তোমার সৈন্যের দুইদিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্রব্যাদগণ ঘোরতর চীৎকার ও কুরঙ্গগণ

ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, মেঘাকার ঘোরদর্শন কেতু গ্রহ সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিবিধ মৃগযূথ ও বলবান্ শার্দ্দূলগণ দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতেছে। সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর কঙ্ক ও গৃধ্রপক্ষী সকল একত্র সমবেত ও পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সম্ভাষণ করিতেছে। তোমার মহারথের রঞ্জিত চামর সকল প্রজ্বলিত এবং ধ্বজ ও গগনস্থ গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ মহাকায় তুরঙ্গমগণ কম্পিত হইতেছে। হে রাধেয়! যখন এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সহস্র সহস্র ভূপাল নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিবেন। ঐ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শঙ্খ, আনক ও মৃদঙ্গের লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ, মনুষ্য, অশ্ব ও গজ সমুদায়ের ঘোরতর নিনাদ এবং মহাত্মা অর্জ্জুনের বাণ শব্দ, জ্যানিস্বন ও তলত্রধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথে সুবর্ণময় চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাগণের সুশোভিত স্বর্ণরজতখচিত শিল্পিনির্ম্মিত কিঙ্কিনীমুখরিত নানাবর্ণের পতাকা সকল বায়ুবিকম্পিত হইয়া মেঘমালা বিন্যস্ত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। মহাত্মা পাঞ্চালগণের পতাকাশালী রথ সমুদায়ের ধ্বজ সকল বায়ুবেগে কণ কণ ধ্বনি করত বিমানস্থ দেবতাগণের শোভা ধারণ করিতেছে। ঐ দেখ, অপরাজিত কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বিপক্ষ বিনাশের নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। তাঁহার ধ্বজাগ্রে অরাতিভীষণ ভীমদর্শন বানর লক্ষিত হইতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত বাসুদেব অর্জ্জুনের পবন তুল্য বেগবান্ পাণ্ডুর অশ্বগণকে পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও কৌস্তুভমণি যাহার পর নাই শোভা পাইতেছে। ধনঞ্জয়ের শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আকৃষ্ট হইয়া ঘোরতর নিস্বন ও নিশিত শরনিকর নিক্ষিপ্ত হইয়া অরাতিগণের প্রাণ সংহার করিতেছে। এই বিশাল সমরভূমি অপলায়িত ভূপালগণের তাম্রাক্ষ সম্পন্ন মস্তকদ্বারা সমাকীর্ণ হইতেছে। বীরগণের পবিত্র গন্ধানুলিপ্ত উদ্যতায়ুধ পরিঘাকার ভুজ সমুদায় অনবরত নিপতিত হইতেছে। অশ্বগণ আরোহীদিগের সহিত নিপাতিত হইয়া নিস্পন্দ নয়নে ধরাশয্যায় শয়ন করিতেছে। পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। সমর নিহত নৃপগণের গন্ধর্ব্বনগরাকার রথ সমুদায় ক্ষীণপুণ্য স্বর্গবাসীদিগের বিমানের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সেনাগণকে সিংহ নিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায় ব্যাকুলিত

কম্পিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সমরাঙ্গনে ধাবমান হইয়া কৌরব পক্ষীয় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিদিগকে নিপীড়িত ও ভূপতিগণকে নিহত করিতেছেন। হে কর্ণ! তুমি যাঁহারে অন্বেষণ করিতেছ, সেই শত্রুসূদন শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণসারথি ধনঞ্জয় মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছেন। এক্ষণে কেবল তাঁহার ধ্বজাগ্র লক্ষিত ও জ্যাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। তুমি অচিরাৎ কৃষ্ণের সহিত একরথে সমাসীন সেই অরাতিনিপাতন মহাবীরকে অবলোকন করিবে। হে সূতপুত্র! বাসুদেব যাঁহার সারথি এবং গাণ্ডীব যাঁহার শরাসন, তুমি যদি সেই অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তুমিই আমাদিগের রাজা হইবে। মহাবল ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিপাড়িত করিতেছেন।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষ নয়নে কহিলেন, হে শল্য! ঐ দেখ, সংশপ্তকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হওয়াতে অর্জ্জুন মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় আর লক্ষিত হইতেছে না। অতঃপর তাহারে ঐ যোধসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিহত হইতে হইবে। শল্য কহিলেন, হে কর্ণ! বায়ু অবরোধ, সমুদ্রপান, জলদ্বারা বরুণকে বিনাশ ও ইন্ধন দ্বারা অগ্নি প্রশমন করা যেরূপ অসাধ্য, মহাবীর ধনঞ্জয়কে সমরে নিপীড়িত করাও তদ্রূপ, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রাদিদেব ও অসুরগণও ঐ মহাবীরকে সংগ্রামে জয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব, মুখে এই কথা বলিয়া পরিতুষ্ট ও সুমনা হও; কিন্তু বস্তুত কখনই তাহারে জয় করিতে পারিবে না। অতএব অর্জ্জুন পরাজয় ব্যতীত অন্য কোন মনোরথ করাই তোমার কর্ত্তব্য। যিনি বাহু দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল উর্দ্ধৃত, ক্রুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ ও দেবগণকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিতে পারেন, তিনিই অর্জ্জুনকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই।

হে কর্ণ! ঐ দেখ, অক্লিষ্টকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ মহাবাহু ভীমসেন চিরবৈর স্মরণপূর্ব্বক বিজয়লাভ বাসনায় সমরাঙ্গনে অপর সুমেরুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। অরাতিকুলঘাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, পুরুষব্যাঘ্র দুর্জ্জয় নকুল ও সহদেব সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। অর্জ্জুন তুল্য সংগ্রামনিপুণ দ্রৌপদীতনয়গণ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া পাঁচ পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।

মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রুপদতনয়গণ সংগ্রামে অভিমুখীন হইয়াছে এবং ইন্দ্রতুল্য অসহ্য পরাক্রমশালী সাত্বতশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সংগ্রামার্থী হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় কৌরব সেনার প্রতি গমন করিতেছে। হে মহারাজ! সেই বীরদ্বয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে উভয়-পক্ষীয় সেনাগণ গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় পরস্পর মিলিত হইল।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত ও পরস্পর মিলিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকদিগের প্রতি ও সূতপুত্র পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপে যুদ্ধার্থ গমন করিল? তুমি সমর বৃত্তান্ত বর্ণনে সুনিপুণ; অতএব এক্ষণে উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। আমি বীরগণের পরা-ক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষ সৈন্যগণের ব্যূহ অবলোকন করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিলেন। চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ কান্তিসম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবত সবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া সেই সাদি, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথ সমুদায় সঙ্কুল মহাব্যূহের মুখে অবস্থানপূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শার্দ্দুলের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দিব্য আয়ুধ ও বর্ম্মধারণপূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তারাগণ যেমন চন্দ্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে শরাসন আস্ফালনপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হতাশ্বরথ ভূয়িষ্ঠ সংশপ্তকগণও বিজয়লাভার্থী ও অর্জ্জুন বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া প্রাণপণে তাঁহার অভিমুখে গমন করত তাঁহারে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ঐ সময় ধনঞ্জয়ের সহিত নিবাত-কবচগণের ন্যায় সেই সংশপ্তকগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষগণের রথ, অশ্ব, হস্তী, ধ্বজ, পদাতি, শর, শরাসন, খড়্গ, চক্র, পরশু এবং আয়ুধযুক্ত উদ্যত বাহু, বিবিধ অস্ত্র ও মস্তক সমু-দায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই সৈন্যরূপ মহাবর্ত্ত

মধ্যে ধনঞ্জয়ের রথ নিমগ্ন জ্ঞান করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পশু সংহারে প্রবৃত্ত রুদ্রদেবের ন্যায় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সম্মুখীন বীরগণকে সংহারপূর্ব্বক উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত অরাতিগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি ইঁহারা সমরমত্ত হইয়া কৌশল্য, কাশী, মৎস্য, কারূষ, কৈকয় ও শূরসেনদিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকুলসম্ভূত বীরগণের বিনাশকর, যশস্কর ও পাপনাশক এবং স্বর্গ ও ধর্ম্মলাভের হেতুভূত।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন মদ্রক ও কৌরব বীরগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহারথ কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও নিশিত শরনিকরে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য বিনষ্ট ও মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অসংখ্য শত্রুগণের বস্ত্র ছেদন, রথ উন্মূলন ও প্রাণ সংহারপূর্ব্বক তাহাদিগকে যশস্বী ও স্বর্গভাজন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের ক্ষয়কর দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! মহাবীর কর্ণ পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট ও যুধিষ্ঠির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কিরূপে লোকক্ষয় করিল? পাণ্ডব মধ্যে কোন্ কোন্ বীর কর্ণকে নিবারণ করিল এবং সূতপুত্র কোন্ কোন্ বীরকে প্রমথিত করিয়া ধর্ম্মরাজকে নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইল? তুমি এক্ষণে আমার সমক্ষে তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া সত্বরে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হংসেরা যেমন মহাসাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন

করিল। অনন্তর উভয়পক্ষে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি ও ভয়ঙ্কর ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং অনবরত শর নিপাত শব্দ, করি বৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত, রথের ঘর্ঘর রব ও বীরগণের সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। যাবতীয় জীবজন্তুগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে অদ্রিদ্রুম পরিপূর্ণ অবনীমণ্ডল সুমীরণ সমীরিত অম্বুদ পরিশোভিত আকাশ এবং চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র পরিব্যাপ্ত স্বর্গ বিকম্পিত হইতেছে বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। অল্পসত্ত্ব প্রাণিগণ প্রায় সকলেই কলেবর পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বরে শরনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তসপ্ততি প্রভদ্রককে শরানলে দগ্ধ করিলেন এবং সুনিশিত পঞ্চবিংশতি শরে পঞ্চবিংশতি পাঞ্চালকে বিনাশ করিয়া অরাতিদেহ বিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ নিকরে সহস্র সহস্র চেদীদেশীয় বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ সূতপুত্রকে সংগ্রামে অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণও সত্বরে শরাসনে পাঁচ শর সন্ধান করিয়া তাহাদের মধ্যে ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেনকে বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে পাঞ্চালগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন পাঞ্চাল দেশীয় আর দশ জন মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহাদিগকেও অবিলম্বে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার পুত্র ও চক্ররক্ষক সুষেণ ও সত্যসেন প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পৃষ্ঠরক্ষক বৃষসেন যত্ন সহকারে তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বৃকোদর, জনমেজয়, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং প্রবীর, প্রভদ্রক, চেদি, কৈকেয়, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ সূতপুত্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া বর্ষাকালে জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার উপর বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের পুত্রগণ ও তাঁহার পক্ষ অন্যান্য বীর সকল তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই পাণ্ডব

পক্ষীয় বীরগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সুষেণ ভল্লাস্ত্রে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সাত নারাচে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্বরে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণপূর্ব্বক সুষেণের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধভরে দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত ত্রিসপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। তিনি তৎপরে দশ শরে কর্ণের পুত্র ভানুসেনকে বিদ্ধ করিয়া সুহৃদ্গণ সমক্ষে ক্ষুর দ্বারা অশ্ব, সারথি, আয়ুধ ও ধ্বজ সমভিব্যাহারে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভানু-সেনের সেই শশধর সদৃশ রমণীয় মস্তক ভীমসেনের ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া মৃণালভ্রষ্ট কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন কৃপ ও কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য বীরগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তিন শরে দুঃশাসনকে ও ছয় শরে শকুনীকে বিদ্ধ করিয়া উলূক ও তাঁহার ভ্রাতা পতত্রিরে রথহীন করিলেন। তৎপরে তিনি সুষেণকে লক্ষ্য করিয়া হা সুষেণ! তুমি এইবারে নিহত হইলে এই বলিয়া এক সায়ক গ্রহণ করিলে মহাবীর কর্ণ উহা সত্বরে ছেদনপূর্ব্বক তিন শরে তাঁহারে তাড়িত করিলেন। তখন মহাবীর ভীম আর একটী সুতীক্ষ্ণ শর গ্রহণ করিয়া কর্ণ-পুত্র সুষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ কর্ণ তৎক্ষণাৎ উহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সুষেণকে রক্ষা ও ভীমসেনকে বিনাশ করিবার বাসনায় ত্রিসপ্ততি শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুষেণ ভারসহ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ বাণে নকুলের বাহু ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে মহাবীর মাদ্রীতনয় বিংশতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া কর্ণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সুষেণ দশ শরে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া সত্বরে অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নয় শরে সুষেণকে নিবারণ করিলেন এবং তৎপরে অসংখ্য শরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক সুষেণের সার-থিরে আহত ও তিন শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া তিন ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক তিন

খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সুষেণ রোষভরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি ও সহদেবকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বিনাশ মানসে সায়কনিকরে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই যুদ্ধ সুরাসুর সংগ্রামের ন্যায় ঘোরতর হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর সাত্যকি তিন শরে বৃষসেনের সারথিরে বিনাশ, এক ভল্লে শরাসন ছেদন, সাত শরে অশ্ব সংহার ও এক বাণে ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া নিশিত তিন শরে তাঁহার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। বৃষসেন সাত্যকির শরাঘাতে প্রথমত একান্ত অবসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং সাত্যকিরে সংহার করিবার মানসে খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষসেনকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দশ বরাহকর্ণ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার খড়্গ চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দুঃশাসন বৃষসেনকে রথশূন্য ও আয়ুধহীন নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করত অবিলম্বে অন্য এক খানি রথ আনয়ন করাইলেন। মহারথ বৃষসেন সেই রথে আরোহণ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিরে পাঁচ, ভীমসেনকে চতুঃষষ্টি, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে ত্রিংশৎ, শতানীককে সাত, শিখণ্ডীরে দশ, ধর্ম্মরাজকে এক শত ও অন্যান্য বীরগণকে বহুসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসনকে নয় শরে বিদ্ধ এবং তাঁহার রথ ও সারথিরে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ললাটদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় অন্য সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সূতপুত্রের সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ, দ্রৌপদীতনয়গণ ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত, শিখণ্ডী দশ, ধর্ম্মরাজ এক শত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে সূতপুত্রকে বিমর্দ্দিত করিলেন। মহাবীর কর্ণও ঐ সমস্ত বীরের প্রত্যেককে দশ দশ শরে বিদ্ধ করত সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের অস্ত্রবল ও হস্তলাঘব দর্শনে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তিনি যে ক্রোধভরে কখন অস্ত্র গ্রহণ, কখন সন্ধান আর কখনই

বা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎকালে সকলে কেবল তাঁহার বিপক্ষগণকে নিহত ও সমরাঙ্গনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিল। ঐ সময় কর্ণের নিশিত শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং অম্বরতল রক্তবর্ণ অভ্রখণ্ডে সম্বৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর সূতপুত্র শরাসন হস্তে নৃত্য করতই যেন, শত্রুগণ তাঁহারে যাবৎ সংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়াছিল, তদপেক্ষা তিন গুণ শরে তাহাদের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র শরে নিপীড়িত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কর্ণের শরে অশ্ব রথ সমভিব্যাহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অবকাশ প্রদানপূর্ব্বক অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণের করিসৈন্য মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক চেদীদেশীয় ত্রিংশত রথীরে বিনাশ করিয়া নিশিত শরনিকরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং শিখণ্ডী ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবগণও দুর্নিবার কর্ণকে পরম যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি ও বীরগণের সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ নির্ভীকচিত্তে পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবসৈন্য ভেদপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিলেন এবং শত্রু নিক্ষিপ্ত বিবিধ শরনিকর ছেদনপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মস্তক, বাহু ও ঊরুদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রের ভীষণ শরাঘাতে অরাতি পক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং কতগুলি বিকলাঙ্গ হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। ঐ সময়ে দ্রাবিড় ও নিষাদদেশীয় পদাতিগণ সাত্যকি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও তাহাদিগকে ছিন্ন বাহু, ছিন্ন উষ্ণীষ ও বিগতাসু করিয়া ছিন্নমূল শালবনের

ন্যায় যুগপৎ ভূতলে নিপাতিত করিলেন। বীরগণ এইরূপে অকুতোভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করাতে তাহাদের যশোঘোষণায় দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় কর্ণকে রণস্থলে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া মন্ত্র ও ঔষধ যেমন ব্যাধিরে অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহারে অবরোধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও মন্ত্রৌষধ-প্রমাথী উল্বণ ব্যাধির ন্যায় তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির হিতার্থী পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবেত্তাও যেমন মৃত্যুরে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষারুণিতলোচনে অদূরস্থিত অরাতিনিপাতন সূতপুত্রকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সতত বলবান্ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং দুর্য্যোধনের মতানুসারে নিয়ত আমাদিগকেও পীড়ন করিতেছ। এক্ষণে তোমার যতদূর বলবীর্য্য ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকে, পৌরুষ অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা প্রকাশ কর। আমি আজি তোমার রণবাসনা নিঃশেষিত করিব। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্রকে এই কথা বলিয়া সুবর্ণপুঙ্খ লৌহময় দশ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন কর্ণ হাস্য করত দশ বৎসদন্ত শরে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক হুত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার কলেবর কল্পান্তকালীন, বিশ্বদহনপ্রবৃত্ত, জ্বালাসমাকীর্ণ সম্বর্ত্তাগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই প্রদীপ্তায়ুধধারী সৈন্যগণ মাল্যাম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইল।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় অতি সত্বরে সুবর্ণভূষিত মহাকোদণ্ড বিস্ফারিত করিয়া তাহাতে পর্ব্বতবিদারণক্ষম সুশাণিত যমদণ্ড সদৃশ শর সংযোগ ও আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক, কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রনিস্বন শর মহারথ সূতপুত্রের বামপার্শ্বে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি সাতিশয় কাতর ও বিকলাঙ্গ হইয়া স্যন্দনোপরি শরাসন

পরিত্যাগপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর কর্ণকে তদবস্থ ও তাঁহার মুখবর্ণ বিবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দর্শন করিয়া সিংহ-নাদ পরিত্যাগ ও কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন ভীষণ পরাক্রম কর্ণ অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞালাভ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিধনার্থ কৃতসংকল্প হইলেন এবং কনকময় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের উপর নিশিত শর পরিত্যাগ করিত লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক পাঞ্চাল বংশীয় চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার শশধর পার্শ্ববর্ত্তী পুনর্ব্বসুর ন্যায় ধর্ম্মরাজের উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান ছিলেন। মহাবীর সূতপুত্র দুই ক্ষুর দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিলেন। তখন রাজ যুধিষ্ঠির নিশিত শরনিকরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া সুষেণের উপর তিন, সত্যসেনের উপর তিন, শল্যের উপর নবতি এবং সূতপুত্রের উপর পুনরায় ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার রক্ষকগণকে তিন তিন বক্রবাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে কার্ম্মুক বিকম্পিত করত এক ভল্লে ধর্ম্মরাজের দেহ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহারে ষষ্ঠি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অমর্ষিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরের পরিরক্ষণার্থ সূতপুত্রের উপর শর পরিত্যাগ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীতনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, শিশুপাল পুত্র এবং কারূষ, মৎস্য, কেকয়, কাশি ও কোশল দেশোদ্ভব বীরগণ সত্বরে বসুষেণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাঞ্চাল বংশোদ্ভব জনমেজয় শরনিকর নিপাতে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অসংখ্য রথী, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বরাহকর্ণ নারাচ, নিশিত নালীক, বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুরপ্র ও চটকামুখ প্রভৃতি নানাপ্রকার শর নিক্ষেপ করত সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের আবির্ভাব করিয়া শরবর্ষণে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত

করিলেন এবং শররূপ অগ্নিশিখা দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যরূপ বন দগ্ধ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি মহাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া ধর্ম্মরাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিমেষমধ্যে নতপর্ব্ব নবতি বাণ সন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার কনকমণ্ডিত কবচ ভেদ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই সুবর্ণচিত্রিত কবচ কর্ণশরে ছিন্ন হইয়া সূর্য্যকিরণ সংশ্লিষ্ট চপলা বিরাজিত বাতাহত জলধরের ন্যায়, নিশাকালীন বিগতাভ্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করত ভূতলে নিপতিত হইল। ধর্ম্মতনয় এইরূপে বর্ম্মবিহীন ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ক্রোধভরে সূতপুত্রের প্রতি এক লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সাত শরে আকাশপথেই সেই প্রজ্বলিত শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বলপূর্ব্বক সূতপুত্রের বক্ষস্থলে চারি তোমর নিক্ষেপ করিয়া পরমাহ্লাদে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সূতনন্দন সেই তোমরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধির ক্ষরণ ও রোষাবিষ্ট সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত এক ভল্লে ধর্ম্মতনয়ের ধ্বজ ছেদন ও তিন ভল্লে তাঁহার দেহ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহার তূণীর দ্বয় ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন অসিতপুচ্ছ শ্বেতাশ্বসংযুক্ত অন্য রথে আরোহণ করিয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কোন ক্রমেই কর্ণের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর রাধেয় বেগে গমনপূর্ব্বক বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, ধ্বজ, কূর্ম্ম ও শঙ্খ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত পাণ্ডুরবর্ণ কর দ্বারা পাণ্ডুনন্দনের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করত স্বয়ং পবিত্র হইয়া তাঁহারে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে মানস করিলেন। তৎকালে কুন্তীর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে যুধিষ্ঠির গ্রহণে সমুদ্যত দেখিয়া নিষেধ করত কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি এই প্রধানতম নরপতিরে গ্রহণ করিও না। উঁহারে গ্রহণ করিলেই উনি তোমারে বিনাশ করিয়া আমারে ভস্মসাৎ করিবেন। তখন সূতপুত্র হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করত কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিরূপে প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন

করিতেছ। আমার বোধ হয়, তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম অবগত নহ। তুমি নিয়ত বেদ পাঠ ও যজ্ঞ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে সংগ্রামেচ্ছা পরিত্যাগ কর, আর বীর পুরুষদিগের নিকটে গমন করিও না এবং তাহাদিগকে অপ্রিয় কথাও বলিও না। মহাবীর কর্ণ ধর্ম্মরাজকে এই রূপ কহিয়া তাঁহারে পরিত্যাগপূর্ব্বক বজ্র-হস্ত পুরন্দরের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নরনাথ যুধিষ্ঠিরও লজ্জিতভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন। চেদি, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং মহারথ সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণ যুধিষ্ঠিরকে অপসৃত দেখিয়া সকলেই তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৌরবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যমধ্যে ভীষণ কার্ম্মুক নিস্বন, সিংহনাদ এবং ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণের বিক্রম অবলোকন করিতে লাগি-লেন। অনন্তর তিনি কৌরবগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে স্বপক্ষীয় যোধগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, সত্বরে বিপক্ষদিগকে বিনাশ কর। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে আপনার পুত্রগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য যোদ্ধা, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও অস্ত্র সমুহের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ গাত্রোত্থান কর, প্রহার কর, অভিমুখীন হও, এইরূপ বলিতে বলিতে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। আকাশমণ্ডল জলদ-জালের ন্যায় শরজালে আচ্ছাদিত হইল। শরসমাচ্ছন্ন নরবীরগণ পরস্পর প্রহার করত বিকলাঙ্গ এবং পতাকা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও আয়ুধ বিহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। আরোহী সমবেত মাতঙ্গগণ প্রভূত বনশালী বজ্রভিন্ন শৈল শিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বর্ম্মধারী দিব্য ভূষণভূষিত পদাতিগণ প্রতিপক্ষ বীরগণের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ঐ সময় সমররসপরায়ণ বীরগণের বিশাল

লোহিত নেত্রযুক্ত, পূর্ণেন্দু সদৃশ মুখপদ্মে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অপ্সরোগণ অভিমুখাগত সমরনিহত অসংখ্য বীরগণকে গীত বাদ্যাদিযুক্ত বিমানে আরোপিত করিয়া গমন করাতে ভূমণ্ডলের ন্যায় নভোমণ্ডলেও তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বীরগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়া স্বর্গবাস বাসনায় সত্বরে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। রথিগণ রথিদিগের, পদাতিগণ পদাতিদিগের, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের এবং অশ্বগণ অশ্বদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপ সেই অসংখ্য গজবাজী ও মনুষ্যের ক্ষয়জনক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সেনাগণের পদাঘাতসমুত্থিত ধূলিপটলে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন বীরগণ কি স্বপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় যাহারে সম্মুখে দেখিলেন, তাহারেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ কেশাকেশি, দন্তাদান্তি, মুষ্টামুষ্টি, নখানখী ও বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদিগের দেহবিনির্গত শোণিতে সমরাঙ্গনে ভীরুজনভীষণ ঘোরতর নদী সমুৎপন্ন হইল। উহার স্রোতে অসংখ্য গজ, অশ্ব, নরদেহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বীরগণ মধ্যে কেহ কেহ সেই নদী পারে, কেহ কেহ বা তাহার মধ্যে গমন করিলেন এবং কেহ কেহ সন্তরণ করত সেই শোণিত মধ্যে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন হওয়াতে বর্ম্ম, অস্ত্র ও বস্ত্রের সহিত রুধিরাক্ত হইয়া সেই শোণিতে স্নান, সেই শোণিত পান করিয়া তাহাতে অবসন্ন হইতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, আয়ুধ, আভরণ, বসন, বর্ম্ম, হত ও আহত বীরগণ এবং ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রায় সমুদায়ই লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। রুধিরের গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গমন শব্দে সৈন্যগণের মহাবিষাদ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর সকল সেই নিহতপ্রায় সৈন্যগণের প্রতি বারংবার ধাবমান হইতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের চতুরঙ্গ বল সেই ধাবমান বীরদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া চর্ম্ম, কবচ ও আয়ুধবিহীন হইয়া সিংহার্দ্দিত হস্তিযূথের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পাণ্ডবগণ

কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত দেখিয়া প্রযত্ন সহকারে চীৎকার করত তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহারা কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না। অনন্তর ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ এবং শকুনি ও কৌরবগণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণও কৌরবগণকে দুর্য্যোধনের সহিত ভীমাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ ! তুমি এক্ষণে আমারে ভীমের রথ সন্নিধানে উপনীত কর। তখন মদ্ররাজ কর্ণের বাক্যানুসারে হংসধবল অশ্বগণকে ভীমের অভিমুখে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা অবিলম্বে বৃকোদরের সমক্ষে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সমাগত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে সংহার করিবার অভিলাষে সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীরদ্বয় ! তোমরা এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর। দুরাত্মা সূতপুত্র দুর্য্যোধনের প্রীতি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত আমার সমক্ষে উঁহার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ভাগ্যে আমি দেখিয়াছিলাম, এই নিমিত্তই উনি তৎকালে সেই বিষম সঙ্কট হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আজি আমারে এককালে এই দুঃখের শেষ করিতে হইবে। অদ্য হয় আমি কর্ণকে বিনাশ করিব, না হয় সেই আমারে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরগণ ! আজি আমি ধর্ম্মরাজকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তোমরা অনলস হইয়া সতত সাবধানে ইঁহারে রক্ষা করিও। মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া সিংহনাদ শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মদ্ররাজ ভীমসেনকে সম্মুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে সূতপুত্র ! ঐ দেখ, ভীমসেন ক্রোধভরে তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। ইনি অদ্য নিঃসন্দেহ তোমার উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিবেন। এক্ষণে ইঁহার রূপ যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে। মহাবীর অভিমন্যু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও ইঁহার ঈদৃশ রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ মহাবীর রোষাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিবারণ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ ! মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তথায় আগমন করিলেন। মহাবল পরা-

ক্রান্ত সূতপুত্র সমরলোলুপ ভীমকে সমাগত দেখিয়া হাস্যমুখে শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি আমার সমক্ষে ভীমসেনের উদ্দেশে যে সমস্ত কথা কহিলে, সমুদায়ই সত্য। ভীম মহাবল পরাক্রান্ত, ক্রোধনস্বভাব ও দেহ রক্ষায় একান্ত নিরপেক্ষ। ঐ মহাবীর বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীর হিতাভিলাষ পরবশ হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে কীচককে স্বগণ সমভিব্যাহারে সংহার করিয়াছিল। অদ্য সে উদ্যত দণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছে। হে শল্য! হয় অর্জ্জুন আমারে সংহার করিবে, না হয় আমিই তাহারে বিনাশ করিব। ইহা আমার চির প্রার্থনীয়। অদ্য কি ভীমের সহিত সমাগম লাভে আমার সেই মনোরথ সফল হইবে। ভীম নিহত বা বিরথ হইলে যদি ধনঞ্জয় আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করে, তাহা হইলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শীঘ্র অবধারণ কর।

মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন,—হে কর্ণ! তুমি এক্ষণে ভীমপরাক্রম ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অগ্রে ভীমকে পরাজয় করিলে পশ্চাৎ অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইবে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, তুমি চিরকাল যেরূপ অভিলাষ করিতেছ, অদ্য তাহা পূর্ণ হইবে। তখন সূতপুত্র পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! অদ্য হয় আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব, না হয় অর্জ্জুন আমারে বিনাশ করিবে। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে মনঃসমাধানপূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি অশ্ব সঞ্চালন কর।

হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যে স্থানে ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, তথায় অবিলম্বে রথ সমানীত করিলেন। এইরূপে ভীমসেন ও কর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে সংগ্রামস্থলে তূর্য্যনিনাদ ও ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া সুনিশিত নারাচনিকরে নিতান্ত দুরাসদ কৌরব সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের সংগ্রাম নিতান্ত ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সূতপুত্রের সম্মুখীন হইলেন। সূতপুত্রও তাঁহারে সমাগত নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধভরে নারাচ দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থল আহত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ

করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত সায়কে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সুনিশিত নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সূতপুত্র শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সর্ব্বাবরণভেদী সুতীক্ষ্ণ নারাচে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদরও সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক নিশিত শরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া রোদসী বিকম্পিত করত ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল কর্ণ অরণ্য মধ্যে মদোৎকট গর্ব্বিত কুঞ্জরকে যেমন উল্কা দ্বারা আহত করে, তদ্রূপ পঞ্চবিংশতি নারাচে ভীমসেনকে সমাবৃত করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের নারাচে ভিন্ন কলেবর হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সূতপুত্রের সংহার বাসনায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি এক পর্ব্বত-বিদারণক্ষম ভারসাধন সায়ক সন্ধানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। তখন বজ্রবেগ যেমন পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অশনি নিস্বন ভীষণ বাণ সূতপুত্রকে বিদীর্ণ করিল। মহারথ সূতপুত্র সেই ভীমনিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ হইলেন। মদ্রাধিপতি শল্য তাঁহারে সংজ্ঞাহীন নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুরগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! ভীমসেন মহাবাহু কর্ণকে রথোপরি পাতিত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। দুর্য্যোধন বারংবার আমারে কহিয়াছিল যে, কর্ণ একাকী সংগ্রামে সমুদায় সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে। এক্ষণে সে বৃকোদর কর্ত্তৃক রাধেয়কে পরাজিত অবলোকন করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন সূতনন্দনকে সমরবিমুখ দেখিয়া সহোদরদিগকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া অগাধ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন রাধেয়কে রক্ষা কর। আপনার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া পতঙ্গগণ যেমন পাবকের অভিমুখে আগ-

মন করে, তদ্রূপ বৃকোদরের বিনাশ বাসনায় সরোষ নয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পাশ তূণীর কবচধারী শ্রুতবান্, দুর্দ্ধর, ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম, নন্দ, উপনন্দক, দুষ্প্রধর্ষ, সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, ধনুগ্রাহ, দুর্ম্মদ, জলসন্ধ, শল ও সহ, ইঁহারা সংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করত তাঁহার উপর বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইয়া সত্বরে তাঁহাদের পঞ্চায় পঞ্চদশ রথী ও পঞ্চাশৎ রথ বিনষ্ট করিয়া ভল্ল দ্বারা বিবিৎসুর কুণ্ডলমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ সম্বলিত পূর্ণচন্দ্র সন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার অন্যান্য পুত্রগণ মহাবীর বিবিৎসুরে নিহত দেখিয়া ভীম পরাক্রম ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন অরাতিনিপাতন বৃকোদর অন্য দুই ভল্ল দ্বারা বিকট ও সম নামক আপনার আর দুই পুত্রের প্রাণ সংহার করিলেন। সেই দেবপুত্র সদৃশ বীরদ্বয় বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সত্বরে সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ক্রাথকে নিহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্রগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর পুনরায় নন্দ ও উপনন্দকে নিপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার তনয়গণ রথস্থ ভীমসেনকে কালান্তক যমের ন্যায় জ্ঞান করিয়া নিতান্ত ভীত ও বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ আপনার পুত্রগণকে নিহত নিরীক্ষণপূর্ব্বক নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন। মদ্ররাজ কর্ণের আদেশানুসারে হংসবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা মহাবেগে ধাবমান হইয়া অবিলম্বে ভীমসেনের রথ সমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেনের অতি ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! আমি তৎকালে মহারথ কর্ণ ও ভীমসেনকে সংগ্রামে সমবেত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, অদ্য এই বীরদ্বয়ের কিরূপ সংগ্রাম

হইবে। অনন্তর সমরনিপুণ ভীমসেন আপনার পুত্রগণের সমক্ষে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্রজ্ঞ কর্ণও কোপাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব নয় ভল্ল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীম পরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্রের শরে তাড়িত হইয়া আকর্ণপূর্ণ সাত বাণে তাঁহারে সমাহত করিলেন। কর্ণও ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত শরবর্ষণে তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল বৃকোদর কৌরবগণের সমক্ষে মহারথ রাধেয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণ ভীমের শরাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসন দৃঢ়রূপে গ্রহণ ও বৃকোদরের প্রতি শিলানিশিত দশ বাণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক নিশিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহা-বাহু ভীমসেন কর্ণের নিধন বাসনায় এক হেমপট্ট বিভূষিত দ্বিতীয় যমদণ্ড সদৃশ ঘোরতর পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সূতনন্দনও তৎক্ষণাৎ অসংখ্য আশীবিষোপম শরনিকরে সেই অশনির ন্যায় শব্দায়মান সমাগত পরিঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দৃঢ়তর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুনিসূদন কর্ণকে বিশিখজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর পরস্পর বধৈষী সিংহদ্বয়ের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। মহা-ধনুর্দ্ধর বলবান্ বৃকোদর কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া এক দেহবিদারণ বিষম বিশিখ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে উহা সূতপুত্রের বর্ম্ম ছেদন ও শরীর ভেদ করিয়া বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণ ভীমের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিকম্প-কালীন অচলের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি একান্ত রোষপরতন্ত্র হইয়া ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি নারাচে বিদ্ধ ও অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন ও ভল্লদ্বারা সারথিরে শমন-ভবনে প্রেরণ করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অবলীলাক্রমে তাঁহার শরাসন ছিন্ন ও রথ ভগ্ন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বৃকোদর গদা

গ্রহণপূর্ব্বক সেই ভগ্ন স্যন্দন হইতে মহাবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বায়ু যেমন শরৎকালীন মেঘ সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ গদা প্রহারে কৌরব সেনাগণকে বিদ্রাবিত করিলেন এবং ঈষাদন্ত সপ্তশত মাতঙ্গগণকে সহসা বিদ্রাবিত করিয়া তাহাদের দন্ত বেষ্টন, নেত্র, কুম্ভ, গণ্ড ও মর্ম্মে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহারা ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে ভীত হইয়া প্রথমত ইতস্তত ধাবমান হইল; কিন্তু মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক মেঘমণ্ডল যেমন দিবাকরকে পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ তাঁহারে বেষ্টন করিল। তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা অচল সংচূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদাঘাতে সেই সপ্ত শত মাতঙ্গ নিহত করিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার শকুনির মহাবল পরাক্রান্ত দ্বিপঞ্চাশৎ হস্তী বিপোথিত করিয়া কৌরবপক্ষীয় একশত রথ ও শত শত পদাতিরে সংহারপূর্ব্বক সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ এইরূপে মহাত্মা ভীমসেনের প্রভাবে ও সূর্য্যের প্রতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত ও অনলার্পিত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া ভীমভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন অন্যান্য চর্ম্মবর্ম্মধারী পঞ্চ শত রথী শরনিকর নিক্ষেপ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদরও অসুর বিনাশন বিষ্ণুর ন্যায় গদাঘাতে সেই ধ্বজপতাকায়ুধ সঙ্কুলিত বীরগণকে বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ত্রিসহস্র অশ্বারোহী শকুনির আদেশানুসারে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস গ্রহণপূর্ব্বক বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অরাতিনিপাতন ভীমসেনও মহাবেগে তাহাদের অভিমুখীন হইয়া বিবিধ মার্গে বিচরণপূর্ব্বক গদা প্রহারে তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিলেন। তখন প্রস্তরনিপীড়িত গজযূথের ন্যায় তাহাদিগের সুমহান্ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কোপাবিষ্ট পাণ্ডব এইরূপে সুবলপুত্রের ত্রিসহস্র অশ্বারোহী বিনষ্ট করিয়া অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাবেগে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ অরাতিঘাতন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। মহারথ যুধিষ্ঠির কর্ণের রথ নিরীক্ষণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রও শরনিকরে ধর্ম্ম-

রাজের প্রতি অবক্র শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক রোদসী সমাবৃত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পবননন্দন ভীমসেন কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের অনুধাবন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে সূতপুত্রকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। শক্রকর্ষণ কর্ণও তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শাণিত শরজালে ভীমসেনকে সমাবৃত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ভীমের পার্ষ্ণি গ্রহণ নিমিত্ত তাঁহার রথসমীপস্থ কর্ণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কর্ণ শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ক্রৌঞ্চপৃষ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ ভীষণ শরনিকর সমন্তাৎ বিকীর্ণ হওয়াতে সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর আকাশমণ্ডলের মধ্যগত হইলেও তাঁহার প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ শকুনি, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপকে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত দেখিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবৃষ্টি সমুদ্ধূত সাগরের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পরকে দর্শন ও গ্রহণপূর্ব্বক আহ্লাদিতচিত্তে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই মধ্যাহ্ন সময়ে উভয় পক্ষে যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ কখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণগোচর হয় নাই। বেগবান্ জলরাশি যেমন সাগরের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ কৌরব সেনাগণ পাণ্ডবসৈন্যের সহিত মিলিত হইল। এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় সেনানদীদ্বয় একত্র সমবেত হইলে তাহাদের পরস্পর নিক্ষিপ্ত শরজালের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

অনন্তর যশোলোলুপ কৌরব ও পাণ্ডবগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক অবিশ্রান্তে বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। যে ব্যক্তির পিতৃগত, মাতৃগত, কর্ম্মগত বা স্বভাবগত যে কিছু দোষ ছিল, প্রতিপক্ষেরা তাহারে তৎসমুদায় শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আমি ঐ সময়ে সমরাঙ্গনে বীরগণকে পরস্পর তর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে হতজীবিত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগি-

লাম এবং সেই অমিততেজা ক্রোধান্বিত বীরগণের শরীর সন্দর্শনপূর্ব্বক ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, আজি কি কাণ্ড উপস্থিত হইবে। অনন্তর মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবগণ নিশিত শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সেই পরস্পর জয়াভিলাষী কৃতবৈর ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও নরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পরস্পর বিক্ষিপ্ত গদা, পরিঘ, কুণপ, প্রাস, ভিন্দিপাল ও ভুশুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্র সকল পতঙ্গকুলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, অশ্বগণ অশ্বদিগকে, রথিগণ রথীদিগকে, পদাতিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিদিগকে, রথিগণ হস্তী ও অশ্বগণকে এবং দ্রুতগামী কুঞ্জরগণ হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়কে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ চীৎকার করত পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে সংগ্রামস্থল পশুবিনাশ স্থলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ রুধিরাক্ত হইলে বসুন্ধরা কুসুম্ভরাগ রঞ্জিত বসনধারিণী যুবতী কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন উহা সুবর্ণময় বা বর্ষাকালীন ইন্দ্রগোপ সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীরগণের মস্তক, বাহু, ঊরু, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি ভূষণ, চর্ম্ম এবং দেহ সমুদায় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ পরস্পর দন্তাঘাতে বিদীর্ণ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারাস্রাবী গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ তোমর সমুদায়ের উপর শুণ্ড নিক্ষেপ এবং কোন কোনটা তোমর সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী নারাচাস্ত্রে ছিন্নবর্ম্ম হইয়া হিমাগমে মেঘনির্ম্মুক্ত মহীধরের ন্যায় এবং সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে চিত্রিত হইয়া উল্কাপ্রদীপ্ত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া পক্ষযুক্ত অচলের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, কোন কোনটা শল্যদ্বারা নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ধাবমান এবং কোন কোনটা দন্ত ও কুম্ভ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া নিপতিত হইল। অন্যান্য মাতঙ্গগণ সিংহের ন্যায় ভীষণ শব্দ ও ভ্রমণ করিতে লাগিল।

সুবর্ণভূষণ বিভূষিত অশ্বগণও শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অবসন্ন, ম্লান ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। কতগুলি অশ্ব শর ও তোমরের আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইয়া নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতে লাগিল। মানবগণ ভূতলে নিপতিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, পিতামহ ও বন্ধুগণকে এবং কেহ কেহ ধাবমান অরাতিগণকে অবলোকন করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিখ্যাত নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সুবর্ণ ভূষণালঙ্কৃত ছিন্ন বাহু সমুদায় কখন উদ্ভ্রান্ত, কখন বিচেষ্টিত, কখন পতিত, কখন উত্থিত ও কখন কম্পিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পঞ্চমুখ পন্নগের ন্যায় বেগে বিলুণ্ঠিত হইল। সেই চন্দনদিগ্ধ ভুজঙ্গাকার ভুজ সমুদায় রুধিরাক্ত হওয়াতে সুবর্ণ-ধ্বজের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে চারিদিকে সেই ঘোরতর সঙ্কুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ পরস্পর পরিজ্ঞাত না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমুত্থিত ধূলিপটল ও শরনিকরে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইলে কাহারও আর আত্ম-পর বিবেচনা রহিল না। সেই ঘোরতর ভীষণ সংগ্রাম সময়ে বারংবার সুদীর্ঘ শোণিতনদী সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মস্তক সকল উহাদের পাষাণ, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল, অস্থি মীন, শর শরাসন ও গদা সকল ভেলা এবং মাংস উহার পঙ্কস্বরূপ হইল। অনেকেই সেই ভীরুজন বিত্রাসক ও শূরজন হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় ক্রব্যাদগণ চতুর্দ্দিকে ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থল যমালয়ের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। ভূতগণ মাংস, শোণিত ও বসা পানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কাক, গৃধ্র ও বক সমুদায় মেদ, মজ্জা, বসা ও মাংস ভক্ষণে মত্ত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। শূরগণ সেই ভীষণ সময়েও যোদ্ধার সমুচিত ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দুষ্পরিহার্য্য ভয় পরি-ত্যাগ করিয়া সেই শরশক্তি সমাকুল ক্রব্যাদগণ সঙ্কীর্ণ সমরাঙ্গনে স্বীয় স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য যোধ চতুর্দ্দিক্ হইতে পরস্পরকে পিতৃনাম, গোত্র নাম ও স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়া শক্তি, তোমর ও পট্টীশ দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ!

এইরূপে সেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কৌরব. সেনা সকল সমুদ্রস্থ ভগ্ন তরীর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! সেই ক্ষত্রিয়গণক্ষয়কারক ভীষণ যুদ্ধ সময়ে যে স্থানে মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তক, কোশল ও নারায়ণী সেনা সমুদায়কে বিনাশ করিতেছিলেন, সেই স্থানে গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইল। সংশপ্তকগণ রোষাবিষ্ট ও জয়াভিলাষী হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় অনায়াসে সেই শরধারা নিবারণপূর্ব্বক মহারথগণকে নিপাতিত করত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন এবং শিলানিশিত কঙ্কপত্র ভূষিত শরনিকরে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করত উত্তম আয়ুধধারী মহাবীর সুশর্ম্মারে আক্রমণ করিলেন। তখন মহারথ সুশর্ম্মা ও সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া জনার্দ্দনের দক্ষিণ ভুজে তিন বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত বানরবর সুশর্ম্মার শরে আহত হইয়া সৈন্যগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক মহা গর্জ্জন করিতে লাগিল। আপনার সৈন্যগণ সেই বানরের ভীষণ রব শ্রবণে ভয়বিহ্বলিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বিবিধ পুষ্প সমাকীর্ণ চৈত্ররথ বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর যোধগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া জলদাবলি যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহারথ ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত শর বর্ষণ করত তাঁহার সেই বিপুল রথ পরিবেষ্টন করিল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক শাণিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহারে আক্রমণপূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা রোষাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ধনঞ্জয়ের অশ্ব, রথচক্র, রথেষা ও রথ আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ঐ সময় অনেকে কেশবের ভুজদ্বয় এবং কেহ কেহ মহা আহ্লাদে রথস্থিত অর্জ্জুনকে ধারণ করিল। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ মহাবেগে বাহু বিকম্পিত করিয়া দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপকদিগকে অধঃপাতিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সেই মহারথগণ

কর্ত্তৃক আপনারে পরিবৃত, রথ নিগৃহীত ও কেশবকে উপদ্রুত অবলোকন করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার রথে সমারূঢ় বহুসংখ্য পদাতিরে অধঃপাতিত ও সমীপবর্ত্তী যোধগণকে আসন্ন যুদ্ধোপযোগী শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করত কৃষ্ণকে কহিলেন, হে যদুপুঙ্গব! ঐ দেখ, দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত অসংখ্য সংশপ্তক বিনষ্ট হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে আমা ভিন্ন এরূপ ঘোরতর রথবন্ধ সহ্য করা আর কাহারই সাধ্য নহে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কেশবও রোদসী পরিপূরিত করিয়া পাঞ্চজন্য নিস্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বারংবার নাগাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক সংশপ্তকগণের গতিরোধ করিলেন। তাহারাও অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন পূর্ব্বে তারকাসুর বিনাশ সময়ে পুরন্দর যেমন দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই নিশ্চেষ্ট যোধগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন ও সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয়ের নাগাস্ত্র প্রভাবে নিশ্চেষ্ট হওয়াতে কিছুই করিতে পারিল না। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অনায়াসে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ফলত তিনি ঐ সময় যাহাদিগের উদ্দেশে নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই সর্প সমুদায়ে পরিবেষ্টিত হইল।

অনন্তর মহারথ সুশর্ম্মা সেই সৈন্য সমুদায়কে নিগৃহীত নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গরুড়াস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। তাঁহার অস্ত্র প্রভাবে অসংখ্য সুপর্ণ সমুৎপন্ন হইয়া ভুজঙ্গগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হতাবশিষ্ট সর্প সমুদায় গরুড় দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সৈন্যগণ মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় সেই নাগাস্ত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথোপরি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই মহাস্ত্র বৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া যোধগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমত এক আনতপর্ব্ব শরে অর্জ্জুনের

বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহারে তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই আঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ অর্জ্জুন নিহত হইয়াছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও ভেরী প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদিত্রের নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া সত্বরে ঐন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে সহস্র সহস্র শর সমুৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও অন্যান্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সংশপ্তক ও গোপালগণ নিতান্ত ভীত হইয়া কেহই ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন শূরগণ সমক্ষেই সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরগণ অস্পন্দ হইয়া তাহাদিগের মৃত্যু অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর পাণ্ডুতনয় সেই যুদ্ধে অযুত রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য ও তিন সহস্র কুঞ্জরকে নিহত করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণ হয় প্রাণত্যাগ না হয় শাশ্বত জয়লাভ করিব এই স্থির করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনের সহিত তাহাদের পুনরায় মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, উলূক, সৌবল ও ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন সমুদ্রমধ্যস্থ ভগ্ন নৌকার ন্যায় স্বপক্ষীয় সেনাগণকে পাণ্ডবের ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ভীরুজনের ভয়জনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কৃপনির্ম্মুক্ত শরনিকর শলভ সমূহের ন্যায় সৃঞ্জয়গণকে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন শিখণ্ডী রোষাবিষ্ট চিত্তে সত্বরে কৃপের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাস্ত্রবিদ্ কৃপাচার্য্যও সেই শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া সরোষ নয়নে শিখণ্ডীরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শিখণ্ডী রোষপরতন্ত্র হইয়া অজিহ্মগামী সাত বাণে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ

করিলেন। মহারথ কৃপ শিখণ্ডীর শরে বিদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ শিখণ্ডী সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া সত্বরে কৃপাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃপাচার্য্যও নতপর্ব্ব শরনিকরে সহসা সমাগত শিখণ্ডীরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তত্রত্য জনগণকে চমৎকৃত করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে আমরা শিখণ্ডীরে নিশ্চেষ্ট হইয়া সমরে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উহা শিলাপ্লবনের ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীরে কৃপের শরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অবিলম্বে গোতমনন্দনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপের রথাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া সত্বরে তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও পুত্র ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ত্বরান্বিত মহারথ নকুল ও সহদেবকে শরবর্ষণ দ্বারা নিবারণ করত আক্রমণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমসেন এবং করূষ, কৈকয় ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীরে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাহার প্রতি সত্বরে শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী বারংবার তলবারণ বিঘূর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অনতিবিলম্বে শরনিকর দ্বারা দ্রুপদপুত্রের শতচন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাবীর শিখণ্ডী এইরূপে চর্ম্ম বিহীন হইয়া করে তরবারি ধারণপূর্ব্বক মৃত্যুর বশীভূত আতুরের ন্যায় কৃপের বশীভূত হইলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত চিত্রকেতুসুত সুকেতু শিখণ্ডীরে কৃপের শরে পরিবৃত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া সত্বরে বিবিধ শরনিকরে কৃপাচার্য্যকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার রথাভিমুখে আগমন করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী দ্বিজবর কৃপাচার্য্যকে সুকেতুর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর সুকেতু প্রথমত নয়, তৎপরে সপ্ততি ও পুনরায় তিন বাণে কৃপকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদনপূর্ব্বক এক বাণে সারথির মর্ম্ম ভেদ

করিলেন। কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিংশৎ শরে সুকেতুর সমুদায় বর্ম্ম আহত করিলেন। মহাবীর সুকেতু কৃপাচার্য্যের শরাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া ভূমিকম্পকালীন পাদপের ন্যায় রথোপরি কম্পিত হইতে লাগিলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য সেই অবসরে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার উজ্জ্বল কুণ্ডল, উষ্ণীষ ও শিরস্ত্রাণ সম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া শ্যেনাহৃত আমিষের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে সুকেতুর কলেবরও রথ হইতে ধরাতলে নিপাতিত হইল। এইরূপে মহাবীর সুকেতু নিহত হইলে তাঁহার সৈন্যগণ কৃপকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

এ দিকে মহারথ কৃতবর্ম্মা সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আমিষের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ শ্যেন পক্ষীদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হয়, বৃষ্ণিপ্রবর কৃতবর্ম্মা ও পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া হার্দ্দিক্যকে নিপীড়িত করত নয় বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত করিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মাও দ্রুপদতনয়ের শরে নিপীড়িত হইয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহারে রথ ও অশ্বের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন রথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার শরে পরিবৃত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদজালে সমাবৃত সূর্য্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে কনকভূষণ বিশিখজালে সেই বাণ সকল দূরীকৃত করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সমরনিপুণ হার্দ্দিক্যও বহু সহস্র শরে সেই সহসা সমাগত দুরাসদ শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন। তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরজাল নিবারিত দেখিয়া কৃতবর্ম্মারে নিবারণপূর্ব্বক ভল্লদ্বারা তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত অরাতিরে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণও সিংহনাদ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শরনিকর বর্ষণ ও

বিবিধ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজকে দিব্য মন্ত্রপূত অস্ত্রজালে পরিবৃত করত নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আর কোন বস্তুই অনুভূত হইল না। সেই অতি বিস্তীর্ণ রণস্থল কেবল শরময় হইল। স্বর্ণজাল জড়িত শরনিকর গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরনিকরে পরিবৃত হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল। তখন অন্তরীক্ষচারী কোন প্রাণী আর উড্ডীন হইতে সমর্থ হইল না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। ঐ সময় সমরলালস শিনিপ্রবীর সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সৈনিকগণ দ্রোণপুত্রের হস্তলাঘব সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কোনক্রমেই পরাক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারথ ভূপালগণও সেই প্রখর দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্রোণাত্মজকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীর তনয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে স্বীয় সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সপ্তবিংশতি শরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সুবর্ণখচিত সাত নারাচে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ ত্রিসপ্ততি, প্রতিবিন্ধ্য সাত, শ্রুতকর্ম্মা তিন, শ্রুতকীর্ত্তি সাত, সুতসোম নয়, শতানীক সাত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে চতুর্দ্দিক্ হইতে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র তাঁহাদের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি, শ্রুতকীর্ত্তিরে নয়, সুতসোমকে পাঁচ, শ্রুতবর্ম্মারে আট, প্রতিবিন্ধ্যকে তিন, শতানীককে নয়, ধর্ম্মপুত্রকে পাঁচ ও অন্যান্য বীরগণকে দুই দুই শরে নিপীড়নপূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে শ্রুতকীর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শ্রুতকীর্ত্তি অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক অশ্বত্থামারে প্রথমতঃ তিন শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় শরবর্ষণপূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে ধর্ম্মরাজের কার্ম্মুক ছেদনপূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সপ্ততি শরে অশ্বত্থামার বাহু-

যুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক ছেদনপূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ সত্বরে শক্তি দ্বারা সাত্যকির সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অনতিবিলম্বেই অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে যুযুধানকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকির অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন যুধিষ্ঠির প্রমুখ বীরগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাত্মজের উপর মহাবেগে অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামাও সেই মহাবেগে সমাগত শর সমুদায় হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎপরে হুতাশন যেমন তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তিনি শরানলে পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ঊর্ম্মি যেমন নদীমুখ ক্ষুভিত করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডবসৈন্যগণকে আলোড়িত করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য সকলেই দ্রোণপুত্রের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বলিয়া অবধারণ করিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দ্রোণাত্মজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র! আজি তুমি যখন আমারে সংহার করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তখন বোধ হইতেছে, তোমার অন্তঃকরণে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার লেশ মাত্র নাই। দেখ, তপোনুষ্ঠান, দান ও অধ্যয়নই ব্রাহ্মণের কার্য্য, আর ধনুর্দ্ধারণ করা ক্ষত্রিয়েরই কর্ত্তব্য; অতএব তুমি যখন ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করিতেছ, তখন তুমি নাম মাত্র ব্রাহ্মণ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হে ব্রাহ্মণাধম! অদ্য আমি তোমার সমক্ষেই কৌরবদিগকে পরাজয় করিব, তুমি এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে হাস্যমুখে প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবনপূর্ব্বক কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া প্রজাসংহারে প্রবৃত্ত অন্তকের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহারে অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ দ্রোণপুত্র নির্ম্মুক্ত শরজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া সেই বহুল বল পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বরে তথা হইতে কৌরব সৈন্য সংহারার্থ প্রস্থান করিলেন। দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামাও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ চেদি ও কৈকেয় পরিবৃত ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বয়ং অবরোধ করিয়া শরনিকরে নিবারণ করিলেন। তৎপরে তিনি মহাবীর ভীমেরই সমক্ষে চেদি, কারূষ ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তৃণদহন প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় রোষে প্রজ্বলিত হইয়া কৌরব সৈন্যাভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ সেই অনলসঙ্কাশ তিন মহারথ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয় বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে তাঁহার চারিটি অশ্বকে নিপীড়িত করিলেন এবং খরধার ক্ষুর দ্বারা সহদেবের কাঞ্চনধ্বজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সাত ও সহদেব পাঁচ শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও পাঁচ পাঁচ শরে তাঁহাদের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া দুই ভল্লে শরাসন ও শর ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দেবকুমার তুল্য মহাবীর নকুল ও সহদেব অবিলম্বে ইন্দ্রচাপ সদৃশ অন্য দুই কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক মহামেঘ যেমন পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলীকৃত ও শরনিকর অনবরত নিপতিত হইতেছে, ইহাই নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি দিবাকরের করজালের ন্যায় শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রণস্থল শরময় ও নভস্থল শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলে নকুল ও সহদেবের রূপ কালান্তক যমের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে যমরাজের সন্নিহিত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবসেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল ও সহদেবকে অতিক্রমপূর্ব্বক

দুর্য্যোধন সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া শরনিকরে তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রোধনস্বভাব দুর্য্যোধনও ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রথমত পঞ্চবিংশতি ও তৎপরে পঞ্চষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সশর শরাসন ও হস্তাবাপ ছেদনপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন রোষকষায়িত লোচন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্ববীর্য্য প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক ভার সহনক্ষম অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের সংহার বাসনায় নিশ্বসন্ত পন্নগের ন্যায় পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শিলানিশিত নারাচনিকর পরিত্যক্ত হইবামাত্র দুর্য্যোধনের স্বর্ণখচিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া মহাবেগে বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ, ছিন্ন-বর্ম্মা ও জর্জ্জরীকৃত কলেবর হইয়া বসন্ত কালে কুসুম সমূহ সুশোভিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছেদনপূর্ব্বক সত্বরে দশ সায়কে তাঁহার ললাট-দেশ বিদ্ধ করিলেন। সেই কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচনিকর দ্রুপদতনয়ের আননে সংলগ্ন হইয়া প্রফুল্ল কমলমধ্যস্থ মধুলোলুপ ভ্রমরপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সত্বরে অন্য এক ধনু ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিলেন এবং পাঁচ ভল্লে দুর্য্যোধনের অশ্ব ও সারথিরে সংহার করিয়া এক ভল্লে শরাসন ছেদনপূর্ব্বক দশ ভল্লে তাঁহার সুসজ্জিত রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ও ধ্বজ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পার্থিবগণ দুর্য্যোধনের হেমাঙ্গদ সমলঙ্কৃত বিচিত্র মণিময় নাগধ্বজ খণ্ড খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ঐ সময় কুরু-রাজের ভ্রাতৃগণ তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজা দণ্ডধার ধৃষ্টদ্যুম্ন সমক্ষে অসম্ভ্রান্ত মনে দুর্য্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

এদিকে মহাবীর কর্ণ সাত্যকিরে পরাজয় করিয়া দুর্য্যোধনের হিতার্থে দ্রোণঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকিও কুঞ্জর যেমন প্রতিপক্ষ কুঞ্জরের জঘনদেশে দশনাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের পশ্চাৎভাগে শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ!

তখন কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যস্থলে বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় কোন বীরই তৎকালে সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

অনন্তর মহারথ কর্ণ সত্বরে পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে উভয় পক্ষে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন পাঞ্চালগণ, বিহঙ্গেরা যেরূপ আবাস বৃক্ষে ধাবমান হয়, তদ্রূপ কর্ণকে পরাজয় করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্ম্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, শুক্ল, রোচমান ও সিংহসেন এই কয়েকটি পাঞ্চালদেশীয় প্রধান বীরকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ সমুদায় বীরেরা রথ সমূহ দ্বারা মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। সূতপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত সেই আট জন মহাবীরকে সুনিশিত আট শরে আহত করিয়া সমর বিশারদ অন্যান্য অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি জিষ্ণু, জিষ্ণুকর্ম্মা, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্রায়ুধ, চিত্র, হরি, সিংহকেতু, রোচমান ও শলভ এবং চেদি দেশীয় বহুসংখ্য মহারথকে বিনাশ করিলেন। ঐ বীরগণের বধসাধন সময়ে কর্ণের কলেবর রুধিরলিপ্ত হইয়া রুদ্রদেবের দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় করিনিকর কর্ণশরে তাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া রণস্থল একান্ত আকুলিত করত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি কর্ণশরে নিহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার পরিত্যাগপূর্ব্বক বজ্র বিদলিত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। নিহত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের দেহে সূতপুত্রের গমন পথ সমাকীর্ণ হইল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ তৎকালে যেরূপ কার্য্য করিলেন, আপনার পক্ষীয় ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কোন যোদ্ধাই রণস্থলে সেরূপ অদ্ভুত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই। ঐ মহাবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণকে বিনষ্ট করিলেন এবং সিংহ যেমন মৃগযূথ মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ তিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে নিশঙ্কচিত্তে সঞ্চরণ করত তাহাদিগকে দ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহারথ সিংহের মুখকুহরে প্রবিষ্ট মৃগগণের ন্যায় সূতপুত্রের সমক্ষে সমাগত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যগণ যেমন অগ্নির

উত্তাপে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ সৃঞ্জয়গণ কর্ণের রোষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে চেদি, কৈকেয় ও পাঞ্চালগণ মধ্যে অনেকেই কর্ণের শরে সমাহত হইয়া স্ব স্ব নামোল্লেখপূর্ব্বক নিহত হইল। তৎকালে মহাবীর কর্ণের পরাক্রম দর্শনে আমার বোধ হইয়াছিল যে, পাঞ্চালগণ মধ্যে কোন বীরই জীবিতাবস্থায় কর্ণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণশরে পাঞ্চালগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, জনমেজয়, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও প্রভদ্রকগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য বীর অগ্রসর হইয়া কর্ণকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র গরুড় যেমন পন্নগগণকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ একাকী সেই সমস্ত চেদী, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় তাহাদিগের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দিবাকর যেমন অন্ধকার নিরাশ করেন, তদ্রূপ মহাবীর সূতপুত্র একাকীই অনাকুলিত চিত্তে সেই একত্র সমবেত শরনিকরবর্ষী বীরদিগকে পরাভূত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে পাণ্ডবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে যমদণ্ড সদৃশ শরজাল দ্বারা চতুর্দ্দিকে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী বাহ্লীক, কৈকেয়, মৎস্য, বাসাত্য, মদ্র ও সৈন্ধবদিগের সহিত ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অলৌকিক শোভা ধারণ করিলেন। করিনিকর তাঁহার নারাচে মর্ম্মদেশে সাতিশয় তাড়িত হইয়া মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত করত আরোহীর সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। আরোহিবিহীন অশ্বসমুদায় ও পদাতিগণ ভীমশরে নির্ভিন্নকলেবর হইয়া অনবরত রুধির বমনপূর্ব্বক সমর শয্যায় শয়ন করিল। অসংখ্য রথী ভীমভয়ে নিতান্ত ভীত ও পতিতায়ুধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রণস্থল অশ্বারোহী, সারথি, পদাতি, অশ্ব, গজ ও ভীমের সায়ক সমুদায়ে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীমভয়ে ভীত, প্রভাহীন, উৎসাহ শূন্য ও দীনভাবাপন্ন হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থান করত শরৎকালীন নিশ্চেষ্ট মহাসাগরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া রুধির-ধারায় সমাচ্ছন্ন হইল। এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র পাণ্ডব সৈন্যদিগকে ও ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর অদ্ভুত সংগ্রাম সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন বহু সংখ্যক সংশপ্তককে নিহত করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! এক্ষণে এই বল সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। মহারথ সংশপ্তকগণ আমার বাণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া সিংহশব্দার্থ মৃগযূথের ন্যায় অনুগামীদিগের সহিত পলায়ন করিতেছে। এ দিকে সৃঞ্জয় সৈন্যগণ কর্ণ শরে বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধীমান্ কর্ণের হস্তিকক্ষা ধ্বজ সৈন্য মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর মহা আহ্লাদে যুধিষ্ঠিরের বলমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অন্য কোন মহারথই উঁহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমিও সূতপুত্রের বল পরাক্রম অবগত আছ। অতএব আমার মতে অন্যান্য বীরগণকে পরিত্যাগ করিয়া সূতপুত্র যে স্থানে আমাদিগের সৈন্য বিদ্রাবিত করিতেছে, সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য। অথবা তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই অনুষ্ঠান কর।

মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে পাণ্ডব। অবিলম্বে কৌরবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! তখন ধনঞ্জয়ের হংসবর্ণ সুবর্ণভূষণালঙ্কৃত অশ্বগণ কেশব কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রবেশ কালে আপনার সৈন্যগণ চারি দিকে ধাবমান হইল। ধনঞ্জয়ের সেই কম্পিত পতাকা বিরাজিত মেঘগম্ভীরগর্জ্জন বানরধ্বজ মহারথও বিমান যেমন স্বর্গে গমন করে, তদ্রূপ অনায়াসে কৌরব সৈন্যমধ্যে গমন করিল। এইরূপে সেই সমরনিপুণ রোষারুণনেত্র মহাবীর কেশব ও অর্জ্জুন তলশব্দে সংক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ক্রোধান্বিত চিত্তে সেই বিপুল সৈন্য বিদারণপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক সমাহূত, যজ্ঞস্থলে সমাগত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন রথ ও অশ্ব সমুদায়কে মর্দ্দিত করত পাশধারী অন্তকের ন্যায় বাহিনী-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সৈন্যমধ্যে ধনঞ্জয়কে বিক্রম প্রকাশ করিতে অবলোকন করিয়া পুনরায় সংশপ্তকগণকে অভিমুখীন হইতে আদেশ করিলেন। বীরগণ তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণমাত্র সহস্র

রথ, তিন শত হস্তী, চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্ব ও দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধকোবিদ পদাতি সমভিব্যাহারে একবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বীয় উগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার মূর্ত্তি সকলেরই প্রেক্ষণীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার সৌদামিনী সমপ্রভ সুবর্ণভূষিত অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুনন্দন চতুর্দ্দিকে সরলাগ্র সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল, যেন সমুদায় প্রদেশ সর্পে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার তলশব্দে সমুদ্র, পর্ব্বত, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিকম্পিত হইতেছে।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ পাণ্ডুনন্দন দশ সহস্র নরপালকে নিপাতিত করিয়া সত্বরে সংশপ্তক সৈন্যের প্রপক্ষে গমন করিলেন। সংশপ্তকদিগের প্রপক্ষ কাম্বোজগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তথায় সমুপস্থিত হইয়া পুরন্দর যেমন দানবদিগকে বিদলিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সৈন্যগণকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্ল দ্বারা আততায়ী অরাতিগণের শস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহারা অর্জ্জুন শরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিহীন ও আয়ুধশূন্য হইয়া বহু শাখা সঙ্কুল বাতাহত বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তীনন্দন দুই অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার পরিঘাকার ভুজদ্বয় ও ক্ষুরদ্বারা পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মস্তক ছেদন করিলেন। কমললোচন প্রিয়দর্শন সুদক্ষিণানুজ অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া শোণিতার্দ্রকলেবরে বজ্রবিদারিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায়, কাঞ্চনস্তম্ভের ন্যায়, ভগ্ন সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায়, বাহন হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় অতি অদ্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধে যোধগণের নানাপ্রকার অবস্থা ঘটিতে লাগিল। অর্জ্জুনের এক এক বাণে কাম্বোজ, যবন ও শকদেশ সমুদ্ভূত অনেকানেক অশ্ব নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবর হওয়াতে সমুদায়ই লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ সময় অশ্ব সারথি বিহীন রথী, আরোহী শূন্য অশ্ব, মহা-

আরোহীন হস্তী ও হস্তীবিহীন মহামাত্রগণ পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে ঘোরতর জনক্ষয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের পক্ষ ও প্রপক্ষ বিনষ্ট করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা সুবর্ণ ভূষিত কোদণ্ড বিধূমিত করত সূর্য্যের করজাল সদৃশ ঘোরতর শরজাল গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে মুখব্যাদানপূর্ব্বক দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় সত্বরে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ সেই মহাবীরের অনবরত নিক্ষিপ্ত উগ্রতর শরনিকরে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা হৃষীকেশকে রথোপরি অবস্থিত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় প্রচণ্ড শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন রথস্থিত কেশব ও ধনঞ্জয় উভয়েই সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। ঐ সময় প্রবল প্রতাপ দ্রোণতনয় তীক্ষ্ণ শরনিকরে জগতের রক্ষক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নিশ্চেষ্ট করিলে কি স্থাবর কি জঙ্গম সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণগণ জগতের হিত চিন্তা করত চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইলেন। হে মহারাজ! সেই যুদ্ধে অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার সেরূপ পরাক্রম নয়নগোচর হয় নাই। ঐ সময় সিংহগর্জ্জনের ন্যায় দ্রোণপুত্রের অরাতিবিত্রাসক কার্ম্মুকশব্দ বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তাঁহার শরাসনজ্যা মেঘমধ্যস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাদৃশ দৃঢ়হস্ত ও ক্ষিপ্রকারী হইয়াও তৎকালে অশ্বত্থামারে অবলোকনপূর্ব্বক নিতান্ত মুগ্ধের ন্যায় আপনার পরাক্রম নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার মুখমণ্ডল ও কলেবর অতি দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও আচার্য্যপুত্রের এইরূপ ভীষণ সংগ্রামে অশ্বত্থামা অধিকবল ও ধনঞ্জয় ন্যূনবল হইলে মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে দগ্ধ করতই যেন বারংবার অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং প্রণয়বাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাত! আজি দ্রোণপুত্র তোমারে অতিক্রম করাতে আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আজি কি তোমার বলবীর্য্য অবসন্ন হইয়াছে? তোমার হস্তে বা রথে কি গাণ্ডীব

শরাসন বিদ্যমান নাই ? তোমার মুষ্টি ও বাহুদ্বয়ের কি কোন আঘাত হইয়াছে ? আজি কি নিমিত্ত দ্রোণতনয়কে উদ্দৃপ্ত দেখিতেছি ? হে ধনঞ্জয় ! গুরুপুত্র বোধে উঁহারে উপেক্ষা করিও না। ইহা উপেক্ষার সময় নহে।

হে মহারাজ ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় চতুর্দ্দশ ভল্ল গ্রহণপূর্ব্বক সত্বরে দ্রোণতনয়ের ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি, গদা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বরে তাঁহার জক্রদেশে দৃঢ়রূপে বৎসদন্ত শরনিকর প্রহার করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র সেই আঘাতেই মূর্চ্ছিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার সারথি তাঁহারে শরপীড়িত ও বিসংজ্ঞ অবলোকন করিয়া পরিত্রাণার্থ রথ লইয়া অপসৃত হইল। ঐ অবসরে শত্রুতাপন ধনঞ্জয় মহাবীর দুর্য্যোধনের সমক্ষেই আপনার অসংখ্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিলেন। হে মহারাজ ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে এইরূপ কৌরব সৈন্যগণের ঘোরতর বিনাশ উপস্থিত হইল। ঐ সময় ক্ষণকাল মধ্যেই মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে, বৃকোদর কৌরবগণকে এবং কর্ণ পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিলেন। এইরূপে বীরজনক্ষয়কারক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সমরাঙ্গনে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির সমরবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া সমরস্থল হইতে এক ক্রোশ দূরে গমনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! অনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য ও অন্যান্য মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া সূতপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে কর্ণ ! আত্মসদৃশ বলবিক্রমশালী ব্যক্তিদিগের সহিত সংগ্রাম ক্ষত্রিয়দিগের প্রার্থনীয় ; এক্ষণে তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ সমর ক্ষত্রিয়দিগের সুখজনক, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে উঁহাদিগের স্বর্গদ্বার স্বেচ্ছাক্রমে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে শূরগণ হয় সমরে পাণ্ডবগণকে নিপাতিত করিয়া বিশাল পৃথিবী প্রাপ্ত হউন অথবা অরাতি হস্তে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করুন।

হে মহারাজ ! ক্ষত্রিয়গণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদিত্র নিস্বন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা

কৌরবপক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করত কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! আমার পিতা সমুদায় সৈন্যগণের ও তোমাদিগের সমক্ষে শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি সেই ক্রোধে ও মিত্রের হিতসাধনার্থ তোমাদিগের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ বর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। যদি আমার এ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমার স্বর্গলাভ হইবে না। অদ্য কি অর্জ্জুন, কি ভীমসেন, যে ব্যক্তি সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবে, আমি শরনিকরে তাহারেই নিহত করিব।

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে সমুদায় কৌরব সেনা মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ও পাণ্ডবগণ কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় রথীদিগের মহাপ্রলয়কল্প অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন দেবগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই নরবীরগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। অপ্সরারা আহ্লাদিত চিত্তে বিবিধ দিব্যমাল্য, গন্ধ ও রত্নদ্বারা স্বকর্ম্মনিরত নরবীরগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধবহ সেই সুগন্ধ লইয়া সমস্ত যোধগণকে আমোদিত করিতে লাগিল। যোধগণ সুগন্ধি সমীরণ সংস্পর্শে সমাহ্লাদিত হইয়া পরস্পর আঘাত করত ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূমণ্ডল, দিব্যমাল্য, সুবর্ণপুঙ্খ বিচিত্র নিশিত শরনিকর ও যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া তারকাচ্ছন্ন বিচিত্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন দেবগন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অন্তরীক্ষচারিগণ সাধুবাদ দ্বারা সেই জ্যানির্ঘোষ, নেমিনিস্বন ও সিংহনাদ সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলকে অধিকতর সমাকুল করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন, কর্ণ ও ভীমসেন রোষান্বিত হইলে মহীপালগণের এইরূপ মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য মহারথগণকে পরাজয় করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, পাণ্ডব সেনা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণও আমাদের পক্ষীয় মহারথগণকে নিপীড়িত করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা তাঁহার ধ্বজদণ্ড আমার নেত্রগোচর হইতেছে না।

দিবসের দুই ভাগ গত হইয়াছে, এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিশেষতঃ এক্ষণে কৌরবপক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছে না। অতএব তুমি এই সময় আমার প্রিয়সাধনের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে যাত্রা কর। আমি ধর্ম্মরাজকে কুশলী দেখিয়া পুনরায় শক্রগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। বাসুদেব ধনঞ্জয় বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজ সমীপে রথ চালন করিলেন।

ঐ সময়, মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মহারথ সৃঞ্জয়গণ প্রাণপণে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সেই সংগ্রাম ভূমিতে অসংখ্য বীরকে নিহত অবলোকন করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের দুর্নীতিনিবন্ধন পৃথিবীস্থ অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন। হতজীবিত বীরগণের সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন, মহামূল্য তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব শর, নির্মোকনির্ম্মুক্ত পন্নগ সদৃশ তৈলধৌত নারাচ, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত হেমখচিত খড়্গ, হেমভূষিত চর্ম্ম, সুবর্ণবিকৃত প্রাস, কনক ভূষণ শক্তি, স্বর্ণপট্টে বদ্ধ বিপুল গদা, কাঞ্চনময়ী যষ্টি, হেমভূষিত পট্টিশ, কনকদণ্ড যুক্ত পরশু, লৌহময় কুন্ত, ভীষণ মুষল, বিচিত্র শতঘ্নী, বিপুল পরিঘ এবং চক্র ও তোমর ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে। বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোধ গদা প্রহারে চূর্ণ কলেবর, মুষলাঘাতে ভিন্ন মস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথদ্বারা মথিত হইয়াছেন। রণভূমি বিবিধ শর, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, কুন্ত, পরশু ও অশ্বগণের খুরের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন শোণিতাক্ত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের শরীর এবং বীরগণের হেমভূষিত কেয়ূরান্বিত সতলত্র চন্দনচর্চ্চিত ছিন্নবাহু, অঙ্গুলিত্র সম্বলিত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, করিশুণ্ডোপম ঊরু ও চূড়ামণি বিভূষিত কুণ্ডলান্বিত মস্তকসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ শোণিতদিগ্ধ কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হওয়াতে সমরভূমি শান্তজ্বাল হুতাশনে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, কিঙ্কিণীজালজড়িত বহুধা ভগ্ন অসংখ্য রথ, শরাহত বিনির্গতান্ত্র অশ্ব, অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, বিবিধ ধ্বজ, রথিগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুবর্ণ চামর, পর্ব্বতাকায় নিষ্কাশিতজিহ্ব মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা

শোভিত নিহত অশ্ব, গজবাজিগণের পৃষ্ঠস্থ বিচিত্র চিত্রকম্বল, সুবর্ণমণ্ডিত রুগ্নাঙ্কুশ, পতিত মাতঙ্গগণের শরীরাঘাতে বহুধাভগ্ন ঘণ্টা, বৈদুর্য্যদণ্ড, অঙ্কুশ, অশ্বারোহিগণের ভুজাগ্রবদ্ধ সুবর্ণ বিকৃত কশা, বিচিত্র মণিখচিত সুবর্ণ সমলঙ্কৃত রঙ্কুচর্ম্ম নির্ম্মিত অশ্বাস্তরণ, নরেন্দ্রগণের চূড়ামণি, বিচিত্র কাঞ্চনমালা, ছত্র ও ব্যজন সকল চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বীরগণের চন্দনক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল চারু কুণ্ডলমণ্ডিত শ্মশ্রুযুক্ত বদনমণ্ডল দ্বারা বসুধা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দৃঢ়তর সমাহত ও নিপতিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতেছে এবং উহাদের জ্ঞাতিবর্গ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করত উহাদিগের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ক্রোধপরতন্ত্র বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ জীবিতহীন যোধগণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অন্যান্য বীরগণের সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিতেছে। সমর সমাহত শয়ান জ্ঞাতিগণ জল প্রার্থনা করাতে অনেকে সলিলানয়নার্থে সত্বরে গমন করিতেছে। অনেকে বান্ধবদিগের নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বিচেতন দেখিয়া জল পরিত্যাগপূর্ব্বক চীৎকার করত ধাবমান হইতেছে। কেহ কেহ জল পান করিয়া ও কেহ কেহ জলপান করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিতেছে। বান্ধবপ্রিয় বীরগণ সেই প্রিয় বান্ধবগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামার্থ ধাবমান হইতেছে এবং অন্যান্য যোধগণ অধরোষ্ঠ দংশন ও ভ্রুকুটী বন্ধনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিতেছে। হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিতে কহিতে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও ধর্ম্মরাজের দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া কৃষ্ণকে বারংবার ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পাণ্ডব! ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় পার্থিবগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইতেছে। রণস্থলে কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন সমরে ধাবমান হইতেছেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ বীরগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছে। পাণ্ডব সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরবসৈন্যগণকে নিপীড়িত করাতে তাহারা পলায়নে প্রবৃত্ত হইতেছে। মহাবীর কর্ণ পলায়ন পরায়ণ কৌরব সৈন্যগণকে অবরোধ করিতেছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুল্য পরা-

ক্রম শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণনন্দন, অশ্বত্থামা কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামে গমন করিতেছেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে এবং সৃঞ্জয়গণ সংগ্রামে নিহত হইতেছে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে অর্জ্জুনকে সমুদায় সংগ্রাম বিবরণ কহিলেন। অনন্তর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় সৈনিকগণ প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে রাজন্! কেবল আপনার কুমন্ত্রনাতেই তৎকালে উভয় পক্ষের এইরূপ ক্ষয় উপস্থিত হইল।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব ও সূতপুত্র প্রমুখ কৌরবগণ নির্ভয়ে পুনরায় সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত কর্ণের যমরাজ্য বিবর্দ্ধন অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই তুমুল যুদ্ধে শোণিতস্রোত প্রবাহিত ও সংশপ্তকগণ অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ পাণ্ডবগণ অন্যান্য ভূপালবর্গ সমভিব্যাহারে সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কর্ণ সেই সমস্ত বিজয়াভিলাষী প্রহৃষ্টচিত্ত বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া পর্ব্বত যেমন জলপ্রবাহকে অবরোধ করে, তদ্রূপ একাকীই তাঁহাদিগের গতি রোধ করিলেন। তখন জলস্রোত যেমন অচলে সংলগ্ন হইয়া ইতস্তত প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ সেই মহারথগণ সূতপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আনতপর্ব্ব শর দ্বারা কর্ণকে প্রহার করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণও বিজয় নামক উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক কম্পিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের আশীবিষোপম শর ও শরাসন ছেদনপূর্ব্বক নয় শরে তাঁহারে আহত করিলেন। সূতপুত্রনির্ম্মুক্ত শরনিকর ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণ মণ্ডিত বর্ম্ম ভেদপূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত হইয়া ইন্দ্রগোপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারথ দ্রুপদতনয় সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক শরাসন ও শরনিকর গ্রহণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব সপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্রও আশীবিষ সদৃশ শরনিকর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরজালে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদনন্দনের প্রতি এক যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত ঘোররূপ শর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুধানকে শরনিকরে নিবারণ করত সাত নারাচে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও হেমমণ্ডিত সুনিশিত শরজালে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ আশ্চর্য্য যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করিলেও অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ ও সাত্যকির সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে সকলেরই কলেবর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

এই অবসরে মহাবীর অশ্বত্থামা শত্রুদমন ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে ব্রহ্মঘাতক! তুই ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান কর, আজি জীবিতাবস্থায় কদাচ আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবি না। মহাবীর দ্রোণতনয় এই বলিয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রযত্ন সহকারে ক্ষিপ্রহস্তে সুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে সন্দর্শনপূর্ব্বক উঁহারে যেমন আপনার মৃত্যু স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামারে স্বীয় মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালান্তক যম সদৃশ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনারে সংগ্রামে শস্ত্রের অবধ্য বিবেচনা করিয়া মহাবেগে অন্তকপ্রতিম অশ্বত্থামার অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ অশ্বত্থামাও ক্রোধভরে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপশালী মহাবীর অশ্বত্থামা সন্নিহিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পাঞ্চালাপসদ! আজি আমি তোমারে নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিব। পূর্ব্বে তুমি আমার পিতারে সংহার করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ, অদ্য সেই পাপ তোমারে সাতিশয় সন্তপ্ত করিবে। রে মূঢ়! যদি তুমি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া রণস্থলে অবস্থান

কর, অথবা সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক, পলায়নপরায়ণ না হও, তাহা হইলে অবশ্যই তোমারে সংহার করিব। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! আমার যে অসিদণ্ড তোমার সমরলালস পিতার বাক্যে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, এক্ষণে সেই খড়্গই তোমারও এই বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। আমি যখন ব্রাহ্মণাধম দ্রোণকে বিনাশ করিয়াছি, তখন কি নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তোমারে নিহত না করিব? পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামারে সুনিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও যোধগণ সেই দ্রোণপুত্র নির্ম্মুক্ত শরনিকর প্রভাবে এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সূতপুত্রের সমক্ষে অশ্বত্থামারে শরনিকরে তিরোহিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ একাকীই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, যুধামন্যু, ও সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শর দ্বারা অশ্বত্থামার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অবিলম্বে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ ও অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক আশীবিষোপম শরনিকর বর্ষণ করত নিমেষ মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের শক্তি, শরাসন, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও রথ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে ছিন্ন-কার্ম্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয় সেই ভগ্নরথ হইতে অবতীর্ণ না হইতে হইতেই ভল্লদ্বারা তাঁহার অসিদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; তদ্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে দ্রুপদনন্দনের রথ ভগ্ন, অশ্ব নিহত, শরাসন ও খড়্গ ছিন্ন এবং শরাঘাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইলেও অশ্বত্থামা কোনক্রমেই সায়ক দ্বারা তাঁহারে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন না। দ্রোণপুত্র যখন দেখিলেন যে, অস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তখন তিনি কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক ভুজগগ্রহণলোলুপ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে দ্রুপদতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সখে! ঐ দেখ, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার

নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। অতএব এক্ষণে তুমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মোচন কর। নচেৎ অশ্বত্থামা অবশ্যই উঁহারে সংহার করিবেন। মহাত্মা বাসুদেব এই বলিয়া অশ্বত্থামার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রসন্নিভ অশ্বগণ গগণতল পান করতই যেন দ্রোণপুত্রের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামারে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয়ের গাণ্ডিবনির্ম্মুক্ত সেই সমুদায় শর বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় অশ্বত্থামার দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণাত্মজ সেই অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া, ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রথে আরোহণ ও কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়কে সায়ক সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে মহাবীর সহদেব অরাতি-তাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষস্থলে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় রোষ পরবশ হইয়া দ্রোণপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অশ্বত্থামার আস্যদেশে নিপতিত হইল। মহারথ দ্রোণনন্দন সেই শরাঘাতে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহারে তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে অপবাহিত করিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিজয় শরাসন আকর্ষণ ও ধনঞ্জয়কে বারংবার নিরীক্ষণ করত তাঁহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার বাসনা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোহিত ও দ্রোণাত্মজকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বিবিধ বাদিত্র সমুদায় বাদিত হইলে লাগিল। বীরগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সখে! এক্ষণে তুমি সংশপ্তক-

গণের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উহাদিগকে বিনাশ করাই আমার প্রধান কার্য্য। তখন বাসুদেব সেই মনোমারুতগামী পতাকা পরিশোভিত রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়ের রথ চালন করত তাঁহারে কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধরগণ তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় দ্রুতবেগে উঁহার অনুগমন করিতেছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ অপরিমিত বলশালী পাঞ্চালগণ ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ ক্রোধভরে উঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। কবচধারী রাজা দুর্য্যোধনও রথারোহণপূর্ব্বক আশীবিষ সদৃশ যুদ্ধবিশারদ ভ্রাতৃগণের সহিত সর্ব্বলোকাধিপতি যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণও ধর্ম্মরাজের নিধন কামনায় রত্ন গ্রহণে ধাবমান অর্থলোলুপের ন্যায় উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অনল ও পুরন্দর যেমন অমৃত হরণোদ্যত দৈত্যগণকে রোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেন ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমনোদ্যত কৌরব সৈন্যগণের গতি রোধ করিতেছেন; কিন্তু মহারথগণের সংখ্যা অধিক হওয়াতে উহারা শঙ্খবাদন, শরাসন বিঘূর্ণন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করত ঐ বীরদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে গমনোদ্যত বর্ষাকালীন জলরাশির ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতেছে। এক্ষণে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের আয়ত্ত হওয়াতে উঁহারে কালগ্রাসে পতিত ও হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনের যেরূপ কৌরব সৈন্য অবলোকন করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার নিকট হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ নহেন। হে পার্থ! ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় তেজস্বী শরধারাবর্ষী ক্ষিপ্রহস্ত মহাবীর দুর্য্যোধনের শরবেগ সহ্য করা কাহার সাধ্য? মহাবীর দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ ইঁহাদিগের এক এক জনের বাণবেগে পর্ব্বতও বিশীর্ণ হইয়া যায়। হে ধনঞ্জয়! যুদ্ধবিশারদ শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির অদ্য এক বার কর্ণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। ফলত সূতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে পীড়ন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে

অন্যান্য মহারথেরাও তাঁহারে প্রহার করিয়াছে। উপবাসব্রতধারী ভরতসত্তম ধর্ম্মরাজ নিয়ত ক্ষমাগুণে ভূষিত; ক্ষত্রিয়জনোচিত নিষ্ঠুরাচরণে সমর্থ নহেন। উনি কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়াতে উঁহার জীবন নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! যখন অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন বারংবার কৌরবগণের সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ সহ্য করিতেছেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অবশ্যই অমঙ্গল ঘটনা হইয়াছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিহত কর বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতেছে। মহারথগণ স্থূণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, পাশুপতাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রজালে রাজারে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ জলনিমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার বাসনায় ধাবমান বলবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় সত্বরে ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি অরাতিশরে নিতান্ত ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়াছেন। উঁহার রথ-কেতু আর নয়নগোচর হয় না; উহা নিঃসন্দেহ কর্ণের শরে ছিন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, মাতঙ্গ যেমন নলিনীবনকে বিদলিত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক এবং পাঞ্চাল ও চেদিগণের সমক্ষেই পাণ্ডবসেনা বিনাশ করিতেছে। হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ দেখ, তোমাদিগের মহারথগণ রথ লইয়া কিরূপে ধাবমান হইয়াছে। মাতঙ্গগণ কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করত দশ দিকে পলায়ন করি-তেছে এবং সূতপুত্রের হস্তীকক্ষা কেতু ইতস্তত সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ শত শত শর নিক্ষেপপূর্ব্বক পাণ্ডব সেনাগণকে বিনাশ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। পাঞ্চালগণ কর্ণ শরে বিদ্রাবিত হইয়া পুরন্দর বিদলিত দৈত্যগণের ন্যায় চারি দিকে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে মহাবীর কর্ণ পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-পাত করাতে বোধ হইতেছে যে, ঐ বীর তোমারে অন্বেষণ করিতেছে। মহা-বীর সূতনন্দন এক্ষণে কার্ম্মুক বিস্ফারিত করত শত্রুজয়ে পরমাহ্লাদিত, সুরগণ পরিবেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, কৌরবগণ রাধেয়ের বিক্রম দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিত্রাসিত করিতেছে। মহাবীর কর্ণ আমাদিগের সৈন্যগণের মনে ভয় সঞ্চারিত করিয়া কৌরব সৈন্যদিগকে কহিতেছে, হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র ধাবমান

হও; তোমাদিগের মঙ্গল হউক; যেন সৃঞ্জয়গণ জীবিত সত্ত্বে তোমাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে; আমরাও তোমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি। হে পার্থ!' সূতপুত্র এই বলিয়া শরবর্ষণপূর্ব্বক সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। ঐ দেখ, চন্দ্রোদয়ে উদয়াচল যেরূপ শোভিত হয়, আজি মহাবীর কর্ণ শত শলাকাযুক্ত শ্বেত ছত্র দ্বারা তদ্রূপ শোভমান হইয়াছে। ঐ বীর শরাসন বিকম্পিত করিয়া আশীবিষ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করত তোমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, এক্ষণে নিশ্চয়ই এই দিকে আগমন করিবে। হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সূতপুত্র তোমার বানরধ্বজ অবলোকনে তোমার সহিত সংগ্রামে অভিলাষী হইয়া হুতাশনে পতনোম্মুখ শলভের ন্যায় তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন কর্ণকে একাকী দেখিয়া উহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় রথসৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে। এক্ষণে তুমি রাজ্য, যশ ও সুখলাভার্থী হইয়া যত্নপূর্ব্বক উহাদিগের সহিত দুরাত্মা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। হে অর্জ্জুন! তুমি ও কর্ণ দেবদানবের ন্যায় অকাতরে সমরে প্রবৃত্ত হইলে ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন তোমাদের দুই জনকে ক্রুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি এই সময়ে আপনার পবিত্রতা ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি সূতপুত্রের ক্রোধ অনুধাবন করিয়া এক্ষণকার সমুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহারথ কর্ণের প্রতি গমন কর। ঐ দেখ, পাঁচ শত মহাবল পরাক্রান্ত রথী, পাঁচ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব এবং প্রযুত পদাতি একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে রক্ষা করত তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে। অতএব তুমি স্বয়ং মহাবেগে মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হও। ঐ দেখ, কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। উহার রথকেতু ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে লক্ষিত হইতেছে।

হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমারে এক মঙ্গল সংবাদ প্রদান করিতেছি। ঐ দেখ, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছেন। মহাবীর ভীমসেনও সাত্যকি ও সৃঞ্জয়সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেনামুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীমসেন ও মহাত্মা পাঞ্চালগণ নিশিত শরনিকরে

কৌরবগণকে বিনাশ করিতেছেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীমশরে নিপাড়িত ও রুধিরোক্ষিত হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে। শস্যহীন বসুন্ধরার ন্যায় উহাদের আকার এক্ষণে নিতান্ত বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রে ভূষিত পতাকা ও ছত্র সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইতেছে। সুবর্ণ, রজত নির্ম্মিত তেজঃসম্পন্ন অসংখ্য কেতু এবং হস্তী ও অশ্ব সমুদায় চারিদিকে নিপতিত রহিয়াছে। রথিগণ পাঞ্চালদিগের বিবিধ বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চালগণ কৌরবপক্ষীয় আরোহি-বিহীন হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়ের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইতেছে এবং ভীমসেনের সাহায্যে প্রাণপণে শত্রুবল বিমর্দ্দিত করিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে পাঞ্চালদিগের ক্ষমতা অবলোকন কর; উহারা নিরায়ুধ হইয়াও শত্রুপক্ষের অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সেই অস্ত্র দ্বারাই উহাদিগকে বিনাশ করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণের মস্তক ও বাহু সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চাল পক্ষীয় গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী বীরগণ সকলেই প্রশংসনীয়। হংসাবলী যেমন মানস সরোবর হইতে ভাগীরথীতে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ মহাবেগে ধৃতরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগের নিবারণার্থে পরাক্রম প্রকাশ করে, তদ্রূপ কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ পাঞ্চালদিগের নিবারণের নিমিত্ত বিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ ভীমাস্ত্রে মর্দ্দিত কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র মহারথ নিহত করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণ পাঞ্চালদিগকে অভিভূত করাতে মহাবীর বৃকোদর নির্ভীকচিত্তে শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌরব সৈন্যগণের অধিকাংশই অবসন্ন হইয়াছে। রথিগণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, কতগুলি হস্তী ভীমের নারাচে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় ভূতলে নিপতিত এবং কোন কোনটা সন্নতপর্ব্ব শরে বিদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত ধাবমান হইতেছে। ঐ মহাবীর ভীমসেন অরাতি পরাজয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন। ঐ দেখ, এক জন গজারোহী গর্জ্জন করত দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় তোমর

হস্তে করিয়া ভীমের বিনাশ বাসনায় আগমন করিতেছিল; মহাবীর ভীম-সেন সূর্য্য ও অগ্নি সদৃশ সুতীক্ষ্ণ দশ নারাচে উহার ভুজদ্বয় ছেদনপূর্ব্বক উহারে বিনাশ করিয়া শক্তি ও তোমর সমূহ দ্বারা মহামাত্র সমধিষ্ঠিত নীলাম্বুদ সন্নিভ অন্যান্য হস্তিগণের বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ দেখ, তিনি নিশিত শরনিকরে একবারে সাত সাত মাতঙ্গ নিহত করত ধ্বজ পতাকা সকল ছিন্ন করিয়া দশ দশ বাণে এক এক হস্তী নিপাতিত করিতেছেন। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে পুরন্দর সদৃশ মহাবীর বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে কৌরব সৈন্যের সিংহনাদ আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। দুর্য্যোধনের তিন অক্ষৌহিনী সৈন্য ভীমসেনের সম্মুখে সমাগত হইয়াছিল; বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদের সকলকেই নিবারণ করিয়াছেন।

সঞ্জয় কহিলেন,—হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের সেই সুদুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া নিশিত শরনিকরে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের শরে নিহন্যমান হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রত্বলাভ করিয়া শোকশূন্য হইল। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে কৌরবগণের বল নিহত করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! ভীমসেন ও যুধিষ্ঠির সমরে প্রবৃত্ত এবং আমাদের সৈন্যগণ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক বারংবার নিপীড়িত হইয়া নিরানন্দ ও পলায়নপরায়ণ হইলে কৌরবগণ কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! প্রতাপান্বিত সূতনন্দন মহাবাহু বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িত নয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের শরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া যথোচিত যত্নসহকারে তাহাদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ স্ব স্ব শরাসন বিকম্পন ও বিশিখজাল বর্ষণপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও প্রভদ্রকগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিজয়লাভার্থ চতুর্দ্দিক্ হইতে কৌরব সেনাগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

কৌরবপক্ষীয় মহারথগণও জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া সত্বরে পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই অসংখ্য ধ্বজসমাকীর্ণ চতুরঙ্গ বল অদ্ভুত-রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী কর্ণের, ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যপরিবৃত দুঃশাসনের, নকুল বৃষসেনের, যুধিষ্ঠির চিত্রসেনের, সহদেব উলুকের, সাত্যকি শকুনির, মহারথ দ্রোণপুত্র অর্জ্জুনের, কৃপাচার্য্য মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর, কৃতবর্ম্মা উত্তমৌজার এবং দ্রৌপদীতনয়গণ অন্যান্য কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন একাকীই অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত আপনার পুত্রগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্মহন্তা মহাবীর শিখণ্ডী সমরচারী নির্ভয়চিত্ত কর্ণকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র শিখণ্ডীর শরে সমাহত ও ক্রোধপ্রস্ফুরিতাধর হইয়া তিন বাণে তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী সেই বাণ ললাটদেশে ধারণপূর্ব্বক ত্রিশৃঙ্গ রজত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধভরে নিশিত নবতি শরে কর্ণকে নিপীড়িত করিলে মহারথ সূতপুত্র তাঁহার অশ্ব বিনাশ ও তিন বাণে সারথিরে সংহারপূর্ব্বক ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন মহারথ শিখণ্ডী সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ শরনিকরে সেই শক্তি ছেদন করিয়া নিশিত নয় বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী কর্ণ শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার শরপতন পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়বিহ্বলচিত্তে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ বলবান্ বায়ু যেমন তুলরাশি পাতিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া তিন বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে দুঃশাসন সুবর্ণ পুঙ্খ আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক ঘোরতর শর পরিত্যাগ করিলেন। দুঃশাসন সেই ভীষণ শর মহাবেগে সমাগত হইতেছে দেখিয়া তিন বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি কনকভূষণ সপ্তদশ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহুদ্বয় ও বক্ষস্থল

বিদ্ধ করিলে দ্রুপদনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন হাস্যমুখে সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন যাবতীয় বীরপুরুষ এবং অপ্সরা ও সিদ্ধগণ আপনার পুত্র মহাত্মা দুঃশাসনের পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহসংরুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় দুঃশাসন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে আমরা আর তাঁহারে দেখিতে পাইলাম না। পাঞ্চালগণ আপনাদিগের সেনাপতিরে অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়ে সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে অবরোধ করিলেন। তখন উভয়পক্ষে সর্ব্বজন ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

এদিকে বৃষসেন পিতৃ সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক নকুলকে প্রথমত লৌহনির্ম্মিত পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুলও হাস্যমুখে সুতীক্ষ্ণ নারাচে বৃষসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। শত্রুনিসূদন বৃষসেন এইরূপে নকুল শরে সমাহত হইয়া তাঁহারে বিংশতি বাণে পীড়িত করিলে মাদ্রীতনয়ও তাঁহারে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অন্যান্য সৈন্যগণ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধন-সৈন্যগণকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করত বলপূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল কৌরবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বৃষসেনও নকুলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ণের চক্ররক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রতাপশালী সহদেব রোষাবিষ্ট উলুককে নিবারণ করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিরে নিপাতিত করিলেন। তখন উলুক অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ত্রিগর্ত্তগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

মহাবীর সাত্যকি নিশিত বিংশতি শরে শকুনিরে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে ভল্লদ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দনও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাত্যকির কবচ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুধান তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকরে শকুনিরে

বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিরে নিপাড়িত ও শরনিকরে অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন শকুনি সহসা রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক মহাত্মা উলুকের রথে আরোহণ করিয়া সাত্যকির সমীপ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন সাত্যকি মহাবেগে কৌরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈনিকগণ যুযুধান শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে পলায়িত ও নির্জীবের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সমরে ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন তখন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিরে ধ্বংস করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব সৈন্যগণ পরম পরিতুষ্ট হইল। কুরুরাজও ভীত হইয়া ভীমসেনের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনের বিনাশ কামনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে মহাবীর যুধামন্যু কৃপকে বিদ্ধ করত তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কৃপাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যুধামন্যুর ধ্বজ, ছত্র ও সারথিরে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহারথ যুধামন্যু তদ্দর্শনে ভীত হইয়া স্বয়ং রথচালনপূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর উত্তমৌজা জলধর যেমন জলধারায় ভূধরকে সমাচ্ছন্ন করে; তদ্রূপ ভীমপরাক্রম কৃতবর্ম্মারে সহসা শরনিকরে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের অতি ভীষণ অপূর্ব্ব তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তর কৃতবর্ম্মা সহসা উত্তমৌজার হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথে উপবেশন করিলেন। সারথি তদ্দর্শনে রথ লইয়া পলায়ন করিল।

অনন্তর সমুদায় কৌরবসৈন্য ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। দুঃশাসন ও শকুনি গজসৈন্য দ্বারা বৃকোদরকে পরিবেষ্টিত করিয়া ক্ষুদ্রক অস্ত্র দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন শরনিকরে রোষান্বিত দুর্য্যোধনকে বিমুখ করিয়া মহাবেগে গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাহাদিগকে সহসা সমাগত সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্য অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই করিসৈন্য নিপীড়িত করিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল শলভসমাচ্ছন্ন পাব-

কের ন্যায় ভীমশরে পরিবৃত হইল। অনিল যেরূপ জলদজাল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন একত্র সমবেত সহস্র সহস্র মাতঙ্গযূথ বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সুবর্ণজালজড়িত মণিমণ্ডিত সৌদামিনী সম্বলিত অম্বুদ সদৃশ মাতঙ্গগণ ভীমসেনের শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোনটা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবীমণ্ডল বিশীর্ণ পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রত্ন খচিত গজারোহিগণ ইতস্ততঃ নিপতিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন ক্ষীণপুণ্য গ্রহ সমুদায় ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! এইরূপে নাগগণ ভীমসেনের শরনিকরে গণ্ড, শুণ্ড ও কুম্ভ সকল বিদীর্ণ হওয়াতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোনটা শরবিদ্ধ ও ভয়ার্ত্ত হইয়া রুধির বমনপূর্ব্বক পলায়ন করত ধাতুধারার্দ্র ধরাধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ভীমসেন ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ অগুরুচন্দনাক্ত ভুজদ্বয় দ্বারা শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন এবং মাতঙ্গগণ তাঁহার অশনি নিস্বন সদৃশ জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে মল মূত্র পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতেছে। হে মহারাজ! তৎকালে ভীমসেন একাকী সেই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বভূতনিহন্তা রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্ব সংযুক্ত নারায়ণ সঞ্চালিত রথে অবস্থানপূর্ব্বক সমীরণ যেমন মহাসাগরকে ক্ষুভিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই অশ্ববহুল কৌরব সৈন্যগণকে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় অনবহিত দেখিয়া ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্যগণের অর্দ্ধাংশ লইয়া সমাগত ধর্ম্মরাজের সমীপে সহসা গমনপূর্ব্বক তাঁহারে নিবারণ করত ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্রান্তে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দুর্য্যোধনের প্রতি ত্রিংশৎ ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। ঐ সময় কৌরবগণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষগণের দুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার অভিলাষে অক্ষৌহিণী

সেনা সমভিব্যাহারে মহাবেগে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমও কৌরবপক্ষীয় মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া শত্রুবর্গ পরিবৃত ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই সর্ব্বাস্ত্রপারগ পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও অনবরত শরজাল বিসর্জ্জন ও তোমর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব সত্বরে তথায় আগমন করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক বিংশতি শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সহদেব নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়া প্রভিন্নগণ্ড অচল সন্নিভ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই অসংখ্য সৈন্য সূতপুত্রের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সহসা ধাবমান হইল। ঐ সময় সূতপুত্রের পূর্ব্ব নিক্ষিপ্ত শরের পুঙ্খ পশ্চাৎ নিক্ষিপ্ত শরের ফল দ্বারা আহত হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে শরনিকর সজ্বর্ষণে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল এবং দশ দিক্ সঞ্চালিত শলভ সমূহের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহাবীর সূতপুত্র রক্ত চন্দন চার্চ্চিত মণি হেম সমলঙ্কৃত বাহুযুগল বিক্ষেপ করত মহাস্ত্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সূতপুত্র সায়ক সমূহে সকলকে বিমোহিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজও রোষপরবশ হইয়া কর্ণের প্রতি সুশাণিত পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর রণস্থল শরান্ধকারে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ ধর্ম্মরাজ নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্র সমলঙ্কৃত সায়ক, ভল্ল এবং বিবিধ শক্তি, ঋষ্টি ও মুষল দ্বারা সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল; ফলত তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে স্থানে ক্রুর দৃষ্টি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধে প্রস্ফুরিতানন হইয়া নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্র, বৎসদন্ত প্রভৃতি সায়ক সমুদায় বর্ষণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠিরও সূতপুত্রের প্রতি সুবর্ণ পুঙ্খ সম্পন্ন নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে নিশিত তিন ভল্লে যুধিষ্ঠিরের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত ভল্লের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথে উপবেশনপূর্ব্বক সারথিরে অবিলম্বে রথ অপসারিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অন্যান্য ভূপালবর্গ সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ কর বলিয়া বারংবার চীৎকার করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর এক সহস্র সাত শত কৈকয় পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই লোকক্ষয়কর তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও দুর্য্যোধন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণ সমরাগ্রবর্ত্তী মহারথ কৈকয়গণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার নিবারণে যত্নবান্ হইলে তাঁহাদের পঞ্চদশ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন। যোধগণ কর্ণের শরনিকরে পীড়িত হইয়া তাঁহার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ বোধ করত আত্মরক্ষার্থে ভীমসেনের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে সূতপুত্র একাকী শরনিকরে সেই বিপুল রথসৈন্য ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও বিচেতন প্রায় হইয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরে গমন করিতেছিলেন, সূতপুত্র দুর্য্যোধনের হিত কামনায় সুতীক্ষ্ণ তিন বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরও কর্ণের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথির ও চারি বাণে অশ্ব চতুষ্টয়কে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর তাঁহার চক্ররক্ষক শত্রুতাপন মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব তাঁহারে অভয় প্রদানপূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া যথোচিত যত্ন সহকারে তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী সূতনন্দনও দুই শিতধার ভল্ল দ্বারা শত্রুঘাতন মহাত্মা নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান মুখে যুধিষ্ঠিরের মনোমারুতগামী

কৃষ্ণপুচ্ছ শ্বেত অশ্বগণকে সংহারপূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার শিরস্ত্রাণ পাতিত করিলেন এবং অবিলম্বে নকুলের অশ্ব সমুদায় সংহারপূর্ব্বক রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠির ও নকুল রথাশ্ব বিহীন ও শর-নিপীড়িত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

পাণ্ডবগণের মাতুল শত্রুসূদন মদ্ররাজ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! অদ্য তোমারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তবে কি নিমিত্ত একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ। ধর্ম্মরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার অস্ত্র শস্ত্র অল্পমাত্রাবশিষ্ট, কবচ ছিন্ন ভিন্ন এবং সারথি ও বাহনগণ পরিশ্রান্ত হইলে তুমি শত্রু শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া যদি অর্জ্জুন সমীপে গমন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইবে।

হে মহারাজ! কর্ণ মদ্ররাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়াও সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে ধর্ম্মরাজ ও মাদ্রীনন্দনদ্বয়কে বিদ্ধ করত হাস্যমুখে যুধিষ্ঠিরকে সমরবিমুখ করিলেন। তখন শল্য সূতপুত্রকে যুধিষ্ঠিরের সংহারে একান্ত সমুৎসুক অবলোকন করিয়া হাস্যমুখে পুনরায় কহিলেন, হে কর্ণ! যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া তোমার কি ফল হইবে? দুর্য্যোধন যাহার বধের নিমিত্ত তোমার সম্মান করিয়া থাকে, তুমি সেই অর্জ্জুনকে অগ্রে বিনাশ কর। ঐ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের শঙ্খ নিস্বন এবং বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, অর্জ্জুন শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক মহারথগণকে নিপীড়িত করত আমাদিগের সমস্ত সেনা সংহার করিতেছে। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা তাহার পৃষ্ঠদেশ, মহাবীর সাত্যকি উত্তর দিকের চক্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দক্ষিণ দিকের চক্র রক্ষা করিতেছেন। ঐ দেখ, ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। অতএব যাহাতে বৃকোদর আজি আমাদিগের সমক্ষে তাঁহারে বিনাশ করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। ঐ দেখ, সমরনিপুণ দুর্য্যোধন ভীমসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। অদ্য তুমি তাঁহারে মুক্ত করিতে পারিলে সকলেই চমৎকৃত হইবে। অতএব সত্বরে গমন করিয়া সংশয়াপন্ন রাজারে পরিত্রাণ কর। যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়-দ্বয়কে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে?

হে মহারাজ! বীর্য্যবান্ কর্ণ মদ্ররাজের বাক্য শ্রবণানন্তর দুর্য্যোধনকে

ভীম হস্তে নিপতিত দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কুরুরাজের পরিত্রাণার্থ ধাবমান হইলেন। তাঁহার অশ্বগণ মদ্ররাজ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আকাশগামীর ন্যায় গমন করিতে লাগিল। এইরূপে সূতপুত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে শরবিক্ষত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ও সহদেবের বেগবান্ অশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট ও নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত শিবিরে প্রতিগমনপূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া অবিলম্বেই শয়ন করিলেন। অনন্তর তাঁহার সমরবেদনা অপনীত হইলে তিনি মহারথ মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃদ্বয়! মহাবীর বৃকোদর মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তোমরা শীঘ্র তাহার সৈন্যমধ্যে গমন কর। মহারথ নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে পবনতুল্য বেগশালী অশ্ব সংযোজিত অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথায় বিবিধ যোধগণকে নিপতিত দর্শন করিয়া সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা অতি বৃহৎ অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া সহসা পার্থসমীপে ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে সহসা সমাগত অবলোকন করিয়া তীরভূমি যেমন সমুদ্রের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহারে অবরুদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ কৌরবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্য করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলে অশ্বত্থামা তৎক্ষণাৎ তাহা নিরাকৃত করিলেন। ফলত তৎকালে ধনঞ্জয় আচার্য্যতনয়ের নিধন বাসনায় যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ভীষণ অস্ত্রযুদ্ধ সময়ে দ্রোণতনয়কে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি সরল শরনিকরে দিগ্বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তিন বাণে বাসুদেবের দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্য তনয়ের বাহনগণকে নিহত করিয়া সমরাঙ্গণে এক ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণতনয়ের অসংখ্য রথ সমবেত রথী অর্জ্জুনের শরাসন

নির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনষ্ট হইল। ঐ সময় অশ্বত্থামাও অর্জ্জুনের ন্যায় ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে বীরদ্বয়ের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে যোধগণ মর্য্যাদাশূন্য হইয়া যুদ্ধ করত ইতস্তত ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্ব ও সারথিবিহীন রথ, সাদীশূন্য অশ্ব এবং আরোহী ও মহামাত্র বিহীন মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অসংখ্য সেনার প্রাণ সংহার করিলেন। রথিগণ অর্জ্জুনের শরনিকরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং অশ্বগণ যোক্ত্র-বিহীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে অতি সত্বরে তাঁহার অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক সুবর্ণবিভূষিত শরাসন বিধুনিত করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে শাণিত শর-জালে সমাচ্ছন্ন করত অতি নির্দ্দয়ভাবে তাঁহার বক্ষস্থল নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শর বর্ষণপূর্ব্বক সহসা দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দ্রোণতনয় বজ্রসদৃশ পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে গাণ্ডীব-ধারী পাণ্ডব হাস্য করত সহসা সেই কনকমণ্ডিত পরিঘ ছেদন করিলেন। পরিঘ অর্জ্জুনের শরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহারথ দ্রোণতনয় রোষাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজাল প্রভাবে ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত ভীষণ অস্ত্র সমুদায় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ইন্দ্রজাল দর্শনে সত্বরে গাণ্ডীব শরাসনে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র সংযোজিত করিয়া উহা নিবারণপূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে অশ্বত্থামার রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণতনয় ধনঞ্জয়ের শরে অভিভূত হইয়া তাঁহার অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক শরনিকর সহ্য করত শত শরে কৃষ্ণকে ও তিন শত ক্ষুদ্রক শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শত শরে গুরুপুত্রের মর্ম্ম বিদারণপূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণ সমক্ষেই তাঁহার অশ্ব, সারথি ও শরা-সনজ্যার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে ভল্লদ্বারা তাঁহার সারথিরে রথ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগি-লেন। তিনি স্বয়ং অশ্বগণকে সংযত করিয়া ধনঞ্জয়কে শরনিকরে সমাচ্ছাদিত

করাতে আমরা তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইলাম এবং যোধগণ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর জয়শীল অর্জ্জুন হাস্যমুখে ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্বরশ্মি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তুরঙ্গমগণ ধনঞ্জয়ের শরবেগে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবগণ জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে নিশিত শরবর্ষণপূর্ব্বক কৌরবসেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ জয়লাভপ্রহৃষ্ট পাণ্ডবগণের শরে বারংবার নিপীড়িত হইয়া শকুনি, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তাহাদিগকে বারংবার পলায়নে নিষেধ ও কর্ণ তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ কৌরব সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন বিনয়বচনে কর্ণকে কহিলেন,—হে রাধেয়! ঐ দেখ, তুমি বর্ত্তমান থাকিতে সৈন্যগণ পাঞ্চালগণের শরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র যোদ্ধা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া তোমারেই আহ্বান করিতেছে। হে মহারাজ! তখন মহাবীর সূতপুত্র দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে মদ্ররাজকে কহিলেন,-হে শল্য! তুমি অশ্ব সকল পরিচালন কর। অদ্য আমি সমুদায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া তোমারে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব। প্রতাপান্বিত কর্ণ এই বলিয়া বিজয় নামা পুরাতন শরাসনে জ্যারোপণ ও বারংবার আকর্ষণ করত সত্য শপথ দ্বারা স্বীয় যোধগণকে নিবারণপূর্ব্বক ভার্গবদত্ত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, কোটি কোটি, কঙ্কপত্রান্বিত প্রজ্বলিত নিশিত শর নির্গত হইয়া পাণ্ডব সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তৎকালে আর কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। পাঞ্চালগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী বিকম্পিত হইল। সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য ব্যাকুল

হইয়া উঠিল। ঐ সময় যোধগণাগ্রগণ্য কর্ণ একাকী শরানলে শত্রুদাহন করত বিধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও চেদিগণ কর্ণশরাঘাতে বনদহন দগ্ধ মাতঙ্গযূথের ন্যায় বিমোহিতপ্রায় হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। মৃতব্যক্তির কুটুম্বগণ মিলিত হইয়া যেরূপ রোদন করিয়া থাকে, সমরাঙ্গণে সংগ্রামভীত চতুর্দ্দিকে ধাবমান বীরগণের তদ্রূপ আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তৎকালে তির্য্যগ্‌যোনিগত জীবগণও পাণ্ডবগণকে কর্ণশরে নিপীড়িত দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সৃঞ্জয়গণ সমরে সূতপুত্র কর্ত্তৃক সমাহত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া মৃত ব্যক্তিরা যেমন যমপুরে প্রেতরাজকে আহ্বান করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তখন কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই কর্ণসায়ক নিপাড়িত বীরগণের আর্ত্তরব শ্রবণ ও ভীষণ ভার্গবাস্ত্র দর্শন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ ভার্গবাস্ত্রের পরাক্রম অবলোকন কর। উহা নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ঐ দেখ, সূতনন্দন কালান্তক যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে নিদারুণ কার্য্য সম্পাদন করত বারংবার আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে উহার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। এক্ষণে কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোকে জীবিত থাকিলে সমরে জয় বা পরাজয় লাভ করিতে পারে; মৃত ব্যক্তির জয়লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

হে মহারাজ! বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন,—হে পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছেন। তুমি অগ্রে তাঁহারে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে নিপীড়িত করিবে। হে মহারাজ! তৎকালে মহামতি বাসুদেব মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, কর্ণ অন্যান্য বীরগণের সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে অর্জ্জুন অনায়াসে তাঁহারে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা কৃষ্ণ উক্ত প্রকার বিবেচনা করিয়াই অর্জ্জুনকে অগ্রে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করত অবিলম্বে ধনঞ্জয় সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের দর্শনার্থে গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও বাসুদেবের আজ্ঞায় সম্মত

হইয়া কর্ণ নিপীড়িত যুধিষ্ঠিরকে সত্বরে দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে বারংবার শীঘ্র গমনে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি অবিলম্বে ইন্দ্রেরও অজেয় গুরুপুত্রকে পরাজয়পূর্ব্বক সৈন্যগণ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না।

যট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত দ্রোণ-নন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত সেনা-মুখে অবস্থিত সমরবিরত বীরগণকে একান্ত পুলকিত করিলেন এবং যে যে বার পূর্ব্ব প্রহারবেগে বিমর্দ্দিত হইয়াও রথারোহণে সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ না করিয়া মহাবেগে ভীমসেন সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন্! এক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়? ভীম কহিলেন, ভ্রাত! ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের শরনিকরে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া এ স্থান হইতে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাত্মন্! তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। আমার বোধ হইতেছে, তিনি সূতপুত্রের শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিশিত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়াও যে পর্য্যন্ত দ্রোণ নিহত না হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত বিজয়লাভ প্রত্যাশায় সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করেন। আজি যখন তাঁহারে সংগ্রাম স্থলে অবলোকন করিতেছি না, তখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে তাঁহার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর। আমি বিপক্ষগণকে অবরোধ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত গমন করা তোমারই কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে এস্থান হইতে গমন করিলে শত্রুপক্ষীয়েরা আমারে ভীত বলিবে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাত্মন্! সংশপ্তকগণ আমার প্রতি-

স্বস্থী হইয়া অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে ইহাদিগকে বিনাশ না করিয়া বিপক্ষ সমীপ হইতে প্রতিগমন করা আমার অকর্ত্তব্য। ভীম কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি একাকী স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত গমন কর।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমপরাক্রম ভীমের সেই বাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবার বাসনায় অপ্রমেয় নারায়ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, অতএব তুমি অবিলম্বে এই সৈন্যসাগর অতিক্রম করিয়া গমন কর। তখন বাসুদেব গরুড়ের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করত ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীম! সংশপ্তকগণকে সংহার করা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, অতএব তুমি এক্ষণে উহাদিগকে বিনাশ কর, আমরা চলিলাম।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীমকে এইরূপে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া অবিলম্বে অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং উভয়ে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া একাকী শয়ান ধর্ম্মনন্দনের পাদ বন্দনপূর্ব্বক তাঁহারে প্রকৃতিস্থ অবলোকন করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্র সন্নিধানে সমু-পস্থিত অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় সেই বীরদ্বয়কে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, জম্ভাসুর নিহত হইলে সুরগুরু বৃহস্পতি যেমন দেবরাজ ও বিষ্ণুকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন এবং সূতপুত্র অর্জ্জুন শরে নিহত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া প্রীতমনে হর্ষগদ্গদবচনে সেই বিশাল লোহিতলোচন ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরলিপ্তকলেবর মহাসত্ত্ব কেশব ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করত শান্তবাদ প্রয়োগপূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন;

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

হে দেবকীপুত্র! হে ধনঞ্জয়! তোমাদের মঙ্গল ত? আজি আমি তোমা-দিগের দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলাম। তোমরা অক্ষত শরীরে নিরুপদ্রবে মহারথ কর্ণকে নিহত করিয়াছ। প্রধান মহারথ লোকবিখ্যাত মহাবীর সূতপুত্র সমরাঙ্গনে আশীবিষ সদৃশ ও সমস্ত শস্ত্র পারদর্শী কৌরবগণের অগ্রগামী ও

বর্ম্মের ন্যায় উহাদিগের রক্ষক ছিল। বৃষসেন ও সুষেণ তাহারে রক্ষা করিতেছিল। ঐ মহাবীর পরশুরামের নিকট দুর্জ্জয় অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সৈন্যমুখে গমন করিয়া কৌরবগণকে রক্ষা ও শত্রুদিগকে মর্দ্দন করিত এবং সতত দুর্য্যোধনের হিতসাধনে তৎপর থাকিয়া আমাদের নিতান্ত ক্লেশকর হইয়াছিল। পুরন্দরের সহিত দেবগণও উহারে পরাভূত করিতে পারিতেন না। তোমরা ভাগ্যক্রমে আজি সেই অনলের ন্যায় তেজস্বী, অনিলের ন্যায় বেগশালী, পাতাল সদৃশ গম্ভীর, সুহৃদ্গণের আহ্লাদবৰ্দ্ধন ও আমার মিত্রগণের অন্তক স্বরূপ মহাবীরকে বিনাশ করিয়া অসুরনিহন্তা অমরদ্বয়ের ন্যায় আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। অদ্য সেই সর্ব্বলোক জিঘাংসু কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর সূতপুত্রের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণকে পরাজয়পূর্ব্বক তাহাদের সমক্ষেই আমার রথধ্বজ ছিন্ন, পার্ষ্ণি সারথিদ্বয় ও অশ্বগণকে নিহত এবং আমারে পরাজিত করিয়া সমরাঙ্গনে আমার অনুসরণ করত আমার প্রতি অনেক পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। অধিক কি বলিব, আমি কেবল ভীমসেনের প্রভাবেই অদ্য জীবিত আছি। কর্ণকৃত অপমান আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। আমি যাহার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর দিবা রাত্রি মধ্যে কখনই নিদ্রিত বা সুখী হই নাই; এক্ষণে তাহার প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি হওয়াতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি। আমি বাধ্রীনস বিহঙ্গমের ন্যায় আপনার মরণ সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া কর্ণের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছি, কিরূপে কর্ণকে বিনাশ করিব, এই চিন্তাতেই আমার বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আমি বিনিদ্রাবস্থায় সতত কর্ণকে স্বপ্ন দেখিতাম। আমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া যে স্থানে গমন করিতাম, সেই স্থানেই তাহাকে অগ্রবর্ত্তী অবলোকন করিতাম। সেই সমরে অপরাঙ্মুখ মহাবীর আজি আমার অশ্ব ও রথ ধ্বংস করিয়া আমারে পরাজয়পূর্ব্বক জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছে। আজি কর্ণ যখন আমারে পরাভূত করিল, তখন আমার জীবনে বা রাজ্যে প্রয়োজন কি! পূর্ব্বে ভীষ্ম, কৃপ বা দ্রোণাচার্য্য হইতে আমার যে অবস্থা হয় নাই, আজি মহারথ সূতপুত্র হইতেই তাহা হইয়াছে।' এই নিমিত্তই আমি বিশেষরূপে তাহার মৃত্যু বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি।

হে কৌন্তেয়! মহারথ সূতপুত্র যুদ্ধে ইন্দ্র তুল্য, পরাক্রমে যম তুল্য ও অস্ত্র প্রয়োগে পরশুরাম তুল্য। ঐ মহারথ সর্ব্বযুদ্ধ বিশারদ ও ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য; ধৃতরাষ্ট্র তোমার নিধনার্থেই পুত্রগণের সহিত কর্ণের অভিবাদন করিতেন এবং সমস্ত যোধগণ মধ্যে কর্ণকেই তোমার মৃত্যু বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। হে পুরুষপ্রবীর! তুমি কিরূপে সুহৃদগণ সমক্ষে রুরুমস্তকচ্ছেদী সিংহের ন্যায় সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূতনন্দনের মস্তক ছেদন করিলে, তাহা এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে মহাত্মন্! যে দুরাত্মা তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে চতুর্দ্দিকে তোমার অনুসন্ধান করত কহিয়াছিল যে, যে ব্যক্তি আমারে অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিবে, আমি তাহারে ছয় হস্তিযুক্ত রথ প্রদান করিব; সেই সূতপুত্র কি তোমার কঙ্কপত্র সমলঙ্কৃত সুনিশিত শরনিকরে সমাহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে? দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রশ্রয়ে নিতান্ত গর্ব্বিত সূতপুত্র তোমার অন্বেষণ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিল, তুমি তাহারে সংহার করিয়া আমার অতিশয় প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যে বীরাভিমানী দুরাত্মা তোমার দর্শন লাভার্থে প্রদর্শক ব্যক্তিরে হস্তী, গো, অশ্ব ও সুবর্ণময় রথ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল; যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সততই স্পর্দ্ধা করিত; যে কৌরব সভায় আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল এবং যে দুর্য্যোধনের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল; অদ্য তুমি কি সেই বলমদমত্ত সূতপুত্রকে সংহার করিয়াছ? সে কি তোমার সহিত সমরে সমাগত ও তোমার শরাসনচ্যুত রুধিরপায়ী শরে বিদীর্ণকলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে; দুর্য্যোধনের ভুজযুগল কি ভগ্ন হইয়াছে? যে দুরাত্মা সভামধ্যে দুর্য্যোধনকে পুলকিত করত আমি ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব এই দর্পপূর্ণ বাক্যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল, তাহার সেই বাক্য ত সত্য হইল না? যে নির্ব্বোধ অর্জ্জুন জীবিত থাকিতে আমি কখনই পদক্ষালন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজি তুমি কি সেই কর্ণকে সংহার করিয়াছ? যে দুষ্ট সভামধ্যে কৌরবগণ সমক্ষে কৃষ্ণারে কহিয়াছিল, হে কৃষ্ণে! তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল পতিত পাণ্ডবগণকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ না? অর্জ্জুন! তুমি কি তাহার দর্পচূর্ণ করিয়াছ? যে হতভাগ্য আমি বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়কে সংহার না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই পাপাত্মা কি

তোমার শরনিকরে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে? হে ধনঞ্জয়! সৃঞ্জয় ও কৌরবগণের সমাগমকালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, তোমার অবিদিত নাই। ঐ যুদ্ধে দুরাত্মা কর্ণ আমারে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছে; তুমি কি গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত প্রজ্বলিত বিশিখ সমূহ দ্বারা সেই মন্দবুদ্ধির কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়াছ? আমি কর্ণের শরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তুমি অদ্য নিঃসন্দেহ সূতপুত্রকে সংহার করিবে, আমার সেই চিন্তা ত নিষ্ফল হয় নাই? দুর্য্যোধন যে সূতপুত্রের বল বীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত, তুমি কি অদ্য পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের আশ্রয় স্বরূপ সেই কর্ণকে বিনষ্ট করিয়াছ? যে দুরাত্মা পূর্ব্বে সভামধ্যে কৌরবগণ সমক্ষে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়াছিল; যে হাস্যমুখে দুঃশাসনকে দ্যূত নির্জ্জিত দ্রৌপদীরে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতে কহিয়াছিল এবং যে ক্ষুদ্রাশয় রথাতিরথ সংখ্যা কালে অর্দ্ধ রথরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া শস্ত্রধরাগ্রগণ্য পিতামহকে তিরস্কার করিয়াছিল, সেই দুর্ম্মতিপরতন্ত্র সূতপুত্র কি তোমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে? হে ধনঞ্জয়! আমার হৃদয়ে অপমান সমীরণ সন্ধুক্ষিত রোষানল নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে, আজি তুমি কর্ণকে আমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে এই কথা বলিয়া উহা নির্ব্বাণ কর। সূতপুত্রের বিনাশ সংবাদ আমার প্রার্থনীয়; অতএব তুমি বল কিরূপে তাহারে সংহার করিলে। হে বীর! বৃত্রাসুর নিহত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু যেমন পুরন্দরের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও এতাবৎকাল তোমার আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছিলাম।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! অনন্তবীর্য্য সম্পন্ন অর্জ্জুন ধর্ম্মপরায়ণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! অদ্য আমি সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে কৌরব সৈন্যগণের অগ্রসর মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষসদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করত সহসা আমার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ আমার মেঘগম্ভীর নিস্বন রথ নিরীক্ষণ করিয়াই পরিবেষ্টন করিতে লাগিল। আমিও সেই সমস্ত সৈন্য মধ্যে পাঁচ শত ব্যক্তিরে বিনাশ করিয়া অশ্বত্থামার

সম্মুখীন হইলাম। তিনি আমারে অবলোকন করিয়া গজেন্দ্র যেমন সিংহের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ আমার অভিমুখে আগমন করিলেন এবং নিহন্যমান কৌরবগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া পরম প্রযত্ন সহকারে বিষাগ্নি সদৃশ সুনিশিত শরনিকরে আমারে ও বাসুদেবকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে গুরুপুত্রের আট আটটি গো সংযোজিত আট খানি শকট পরিপূর্ণ যে অসংখ্য শর ছিল, তিনি আমারে লক্ষ্য করিয়া তৎসমুদায়ই পরিত্যাগ করিলেন। আক্ষিপ্ত বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তাঁহার শরনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া শিক্ষা, অস্ত্রবল ও প্রযত্ন প্রদর্শনপূর্ব্বক বর্ষাকালে কৃষ্ণ মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে আমার কোন্ পার্শ্বে অবস্থান করিলেন এবং কখন শর সন্ধান আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলাকার নিরীক্ষণ হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণাত্মজ আমারে ও বাসুদেবকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। আমিও নিমেষ মধ্যে বজ্রকল্প ত্রিংশৎ শরে তাঁহারে নিতান্ত নিপীড়িত করিলাম। তখন তিনি ক্ষণকাল মধ্যে আমার শরনিকরে একান্ত বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। অনন্তর আচার্য্যপুত্র স্বীয় সৈন্যগণকে আমার শরজালে একান্ত অভিভূত ও রুধিরলিপ্ত দেহ নিরীক্ষণ করিয়া সূতপুত্রের রথসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হস্তী ও অশ্বগণকে ধাবমান এবং যোদ্ধাদিগকে সাতিশয় শঙ্কিত অবলোকন করিয়া পঞ্চাশৎ মহারথ সমভিব্যাহারে সত্বরে আমার অভিমুখে সমুপস্থিত হইল। আমি সেই মহারথগণের বধ সাধনপূর্ব্বক কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। এক্ষণে গো সমূহ যেমন কেশরীরে অবলোকন করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হইতেছে। প্রভদ্রকগণ সূতপুত্রের সম্মুখীন হইয়া যেন মৃত্যুর ব্যাদিত বদনে নিপতিত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণ প্রভদ্রকদিগের সাত শত রথীকে নিহত করিয়াছে; ফলত ঐ

উত্তর কর্ত্তৃক কুরুবীরগণের বস্ত্র-হরণ।

মহাবীর যে পর্য্যন্ত না আমাদিগকে দর্শন করিয়াছিল, তদবধি কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা আপনারে পূর্ব্বে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে এবং তৎপরে, কর্ণের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম যে, আপনি কর্ণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শিবিরে আগমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের এইরূপ অদ্ভুত অস্ত্র প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। অদ্য তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারে, সৃঞ্জয়গণ মধ্যে এমন আর কেহই নাই। অতএব মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমারে চক্র রক্ষক হউন এবং মহাবল পরাক্রান্ত যুধামন্যু ও উত্তমৌজা আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। আজি আমি যদি সূতপুত্ত্রকে সংগ্রামস্থলে দেখিতে পাই, তাহা হইলে বৃত্রাসুরের সহিত সমাগত সুররাজের ন্যায় সেই নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীরের সহিত সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি আসিয়া আমাদের উভয়েরই যুদ্ধ সন্দর্শন করুন। ঐ দেখুন, প্রভদ্রকগণ সূতপুত্ত্রের প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং রাজপুত্ত্রগণ স্বর্গলাভার্থে নিহত হইতেছেন। আজি যদি আমি বলপূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবগণের সহিত কর্ণকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে অঙ্গীকৃত প্রতিপালন পরাঙ্মুখ ব্যক্তির যে গতি, আমারও যেন সেই কৃচ্ছ্র গতি লাভ হয়। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি যুদ্ধে আমার জয় প্রার্থনা করুন। ঐ দেখুন, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতেছে; অতএব আমারে অবিলম্বে সংগ্রামস্থলে গমন করিতে হইবে। আজি আমি সমুদায় সৈন্য ও শত্রুগণ এবং সূতপুত্ত্রকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ, যুধিষ্ঠির মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্ত্রের শরজালে একান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারে জীবিত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার সৈন্যগণ নিপীড়িত ও পলায়িত হইয়াছে এবং তুমিও কর্ণকে সংহার করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া ভীতমনে ভীমকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছ। এখন বুঝিলাম আর্য্যা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। তুমি দ্বৈতবনে আমার নিকট সত্য করিয়াছিলে যে, আমি একাকীই কর্ণকে

রিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। এখন তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আজি তুমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কিরূপে আগমন করিলে? তুমি যদি পূর্ব্বে দ্বৈতবনে আমারে কহিতে যে, আমি সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না, তাহা হইলে আমি ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতাম। হে ধনঞ্জয়! তুমি তৎকালে আমার নিকট সূতপুত্রের বধসাধন বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে? কি নিমিত্ত আমাদিগকে শত্রু মধ্যে আনয়ন করিয়া কঠিন ভূভাগে নিক্ষেপপূর্ব্বক চূর্ণ করিলে? হে অর্জ্জুন! আমরা সততই তোমারে বহুতর আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি ফললাভার্থী ব্যক্তিদিগের বহু কুসুমশোভিত নিষ্ফল পাদপের ন্যায় আমাদিগের তৎসমুদায়ই বিফল করিলে। আমি রাজ্যলাভে একান্ত লোলুপ; কিন্তু এক্ষণে তোমা হইতে আমার আমিষখণ্ডসমাচ্ছাদিত বড়িশের ন্যায়, ভক্ষ্য দ্রব্য সমাচ্ছন্ন গরলের ন্যায় রাজ্য-বপদেশে বিনাশ লাভ হইল। হে ধনঞ্জয়! যোগ্য অবসরে প্রত্যুপ্ত বীজ যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ আমরা কেবল রাজ্য লাভের আশয়ে এই ত্রয়োদশ বৎসর তোমার উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাদিগকে ঘোরতর দুঃখে নিপাতিত করিলে। হে নির্ব্বোধ! তোমার বয়ক্রম সাতদিন হইলে আর্য্যা কুন্তীর প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল যে, "এই দেবরাজ সদৃশ বিক্রমশালী পুত্র রণস্থলে সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজয় করিবে। ইহার বাহুবলেই খাণ্ডবপ্রস্থে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ পরাজিত হইবেন। এই বীর মদ্র, কলিঙ্গ, কেকয় ও কৌরবগণকে নিহত করিবে। ইহার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর প্রাদুর্ভূত হইবে না। ইহারে কেহই কখন পরাজয় করিতে পারিবে না। এই বীর সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং ইচ্ছা করিলেই যাবতীয় প্রাণিগণকে বশীভূত করিতে পারিবে। হে কুন্তি! সুরজননী অদিতির পুত্র অরিনিসূদন মধুসূদনের ন্যায় এই পুত্র তোমার গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই মহাবীর সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক, বেগে বায়ু, ধীরতায় সুমেরু, ক্ষমাগুণে পৃথিবী, তেজে দিবাকর, ঐশ্বর্য্যে কুবের, শৌর্য্যে শক্র ও বলবীর্য্যে বিষ্ণুর অনুরূপ হইবে। ইহা হইতেই কৌরবদিগের বংশ রক্ষা হইবে। এই বীর আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে।"

হে ধনঞ্জয়! তৎকালে অন্তরীক্ষে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল। শতশৃঙ্গ পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত মহর্ষিগণও ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই দৈববাণী নিষ্ফল হইল। অতএব বোধ হইতেছে, দেবগণও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হে বীর! আমি মহর্ষিগণের মুখে নিরন্তর তোমার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনের উন্নতি বিষয়ে অণুমাত্র প্রত্যাশা করিতাম না এবং তুমি যে সূতপুত্র হইতে ভীত হইবে, আমার মনেও কখন এরূপ বিশ্বাস হয় নাই। দেখ, তুমি বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত অশব্দ চক্র সম্পন্ন কপিধ্বজ রথে আরোহণ এবং হেমপট্ট সমলঙ্কৃত খড়্গ ও তাল প্রমাণ গাণ্ডীব ধারণ করিতেছ; বিশেষত বাসুদেব তোমার সারথি হইয়াছেন; তথাচ তুমি সূতপুত্র হইতে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিলে! এক্ষণে তুমি বাসুদেবকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর। তুমি যদি কৃষ্ণের সারথি হইতে তাহা হইলে উনি পুরন্দর যেমন বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রবল পরাক্রম সূতপুত্রকে বিনাশ করিতেন, সন্দেহ নাই। হে অর্জ্জুন! যদি অদ্য তুমি সমরচারী সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা অস্ত্র শস্ত্রে সুনিপুণ অন্য এক ভূপালকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর। তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে পাপ পুরুষ পরিসেবিত অগাধ নরকে নিপতিত পুত্র কলত্র বিহীন এবং সুখ ও রাজ্যপরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিবে না। তোমার সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করা অপেক্ষা পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবে বিনষ্ট হওয়া বা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ না করাই শ্রেয়ঃকল্প ছিল। হে দুরাত্মন! এক্ষণে তোমার গাণ্ডীবে ধিক্, বাহুবীর্য্য ও অসংখ্য শরনিকরে ধিক্ এবং বানরধ্বজ ও পাবক প্রদত্ত দিব্য রথেও ধিক্।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, মহাবীর অর্জ্জুন রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় সত্বরে অসি গ্রহণ করিলেন। অন্তর্যামী হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি কি নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণ করিলে? এক্ষণে ত তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত নাই। ধীমান্ ভীমসেন কৌরবগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। তুমি মহারাজের দর্শনার্থ রণভূমি হইতে সমাগত হইয়াছ। এক্ষণে সেই সিংহবিক্রান্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কুশলী

দেখিয়া এই আহ্লাদ সময়ে কেন বিমোহিতের ন্যায় কার্য্য করিতেছ? এখন ত তোমার বধার্হ কেহ উপস্থিত নাই, তবে কি নিমিত্ত প্রহারে উদ্যত হইতেছ? অথবা বোধ হয়, তোমার চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকিবে; নচেৎ তুমি কি নিমিত্ত সত্বরে করে করবারি গ্রহণ করিলে?

হে মহারাজ! মহাত্মা হৃষীকেশ এইরূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কেশবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তুমি অন্যকে গাণ্ডীব শরাসন সমর্পণ কর এই কথা যিনি আমারে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব; এই আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে সেই কথা কহিয়াছেন। অতএব আমি এই ধর্ম্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃন্য লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। আমার খড়্গ গ্রহণ করিবার এই কারণ। তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। তুমি এই জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত আছ। এ সময়ে বিবেচনাপূর্ব্বক যেরূপ কহিবে, আমি তাহাই করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে তাঁহারে বারংবার ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমারে রোষপরবশ দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম যে, তুমি যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি ধর্ম্মভীরু; কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন ঈদৃশ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। আজি তোমারে এরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মুর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, সে নরাধম। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি তাহা অবগত নহ। অনিশ্চয়জ্ঞ ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য অবধারণ সময়ে তোমার মত নিতান্ত অবশ ও মুগ্ধ হইয়া থাকে, কার্য্যাকার্য্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করা অনায়াসসাধ্য নহে। শাস্ত্রদ্বারাই সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তুমি যখন মোহবশত ধর্ম্ম রক্ষার মানসে প্রাণিবধরূপ মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। আমার মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা

করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি কিরূপে প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় পুরুষপ্রধান, ধর্ম্ম-কোবিদ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইলে? সজ্জনেরা সমরে অপ্রবৃত্ত, শরণাগত, বিপদ্‌গ্রস্ত, প্রমত্ত ও রণপরাঙ্মুখ শত্রুরেও বিনাশ করা নিন্দনীয় কহিয়া থাকেন ; কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর প্রাণ সংহারে সমুদ্যত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এক্ষণে মূর্খতা বশত অধর্ম্ম্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতি দুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্মতর ধর্ম্মপথ অবগত না হইয়াই গুরুর বিনাশে অভিলাষ করিতেছ। হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্ম্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি ; শ্রবণ কর।

সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্য স্বরূপ ও সত্য মিথ্যা স্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণ বিয়োগ ও সর্ব্বস্বাপহরণ কালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না। যে, সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয়, সে নিতান্ত বালক। আর যে ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পরেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। কৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধবধকারী বলাক ব্যাধের ন্যায় দারুণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও বিপুল পুণ্যলাভ করিতে পারেন। আর অকৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় মহাপাপে নিমগ্ন হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি বলাক ও কৌশিকের যথাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বকালে বলাক নামে এক সত্যবাদী অসূয়াশূন্য ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতা ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত মৃগ বিনাশ করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়া কুত্রাপি মৃগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ব্ব নেত্রবিহীন শ্বাপদ তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঐ শ্বাপদ ঘ্রাণ দ্বারা দূরস্থ বস্তুও

অবগত হইতে পারিত। ব্যাধ উহারে একাগ্রচিত্তে জলপান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ শ্বাপদ নিহত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরাদিগের অতি মনোরম গীত বাদ্য আরম্ভ হইল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল। হে অর্জ্জুন! সেই শ্বাপদ তপঃপ্রভাবে বর লাভ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশহেতু হওয়াতে বিধাতা উহারে অন্ধ করিয়াছিলেন। বলাক সেই ভূতগণনাশক মৃগকে বিনাশ করিয়া অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিল। অতএব ধর্ম্মের মর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয়।

আর দেখ, কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করত সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য পালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও গুল্মপরিবেষ্টিত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্য বাক্য জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।

হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ অল্পবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধদিগের নিকট সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তি নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ

করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্র-দিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ধর্ম্মনামে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদারাপহরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহার নিকট তাহা অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাব-লম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ঐরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্য স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার মানসে ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা সেই কার্য্যে পরিণত না করে, সে কখনই তাহার ফল লাভে সমর্থ হয় না। প্রাণিবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতি নিধন এবং উপহাস, এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ হয় না। ধর্ম্মতত্ত্বদর্শীরাও উহাতে অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন না। যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্য স্বরূপ হয়। সমর্থ হইলেও চৌরাদিরে ধন দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন দাতারেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার হিতার্থ শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে আপনার বুদ্ধিসাধ্যানুরূপ ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। ধর্ম্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত নিবন্ধন পাপ-ভাগী হইতে হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার বধার্হ কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বল।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে বাসুদেব! তুমি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন; তুমি আমাদের হিতার্থে যাহা কহিলে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তুমি আমাদের পিতা মাতার সদৃশ এবং তুমিই আমাদের গতি ও আশ্রয়। এই ত্রিলোক মধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব সত্যধর্ম্ম যে তোমার বিশেষ বিদিত আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মরাজ যে আমার অবধ্য, তাহা আমার বোধগম্য হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার মনোগত অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপায় নির্দ্দেশ কর। হে কৃষ্ণ! যদি কোন মনুষ্য

আমারে কহে যে, হে পার্থ! তুমি তোমা অপেক্ষা সমধিক অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহারে সংহার করিব। আমার এই ব্রত তোমায় অবিদিত নাই। মহাত্মা ভীমসেনেরও এই প্রতিজ্ঞা যে, যদি কেহ তাঁহারে তূবরক বলে, তাহা হইলে তিনি তাহারে বিনাশ করিবেন। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার সমক্ষেই আমারে বারংবার অন্যকে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিলেন। এক্ষণে আমি যদি ইঁহারে সংহার করি, তাহা হইলে ক্ষণকালও এই জীবলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব না। হে কেশব! আমি বিমোহিত হইয়া ধর্ম্মরাজের বধ চিন্তা করিয়াও পাপাসক্ত হইয়াছি, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয় এবং আমার ও ধর্ম্মরাজের জীবন রক্ষা হয়, তাহার উপায় অবধারণ কর।

বাসুদেব কহিলেন,—হে সখে! ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় তাড়িত ও ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও দুঃখিত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই ইনি রোষভরে তোমার প্রতি এইরূপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তুমি উঁহার বাক্যে কুপিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ করিবে, এই উঁহার অভিপ্রায়। পাপাত্মা সূতপুত্র একান্ত দুর্দ্ধর্ষ; আজি কৌরবগণ তাহারে পণস্বরূপ করিয়া যুদ্ধরূপ দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে সেই দুর্দ্ধর্ষ কর্ণের বিনাশ সাধন করিতে পারিলেই কৌরবেরা অক্লেশে পরাজিত হইবে। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই বিবেচনা করিয়াই কটু বাক্য দ্বারা তোমারে কোপিত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইঁহারে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও তোমার অতি কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে ইনি জীবন সত্ত্বেও যাহাতে মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, এইরূপ এক উপায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! এই জীবলোকে মাননীয় ব্যক্তি যতদিন সম্মান লাভ করেন, ততদিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন। তিনি অপমানিত হইলেই তাঁহারে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেখ, বৃদ্ধবর্গ ও অন্যান্য বীরগণ তুমি, ভীম, নকুল ও সহদেব তোমরা সকলেই ধর্ম্মরাজকে সম্মান করিয়া থাক, আজি তুমি তাঁহারে অণুমাত্র অপমানিত কর। হে অর্জ্জুন! গুরুরে "তুমি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই তাঁহারে বধ

করা হয়, অতএব তুমি পূজ্যতম ধর্ম্মরাজকে 'তুমি' বলিয়া নির্দ্দেশ কর। এক্ষণে আমি যে প্রকার কহিলাম, অথর্ব্ব বেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং মহর্ষি অঙ্গিরাও এইরূপই কহিয়া গিয়াছেন। 'ফলত গুরুলোককে 'তুমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে' তাঁহারে এক প্রকার বধ করা হয়; অতএব মঙ্গল লাভার্থী ব্যক্তি অবিচারিতচিত্তে আবশ্যক সময়ে ইহার অনুষ্ঠান করিবে। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে ধর্ম্মনন্দনকে 'তুমি' বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেই ইনি অপমানিত হইয়া আপনারে তোমার হস্তে নিহত জ্ঞান করিবেন। তৎপরে তুমি ইঁহার চরণে প্রণত হইয়া সান্ত্বনা করিবে। তুমি এই-রূপ করিলে এই ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া কখনই রোষাবিষ্ট হই-বেন না। অতএব তুমি এক্ষণে এইরূপে স্বীয় সত্য প্রতিপালন ও ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা করিয়া সূতপুত্রকে বিনাশ কর।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করত পরুষ বাক্যে ধর্ম্মরাজকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! তুমি রণস্থল হইতে একক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছ; অতএব আমারে তিরস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুসূদন ভীমসেন কৌরব পক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তিনিই আমারে তিরস্কার করিতে পারেন। ঐ মহাবীর অসংখ্য রথী, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী মহীপালগণকে নিপীড়িত ও নিপাতিত করিয়া মৃগনিহন্তা সিংহের ন্যায় বহু সহস্র কুঞ্জর এবং অযুত কাম্বোজ ও পার্ব্বতীয়কে সংহারপূর্ব্বক তোমার অসাধ্য অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন। উনি ইন্দ্র, যম ও কুবেরের ন্যায় প্রতাপশালী। ঐ মহাবীর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদা ও খড়েগর আঘাতে চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিয়া হস্ত পদের আঘাতে অসংখ্য অরাতির প্রাণ সংহার করিতেছেন এবং রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকরে শত্রুগণকে সহসা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর একাকী দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গ বল প্রমথিত করত নীল মেঘ সদৃশ কলিঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, নিষাদ, মাগধ ও অন্যান্য শত্রুগণের প্রাণ সংহার এবং যথাসময়ে রথে আরোহণপূর্ব্বক জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর বর্ষণ

করিতেছেন। অদ্য তাঁহার নিশিত শরে অষ্ট শত গজ নিপাতিত হইয়াছে। অতএব সেই বীরই আমারে তিরস্কার করিতে পারেন। কিন্তু তুমি সতত সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাক; সুতরাং আমার নিন্দা করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন্! পণ্ডিতেরা দ্বিজগণের বাক্যবল ও ক্ষত্রিয়গণের বাহুবল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়াও বাক্য প্রকাশ করত নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় আমারে বলহীন কহিতেছ। সত্যসন্ধ পিতামহ তোমার প্রিয়-কামনায় স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করাতে দ্রুপদনন্দন মহাবীর শিখণ্ডী সেই মহাত্মারে নিপাতিত করিয়াছেন। শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তাঁহারে রক্ষা করিয়াছিলাম; নচেৎ দ্রুপদতনয় কদাপি পিতামহকে সংহার করিতে পারিতেন না। ফলত আমি স্ত্রী, পুত্র, শরীর ও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তোমার হিতার্থে যত্নবান্ রহিয়াছি, তথাপি তুমি আমারে বাক্যবাণে নিপীড়িত করিতেছ? আমি তোমার নিমিত্ত মহারথগণকে নিহত করিতেছি, কিন্তু তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রৌপদীর শয্যায় শয়ন করিয়া আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর। তোমার নিকট থাকিয়া কোন মতেই সুখী হইতে পারি না। হে রাজন্! তুমি অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া স্বয়ং অসাধুব্যবহৃত ঘোরতর অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে আমাদিগের প্রভাবে অরাতিগণকে পরাজয় করিতে অভিলাষ করিতেছ। অতএব আমি তোমার রাজ্যলাভে সন্তুষ্ট নহি। সহদেব অক্ষক্রীড়াতে বহুতর দোষ ও অধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিল। তথাপি তুমি তাহা পরিত্যাগ কর নাই; সেই নিমিত্তই আমরা এই পাপগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইয়া স্বয়ং দুঃখোৎ-পাদনপূর্ব্বক অদ্য আমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ; অতএব জানিলাম তোমা হইতে অমাদিগের কিছুমাত্র সুখ লাভের প্রত্যাশা নাই। তোমার অপরাধেই শত্রুপক্ষীয় সৈনিকগণ অমাদিগের শরে নিহত হইয়া চীৎ-কার করত ছিন্নগাত্রে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। তোমা হইতেই কৌরব-গণের বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে; তোমার দোষেই উদীচ্য, প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ নিহত হইয়াছে এবং উভয় পক্ষীয় যোধগণ সমরে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরস্পরকে সংহার করিতেছে। হে রাজন্! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই আমাদের রাজ্যনাশ

ও যাহার পর নাই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব তুমি পুনরায় ক্রূর বাক্য দ্বারা অমারে ব্যথিত করিও না ।

হে কুরুরাজ ! ধর্ম্মভীরু স্থিরপ্রজ্ঞ সব্যসাচী ধর্ম্মরাজকে এইরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করাইয়া অল্পমাত্র পাপের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিতান্ত বিমনা হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিলেন। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন ! তুমি কি নিমিত্ত পুনরায় এই আকাশ সদৃশ শ্যামল অসি নিষ্কাসিত করিলে ? তুমি অবিলম্বে তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর, আমি তোমার প্রয়োজন সিদ্ধির সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি ; অতএব এক্ষণে আত্মবিনাশ করিব। তখন পরম ধার্ম্মিক বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পার্থ ! তুমি রাজারে এই রূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া আপনারে মহাপাপে লিপ্ত জ্ঞান করত আত্মবিনাশে উদ্যত হইয়াছ ; কিন্তু আত্মহত্যা সাধুজনের সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। দেখ, যদি আজি তুমি খড়্গাঘাতে ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মভীরুতা কোথায় রহিত এবং তুমি পরিশেষেই বা কি করিতে ? সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অতিশয় দুরবগাহ। অজ্ঞ ব্যক্তি উহা কখনই সহসা বুঝিতে পারে না। হে অর্জ্জুন ! তুমি আত্মঘাতী হইলে ভ্রাতৃবধ অপেক্ষা ঘোরতর নরকে নিপতিত হইবে। অতএব এক্ষণে স্বয়ং আপনার গুণ কীর্ত্তন কর ; তাহা হইলে তোমার আত্মবিনাশ করা হইবে।

হে মহারাজ ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্যে অনুমোদন করিয়া শরাসন অবনত করত ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে রাজন্ ! পিণাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। আমি তাঁহার অনুগৃহীত ও মহাত্মা। আমি ক্ষণকাল মধ্যে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ নষ্ট করিতে পারি। আমিই ভূপতিগণের সহিত সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বশীভূত করিয়াছি। আমার পরাক্রমেই আপনার দিব্য সভা নির্ম্মিত ও সমাপ্তদক্ষিণ রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। আমার করে নিশিত শরানকর ও

জ্যাযুক্ত সশর শরাসন এবং পদদ্বয়ে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে; মাদৃশ ব্যক্তিরে সমরে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি কৌরব-পক্ষীয় উদীচ্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছি। সংশপ্তকগণের কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; বস্তুত আমি কৌরবপক্ষের অর্দ্ধাংশ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছি। দেবসেনা সদৃশ বিক্রম সম্পন্ন কৌরব সৈন্য-গণ আমার শরে নিহত হইয়া সমর শয্যায় শয়ন করিয়াছে। আমি অস্ত্রজ্ঞ-দিগকেই অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি, এই নিমিত্তই সমুদায় লোককে ভস্ম-সাৎ করিতেছি না। এক্ষণে কৃষ্ণ ও আমি আমরা উভয়ে জয়শীল ভীষণ রথে আরোহণ করিয়া কর্ণ বিনাশার্থ গমন করিতেছি। আপনি সুস্থির হউন। আমি অবশ্যই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিব। অদ্য হয় কর্ণের মাতা পুত্রহীনা হইবে, না হয় আমার মৃত্যু নিবন্ধন জননী কুন্তী নিতান্ত বিষণ্ণ হইবেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য কর্ণকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ কবচ পরিত্যাগ করিব না।

হে কুরুরাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া শরাসন ও শস্ত্র পরিত্যাগ এবং অসি কোষ মধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনারে নম-স্কার করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে ক্ষমা করুন। আমি কি নিমিত্ত আপনারে এরূপ কহিলাম, তাহা আপনি পরিণামে বুঝিতে পারিবেন। হে মহারাজ! সূতপুত্র আমার সহিত সংগ্রামার্থে আগমন করিতেছে। আমি অচিরাৎ তাহারে সংহার করিব। আমি কেবল আপনার হিত সাধনার্থে জীবন ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে ভীমসেনকে সমর হইতে মুক্ত ও সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিতে চলিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় এই রূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদ বন্দনানন্তর সমরে গমন করিবার মানসে সমুত্থিত হইলেন।

হে কুরুরাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতার পূর্ব্বোক্ত পরুষবাক্যে নিতান্ত অবমানিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি অতি অসৎ কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই তোমরা বিষম দুঃখে পতিত হইয়াছ। আমি নিতান্ত ব্যসনাসক্ত, মূঢ়, অলস, ভীরু ও পরুষ, আমা হইতেই আমাদের কুল বিনষ্ট হইল। অতএব তুমি

অচিরাৎ আমার মস্তক ছেদন কর। কি সুখে আর আমার অধীন থাকিবে। অথবা আমি অচিরাৎ বনে গমন করিতেছি ; তুমি সুখী হও। মহাত্মা ভীমসেন রাজ্য লাভের উপযুক্ত। আমি অকর্ম্মণ্য, আমার রাজকার্য্যে প্রয়োজন কি ! আমি আর তোমার পরুষ বাক্য সহ্য করিতে পারিব না। এক্ষণে ভীমসেনই রাজা হউক। অপমানিত হইয়া আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বন গমনে উদ্যত হইলেন।

তখন মহামতী বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে প্রণতি পুরঃসর কহিলেন, হে মহারাজ ! সত্যসন্ধ গাণ্ডীবধন্বা গাণ্ডীব বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ত আপনার অবিদিত নাই। যে ব্যক্তি উঁহারে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিবে, উনি তাহারে বিনাশ করিবেন। আপনি ধনঞ্জয়কে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব সমর্পন করিতে কহিয়াছেন, সেই নিমিত্তই উনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে আমার প্রবর্ত্তনায় আপনার অপমান করিয়াছেন। গুরুলোকের অপমানই মৃত্যু স্বরূপ। হে মহারাজ ! এক্ষণে আমরা উভয়ে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য পৃথিবী কর্ণের শোণিত পান করিবে। এক্ষণে আপনি সূতপুত্রকে নিহত বোধ করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে সসম্ভ্রমে তাঁহারে উত্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! তুমি যহা কহিলে, সকলই যথার্থ। আমি অর্জ্জুনকে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে বলিয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যে প্রবোধিত হইলাম। অদ্য তুমি আমাদিগকে ঘোরতর বিপদ্ হইতে মুক্ত করিলে। আজি অর্জ্জুন ও আমি আমরা উভয়েই অজ্ঞান প্রভাবে মোহিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার প্রভাবে এই ভীষণ বিপদ্ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। তোমার বুদ্ধি প্লবস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দুঃখ শোকার্ণব হইতে উদ্ধার করিল।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব ধর্ম্মরাজের প্রীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিতে ধনঞ্জয়কে অনুরোধ করিলেন এবং মহাত্মা

অর্জ্জুনকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ নিবন্ধন নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, হে পার্থ! যদি তুমি তীক্ষ্ণধার খড়গ দ্বারা ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার কি অবস্থা হইত, তুমি রাজারে দুর্ব্বাক্য বলিয়া এইরূপ দুর্ম্মনায়মান হইয়াছ, আর তাঁহারে বিনাশ করিলে না জানি কি করিতে! যথার্থ ধর্ম্ম স্বভাবতই নিতান্ত দুর্ব্বোধ। বিশেষত অজ্ঞানেরা উহা কখনই সহজে বুঝিতে পারে না। তুমি ধর্ম্মভয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহার করিলে নিশ্চয়ই ঘোর নরকে নিপতিত হইতে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে পরম ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন কর। যুধিষ্ঠির প্রীত হইলে আমরা উভয়ে সত্বরে কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইব। আজি তুমি নিশ্চয়ই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্মরাজের বিপুল প্রীতি সম্পাদন করিবে। এক্ষণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে প্রসন্ন করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে গমন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব উহা করিলেই তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত ভাবে ধর্ম্মরাজের চরণে নিপতিত হইয়া বারংবার কহিলেন, হে মহারাজ! আমি ধর্ম্মরক্ষার্থে আপনারে যে সমস্ত দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তৎসমুদায় ক্ষমা করুন। তখন ধর্ম্মরাজ ধনঞ্জয়কে পদতলে নিপতিত ও রোরুদ্যমান অবলোকন করিয়া তাঁহারে উত্থাপনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করত সস্নেহ নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় বহুক্ষণ রোদন করিয়া পরিশেষে পরম প্রীতিযুক্ত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রীতমনে অর্জ্জুনের মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহারে আলিঙ্গন করত কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ণ সংগ্রাম নিপুণ সমুদায় সৈন্যের সমক্ষে শরজাল দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, শরাসন, শক্তি, অশ্ব ও শরনিকর ছেদন করিয়াছে। আমি তাহার প্রভাব জানিয়া ও কার্য্য দেখিয়া বিষাদে নিতান্ত অবসন্ন হইতেছি। আমার জীবনে আর আস্থা নাই। যদি তুমি অদ্য তাহারে নিপাতিত করিতে না পার, তাহা নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

মহাত্মা ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আমি সত্য, মহাশয়ের স্বাস্থ্য, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের

শপথ করিয়া কহিতেছি যে, অদ্য হয় সমরে কর্ণকে নিপাতিত করিব, নচেৎ স্বয়ং তাহার হস্তে নিহত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইব। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলাম। মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! অদ্য তোমার বুদ্ধিবলে নিশ্চয়ই সূতপুত্রকে সংহার করিব। বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি মহাবল কর্ণকে বিনাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি পরাক্রান্ত সূতপুত্রকে নিহত করিবে। ইহা আমি সতত অভিলাষ করিয়া থাকি। অনন্তর মহামতি বাসুদেব পুনরায় ধর্ম্মনন্দনকে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া দুরাত্মা কর্ণের বিনাশে অনুজ্ঞা করুন। আমরা আপনারে কর্ণশরনিপীড়িত শ্রবণ করিয়া আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। ভাগ্যক্রমে আজি আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই। এক্ষণে অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া বিজয় লাভার্থে আশার্ব্বাদ করুন।

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে ধনঞ্জয়! তুমি আমারে অবশ্য কর্ত্তব্য হিতকর কথা কহিয়াছ, অতএব উহা পরুষ হইলে আমি ক্ষমা করিলাম। এক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে জয় কর। আমি তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইও না। হে মহারাজ! মহাত্মা ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্য শ্রবণানন্তর প্রণত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, ভ্রাত! তুমি আমারে বিশেষ রূপে সম্মানিত করিয়াছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অচিরাৎ জয় ও মাহাত্ম্য লাভ কর। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! অদ্য শরনিকরে বলগর্ব্বিত পাপাত্মা কর্ণকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র শরাসন আনত করিয়া শরজালে আপনারে যে নিপীড়িত করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ঘোর সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আপনারে দর্শন ও আপনার সম্মান করিব। হে মহারাজ! আমি আপনার পদ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি যে, অদ্য সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাচ সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগত হইব না। তখন মহাত্মা ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমার শোকক্ষয়, অরাতি

বিনাশ, আয়ুবৃদ্ধি ও জয় লাভ হউক। দেবগণ তোমার মঙ্গল বৃদ্ধি করুন এবং তোমার নিমিত্ত যাহা ইচ্ছা করি, তুমি তৎসমুদায় লাভ কর। এক্ষণে পুরন্দর যেমন পূর্ব্বে আপনার বৃদ্ধির নিমিত্ত বৃত্রাসুরের প্রতি গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হও।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে প্রহৃষ্ট মনে ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন করিয়া সূতপুত্রের বধাভিলাষে বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! তুমি পুনরায় আমার রথ সুসজ্জিত এবং উহাতে অশ্ব সকল সংযোজিত ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র সন্নিবেশিত কর। সুশিক্ষিত অশ্ব সকল শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠে বারংবার বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে উহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর এবং সূতপুত্রকে সংহার করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে আমারে রণস্থলে লইয়া চল।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপ কহিলে মহামতি বাসুদেব স্বীয় সারথি দারুককে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহারে অর্জ্জুনের বাক্য অবিকল বলিয়া অবিলম্বে রথানয়নে আদেশ করিলেন। দারুক বাসুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রথে অশ্ব সংযোজনপূর্ব্বক মহাত্মা অর্জ্জুনকে সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রথ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন ও রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের রথাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহারে মহাবেগে ধাবমান দেখিয়া সূতপুত্রকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় সমুদায় দিক্‌বিদিক্ নির্ম্মল হইল। চাস, শতপত্র ও ক্রৌঞ্চপক্ষিগণ অর্জ্জুনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। পুংনামক মঙ্গলজনক বিহঙ্গগণ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে ত্বরা প্রদর্শনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিতান্ত ভীষণদর্শন গৃধ্র, বক, শ্যেন ও বায়সগণ মাংসলোলুপ হইয়া অর্জ্জুনের অগ্রে অগ্রে গমন করত অর্জ্জুনের অরিসৈন্য বিনাশ ও সূতপুত্র সংহাররূপ শুভ নিমিত্ত সূচিত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামস্থলে গমন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত স্বেদজল নির্গত হইল

এবং তিনি কিরূপে এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিবেন, মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তখন মধুসূদন ধনঞ্জয়কে চিন্তায় আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, সখে! গাণ্ডীব প্রভাবে তুমি যাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ, তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে। দেবরাজ সদৃশ বলবীর্য্য সম্পন্ন বহুসংখ্য বীরগণ তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন; তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ এবং অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়? তোমার দিব্য অস্ত্র, হস্তলাঘব, বাহুবল, যুদ্ধে অসংমোহ, বিজ্ঞান, দৃঢ়ভেদিতা, লক্ষ্যে অস্খলন ও প্রহার বিষয়ে সবিশেষ নিপুণতা আছে। তুমি দেব গন্ধর্ব্ব সমবেত সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত বিনাশ করিতে পার। এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই। অধিক কি, সমরদুর্ম্মদ ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়গণের কথা দূরে থাকুক, দেবতাদিগের মধ্যেও তোমার তুল্য বীর কখন শ্রবণ বা দর্শনগোচর হয় নাই। সর্ব্বলোকস্রষ্টা পিতামহ গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি সেই গাণ্ডীব লইয়া যুদ্ধ করিতেছ; অতএব তোমার অনুরূপ বীর আর কেহই নাই। যাহা হউক, তোমার যাহা হিতকর, তাহা নির্দ্দেশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাবাহো! তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না। মহারথ সূতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত, নিতান্ত গর্ব্বিত, সুশিক্ষিত, কার্য্যকুশল, বিচিত্র যোদ্ধা ও দেশকালজ্ঞকোবিদ্। আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার গুণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ বীর আমার মতে তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব পরম যত্ন সহকারে তাহারে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তেজে হুতাশন সঙ্কাশ, বেগে বায়ু সদৃশ ও ক্রোধে অন্তক তুল্য; ঐ বিশাল বাহুশালী বীরবরের দৈর্ঘ্য আট অরত্নি পরিমিত, বক্ষস্থল অতি বিস্তৃত এবং সে নিতান্ত দুর্জ্জয়, অভিমানী, প্রিয়দর্শন, যোধগুণে সমলঙ্কৃত, মিত্রগণের অভয়প্রদ, পাণ্ডবগণের বিদ্বেষী ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের হিতানুষ্ঠান নিরত। আমার বোধ হইতেছে, এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে অদ্য কেহই ঐ মহাবীরকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন; অতএব তুমি অদ্য তাহারে বিনাশ কর। ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবতা মিলিত

হইয়াও পরম যত্ন সহকারে ঐ মহারথকে বিনাশ করিতে পারিবেন না। হে ধনঞ্জয়! সূতপুত্র অতিশয় দুরাত্মা, পাপস্বভাব, ক্রূর ও তোমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি সম্পন্ন; সে এক্ষণে অকারণ তোমাদিগের সহিত এইরূপ বিরোধ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে তাহারে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য্য হও। ঐ দুরাত্মারে পরাজয় করে, এমন আর কেহই নাই; অতএব তুমি তাহারে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর। দুরাত্মা সূতপুত্র বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া থাকে। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনও উহার বীর্য্য প্রভাবে আপনারে মহাবীর বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব আজি তুমি সেই শরশরাসন খড়্গধারী গর্ব্বিতস্বভাব পাপকার্য্যের মূলস্বরূপ সূতপুত্রকে বিনাশ করিয়া আমার প্রীতিভাজন হও। আমি তোমার বলবীর্য্য সম্যক্ অবগত আছি; এক্ষণে দুর্য্যোধন যাহার ভুজবীর্য্য আশ্রয় করিয়া তোমার বলবীর্য্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, তুমি সেই সূতপুত্রকে কেশরী যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ অচিরাৎ সংহার কর।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর উদারস্বভাব বাসুদেব কর্ণ বিনাশে কৃতসঙ্কল্প অর্জ্জুনকে পুনরায় কহিলেন, হে সখে! অদ্য সপ্তদশ দিন হইল, অনবরত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য বিনষ্ট হইতেছে। পাণ্ডবপক্ষীয় বিপুল সৈন্য কৌরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছে। কৌরবগণ প্রভূত গজবাজি সম্পন্ন হইয়াও তোমার প্রভাবে শমন সদনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। যাবতীয় পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সমাগত অন্যান্য ভূপালগণ তোমারে আশ্রয় করিয়াই সমরে অবস্থান করিতেছেন। পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, কারূষ ও চেদিগণ তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই শত্রুক্ষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া কৌরবগণকে জয় করিতে পারে? আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কৌরব সৈন্যের কথা দূরে থাকুক্, তুমি সুরাসুরনর সমবেত ত্রিলোক পরাজয় করিতে পার। তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি দেবরাজ সদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও রাজা ভগদত্তকে পরাজয় করিতে পারে? ভূপতিগণ তোমার বাহুবলে রক্ষিত সৈন্যগণকে দর্শন করিতেও সমর্থ নহেন। শিখণ্ডী

ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমা কর্ত্তৃক নিয়ত রক্ষিত হইয়াই ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিপাতিত করিয়াছে, নচেৎ সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয়কে পরাজয় করা কাহার সাধ্য! তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি অনেক অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর যুদ্ধদুর্ম্মদ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্তি, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিতে পারে? তোমার শরে নানা জনপদবাসী অসংখ্য ক্ষত্রিয় বিনষ্ট এবং রথ ও হস্তি সমুদায় বিদীর্ণ হইতেছে। প্রভূত গজবাজি সম্পন্ন গোবাস, দাশমীয়, বশাতি, প্রাচ্য, বাটধান ও অভিমানী ভোজ সৈন্যগণ তোমার ও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তুমি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তিই দুর্য্যোধনের কার্য্যে নিযুক্ত কৌরবগণ পরিবৃত অতি ভীষণ উগ্রস্বভাব দণ্ডপাণি যুদ্ধবিশারদ তুষার, যবন, খশ, দার্ব্বাভিসার, দরদ, শক, রামঠ, কৌঙ্কণ, অন্ধ্রক, পুলিন্দ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় ও সাগরকূলবর্ত্তী শূরগণকে জয় করিতে পারে নাই। যদি তুমি দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ব্যূহিত ও উগ্র দেখিয়া স্বপক্ষ রক্ষণে তৎপর না হইতে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতিগমনে সমর্থ হইত? কোপাবিষ্ট পাণ্ডবগণ তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই সাগরের ন্যায় সমুদ্ধূত ধূলিপটল সংবৃত কৌরবসৈন্যগণকে বিদারণপূর্ব্বক নিহত করিয়াছেন। আজি সাত দিন হইল, মগধাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত জয়ৎসেন অভিমন্যুর শরে নিপাতিত হইয়াছেন এবং ভীমসেন গদাপ্রহারে তাঁহার অনুগামী দশ সহস্র হস্তীর প্রাণ সংহারপূর্ব্বক অন্যান্য শত শত নাগ ও রথ বিনষ্ট করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! কৌরবগণ এইরূপে মহাবীর ভীমসেনের ও তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সহিত নিহত হইয়াছে।

পাণ্ডবগণ এইরূপে কৌরবদিগের সেনামুখ নিপাতিত করিলে পরমাস্ত্রবিদ্ ভীষ্মদেব শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক চেদি, কাশী, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও কৈকয়গণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া নিহত করিয়াছেন। তাঁহার শরাসনচ্যুত পরদেহ বিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি এক এক বার শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সহস্র সহস্র রথ বিনষ্ট করিয়া এক লক্ষ মনুষ্য ও হস্তী নিহত করিয়াছেন। তাহারা বিনষ্ট হইয়া পতন সময়ে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও রথ সংহার করিয়াছে। মহাবীর ভীষ্মদেব ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইয়া দশ দিন অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক রথ সকল রথিশূন্য ও গজবাজিগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ন্যায় অদ্ভুত রূপ প্রদর্শন পুরঃসর চেদি, পাঞ্চাল ও কেকয় দেশীয় নরপতিদিগকে নিপীড়িত করত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়াছেন। তিনি সমরসাগরে নিমগ্ন মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের উদ্ধারার্থ সমরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে সৃঞ্জয়দিগের সহস্র কোটি পদাতি ও অন্যান্য মহীপালগণ তাঁহারে দর্শন করিতেও সমর্থ হন নাই। তিনি তৎকালে একাকী সমরে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবণপূর্ব্বক অদ্বিতীয় বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শিখণ্ডী কেবল তোমার প্রভাবে রক্ষিত হইয়া নতপর্ব্ব শরনিকরে পুরুষ প্রধান কুরুপিতামহকে নিপাতিত করিয়াছে। ফলত মহাত্মা ভীষ্ম তোমার প্রভাবেই শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

প্রতাপান্বিত দ্রোণাচার্য্যও পাঁচদিন শত্রু সৈন্য নিপীড়িত করিয়াছিলেন। তিনি অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে সংহার ও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন। ঐ অন্তক সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরের শরানলে রাত্রিযুদ্ধে অসংখ্য যোধ দগ্ধ হইয়াছিল। মহাবল পরাক্রান্ত আচার্য্য এইরূপে অরাতি সংহার করিয়া পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা স্থির হইবে যে, তোমার প্রভাবেই দ্রোণের মৃত্যু হইয়াছে। যদি তুমি সমরে কর্ণপ্রমুখ রথিগণকে নিবারণ না করিতে, তাহা হইলে ঐ বীর কখনই নিহত হইতেন না। তুমি দুর্য্যোধনের সমুদায় বল নিবারণ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে নিপাতিত করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি জয়দ্রথ বিনাশ সময়ে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আর কোন্ ক্ষত্রিয় তদ্রূপ করিতে পারে। তুমি সমুদায় কৌরবসৈন্য নিবারণ ও মহাবীর ভূপতিগণকে সংহার করিয়া অস্ত্রবলে সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছ। ভূপালগণ সিন্ধুরাজের বধ আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন, কিন্তু তুমি ঐরূপ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাহারে নিহত করিয়াছ বলিয়া আমার উহা আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তুমি যদি সম্পূর্ণ এক দিন যুদ্ধ করিয়া এই সমুদায় ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট কর, তাহা হইলেও আমি উহাদিগকে বলবান্ বলিয়া স্বীকার করি। তুমি মুহূর্ত্ত মধ্যেই সকলকে বিনষ্ট করিতে পার, সন্দেহ নাই। যখন ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন, তখন ভয়ঙ্কর কৌরব সেনা বীরশূন্য

হইয়াছে। যোধগণ নিপতিত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় বিনষ্ট হওয়াতে, অদ্য কৌরব সৈন্য চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাবিহীন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বকালে অসুর সেনাগণ যেমন ইন্দ্রের পরাক্রমে ধ্বংস হইয়াছিল, এক্ষণে কৌরব সেনারাও তদ্রূপ তোমার প্রভাবে বিনষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কৌরব পক্ষে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, মদ্ররাজ ও কৃপাচার্য্য এই পাঁচ জন মাত্র মহারথ অবশিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য ঐ পাঁচ মহারথকে নিপাতিত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গিরিকানন সমন্বিত পৃথিবী প্রদান কর। পূর্ব্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইলে দেবতারা যেমন হৃষ্ট হইয়াছিলেন, অদ্য অরাতিগণ তোমার হস্তে বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালগণ সেইরূপ পরিতুষ্ট হইবেন। যদি তুমি তোমার গুরু দ্বিজাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের সম্মান রক্ষার্থে অশ্বত্থামার প্রতি ও আচার্য্যগৌরব প্রযুক্ত কৃপাচার্য্যের প্রতি দয়া কর, এবং যদি মাতৃবান্ধব বলিয়া কৃতবর্ম্মারে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে বিনাশ না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু পাপাত্মা নীচাশয় সূতপুত্রকে অবিলম্বে নিশিত শরে নিহত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি কহিতেছি, এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্রও দোষ নাই। দুর্য্যোধন রজনীযোগে যে তোমাদিগকে মাতার সহিত দগ্ধ করিতে উদ্যত এবং সভামধ্যে দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাপপরায়ণ সূতপুত্রই তৎসমুদায়ের মূল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন প্রতিনিয়ত কর্ণ হইতেই পরিত্রাণ বাসনা করিয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা আমারে নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা স্থির নিশ্চয়ই করিয়াছে যে, কর্ণই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার বলবীর্য্য অবগত হইয়াও একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুরাত্মা সূতপুত্রও আমি পাণ্ডবগণকে এবং মহারথ বাসুদেবকে পরাজয় করিব বলিয়া প্রতিনিয়ত দুরাশয় দুর্য্যোধনকে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে গর্জ্জন করিয়া থাকে। ফলত দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছে, পাপাত্মা কর্ণ সেই সমুদায়েরই মূলীভূত। অতএব আজি তুমি তাহারে বিনাশ কর।

হে ধনঞ্জয়! বৃষভস্কন্ধ মহাযশস্বী অভিমন্যু দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত এবং মাতঙ্গগণকে আরোহিশূন্য, মহারথদিগকে রথশূন্য, তুরগগণকে আরোহিহীন এবং পদাতিগণকে আয়ুধ ও জীবিত বিহীন করিয়া সমস্ত সৈন্য ও মহারথগণকে বিদলিত করত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে শমন সদনে প্রেরণপূর্ব্বক সমরে অগ্রসর হইতেছিল; ক্রূরকর্ম্মকারী ছয় মহারথ একত্র হইয়া সেই মহাবীরকে নিহত করিয়াছে। আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তদ্দর্শনাবধি ক্রোধানলে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। দুরাত্মা কর্ণ অভিমন্যুর সংগ্রাম সময়ে তাহারও দ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে ঐ দুরাত্মা সুভদ্রাতনয়ের প্রহারে জর্জ্জরী-ভূত, উৎসাহশূন্য ও জীবনে নিরাশ হইয়া ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্ষণকাল অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিল। পরিশেষে ঐ মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের তৎকাল সদৃশ ক্রূরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে ছলপরায়ণ অবশিষ্ট পাঁচ মহারথ সেই আয়ুধশূন্য বালককে শরনিকরে বিনষ্ট করিল। তদ্দর্শনে কর্ণ ও দুর্য্যোধন ব্যতীত আর সকলেই সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল।

হে ধনঞ্জয়! পাপাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমক্ষে দ্রৌপদীরে কহিয়াছিল, হে বিপুলনিতম্বে! মৃদুভাষিণি কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর। তোমার পূর্ব্বপতিগণ বর্ত্তমান নাই, অতএব এক্ষণে দাসীভাবে কুরু-রাজসদনে প্রবেশ করা তোমার কর্ত্তব্য। হে পার্থ! পাপপরায়ণ সূতনন্দন তোমার সমক্ষেই দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ কুবাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিল। আজি তুমি জীবিতনাশক শিলাসিত সুবর্ণময় শরনিকরে সেই দুরাত্মারে নিহত করিয়া তাহার দুর্ব্বাক্যের এবং সে তোমার প্রতি যে সকল পাপাচরণ করি-য়াছে, তৎসমুদায়ের শাস্তি বিধান কর। আজি কর্ণ গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত ঘোরতর শরনিকর স্পর্শ করিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বচন স্মরণ করুক। আজি তোমার ভুজনির্ম্মিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎসপ্রভ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ সমুদায় সূতপুত্রের বর্ম্ম ও মর্ম্ম বিদারণপূর্ব্বক শোণিত পান করত উহারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ

করুক। আজি ভূপালগণ তোমার শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া হাহাকার করত বিষণ্ণ মনে কর্ণকে রথ হইতে নিপতিত এবং তাহার বান্ধবগণ দীনভাবে তাহারে শোণিতমগ্ন ও রণশয্যায় শয়ান অবলোকন করুক। ঐ দুরাত্মার হস্তিকক্ষ ধ্বজ তোমার ভল্লে উন্মথিত হইয়া কম্পিত হইতে হইতে ভূতলে নিপতিত হউক। মহাবীর শল্য তোমার শরনিকরে সংচূর্ণিত, যোধশূন্য, কনকমণ্ডিত রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করুক। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া রাজ্য লাভ ও জীবনে নিরাশ হউক।

ঐ দেখ, পাঞ্চালগণ দুরাত্মা কর্ণের নিশিত শরে নিপীড়িত হইয়াও তোমাদিগের উদ্ধার বাসনায় ধাবমান হইতেছে। সূতপুত্র পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদার পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ, নকুলপুত্র শতানীক, নকুল, সহদেব, দুর্ম্মুখ, জনমেজয়, সুধর্ম্মা ও সাত্যকিরে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ কর্ণশরনিপীড়িত পরমাত্মীয় পাঞ্চালগণের সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম একাকী শরজালে সমুদায় পাণ্ডব সৈন্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়াও সমরপরাঙ্মুখ বা ভীত হয় নাই। উহারা ধনুর্দ্ধরগণের অস্ত্রগুরু, প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ, তেজস্বী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত নিয়ত সমুদ্যত হইত এবং কর্ণ হইতে ভীত হইয়া কখন রণপরাঙ্মুখ হয় নাই। আজি হুতাশন যেমন শলভদিগকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ দুরাত্মা সূতপুত্র মিত্রার্থ প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত মহাবেগে সমাগত সেই পাঞ্চালগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি আজি প্লব স্বরূপ হইয়া সেই সমরসাগরে নিমগ্ন মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরিত্রাণ কর। সূতপুত্র ঋষিসত্তম পরশুরামের নিকট হইতে যে ভীষণ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজি সেই শত্রুসৈন্যতাপন তেজ প্রজ্বলিত অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়াছে। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য শর সমুৎপন্ন হইয়া ভ্রমরপংক্তির ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করত পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিতেছে। পাঞ্চালগণ কর্ণের অনিবার্য্য অস্ত্রপ্রভাবে ব্যথিত হইয়া চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন সৃঞ্জয়গণে পরিবৃত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করত তাহার নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত হইতেছেন। এক্ষণে যদি তুমি সূতপুত্রকে উপেক্ষা কর; তাহা হইলে ঐ মহাবীর শরীরস্থিত ব্যাধির ন্যায়

প্রবল হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিবে। হে অর্জ্জুন! যুধিষ্ঠিরবল মধ্যে তোমা ভিন্ন এমন কোন যোদ্ধাই নাই যে, সূতপুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সুস্থ শরীরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে। আমি সত্য বলিতেছি, তোমা ভিন্ন আর কেহই সমরাঙ্গনে কর্ণের সহিত কৌরবগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আজি তুমি নিশিত শরজালে মহারথ কর্ণের বিনাশরূপ মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন, কীর্ত্তিলাভ ও অস্ত্রশিক্ষার সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক সুখী হও।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণমধ্যে শোকশূন্য ও সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি কর্ণ বিনাশার্থ গাণ্ডীব গ্রহণ ও উহার জ্যাপরিমার্জ্জন করিয়া কেশবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! তুমি ভূত ও ভবিষ্যতের প্রবর্ত্তয়িতা, তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সহায় হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয় লাভ হইবে। হে কৃষ্ণ! আমি তোমার সাহায্য লাভ করিয়া সূতপুত্রের কথা দূরে থাকুক, একত্র মিলিত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই বিনাশ সাধন করিতে পারি। হে জনার্দ্দন! আমি এক্ষণে পাঞ্চাল সৈন্যগণকে ধাবমান হইতে এবং সূতপুত্রকে অশঙ্কিতচিত্তে সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিতেছি। দেবরাজনির্ম্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সূতপুত্র পরিত্যক্ত ভার্গবাস্ত্রও চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইতেছে। আজি এই ঘোরতর সংগ্রামে আমি সূতপুত্রকে সমরে নিহত করিলে যত দিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন আমার এই কীর্ত্তি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিবে। আজি আমার বিকর্ণ অস্ত্র সকল গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত হইয়া কর্ণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য লাভের অযোগ্য দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন বলিয়া আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিবেন। আজি তিনি রাজ্যহীন, সুখহীন, শ্রীহীন ও পুত্র বিহীন হইবেন, সন্দেহ নাই। আজি কর্ণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই রাজ্যে ও জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া তুমি সন্ধিস্থাপনোপলক্ষে যে সকল কথা কহিয়াছিলে, তৎসমুদায় স্মরণ করিবে। আজি গান্ধাররাজ শকুনি আমার শরনিকর গ্লহ, গাণ্ডীব দুরোদর ও রথকে শরীস্থাপনমণ্ডল বলিয়া অবগত হইবে। আজি আমি নিশিত শরজালে সূতপুত্রকে সমরশায়ী

করিয়া ধর্ম্মরাজের রজনীজাগরণদুঃখ অপনীত করিব। আজি তিনি প্রীত ও প্রসন্ন মনে শাশ্বত সুখভোগে কৃতনিশ্চয় হইবেন। আজি আমি নিশ্চয়ই এক নিতান্ত দুঃসহ অপ্রতিম শর পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ণকে সমরশায়ী করিব। হে কৃষ্ণ! দুরাত্মা সূতপুত্র পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ পদক্ষালন করিব না; আজি আমি সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাহার দেহ রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই ব্রত নিতান্ত নিষ্ফল করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র রণস্থলে কোন মনুষ্যকেই লক্ষ্য করে না কিন্তু আজি আমার শরপ্রভাবে অবনী তাহার শোণিত পান করিবেন। পূর্ব্বে ঐ হতভাগ্য, দুর্য্যোধনের অভিলাষানুসারে আত্মশ্লাঘা করিয়া দ্রৌপদীরে, হে কৃষ্ণে! তুমি এক্ষণে পতিহীনা হইয়াছ বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল; আজি আমার রোষোদ্ধত আশীবিষের ন্যায় ভীষণদর্শন সুনিশিত শরজাল তাহার সেই বাক্যের অসত্যতা প্রতিপাদন করত তাহার শোণিত পান করিবে। আজি বিদ্যুতের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল নারাচনিকর মদীয় ভুজদণ্ডসমাকৃষ্ট গাণ্ডীব হইতে বিনির্গত হইয়া সূতনন্দনকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিবে। পূর্ব্বে কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে ভৎর্সনা করিয়া দ্রৌপদীর প্রতি যে সমস্ত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, আজি তন্নিমিত্ত নিশ্চয়ই অনুতাপ করিবে। যে পাণ্ডবেরা কৌরব সভায় ষণ্ডতিল হইয়াছিলেন, আজি দুরাত্মা কর্ণ নিহত হইলে তাঁহারা তিল হইবেন। নির্ব্বোধ রাধানন্দন আপনার গুণগর্ব্ব প্রকাশ করিয়া পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে পরিত্রাণ করিবে কহিয়াছিল, আজি আমার সুশাণিত শরজাল তাহার সেই বাক্য নিষ্ফল করিবে। যে দুরাত্মা পাণ্ডবগণকে পুত্রের সহিত বিনাশ করিবে বলিয়াছিল এবং দুর্য্যোধন যাহার ভুজবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়া থাকে, আজি আমি ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে সেই সূতনন্দনের বিনাশ সাধন করিব। আজি মহাবীর কর্ণ পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে আমার শরে নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সিংহদর্শনভীত মৃগযূথের ন্যায় ভয়াকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অনুতাপ ও আমারে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া গণনা করিবে। আজি আমি কর্ণকে নিহত করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্র, পৌত্র,

অমাত্য ও ভৃত্যবর্গের সহিত নিরাশ্রয় করিব। আজি চক্রাঙ্গ ও বিবিধ ক্রব্যাদগণ আমার শরনিকরে ছিন্ন সূতপুত্রের দেহের উপর সঞ্চরণ করিবে। আজি আমি সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে তীক্ষ্ণ বিপাঠ ও ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা দুরাত্মা রাধাপুত্রের শরীর বিদারণ ও মস্তক ছেদন করিব। আজি রাজা যুধিষ্ঠির চিরসঞ্চিত মনস্তাপ ও মহাকষ্ট হইতে মুক্ত হইবেন। আজি আমি সূতপুত্রকে বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়া ধর্ম্মনন্দনকে আনন্দিত করিব। আজি আমার সর্পবিষ সদৃশ পাবক সন্নিভ গৃধ্রপত্রযুক্ত সায়কে কর্ণের অনুচরগণ নিহত হইবে। আজি আমি নরপালগণের দেহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন এবং নিশিত শরনিকরে অভিমন্যুর শত্রুগণের মস্তক ছিন্ন ও কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিব। আজি আমি হয় এই পৃথিবী ধৃতরাষ্ট্রতনয় শূন্য করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিব, না হয় তুমি অর্জ্জুন বিহীন হইয়া ইহাতে বিচরণ করিবে। আজি আমি সমুদায় ধনুর্দ্ধর সমক্ষে ক্রোধ, শর সমুদায় ও গাণ্ডীব শরাসনের ঋণ পরিশোধ করিব। হে কৃষ্ণ! পুরন্দর যেমন সম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি আমি কর্ণকে নিহত করিয়া ত্রয়োদশবর্ষ সঞ্চিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইব। আজি সূতপুত্র বিনষ্ট হইলে মিত্রজয়লাভার্থী সোমবংশীয় মহারথগণ চরিতার্থ হইবেন। আজি আমি সমরে জয় লাভ করিলে সাত্যকির আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। আজি আমি কর্ণকে ও উহার মহারথ তনয়কে নিহত করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিরে পরম প্রীত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও অন্যান্য পাঞ্চালগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। আজি সকলে অমর্ষ-পরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরাঙ্গনে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম ও সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সন্দর্শন করুক।

হে মাধব! আমি পুনরায় তোমার নিকট আত্মগুণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলে ধনুর্ব্বিদ্যাপরায়ণ পরাক্রমশালী ক্রোধপরায়ণ বা ক্ষমাগুণসম্পন্ন আর কোন ব্যক্তিই নাই। আমি ধনুর্ধারণ করিলে একাকী একত্র সমবেত সমুদায় সুর, অসুর ও অন্যান্য প্রাণিগণকে পরাভূত করিতে পারি। অতএব তুমি আমারে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক পুরুষকার সম্পন্ন বলিয়া অবগত হও। আমি গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের ন্যায় একাকীই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সমস্ত কৌরব ও বাহ্লিকগণকে

দগ্ধ করিতে পারি। আমার হস্তে শরনিকর ও শরসমাযুক্ত দিব্য শরাসন এবং পদতলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব মাদৃশ ব্যক্তি যুদ্ধার্থে গমন করিলে কেহই তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না।

হে মহারাজ ! লোহিতলোচন অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুন কেশবকে এই কথা বলিয়া ভীমসেনের পরিত্রাণ ও কর্ণের মস্তক ছেদন বাসনায় সমরে অগ্রসর হইলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় রণস্থলে গমন করিলে সূতপুত্রের সহিত তাহার কিরূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! পাণ্ডবগণের ধ্বজদণ্ড সম্পন্ন সুসজ্জিত সৈন্যগণ রণস্থলে সমাগত হইয়া নিনাদ সহকারে বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই ভীষণ সংগ্রাম অসাময়িক অনিষ্টজনক বর্ষার ন্যায় নিতান্ত ক্রূর ও প্রজাবিনাশক হইয়া উঠিল। মহাকায় মাতঙ্গ সকল মেঘ, বাদ্য, নেমি ও তলধ্বনি গভীর নির্ঘোষ ; সুবর্ণময় বিচিত্র আয়ুধ সমুদায় বিদ্যুৎ ; শর, অসি ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র সকল জলধারার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ যুদ্ধে রুধিরপ্রবাহ অনবরত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসংখ্য ক্ষত্রিয় কালকবলে নিপতিত হইলেন। তৎকালে বহুসংখ্য রথী সমবেত হইয়া একমাত্র রথীরে, একমাত্র রথী বহুসংখ্য রথীরে এবং এক জন রথী অন্য এক জন রথীরে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন রথী প্রতিপক্ষ রথীরে অশ্ব ও সারথির সহিত সংহার করিলেন এবং কোন কোন গজারোহী একমাত্র মাতঙ্গ দ্বারা বহুসংখ্য রথ ও অশ্ব সমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অরাতিপক্ষীয় অসংখ্য পদাতি, মহাকায় মাতঙ্গ, অশ্ব সারথি সমবেত রথ, সাদি সমবেত অশ্ব সমুদায়কে শমন সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন ; সাত্যকি দুর্য্যোধনের প্রতি গমন করিলেন এবং শ্রুতশ্রবা দ্রোণপুত্রের, যুধামন্যু চিত্রসেনের ও উত্তমৌজা কর্ণপুত্র সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহদেব ক্ষুধার্ত্ত সিংহ যেমন বৃষের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ

গান্ধাররাজ শকুনির প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। নকুলনন্দন শতানীক কর্ণপুত্র বৃষসেনের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃষসেনও শতানীককে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল কৃতবর্ম্মারে এবং পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সসৈন্য কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ দুঃশাসনও সংশপ্তক সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর উত্তমৌজা শাণিত শর দ্বারা অবিলম্বে কর্ণাত্মজ সুষেণের মস্তক ছেদন করিলেন। কর্ণতনয়ের ছিন্ন মস্তক ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল।

মহাবীর কর্ণ সুষেণের মৃত্যু দর্শনে একান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে সুনিশিত শরনিকরে উত্তমৌজার অশ্ব, রথ ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উত্তমৌজা শাণিত শরনিকরে ও ভাস্বর খড়গ দ্বারা কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণিগ্রাহ গণকে বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী কৃপাচার্য্যকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর শর প্রহার করিতে অভিলাষী হইলেন না। অনন্তর মহাবীর দ্রোণপুত্র কৃপাচার্য্যকে পঙ্কে নিপতিত বৃষভের ন্যায় বিপন্ন দেখিয়া সত্বরে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহারে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন। ঐ সময় হিরণ্যবর্ম্মধারী ভীমসেন গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নগত দিবাকরের ন্যায় প্রখর তেজ প্রকাশপূর্ব্বক সুনিশিত শরনিকরে আপনার পুত্রগণের সৈন্যসমুদায়কে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সেই তুমুল সংগ্রামস্থলে অসংখ্য অরাতিসৈন্যে সমাবৃত হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! তুমি বেগে ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যমধ্যে রথ সঞ্চালন কর। আমি অবিলম্বে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কহিলে তাঁহার সারথি বিশোক দ্রুতবেগে রথ সঞ্চালন করত বৃকোদর যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অবিলম্বে তাঁহারে সেই স্থলে উপনীত করিল। তখন অন্যান্য কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে হস্তী, অশ্ব ও

পদাতি সমভিব্যাহারে বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার বেগগামী রথের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাত্মা ভীমসেনও সুবর্ণময় শরনিকরে সেই সমাগত শর সমুদায় দুই তিন খণ্ডে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি সমুদায় ভীম শরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। ভূপালগণ ভীমসেনের ভীষণ শরে নির্ভিন্ন কলেবর হইয়া পুষ্পলাভার্থী বিহঙ্গমগণ যেমন বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর কল্পান্তকালীন ভূত সংহারে প্রবৃত্ত দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্ব্বক মহাবেগে তাহাদের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ ও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভীতচিত্তে অনিলাহত মেঘমণ্ডলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

তখন প্রবল প্রতাপশালী ধীমান্ ভীমসেন পুনরায় সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে বিশোক! আমি এক্ষণে যুদ্ধে একান্ত আসক্ত হইয়াছি। সমাগত রথ সমূহ স্বকীয় বা পরকীয় বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি উহা বিশেষরূপে অবগত হও। আমি যেন সমরোদ্যত হইয়া শরনিকরে স্বীয় সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন না করি। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু, রথ ও ধ্বজাগ্র সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, বিশেষত মহারাজ অদ্য অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছেন এবং অর্জ্জুনও একাল পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই, এই সমুদায় কারণ বশত আমার অধিকতর কষ্ট হইতেছে। হে বিশোক! আজি ধর্ম্মরাজ আমার নিকট হইতে শত্রুমণ্ডলী মধ্যে গমন করিয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয়কেও অবলোকন করিতেছি না। এক্ষণে উঁহারা দুই জন জীবিত আছেন কি না জানিতে না পারিয়া আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। যাহা হউক, আজি আমি এই সমরাঙ্গনে সমবেত শত্রু সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার সহিত আনন্দানুভব করিব। এক্ষণে তুমি আমার রথস্থিত তূণীরে কোন্ কোন্ বাণ কি পরিমাণে অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমারে জ্ঞাপিত কর।

বিশোক কহিলেন, হে বৃকোদর! এক্ষণে আপনার তূণীরে অযুত সংখ্যক

শর, অযুত সংখ্যক ক্ষুর, অযুত সংখ্যক ভল্ল, দুই সহস্র নারাচ, তিন সহস্র প্রদর এবং অসংখ্য গদা, অসি, প্রাস, মুদ্গর, শক্তি ও তোমর বিদ্যমান আছে। যে সকল অস্ত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, তৎসমুদায় শকটে নিহিত করিলে ছয় বলীবর্দ্দেও উহা বহন করিতে পারে না। অতএব তুমি স্বীয় বাহুবল প্রকাশপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে অসংখ্য অস্ত্র পরিত্যাগ কর। অস্ত্র নিঃশেষিত হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না।

ভীমসেন কহিলেন,—হে বিশোক! আজি দেখ, আমার নৃপদেহবিদারণ বেগবান্ বাণপ্রভাবে সূর্য্য তিরোহিত হইলে সমরভূমি মৃত্যুলোক সদৃশ দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিবে। আজি ভূপালগণ হয় ভীমসেনকে সমরে নিহত না হয় একমাত্র তাঁহার প্রভাবে কৌরবগণকে পরাজিত জানিতে পারিবেন। আজি আমি সমস্ত কৌরবগণকে নিপাতিত করিলে লোকে আমার শৈশবাবধি সঞ্চিত গুণ কীর্ত্তন করিবে। আজি হয় আমি কৌরবগণকে নিহত করিব, নচেৎ তাহারাই আমারে নিপাতিত করিবে। এক্ষণে মঙ্গলাভিলাষী দেবগণ আমার বিঘ্ন বিনাশ করুন। শত্রুঘাতক ধনঞ্জয় যজ্ঞস্থলে আহুত পুরন্দরের ন্যায় অবিলম্বে এই সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হউক।

হে সারথে! ঐ দেখ, ভারতী সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে এবং নরপালগণ পলায়ন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয়, নরোত্তম ধীমান্ অর্জ্জুন শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, প্রভূত ধ্বজসম্পন্ন চতুরঙ্গ বল অসংখ্য শর ও শক্তির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। অনেক সৈন্য ধনঞ্জয়ের অশনি তুল্য সুবর্ণপুঙ্খ সায়কে সমাহত হইয়া নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছে। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। কৌরবগণ দাবাগ্নিদহন ভীত মাতঙ্গগণের ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া পলায়ন এবং অন্যান্য ভূপতিগণ হাহাকার করিতেছে।

বিশোক কহিলেন, হে মহাত্মন্! মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর গাণ্ডীব নিস্বন কি আপনার শ্রবণগোচর হয় নাই? মহাবল পরাক্রান্ত অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়ের ধনুষ্টঙ্কারে কি আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে? হে পাণ্ডব! আজি আপনার সমুদায় মনোরথ সফল হইল। ঐ দেখুন, গজ-

সৈন্য মধ্যে ধনঞ্জয়ের ধ্বজাগ্রস্থিত বানররাজ শত্রুসৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিতেছে। উহারে দেখিয়া আমিও ভীত হইয়াছি। ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা নীল নীরদবিরাজিত চপলার ন্যায় বিস্ফারিত হইতেছে। উঁহার বিচিত্র কিরীট ও কিরীটমধ্যস্থিত দিবাকর সদৃশ দিব্যমণি অতিমাত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং উঁহার পার্শ্বে পাণ্ডুর মেঘসবর্ণ ভীষণ নিস্বন সম্পন্ন দেবদত্ত শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ দেখুন, রথরশ্মিধারী রণচারী জনার্দ্দনের পার্শ্বে মার্ত্তণ্ডপ্রভ যশোবর্দ্ধন ক্ষুরধার চক্র ও শশধরের ন্যায় শুভ্র পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং বক্ষস্থলে জাজ্বল্যমান কৌস্তুভমণি ও বিজয়প্রদ মাল্য শোভা পাইতেছে। যদুবংশীয়েরা সর্ব্বদা উঁহার চক্রের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুরাস্ত্রে করিগণের সরল বৃক্ষ সদৃশ কর সমুদায় ছেদনপূর্ব্বক উহাদিগকে আরোহিগণের সহিত সংহার করাতে উহারা বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে মহারথাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় বাসুদেবসঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক শত্রু সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করত সমরাঙ্গনে আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখুন, অসংখ্য রথ, হস্তী ও পদাতি পুরন্দর সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিদ্রাবিত হইয়া গরুড়ের পক্ষবায়ুবিপাটিত মহাবনের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে অশ্ব ও সারথি সমবেত চারি শত রথ, সাত শত হস্তী এবং অসংখ্য সাদি ও পদাতি নিহত হইয়াছে। ঐ দেখুন, মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবগণকে সংহার করত আপনার সমীপে আগমন করিতেছেন। এক্ষণে হে ভীমসেন! আপনার শত্রু সকল বিনষ্ট ও মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। আপনার আয়ু ও বল বৃদ্ধি হউক। তখন ভীমসেন সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিশোক! তুমি আমারে অর্জ্জুনের আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করাতে আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া এই প্রিয়সংবাদ প্রদান নিবন্ধন তোমারে চতুর্দ্দশ গ্রাম, এক শত দাসী এবং বিংশতি রথ প্রদান করিব।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন সংগ্রামস্থলে রথ নির্ঘোষ ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি সত্বরে অশ্ব

সঞ্চালন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যে স্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছেন, অচিরাৎ তোমারে তথায় লইয়া যাইতেছি, এই বলিয়া তিনি তুষার শঙ্খ ধবল মণিমুক্তা ভূষিত সুবর্ণজালজড়িত অশ্ব সকলকে বায়ু-বেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন সেই কৌরবদিগের চতুরঙ্গিনী সেনা জম্ভাসুর সংহারার্থ প্রস্থিত নিতান্ত ক্রোধাবিস্ট বজ্রধারী সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনকে বিজয় লাভাভিলাষে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরের ভীষণনিস্বন রথ-চক্রের ঘর্ঘর রব ও অশ্বগণের খুরশব্দে রণস্থল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিলোক রক্ষার্থ অসুরগণের সহিত বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় একাকীই ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও নিশিত ভল্ল দ্বারা বিপক্ষগণের বিবিধ আয়ুধ, ছত্র, চামর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ, পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অরাতিগণের মস্তক ও ভুজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। বীরগণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বিকৃতরূপ হইয়া বায়ুবেগে উন্মূলিত অরণ্যানীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। যোধ ও ধ্বজপতাকা সম্পন্ন সুবর্ণজাল সমলঙ্কৃত বৃহদাকার করিনিকর সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রজ্বলিত অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে বজ্রসন্নিভ শরনিকরে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ বিদীর্ণ করিয়া বলাসুর সংহারার্থে প্রস্থিত সুররাজের ন্যায় সূতপুত্রের বিনাশ সাধনার্থে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবিস্ট হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরগণ একান্ত হৃষ্টচিত্তে প্রভূত রথ, পদাতি, হস্তী ও অশ্ব সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গমন সময়ে ক্ষুভিত মহাসাগরের জলকল্লোলের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। এইরূপে সেই ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রম সম্পন্ন মহারথগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রতি ধাব-মান হইলে মহাবীর পাণ্ডুনন্দন প্রবল বায়ু যেমন জলদজালকে সমাহত করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা

সকলে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক তাঁহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের শরে আহত হইয়া ক্রোধভরে বিশিখজালে সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। মহারথগণ পার্থশরে নিপীড়িত ও ভীত হইয়া স্পন্দহীনের ন্যায় স্ব স্ব রথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে সংগ্রামনিপুণ চারি শত মহারথের প্রাণ সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ ধনঞ্জয়ের নানাবিধ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পলায়ন সময়ে বাহিনীমুখে গিরিসজ্ঘট্টিত জলধিজলের গভীর নিস্বনের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকরে সেই সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও বিদারিত করিয়া সূতপুত্রের সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে গরুড় নাগগণের প্রতি ধাবমান হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হইয়াছিল, মহাবীর ধনঞ্জয় অরাতি সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলে তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় বায়ুর ন্যায় বেগবান্ মহাবল পরাক্রান্ত পবননন্দন ভীমসেন সেই গভীর শব্দ শ্রবণে পরম প্রীত ও অর্জ্জুনকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাণপণে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কৌরব সেনা সকলকে বিমর্দ্দিত করত বায়ুবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ত সদৃশ বৃকোদরের অলৌকিক পরাক্রম দর্শনে একান্ত ভীত ও শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত বিঘূর্ণিত ও ভগ্ন অর্ণবযানের ন্যায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন সেই কৌরব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলে রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর সৈনিক পুরুষ ও যোধগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে ভীমসেনকে নিহত কর। ভীমসেন বিনষ্ট হইলেই পাণ্ডব সৈন্য নিঃশেষিত হইবে। দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে ভূপালগণ তাঁহার আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর নিক্ষেপ করত ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অসংখ্য হস্তী, রথী ও পদাতি বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিল। তখন তিনি নক্ষত্র পরিবেষ্টিত

পরিবেষমধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া রোষারুণিত নেত্রে বৃকোদরের বিনাশ বাসনায় তাঁহার উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃতান্ত সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন মহাবীর ভীমসেন সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সেই প্রভূত সৈন্য বিদারণপূর্ব্বক মহাজাল বিনির্গত মৎস্যের ন্যায় তাহাদের মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং অবিলম্বে দশ সহস্র অনিবার্য্য হস্তী, দুই লক্ষ দুই শত মনুষ্য, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও এক শত রথ বিনাশ করিয়া সংগ্রামস্থলে বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। রথ সমুদায় ঐ নদীর আবর্ত্ত, হস্তী সকল গ্রাহ, মনুষ্যগণ মীন, অশ্ব সমুদায় নক্র, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল, মজ্জা পঙ্ক, মস্তক সমুদায় উপলখণ্ড, কার্ম্মুকনিচয় কাশকুসুম, শরনিকর নিম্নোন্নত ভূমি, উষ্ণীষ ফেনা, হারাবলি পদ্ম, পার্থিবরজ তরঙ্গমালা এবং ছত্র ও ধ্বজ উহার হংস স্বরূপ শোভমান হইল। ঐ নদী ভীরু জনের নিতান্ত দুস্তর; কিন্তু বলবিক্রমসম্পন্ন নির্ভীকচিত্ত বীরগণ উহা অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। হে মহারাজ! ঐ সময় রথসত্তম ভীমসেন যে যে স্থানে প্রবেশ করিলেন, সেই সেই স্থানেই অসংখ্য যোধ বিনষ্ট হইল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে শকুনিরে কহিলেন, হে মাতুল! তুমি অবিলম্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকে পরাজয় কর; উহারে জয় করিতে পারিলেই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য পরাজিত হইবে।

হে কুরুরাজ! প্রবল প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন এবং তীরভূমি যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর শকুনির শরনিকরে নিবারিত হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন সুবলনন্দন বৃকোদরের বক্ষস্থলে সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশানিত নারাচনিকর নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ সকল মহাত্মা ভীমসেনের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভীমসেন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রোষভরে শকুনির প্রতি এক সুবর্ণ বিভূষিত ঘোরতর সায়ক প্রয়োগ করিলেন। সুবলনন্দন সেই ভীষণ শর

সমাগত সন্দর্শন করিয়া হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করত এক ভল্লে শকুনির শরাসন ছেদন করিলেন। প্রবল প্রতাপ শকুনিও অবিলম্বে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ এবং অন্য শরাসন ও সন্নতপর্ব্ব ষোড়শ ভল্ল গ্রহণপূর্ব্বক দুই ভল্লে ভীমের ছত্র ও এক ভল্লে ধ্বজ ছেদন করিয়া সাত ভল্লে তাঁহারে, দুই ভল্লে সারথিরে এবং চারি ভল্লে চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী ভীমসেন যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শকুনির প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমভুজ নির্ম্মুক্ত ভুজগজিহ্বার ন্যায় চঞ্চল ভীষণ শক্তি মহাবেগে শকুনির উপরি নিপতিত হইল। শকুনি তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই কনকভূষিত ভীষণ শক্তি ভীমসেনের বামবাহু বিদারণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরব বীরগণের সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বরে জ্যাযুক্ত অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ইতস্তত বিচরণ করত প্রাণপণে মুহূর্ত্তমধ্যে শরজালে শকুনির সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং অবিলম্বে সুবলনন্দনের চারি অশ্ব ও সারথিরে বিনাশপূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি সেই অশ্বশূন্য রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও শরাসন বিস্ফারিত করিয়া রোষারুণ নেত্রে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রবল প্রতাপ ভীমসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে সুবলনন্দনের শরজাল নিরাকৃত করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহারে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরাতিকর্ষণ শকুনি বৃকোদরের প্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শকুনিরে বিহ্বল অবলোকন করিয়া ভীমসেনের সমক্ষেই তাঁহারে রথে আরোপিত করিলেন। কৌরবগণ শকুনিরে তদবস্থ অবলোকনপূর্ব্বক সমরপরাঙ্মুখ হইয়া ভীতচিত্তে

চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে কুরুরাজ! রাজা দুর্য্যোধনও শকুনিরে ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত দেখিয়া একান্ত ভয়াবিষ্ট চিত্তে মাতুলের জীবিত রক্ষা প্রত্যাশায় তাঁহারে লইয়া সমারাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন।

কৌরব সৈন্যগণ নরপতিরে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তাহাদিগকে সমরপরাঙ্মুখ ও পলায়ন পরায়ণ অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর বর্ষণ করত মহাবেগে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই কৌরব সৈন্যগণ ভীম শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সূতপুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! ভগ্ন নৌকাসংস্থিত নাবিকেরা যেমন দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া আশ্বাস যুক্ত হয়, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণ তৎকালে মহাবল পরক্রান্ত কর্ণকে আশ্রয় করিয়া আশ্বাসিত হইল এবং পরমাহ্লাদ সহকারে পুনরায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! মহাবীর বৃকোদরের প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ ভগ্ন হইলে দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন ও আমাদের পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ কি করিলেন? ভীমসেন একাকী সমুদায় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করাতে তাহার পরাক্রম অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। শত্রুসূদন কর্ণ সমস্ত কৌরবগণের মঙ্গল, বর্ম্ম, যশ ও জীবিতাশা স্বরূপ। সে কি ঐ সময় আপনার প্রতিজ্ঞানুরূপ যোধগণকে বিনাশ করিল? হে সঞ্জয়! ভীমসেনের প্রভাবে কৌরব সৈন্য ভগ্ন হইলে আমার দুর্দ্ধর্ষ পুত্রগণ, মহারথ ভূপতিগণ ও সূতপুত্র কর্ণ কি করিল? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই অপরাহ্ন সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেনের সমক্ষে সমুদায় সোমকগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃকোদরও কৌরব সৈন্যগণকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তখন সূতপুত্র ভীমসেন কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমারে অবিলম্বে পাঞ্চালগণের অভিমুখে লইয়া চল। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ কর্ণের বাক্য শ্রবণে চেদি, পাঞ্চাল ও

কারূষদিগের অভিমুখে সেই মনোমারুতগামী শ্বেতাশ্ব সকল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অরাতি সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সূতপুত্র যে যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, সেই সেই স্থানে রথ সমানীত করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণের সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত মেঘ সদৃশ রথ সন্দর্শন করিয়া একান্ত ভীত হইলেন। তৎকালে বিদীর্ণ পর্ব্বত ও মেঘের ন্যায় সেই রথের ঘোরতর নির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইল। মহাবীর কর্ণও আকর্ণপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্য নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সমরে এইরূপ দারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথ শিখণ্ডী, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহারে নিপীড়িত করত চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি বিংশতি ও ভীমসেন শত বাণে কর্ণের জত্রুদেশ আহত এবং শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত, দ্রৌপদীতনয়গণ চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত ও নকুল এক শত বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সূতনন্দন শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও নিশিত শরনিকর পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করত নিমেষ মধ্যে সাত্যকির ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নয় বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত ও ত্রিংশৎ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা সহদেবের ধ্বজ ছেদন ও তিন বাণে তাঁহার সারথিরে নিপীড়নপূর্ব্বক দ্রৌপদেয়গণকে রথবিহীন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

এইরূপে সূতপুত্র শরনিকরে মহারথগণকে বিমুখ করিয়া নিশিত সায়ক দ্বারা মহাবীর পাঞ্চাল ও মহারথ চেদিগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত চেদি ও পাঞ্চালগণ কর্ণের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মহারথ কর্ণও নিশিত শরনিকরে তাহাদিগকে নিপীড়িত ও নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে প্রতাপশালী সূতপুত্র একাকী সমরে শর বর্ষণপূর্ব্বক সংগ্রামে যত্নশীল পাণ্ডব পক্ষীয়

অসংখ্য ধনুর্দ্ধরকে নিবারণ করিতেছেন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মহাত্মা কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে দেব, সিদ্ধ ও চারণগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহাধনুর্দ্ধর কৌরবগণও সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহারথ সূতপুত্রকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সূতপুত্র গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের ন্যায় শরশিখায় অরাতি সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ কর্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে সন্দর্শন করত ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চালগণ সূতপুত্রের সায়কে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য পাণ্ডব সৈন্যেরা সেই শব্দ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া কর্ণকে অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। তখন শক্রনিসূদন রাধেয় পুনর্ব্বার এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন যে, পাণ্ডব সৈন্যগণ তাঁহারে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। তাঁহারা সূতপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া পর্ব্বতলগ্ন জলরাশির ন্যায় ইতস্তত বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরনিকরে বিপক্ষ বীর-গণের মস্তক, কুণ্ডলান্বিত কর্ণ, বাহু এবং হস্তিদন্তনির্ম্মিত মুষ্টি সম্পন্ন খড়্গ, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, গজ, রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগযোক্ত্র ও চক্র সমুদায় অনবরত নিকৃত্ত হইতে লাগিল। তাঁহার সায়কে নিহত প্রভূত গজবাজি ও তাহাদের মাংশশোণিতসঞ্জাত কর্দ্দমে সমরাঙ্গন দুর্গম হইয়া উঠিল। চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে সম কি বিষম কিছুই নির্দ্ধারিত হইল না। ঐ সময়ে কর্ণের অস্ত্রপ্রভাবে সমরভূমি অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হইলে যোধগণ কে আত্মীয়, কে পর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর সূত-নন্দন সুবর্ণভূষিত শরনিকর দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা বারংবার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যেরূপ অরণ্যে মৃগেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মৃগযূথকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ যশস্বী সূতপুত্র মহারথ পাঞ্চালগণকে বারংবার বিদ্রাবিত করত পশুহন্তা বৃকের ন্যায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডব সেনাদিগকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া

সিংহনাদ করত তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া নানাবিধ বাদিত্র নিস্বন করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ ভগ্নাস্ত্র হইয়াও বীরপুরুষের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুতাপন কর্ণও তাহাদিগকে বারংবার ভগ্ন করিয়া শরনিকরে বিংশতিজন পাঞ্চাল ও শতাধিক চেদির প্রাণ সংহার করিলেন। তাঁহার শরে বিপক্ষগণের রথোপস্থ, বাজিপৃষ্ঠ ও গজস্কন্ধ নির্ম্মনুষ্য এবং পদাতি সকল বিদ্রুত হইতে লাগিল। তখন তিনি মধ্যাহ্ন-কালীন দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্যের ন্যায়,কালান্তক যমের ন্যায় শোভমান হইলেন।

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাধনুর্দ্ধর রাধেয় এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। বলবান্ কৃতান্ত যেমন প্রাণিগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ মহারথ কর্ণ একাকী সোমকগণকে নিহত করিয়া সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা পাঞ্চালদিগেরও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তাহারা সমরাঙ্গনে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও, কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! ঐ অবসরে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃত-বর্ম্মা এবং শকুনি ইঁহারাও অসংখ্য পাণ্ডবসেনা নিহত করিতে লাগিলেন। কর্ণের বলবিক্রমশালী পুত্রদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্তত পাণ্ডবসেনা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপ-দীর পুত্রগণও কোপাবিষ্ট হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে পাণ্ডব পক্ষীয় ও ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল।

অশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় অরাতিঘাতন অর্জ্জুন মহারণে কৌরব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। তাঁহার শরনিকরে অসংখ্য সৈন্য নিহত হওয়াতে সংগ্রামস্থানে বীরজনের সুপ্রতর, ভীরুগণের দুস্তর শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। মাংস, মজ্জা ও অস্থি সকল ঐ নদীর পঙ্ক; নর-মস্তক সমুদায় উহার উপলখণ্ড; হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় তীর স্বরূপ;

আতপত্র সকল হংস; হার সকল পদ্ম; উষ্ণীষ সমুদায় ফেনা; শরাসন সকল শরবন; রথ সমুদায় উড়ুপ এবং বর্ম্ম ও চর্ম্ম সকল উহার আবর্ত্ত স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। বীরগণ বৃক্ষ সমুদায়ের ন্যায় উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন এবং কাক ও গৃধ্রগণ উহার উভয় পার্শ্বে ভীষণ রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, সূতপুত্রের ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ উহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাঞ্চালগণ কর্ণের প্রভাবে ভীত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন শ্বেতাতপত্রে পরিশোভিত হইয়া কর্ণসায়ক নির্ভিন্ন পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সূতপুত্র কর্তৃক রক্ষিত হইয়া দুর্য্যোধনের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা উঁহাদিগকে নিধন না করিলে উঁহারা নিশ্চয়ই সোমকগণকে সংহার করিবেন। ঐ দেখ, রশ্মিগ্রহণ বিশারদ মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের রথ সঞ্চালন করিতেছেন; অতএব তুমি মহারথ কর্ণের অভিমুখে আমার রথ চালন কর। আমি সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাপি সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যদি আমি এক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন না হই, তাহা হইলে ঐ দুরাত্মা নিশ্চয়ই আমাদিগের সমক্ষে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব পক্ষীয় মহরথগণকে নিঃশেষিত করিবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার মানসে সূতপুত্রের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে আশ্বাসযুক্ত হইল। তখন পুরন্দরের বজ্রের ন্যায়, জলধির তরঙ্গের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথের ভীষণ নির্ঘোষ হইতে লাগিল। সত্যবিক্রম মহাত্মা অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যগণকে পরাজিত করত কর্ণ সমীপে ধাবমান হইলেন।

তখন মদ্রাধিপতি শল্য কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনের বানরধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলে, ঐ সেই কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণপূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপাতিত করত আগমন করিতেছে। যদি আজি উহারে নিপাতিত করিতে পার, তাহা

হইলেই আমাদের মঙ্গল লাভ হইবে। অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণকে নিপীড়িত করত আমারেই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতি গমন কর। ঐ কৌরব সেনাগণ শত্রু-ঘাতন অর্জ্জুনের ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। ধনঞ্জয়ও উহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুন তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিবে না। ঐ মহাবীর ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত, ধর্ম্মরাজকে বিরথ ও ক্ষতবিক্ষত এবং শিখণ্ডী, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণকে পরাজিত অবলোকন করিয়া কৌরবপক্ষীয় সমুদায় পার্থিবগণের বিনাশ সাধনার্থ অন্যান্য সৈন্য-গণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রোষরক্ত নয়নে মহাবেগে আমাদিগেরই প্রতি ধাব-মান হইতেছে; অতএব সত্বরে তুমি উহার প্রতি গমন কর। ইহলোকে তুমি ভিন্ন আর কেহই ক্রোধপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। ঐ দেখ, মহাবীর কুন্তীনন্দন একাকী তোমার প্রতি ধাবমান হই-তেছে, কেহই উহার পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতেছে না। অতএব এক্ষণে তুমি আপনার কার্য্য সিদ্ধির উপায় দেখ। তুমিই সংগ্রামে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে পারিবে; ঐ ভার তোমার উপরই অর্পিত হইয়াছে; অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপের সদৃশ, অতএব এই মহাসংগ্রামে লেলিহান সর্পের ন্যায়, গর্জ্জনশীল ঋষভের ন্যায় ও বনস্থিত ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে নিবারণপূর্ব্বক সংহার কর। ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় মহারথ ভূপালগণ অর্জ্জুনের ভয়ে সমরনিরপেক্ষ হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এ সময়ে তুমি ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদিগের ভয় নিবারণে সমর্থ নহেন। কৌরবগণ এই সমরসাগরে দ্বীপের ন্যায় তোমার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক অব-স্থান করিতেছেন। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্য সহকারে বৈদেহ, অম্বষ্ঠ, কাম্বোজ, নগ্নজিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজয় করিয়াছ, সেইরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করত অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রতি গমন কর।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শল্য কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহি-

লেন, হে মদ্ররাজ! তুমি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত হইয়াছ। ধনঞ্জয় হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আর্জি তুমি আমার ভুজবল ও অস্ত্রশিক্ষা অবলোকন কর। আমি একাকীই সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিব। আজি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যুদ্ধে জয় লাভের কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব হয় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার নচেৎ তাহাদিগের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমর শয্যায় শয়ন করিয়া এককালে নিশ্চিন্ত হইব। তখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! মহারথগণ সেই অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সে একাকী থাকিলেও তাহারে আক্রমণ করা সহজ নহে। এক্ষণে আবার সে বাসুদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। এখন তাহারে পরাজয় করা কাহার সাধ্য। কর্ণ কহিলেন, হে শল্য! আমিও শুনিয়াছি যে, ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর কেহই নাই; তথাপি আমি সেই মহাবীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে তুমি আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ কর। ঐ দেখ, পাণ্ডুতনয় মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতেছে। অদ্য হয় ত ঐ বীরই আমারে বিনাশ করিবে। আমি বিনষ্ট হইলে কৌরব পক্ষীয় কোন যোদ্ধাই জীবিত থাকিবে না। হে মদ্ররাজ! ধনঞ্জয়ের ভুজযুগল সুদীর্ঘ ব্রণাঙ্কিত; উহা হইতে স্বেদজল নির্গত বা উহা কদাচ বিকম্পিত হয় না। দৃঢ়ায়ুধ মহাবীর অর্জ্জুন অদ্বিতীয় কৃতী ও ক্ষিপ্রহস্ত। এই পৃথিবীতে উহার সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর এক শরের ন্যায় এককালে বহুসংখ্য শর গ্রহণ ও অবিলম্বে সন্ধানপূর্ব্বক এক ক্রোশ অন্তরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতুষ্ট করাতে তিনি বাসুদেবকে চক্র এবং উহারে গাণ্ডীব শরাসন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মেঘগম্ভীর নিস্বন রথ, অক্ষয় তূণীর ও দিব্য শস্ত্র সমুদায় প্রদান করেন। ঐ মহাবীর ইন্দ্রলোকে একত্র সমবেত লোকপালগণের নিকট পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্র ও দেবদত্ত শঙ্খলাভ করিয়া অসংখ্য কালকেয় দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিল। অতএব এই পৃথিবীতে উহার তুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন আর কে আছে? ঐ মহাবীর ধর্ম্ম যুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের তুষ্টি সাধন

করিয়া ত্রৈলোক্য সংহারকর একান্ত ভয়ঙ্কর পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকীই বিরাটনগরে সমবেত কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে পরাজয় করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ ও মহারথদিগের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষত সকল লোক সমবেত হইয়া অযুত বৎসরেও যে শঙ্খচক্রগদাপাণি জয়শীল মহাত্মা বাসুদেবের গুণ বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না; সেই অনন্তবীর্য্য অপ্রতিম প্রভাবসম্পন্ন, দেবকীনন্দন ঐ মহাবীরকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি সেই অশেষ গুণসম্পন্ন কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয়কে সংগ্রামে আহ্বান করিয়া আপনারে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী জ্ঞান করিতেছি। মহাবীর বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে এক রথে সমবেত দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারও হইতেছে। ধনঞ্জয় শরযুদ্ধে ও বাসুদেব চক্রযুদ্ধে অতিশয় সুনিপুণ। যদিও হিমাচল স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়, কিন্তু ঐ দুই মহাবীর কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমা ব্যতিরেকে ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথদ্বয়ের নিকট যুদ্ধার্থ আর কে অগ্রসর হইবে? আজি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার যে অভিলাষ হইয়াছে, উহা অচিরাৎ পূর্ণ হইবে। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর বিচিত্র সংগ্রাম করিব। ঐ যুদ্ধে হয় আমি ঐ বীরদ্বয়কে বিনষ্ট করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিব, না হয় উহারাই আমারে নিহত করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া জলধরের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দুর্য্যোধন সন্নিধানে সমুপস্থিত ও তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তাঁহারে এবং কৃপ, ভোজ, অনুজ সমবেত গান্ধাররাজ শকুনি, অশ্বত্থামা, স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র এবং পদাতি, গজারোহী ও অশ্বারোহিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ ও পরিশ্রান্ত কর। তোমরা ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে সাতিশয় ক্ষতবিক্ষত করিলে আমি অক্লেশে উহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইব। হে মহারাজ! তখন ঐ সমস্ত বীরেরা সূতপুত্রের আদেশানুসারে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সত্বরে ধাবমান হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহারে সমাহত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও মহাসাগর যেমন বহুল সলিল সম্পন্ন নদ নদী সমুদায়ের

বেগ ধারণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ অনায়াসে কৌরব পক্ষীয় বীরগণের শরনিকর সহ্য করিলেন। অনন্তর তিনি বিপক্ষগণের উপর অনবরত শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শর সন্ধান ও বর্ষণ করিতে লাগিলেন, শত্রুগণ তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য তাঁহার শরে বিদীর্ণকলেবর ও নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কুন্তীনন্দন যুগান্তকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার শরনিকর কিরণ ও গাণ্ডীব শরাসন পরিবেশের ন্যায় শোভমান হইল। চক্ষুরোগপীড়িত ব্যক্তি যেমন দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরবগণ তাঁহারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত দিবাকর যেমন জলরাশি বিশোষিত করে, তদ্রূপ বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া স্বীয় তেজ প্রভাবে কৌরব সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, ভোজ, রাজা দুর্য্যোধন ও মহারথ অশ্বত্থামা, জলধর যেমন মহীধরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত অর্জ্জুনের উপর শরনিকর বিসর্জ্জন করত তাঁহার প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় জীবনান্তকর শরনিকর দ্বারা সেই শর সমুহ ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বক্ষস্থলে তিন তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন এবং গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্ব্বক বিপক্ষগণকে শরানলে নিতান্ত সন্তপ্ত করত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত পরিবেশ সুশোভিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা দশ শরে ধনঞ্জয়কে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে ও তিন শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধ্বজাগ্রস্থিত বানরের উপর নারাচনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শরে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক, ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ও চারি শরে অশ্বগণকে ছেদনপূর্ব্বক তিন শরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া হীরকমণিসমলঙ্কৃত, সুবর্ণজাল জড়িত, তক্ষক দেহের ন্যায় তেজ সম্পন্ন,

অদ্রিতটস্থ অজগরের ন্যায় প্রকাণ্ড এক মহামূল্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন এবং উহাতে জ্যারোপণপূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করত অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে নিপীড়িত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বারিধর যেমন দিবাকরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর কৃপ, ভোজ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথগণ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে অবরোধ করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ বল-বীর্য্য সম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে শরনিকর দ্বারা কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে গাঙ্গেয় যেমন অর্জ্জুনের অসংখ্য শরে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৃপাচার্য্যও তদ্রূপ একান্ত নিপীড়িত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে বিনষ্ট ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও শরাসনযুক্ত রথ সমুদায় এবং গজযূথকে নিপাতিত করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ জলবেগ বিদীর্ণ সেতুর ন্যায় সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময় মহাত্মা কৃষ্ণ রণপীড়িত শত্রুগণকে অর্জ্জুনের দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য যোধগণ বৃত্রাসুর নিধনোদ্যত বাসবের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধাবমান অবলোকন করিয়া উন্নত ধ্বজযুক্ত সুকল্পিত রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ বাসনায় তাঁহার অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহারথ শিখণ্ডী, সাত্যকী, নকুল ও সহদেব ধনঞ্জয়ের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার অরাতিগণকে নিবারণ ও শাণিত শরনিকরে বিদারণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবক্রগামী সায়ক দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে অসুরগণ যেমন দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এক্ষণে কৌরবগণের সহিত সৃঞ্জয়গণের তদ্রূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ জয় ও স্বর্গলাভে সমুৎসুক হইয়া সমরে গমন ও পরস্পরকে প্রহার করত গর্জ্জন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যোধগণ পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করাতে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।

একাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় প্রধান প্রধান কৌরব সৈন্যগণকে ভীমসেনের আক্রমণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার উদ্ধার বাসনায় সূতপুত্রের সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত যমরাজের রাজধানিতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরজাল বিহঙ্গমকুলের ন্যায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর কুন্তীনন্দন কৌরবগণের অন্তকস্বরূপ হইয়া ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও বিমল নারাচ দ্বারা তাঁহাদের গাত্র ও মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরভূমি ছিন্নগাত্র, ছিন্নমস্তক, কবচশূন্য যোধগণের কলেবরে সমাবৃত এবং ছিন্ন ভিন্ন বিকলাঙ্গ হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহের নিপাতে ভীষণাকার বৈতরণী নদীর ন্যায় অতিশয় দুর্গম ও দুনিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অসংখ্য ঈষা, চক্র, অক্ষ ও ভল্ল হতস্তত নিপতিত হইতে লাগিল; ঐ সময় কোন কোন রথ অশ্বসারথি বিহীন, কোন কোন রথ কেবল অশ্বযুক্ত ও কোন কোন রথ কেবল সারথিযুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল। সুবর্ণবর্ণ বর্ম্মধারী, কনক ভূষণালঙ্কৃত, যোধগণ সমারূঢ়, ক্রূর মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক পার্ষ্ণি ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পরিচালিত, মদমত্ত, কবচভূষিত চারি শত মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন মহাপর্ব্বতের সমৃদ্ধিশালী শৃঙ্গ সকল বিশীর্ণ ও ধরাতলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন সেই জলদ সন্নিভ মদবর্ষী বারণগণকে নিপাতিত করিয়া মেঘবিনির্গত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে অস্ত্র, যন্ত্র ও কবচশূন্য চতুরঙ্গ বল সমরাঙ্গনে নিপাতিত হওয়াতে পথ সকল আচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ গাণ্ডীব শরাসনের ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সাগর মধ্যে নৌকা যেমন প্রবল সমীরণে সমাহত হইয়া বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরে সমাহত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল। অঙ্গার, উল্কা ও অশনির ন্যায় প্রাণবিনাশক গাণ্ডীব নিঃসৃত বিবিধ বাণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রজনীযোগে পর্ব্বতস্থিত প্রজ্বলিত বেণুবনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অটবী মধ্যে মৃগগণ যেমন দাবদহনভীত হইয়া ইতস্তত পর্য্যটন করে, তদ্রূপ কৌরবগণ অর্জ্জুনের শরানলে দগ্ধ ও ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় যাহারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাও

ভীত চিত্তে তাঁহারে পরিত্যাগপূর্ব্বক রণপরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে কৌরবগণ ছিন্ন ভিন্ন হইলে সমরবিজয়ী ধনঞ্জয় ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করত তাঁহারে যুধিষ্ঠিরের নিরাপদবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় রথ নির্ঘোষে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সমরস্থলে সমাগত হইলেন। ঐ সময় দুঃশাসনের অনুজ দশ জন মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন তাঁহারা জ্যারোপিত শরাসন আয়ত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে উল্কানিপীড়িত কুঞ্জরের ন্যায় আপনার পুত্ত্রগণের শরে সমাহত দেখিয়া, অর্জ্জুন অচিরাৎ তাঁহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাদিগের বাম পার্শ্বে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনের রথ অন্য দিকে ধাবমান দেখিয়া সত্বরে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র শরে সেই বীরগণের রথকেতু, অশ্ব, চাপ ও সায়ক সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ দশ ভল্লে তাঁহাদিগের লোহিত নেত্রযুক্ত দষ্টাধর মস্তক সকল ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণের বদন সমুদায় ভূতলে নিপতিত হইয়া পঙ্কজের ন্যায় শোভিত হইল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়ের সুবর্ণভূষণ বিভূষিত মুক্তাজাল জড়িত শ্বেতাশ্বগণকে কর্ণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। অনন্তর কৌরব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত নবতি সংখ্যক সংশপ্তক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর পারলৌকিক শপথ করিয়া তাঁহারে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরজালে অবিলম্বে সেই সংগ্রামতৎপর নবতি বীরকে তাহাদের সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিলেন। পুণ্যক্ষয় হইলে বিমানস্থ সিদ্ধগণ যেরূপ স্বর্গ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ তাহারা অর্জ্জুনের নানারূপ শরনিকরে নিহত হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কৌরবগণ

প্রভৃত হস্তী, অশ্ব ও রথ লইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে অবরোধ করত অসংখ্য শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, গদা, তলবার ও শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও দিবাকর যেমন কিরণজালে তিমির নাশ করেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা অরাতি নিক্ষিপ্ত অন্তরীক্ষে বিস্তৃত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ শত মত্ত গজসমারূঢ় ম্লেচ্ছ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কর্ণ, নালীক, নারাচ, তোমর, প্রাস, শক্তি, মুষল ও ভিন্দিপাল দ্বারা রথস্থ পার্থের পার্শ্বদেশে আঘাত করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন নিশিত ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা সেই ম্লেচ্ছগণ নিক্ষিপ্ত শস্ত্রবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া নানাবর্ণ শরনিকরে ধ্বজ পতাকা বিশিষ্ট দ্বিরদগণকে আরোহিগণের সহিত নিহত করিলেন। সুবর্ণমালাবৃত মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের সুবর্ণ পুঙ্খ শরনিকরে সমাবৃত ও নিহত হইয়া বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায়, আগ্নেয় গিরির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সংগ্রামস্থলে মনুষ্য, গজ ও অশ্বগণের নিস্বন এবং গাণ্ডীবের গভীর নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অসংখ্য কুঞ্জর ও আরোহীবিহীন অশ্বগণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইল। অশ্বহীন রথিবিহীন গন্ধর্ব্ব নগরাকার সহস্র সহস্র রথ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং অশ্বারোহিগণ ইতস্তত ধাবমান হইয়া অর্জ্জুনের বাণে নিহত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের কি অদ্ভুত বাহুবল! তিনি তৎকালে একাকীই সেই হস্তী, অশ্বারোহী ও রথিগণকে পরাজয় করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন অর্জ্জুনকে ত্রিবিধ সৈন্য পরিবৃত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট কতিপয় রথীরে পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবগণের অল্পমাত্রাবশিষ্ট ক্ষতবিক্ষত সৈন্যগণ ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। গদাপাণি বৃকোদরও অর্জ্জুনের সমীপে গমন করত ধনঞ্জয় হতাবশিষ্ট কৌরব পক্ষীয় মহাবল তুরঙ্গমগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রাকার, অট্টালিকা ও পুরদ্বার বিদারণে সমর্থ; কালরাত্রির ন্যায় ভীষণ গদা নর, নাগ ও অশ্বগণের উপর অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। লৌহবর্ম্মধারী অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ সেই প্রচণ্ড গদার আঘাতে ভগ্নমস্তক, ভগ্নাস্থি ও ভগ্নচরণ

হইয়া শোনিতার্দ্র কলেবরে চীৎকার করত ধরাতলে নিপতিত ও দশন দ্বারা ভূতল দংশন করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ক্রব্যাদগণ আনন্দিত চিত্তে তাহাদের মাংস ভোজন করিতে লাগিল। তখন ভীমসেনের সেই ভীষণ গদা শোণিত, মাংস, বসা ও অস্থি দ্বারা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া দুর্লক্ষ্য কালরাত্রির ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। এইরূপে ভীমসেন দশ সহস্র অশ্ব ও বহুসংখ্যক পদাতিরে নিপাতিত করিয়া গদা হস্তে সরোষ নয়নে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ তাঁহারে গদা হস্তে সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া সাক্ষাৎ কালদণ্ডধর কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া গজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। বর্ম্মাচ্ছাদিত, পরিশোভিত, আরোহি সমবেত, মত্ত মাতঙ্গগণ পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

মহাবল ভীমসেন এইরূপে সেই গজ সৈন্য নিপাতিত করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কৌরব সৈন্যগণ শস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হইয়া সমরে নিরুৎসাহ ও পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ অবস্থান করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই সৈনিকগণকে তেজোহীন দেখিয়া প্রাণনাশক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা অর্জ্জুনের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া কেশর বিরাজিত কদম্ব কুসুমের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নাগ, নর ও অশ্ব নিহত হওয়াতে কৌরব পক্ষে ভীষণ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সৈনিকগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হাহাকার করত অলাত চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় কোন রথ, অশ্ব, অশ্বারোহী বা মাতঙ্গ অক্ষত ছিল না। সৈন্যগণ ছিন্নকবচ ও শোনিতলিপ্ত হইয়া বিকসিত অশোক কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবগণ সব্যসাচীর পরক্রম দর্শনে কর্ণের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং পার্থের শরসম্পাত অসহ্য বোধ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করত সূতপুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও শত শত শর বর্ষণ-

পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করিলেন।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ অর্জ্জুন শরে ব্যথিত হইয়া কর্ণের রথসমীপে প্রতিগমন করিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র সেই বিপদসাগরে নিমগ্নপ্রায় বীরগণের দ্বীপ স্বরূপ হইলেন। অন্যান্য কৌরবগণও অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া নির্ব্বিষ পন্নগের ন্যায় পলায়ন করত কর্ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রিয়াবান্ প্রাণিগণ যেমন মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, তদ্রূপ আপনার তনয়গণ মহাত্মা অর্জ্জুনের ভয়ে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ সেই শর-পীড়িত শোণিতক্লিন্ন বীরগণকে অভয় প্রদান করিলেন এবং সৈনিকগণকে অর্জ্জুন প্রভাবে ভগ্ন দেখিয়া শত্রু সংহার বাসনায় শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মনে মনে অর্জ্জুনের বধ চিন্তা করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারই সমক্ষে পুনরায় পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় ভূপালগণ তদ্দর্শনে আরক্তনয়ন হইয়া জলদজাল যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপপূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সূতপুত্র মহাবীর অর্জ্জুনের বীর্য্য প্রভাবে কৌরবগণকে পলায়ন পরায়ণ দেখিয়া বায়ু যেমন জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালতনয়গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অঞ্জলিকাস্ত্রে জনমেজয়ের অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে নিপাতিত করিলেন এবং ভল্ল দ্বারা শতানিক ও সুতসোমকে বিদ্ধ করত তাঁহাদিগের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ছয় শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ ও শরনিকরে তাঁহার অশ্ব সকলকে নিহত করিয়া সাত্যকির অশ্বগণকে সংহারপূর্ব্বক কৈকেয়পুত্র বিশোককে বিনষ্ট করিলেন। কৈকেয় সেনাপতি উগ্রকর্ম্মা রাজকুমারকে নিহত দেখিয়া কর্ণাত্মজ প্রসেনকে উগ্রবেগ সম্পন্ন শরনিকরে সমাহত ও বিচলিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্যমুখে তিন

অর্দ্ধচন্দ্র শরে কৈকেয় সেনাপতির ভুজযুগল ও মস্তক ছেদন করিলে তিনি গতাসু হইয়া পরশুছিন্ন শাল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর কর্ণাত্মজ প্রসেন শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ ও নিশিত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করত যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরে তৎক্ষণাৎ প্রসেনের প্রাণ সংহার করিলেন। মহাবীর কর্ণ পুত্রের নিধন দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া সাত্যকিরে সংহার করিবার বাসনায়, অরে শৈনেয়! তুই নিহত হইলি, এই বলিয়া তাঁহার প্রতি এক ভীষণ শর বিসর্জ্জনপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে অবিলম্বে তিন বাণে সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া তাঁহারে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহা-তেজস্বী সূতপুত্র ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা শিখণ্ডীর শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন এবং ছয় শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তনয়ের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক সুশাণিত শর দ্বারা সুতসোমকে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র নিহত হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, কর্ণ প্রায় সমস্ত পাঞ্চালদিগকে বিনষ্ট করিল; এক্ষণে তুমি শীঘ্র গিয়া উহারে সংহার কর। নরপ্রবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাঞ্চালদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন এবং গাণ্ডীব বিস্ফারণ ও তলধ্বনি করিয়া সহসা শরান্ধকার বিস্তারপূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কার শব্দ অন্তরীক্ষমণ্ডল ও ভয়ঙ্কর গিরিগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় ভীমসেন পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয় রথারোহণে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাবীর সূতপুত্র সোমকদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে নিহত এবং শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্যু ও শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিমর্দ্দিত ও

বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সমুদায় যেমন সংযমী ব্যক্তিকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই পাঞ্চাল দেশীয় পাঁচ মহাবীর একত্র হইয়াও সূতপুত্রকে রথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরনিকর দ্বারা ঐ মহাবীরগণের ধনু, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও পতাকা সকল অবিলম্বে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদিগকে আঘাত করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার শরাসন নিস্বনে অদ্রিদ্রুম পরিশোভিত পৃথিবী বিদীর্ণ হইল অনুমান করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। মহাবীর সূতপুত্র ইন্দ্রচাপসদৃশ নিতান্ত আয়ত শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক করজাল-বিরাজিত পরিবেশ সম্পন্ন প্রচণ্ড সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শিখণ্ডীরে দ্বাদশ, উত্তমৌজারে ছয় এবং যুধামন্যু, জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই পাঞ্চাল দেশীয় পাঁচ মহারথ ভোগ্য বস্তু সকল যেমন জিতেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বলবীর্য্যে পরাজিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন দ্রৌপদীর আত্মজগণ স্বীয় মাতুলগণকে সূতপুত্র বিহিত বিপদ সাগরে নিমগ্ন অবলোকন করিয়া নৌকাভগ্ন নিবন্ধন সমুদ্রে নিমগ্ন বণিকগণকে যেমন অন্য নৌকা দ্বারা উদ্ধার করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত রথ দ্বারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

অনন্তর মহরথ সাত্যকি নিশিত শরনিকরে সূতপুত্র প্রেরিত শর সমূহ খণ্ড খণ্ড ও তাঁহার কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া আট শরে মহারাজ দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ ও রাজা দুর্যোধন সুনিশিত শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক সাত্যকিরে প্রহার করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর যুযুধান সেই চারি মহাবীরের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিক্‌পতিদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দানবরাজের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং অনবরত শরনিকরবর্ষী অতিমাত্র আয়ত মহাস্বন শরাসন প্রভাবে শরৎকালীন নভোমণ্ডল মধ্যস্থিত প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ সমবেত হইয়া দেবতারা যেমন দেবরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকিরে রক্ষা করিতে

লাগিলেন। হে মহারাজ ! তখন আপনার সৈনিকগণের সহিত বিপক্ষদিগের দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গ বিনাশন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সকল নানাবিধ শস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কতকগুলি পরস্পর আহত ও স্খলিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং কতকগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপাড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল।

এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক নির্ভয়ে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমও সিংহ যেমন রুরুর অভিগমন করে, তদ্রূপ দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি গমন করিলেন। তখন শম্বর ও শক্রের ন্যায় সেই রোষাবিষ্ট বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনবরত মদধারাবর্ষী মন্মথাসক্তচিত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় জয়শ্রী লাভ করিবার অভিলাষে দেহ বিদারণক্ষম সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দুই ক্ষুর দ্বারা দুঃশাসনের কার্ম্মুক ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার ললাটদেশে এক শর নিক্ষেপপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজকুমার দুঃশাসন সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বের রশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় ভীমের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীমকে লক্ষ্য করিয়া এক সূর্য্যমরীচিসপ্রভ, হীরকরত্ন সমলঙ্কৃত, সুবর্ণজালে জড়িত, অশনি তুল্য নিতান্ত দুঃসহ, দেহবিদারণক্ষম, ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন সেই শরে নির্ভিন্ন কলেবর ও গতাসুর ন্যায় স্খলিতদেহ হইয়া বাহু প্রসারণপূর্ব্বক রথমধ্যে নিপতিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক ভীষণ রবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! অনন্তর আপনার পুত্র দুঃশাসন সেই সমরাঙ্গনে নিদারুণ যুদ্ধ করত এক শরে ভীমসেনের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক ষষ্টি শরে তাঁহার সারথির ও নয় শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য

উত্তম উত্তম সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অসামান্য পরাক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুঃশাসনের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ শক্তি প্রয়োগ করিলেন। আপনার পুত্র প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সেই ভীষণ শক্তি সহসা সমাগত হইতেছে দেখিয়া আকর্ণ সমাকৃষ্ট দশ শরে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সেই মহৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর মহবীর দুঃশাসন পুনরায় ভীমসেনকে অতিমাত্র বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন আপনার পুত্রের শরাঘাতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বীর! তুমি ত আমারে বিদ্ধ করিলে, এক্ষণে আমি গদা প্রহার করিতেছি, সহ্য কর। ভীমসেন এই বলিয়া ক্রোধভরে দুঃশাসনের বিনাশবাসনায় সেই দারুণ গদা গ্রহণ করত পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে দুরাত্মন্! আজি আমি রণস্থলে তোমার শোনিত পান করিব। মহাবীর দুঃশাসন ভীম কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যু স্বরূপ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভীমসেনও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় ভীষণ গদা পরিত্যাগ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত গদা দুঃশাসনের শক্তি ভগ্ন করত তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইয়া তাঁহারে রথ হইতে দশ ধনু অন্তরে নিপাতিত এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিরে চূর্ণিত করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই বেগবতী গদার প্রহারে কম্পিত কলেবর ও বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরবর বৃকোদরও দুঃশাসনকে পাতিত করিয়া মহা আহ্লাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকল তাঁহার সিংহনাদ শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে নিপতিত হইল। তখন অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাবীর ভীমসেন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবেগে দুঃশাসনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীর জনভূয়িষ্ঠ ঘোরতর সংগ্রামস্থলে দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র আপনার পুত্রগণ যে যে প্রকারে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এবং পতিপরায়ণা ঋতুমতী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাপহরণ ও

অন্যান্য দুঃখ সকল বৃকোদরের স্মৃতিপথে সমুত্থিত হইল, পরে ক্রোধে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মারে কহিলেন, হে যোধগণ! আজি আমি পাপাত্মা দুঃশাসনকে যমালয়ে প্রেরণ করিব, তোমাদের সাধ্য থাকে ত উঁহারে রক্ষা কর।

বলবান্ বৃকোদর এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষেই কেশরী যেমন মহামাতঙ্গকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ তাঁহারে আক্রমণ করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি সোৎসুখ নয়নে ক্ষণকাল দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করত আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে শিতধারী অসি সমুদ্যত করিয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহার উপর পদার্পণপূর্ব্বক বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ শোণিত পান করিলেন এবং তাঁহারে অবিলম্বে ভূতলে নিপাতিত করিয়া সেই খড়্গে তাঁহার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক পুনরার বারংবার ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করত কহিলেন যে, মাতৃস্তন্য, ঘৃত, সুরা, উৎকৃষ্ট জল এবং দধি ও দুগ্ধ হইতে সমুৎপন্ন উত্তম তক্র প্রভৃতি যে সকল অমৃত রস তুল্য সুস্বাদু পানীয় আছে, আজি এই শত্রুশোনিত সর্ব্বাপেক্ষা আমার সুস্বাদু বোধ হইল। ক্রূরকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন এই কথা বলিয়া দুঃশাসনকে গতাসু নিরীক্ষণপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন! এক্ষণে মৃত্যু তোমারে রক্ষা করিয়াছেন, আর আমি তোমার কিছুই করিতে পারিব না। হে মহারাজ! ঐ সময়ে যে সকল বীরগণ শোণিতপায়ী হৃষ্টচিত্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন; কহার কাহারও হস্ত হইতে অস্ত্র সকল পরিভ্রষ্ট হইল এবং কেহ কেহ অস্ফুট স্বরে চীৎকার করত সঙ্কুচিত নেত্রে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ভীমসেনকে দুঃশাসনের রক্ত পান করিতে অবলোকন করিয়া এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, অবশ্য রাক্ষস হইবে এই বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে নৃপতনয় যুধামন্যু সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়মান চিত্রসেনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া নির্ভয়ে নিশিত সাত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন যুধামন্যুর শরাঘাতে পাদস্পৃষ্ট লেলিহান ভীষণ ভুজঙ্গমের

ন্যায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধামন্যুরে তিন ও তাঁহার সারথিরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণপূর্ণ সুন্দর পুঙ্খযুক্ত সুশাণিত শরে চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চিত্রসেন নিহত হইলে মহাবীর কর্ণ স্বীয় পুরুষত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল অবিলম্বে তাঁহার প্রত্যুদগমন করিলেন।

এ দিকে মহাবীর ভীমসেন রোষপরায়ণ নিহত দুঃশাসনের রুধিরে অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া বীরগণের সমক্ষে তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রে পুরুষাধম! এই আমি তোর কণ্ঠ হইতে রুধির পান করিতেছি, এক্ষণে পুনরায় হৃষ্টচিত্তে গরু গরু বলিয়া উপহাস কর। সে সময়ে যাহারা আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিয়াছিল, এখন আমরা তাহাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিব। রে দুঃশাসন! আমরা দুর্য্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্রের কুমন্ত্রণাতে যে প্রমাণকোটী নামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভোজন, কৃষ্ণসর্পের দংশন, দ্যূতে রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, জতুগৃহে দাহ, অরণ্যে নিবাস, সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত এবং স্বগৃহে ও বিরাট ভবনে বিবিধ ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়াছি, তুই সে সকলের মূল! আমরা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের দৌরাত্ম্যে চিরকাল দুঃখ ভোগ করিতেছি, কখন সুখের লেশমাত্রও জানিতে পারি নাই।

হে মহারাজ! রক্তাক্ত-কলেবর, লোহিতাস্য ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর জয় লাভের পর এই সকল কথা বলিয়া হাস্য করত কেশব ও অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি দুঃশাসন নিধনার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজি রণস্থলে তাহা সফল করিলাম। এক্ষণে অবিলম্বে এই সংগ্রামরূপ মহাযজ্ঞে দুর্য্যোধনরূপ দ্বিতীয় পশুরে সংহার করিব। আমি নিশ্চয়ই কৌরবগণের সমক্ষে পদাঘাতে ঐ দুরাত্মার মস্তক বিমর্দ্দনপূর্ব্বক উহারে বিনাশ করিয়া শান্তি লাভ করিব। হে মহারাজ! রুধিরাক্ত কলেবর মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া বৃত্রাসুর নিপাতন সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় হৃষ্ট চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দুঃশাসন নিহত হইলে নিষঙ্গী, কবচী,

পাশী, দণ্ডধার, ধনুগ্রহ, অলুলোপ, সহ, ষণ্ড, বাতবেগ ও সুবর্চ্চা আপনার এই দশ পুত্র ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে শরনিকরে মহাবীর ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর সেই ক্রোধনস্বভাব সমরে অপরাঙ্মুখ মহারথগণের বিশিখজালে বিদ্ধ ও রোষে লোহিতনেত্র হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ বেগবান্ দশ ভল্লে তাঁহাদের দশ জনকে নিপাতিত করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে ভীমভয়ে একান্ত ভীত হইয়া সূতপুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ প্রজানাশক কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। তখন মহামতি শল্য তাঁহার শরীর দর্শনে মনের বিকার বুঝিতে পারিয়া তাঁহারে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! ঐ দেখ, ভূপতিগণ ভীমসেনের ভয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন দুঃশাসনের রুধির পান করাতে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও বিমোহিত হইয়াছেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সহোদরগণ ও মহাত্মা কৃপ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিষণ্ণ হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশনপূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতেছেন। ধনঞ্জয় প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ অন্যান্য বীরগণকে পরাজয় করিয়া তোমার অভিমুখেই সমাগত হইতেছে। অতএব এ সময় ব্যথিত বা বিষণ্ণ হওয়া তোমার উচিত নহে। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। দুর্য্যোধন তোমার প্রতি সমুদায় ভার অর্পণ করিয়াছেন, তুমি আপনার সাধ্যানুসারে সেই ভার বহন কর। সংগ্রামে জয় লাভ করিলে বিপুল কীর্ত্তি এবং পরাজিত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গ লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, তুমি বিমোহিত হওয়াতে তোমার পুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইতেছে। হে মহারাজ! মহাতেজস্বী মদ্ররাজ এই কথা কহিলে মহাবীর কর্ণ মনে মনে যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। ঐ সময় কর্ণপুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া গৃহীতদণ্ড কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামনিরত গদাহস্ত বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণপুত্রের

উপর শরনিকর বর্ষণ করত জম্ভাসুরাভিমুখে ধাবমান পুরন্দরের ন্যায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে ক্ষুর দ্বারা তাঁহার স্ফটিকবিন্দু শোভিত ধ্বজ ও ভল্ল দ্বারা সুবর্ণভূষিত বিচিত্র শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণতনয় দুঃশাসনের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার মানসে অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দিব্য মহাস্ত্র দ্বারা নকুলকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা নকুল বৃষসেনের অস্ত্রাঘাতে কোপান্বিত হইয়া মহোল্কা সদৃশ শরনিকরে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষিতাস্ত্র বৃষসেনও নকুলের প্রতি দিব্যাস্ত্রনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণপুত্র শরাভিঘাতজনিত ক্রোধ এবং স্বীয় দীপ্তি ও অস্ত্র প্রভাবে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উৎকৃস্ট অস্ত্র দ্বারা নকুলের সুবর্ণজাল-জড়িত বনায়ুদেশীয় শুভ্রবর্ণ অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা নকুল সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সুবর্ণময় চন্দ্র পরি-শোভিত চর্ম্ম ও আকাশসবর্ণ অসি ধারণ করিয়া বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ-পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদান করত বৃষসেনের হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় ছেদন করিতে লাগিলেন। কর্ণপুত্রের সেই ত্রিবিধ সৈন্য নকুলের খড়্গা-ঘাতে যাজ্ঞিক কর্ত্তৃক নিকৃত্ত পশুর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় সমরবিশারদ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, চন্দনচর্চ্চিত, নানা দেশসম্ভূত, দুই সহস্র বীর বিজয়াভিলাষী একমাত্র মহাবীর নকুলের অসি প্রহারে নিহত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন।

তখন মহাবীর বৃষসেন মহাবেগে নকুলের সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে শর-নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নকুলও তাঁহারে অনবরত শরজালে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃষসেন নকুলশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর নকুল ভ্রাতা ভীমসেন প্রভাবে সেই তুমুল রণস্থলে রক্ষিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কর্ণের আত্মজ বৃষসেন মহারথ নকুলকে রথী, অশ্ব, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে শরনিকরে নিরন্তর বিদ্ধ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে অষ্টাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর নকুল সেই কর্ণসুত নিক্ষিপ্ত

শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। বৃষসেন বিস্তীর্ণ পক্ষ আমিষলুব্ধ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নকুলকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর নকুল বৃষসেন নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কর্ণসুত বৃষসেন শরজাল দ্বারা নকুলের সহস্র তারকা সমলঙ্কৃত চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া নিশিত ছয় শরে তাঁহার গুরুভার সাধন শত্রুগণের প্রাণনাশক সর্পবিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র কোষনিষ্কাসিত সুতীক্ষ্ণ অসি ছেদনপূর্ব্বক শাণিত শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল সাতিশয় বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর নকুল বৃষসেনের শরনিকরে বিরথ, খড়্গহীন ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের সমক্ষে সিংহ যেমন অচলশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন সেই দুই মহারথকে এক রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিবার অভিলাষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎপরে অন্যান্য কৌরবগণও সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন রোষ প্রভাবে হুত হুতাশনের ন্যায় সাতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া বৃষসেনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এই দেখ, নকুল কর্ণাত্মজ নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছে। মহাবীর বৃষসেন আমাদিগের উপরও শর বর্ষণ করিতেছে। অতএব তুমি অবিলম্বে উঁহার প্রতি গমন কর। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার রথ সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মাদ্রীতনয় নকুল তাঁহারে তথায় সমাগত দেখিয়া কহিলেন, হে বীর! আপনি শীঘ্র বৃষসেনকে বিনাশ করুন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতা নকুলের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কেশবকে অবিলম্বে বৃষসেনের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে কহিলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় দ্রুপদ রাজার পাঁচ পুত্র, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও

মহাত্মা শিনিরনপ্তা সাত্যকি এই একাদশ বীর নকুলকে কর্ণপুত্রের শরনিকরে ছিন্ন শরাসন, খড়্গহীন, রথবিহীন ও নিতান্ত নিপীড়িত অবগত হইয়া পবন-চালিত পতাকাযুক্ত, গম্ভীর নিস্বন সম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া ভুজগগতি সদৃশ শরনিকরে আপনার হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপীড়িত করত সত্বরে মাদ্রীতনয়ের সাহায্যার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, শকুনির পুত্র, বৃক, চক্রাথ, এবং দেবাবৃধ, কৌরব পক্ষীয় এই কয়েক জন মহারথগণ জলদগম্ভীর নিস্বন রথারোহণপূর্ব্বক অনবরত জ্যানির্ঘোষ ও শরবর্ষণ করত সেই একাদশ বীরকে নিবারণ করিতে লাগি-লেন। কুলিন্দগণ তদ্দর্শনে নবজলধর সন্নিভ পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ বেগগামী মাতঙ্গে সমারূঢ় হইয়া সেই কৌরবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহাদের হিমালয় সম্ভূত স্ববর্ণজাল সমাবৃত মদোৎকট মাতঙ্গগণ চপলা-বিরাজিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর কুলিন্দরাজ লৌহ-ময় দশ বাণে কৃপাচার্য্যকে অশ্ব ও সারথির সহিত সাতিশয় নিপীড়িত করিল। মাহাবীর কৃপাচার্য্য তাহার সায়কে সমাহত হইয়া অচিরাৎ সুতীক্ষ্ণ শরে তাহারে মাতঙ্গের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলিন্দরাজের অনুজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাত্যারে নিহত দেখিয়া সূর্য্যরশ্মি সদৃশ লৌহময় তোমরে কৃপাচার্য্যের রথ আলোড়িত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহাবীর শকুনি তদ্দর্শনে সত্বরে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা শরনিকরে শতানীকের অসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে নিহত ও নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় বহুতর আয়ুধ ও পতাকাযুক্ত অন্য তিন মহাগজ অশ্বত্থামার শরে আরোহীর সহিত নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর কুলিন্দরাজের তৃতীয় সহোদর উৎকৃষ্ট শরে দুর্য্যোধনকে তাড়িত করিলে তিনি নিশিত শরনিকরে তাহারে ক্ষতবিক্ষত করত তাহার মাতঙ্গকে নিহত করিলেন। গজরাজ দুর্য্যোধনের শরে নিহত হইয়া বর্ষাকালীন বজ্রাহত গৈরিক ধাতু-ধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোণিত ক্ষরণ করত ভূতলে নিপতিত হইল। কুলিন্দরাজের সহোদর হস্তী পতিত না হইতে হইতেই অবিলম্বে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ধরাতলে অবতরণ করিল এবং সত্বরে অন্য এক মহামাতঙ্গে

আরোহণপূর্ব্বক ক্রাথের অভিমুখে, ধাবমান হইল। মহাবীর ক্রাথ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকরে কুলিন্দরাজের সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই গজারূঢ় মহাবীর দুর্জ্জয় ক্রাথাধিপকে শরনিকরে নিহত করিল। মহাধনুর্দ্ধর ক্রাথ কুলিন্দরাজ সহোদরের শরে নিহত হইয়া বায়ুবিপাটিত বনস্পতির ন্যায় অশ্ব, সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃক সেই গজারূঢ় কুলিন্দরাজ সহোদরকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলে তাহার মাতঙ্গ পদাঘাতে অশ্ব ও রথের সহিত বৃককে বিপোথিত করিল। তখন বভ্রুতনয় শরনিকর নিক্ষেপ করত কুলিন্দরাজ সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বভ্রুতনয়ের শরে সমাহত হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। এই অবসরে মহাবীর সহদেব-তনয় বভ্রুনন্দনকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কুলিন্দরাজসহোদর সেই যোধবিদারণক্ষম মহাগজ লইয়া শকুনির বিনাশ বাসনায় মহাবেগে গমন করত তাঁহারে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর শকুনি অচিরাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর অন্যান্য কুলিন্দগণ নিহত হইলে আপনার ধনুর্দ্ধারী পুত্রগণ মহা আহ্লাদে লবণ-সমুদ্র সম্ভূত শঙ্খ সকল প্রধ্মাপিত করত কার্ম্মুক ধারণ করিয়া অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবদিগের পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে খড়্গ, বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, গদা ও পরশুর আঘাতে অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল পরস্পরের আঘাতে নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন বিদ্যুদ্বিরাজিত ও নির্হ্রাদযুক্ত মেঘ সকল মহামারুতবেগে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। ঐ সময় আপনার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-গণ নকুলপুত্র শতানীকের শরে নিহত হইয়া সুপর্ণের পক্ষবায়ু-বিদলিত ভুজঙ্গমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কৌরবপক্ষীয় একজন কুলিন্দ অসংখ্য শরে শতানীককে সমাহত করিতে লাগিল। মহাবীর নকুলনন্দন কুলিন্দের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন

করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কর্ণের পুত্র মহাবীর বৃষসেন লৌহময় তিন শরে শতানীককে বিদ্ধ করিয়া ভীমকে তিন, অর্জ্জুনকে তিন, নকুলকে সাত ও জনার্দ্দনকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময়ে কৌরবগণ কর্ণপুত্রের লোকাতীত কার্য্যসন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা অর্জ্জুনের পরাক্রম সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহারা কর্ণপুত্রকে হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ করিলেন।

অনন্তর মহবীর ধনঞ্জয় মাদ্রীনন্দন নকুলকে হতাশ্ব ও বাসুদেবকে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া বৃষসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূতপুত্রের সম্মুখস্থিত মহাবীর বৃষসেনের অসংখ্য বাণধারী নরবীর অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া পূর্ব্বে দানবরাজ নমুচি যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের প্রতি গমন করিয়াছিল, তদ্রূপ দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তাঁহারে বহুসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি অর্জ্জুনের দক্ষিণ ভুজমূলে শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক কৃষ্ণকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে কর্ণতনয় অর্জ্জুনের উপর অগ্রে শরাঘাত করিলে মহাবীর পার্থ ঈষৎ রোষ-পরবশ হইয়া তাঁহার বিনাশে মনোনিবেশপূর্ব্বক ললাটে ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া নিরন্তর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রোষকষায়িত লোচনে গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক সূতপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! আজি আমি তোমার সমক্ষেই দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরগণ এবং দুর্য্যোধন ও বৃষসেনকে নিশিত শরনিকরে যমলোকে প্রেরণ করিব। সকলেই কহিয়া থাকে যে, আমার পুত্র অভিমন্যু যৎকালে রথ মধ্যে একাকী অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় তোমরা সকলে সমবেত হইয়া তাহারে সংহার করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগের সমক্ষেই বৃষসেনকে বিনাশ করিব; তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহারে রক্ষা কর। হে মূর্খ! তুমি আমাদের এই কলহের মূল; বিশেষত দুর্য্যোধনের আশ্রয় লাভে তোমার অন্তঃকরণে অহঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। অতএব আমি অদ্য বৃষসেনের বিনাশের পর বল প্রকাশপূর্ব্বক তোমারে বিনাশ করিব। আর যাহার নিমিত্ত এই লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে, মহাবীর ভীম সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া শরাসন পরিমার্জ্জিত করত বৃষসেনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারে সংহার করিবার বাসনায় শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক হাস্যমুখে অশঙ্কিত চিত্তে দশ শরে তাঁহার মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিলেন এবং খরধার চারি ক্ষুর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার শরাসন, বাহুযুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কর্ণাত্মজ বৃষসেন অর্জ্জুনের ক্ষুরাস্ত্রে ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া বায়ুবেগভগ্ন কুসুমোপশোভিত অতি বিশাল শালবৃক্ষ যেমন শৈলশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার আত্মজকে অর্জ্জুন শরে নিহত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি কাতর ও রোষান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব দেবগণেরও দুর্নিবার্য্য মহাকায় সূতপুত্রকে উদ্বেল মহোদধির ন্যায় গর্জ্জন করত সমাগত হইতে দেখিয়া হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, সখে! যাহার সহিত তোমারে যুদ্ধ করিতে হইবে, ঐ সেই কর্ণ শল্য সঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিকরিতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে স্থির হও। ঐ দেখ, মহাত্মা কর্ণের কিঙ্কিনীজাল জড়িত নানা পতাকা পরিবৃতশ্বেতাশ্বযুক্ত রথ আকাশস্থিত বিমানের ন্যায় সমাগত হইতেছে। উহার শক্রচাপসন্নিভ নাগকক্ষ ধ্বজ যেন আকাশমার্গ উল্লিখিত করিতেছে। ঐ দেখ, সূতনন্দন দুর্য্যোধনের হিত চিকীর্ষায় বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করত সমাগত হইতেছে। মদ্ররাজ শল্য উহার রথে অবস্থিত হইয়া অশ্ব সঞ্চালন করিতেছেন। ঐ চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি, শঙ্খনিস্বন ও বিবিধ সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। কর্ণের কোদণ্ডনিস্বন সমুদায় মহাশব্দ তিরোহিত করিয়াছে। মহারণ্যে মৃগগণ যেমন কোপাবিষ্ট সিংহকে দর্শন করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মহারথ পাঞ্চালগণ সূতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ইতস্তত ধাবমান হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি সম্পূর্ণ যত্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত কর। তুমি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের বাণ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। আমি বিশেষরূপে অবগত আছি যে, তুমি দেবাসুর গন্ধর্ব্ব সম্বলিত তিন লোক জয় করিতে পার।

দেখ, জটাজূটধারী ভীষণাকার ত্রিনয়ন মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, কেহ তাঁহারে দর্শন করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তুমি সেই সর্ব্বভূতের মঙ্গলপ্রদ মূর্ত্তিমান্ দেবদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারে প্রীত করিয়াছ। অন্যান্য দেবগণও তোমারে বর প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই শূলপাণির প্রসাদে ইন্দ্র যেমন নমুচিরে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সূতপুত্রকে সংহার কর। তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল ও সংগ্রামে জয় লাভ হউক।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! তুমি সর্ব্বলোকের গুরু। তুমি যখন আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছ, তখন অবশ্যই আমার জয় লাভ হইবে; অতএব এক্ষণে তুমি রথ সঞ্চালন কর। অর্জ্জুন কর্ণকে সমরে নিপাতিত না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। আজি তুমি হয় আমার বাণে কর্ণকে না হয় কর্ণের বাণে আমারে ক্ষতবিক্ষত ও নিহত নিরীক্ষণ করিবে। যতদিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন লোকে এই উপস্থিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিবে। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া মাতঙ্গের অনুগামী মাতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! সময় অতিবাহিত হইতেছে; অতএব অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহারে জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে মহাবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ ক্ষণকাল মধ্যেই কর্ণরথের অগ্রে উপনীত হইল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ বৃষসেনের বিনাশ দর্শনে পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তিনি অর্জ্জুনকে সমীপে অবলোকন করিয়া রোষতাম্র নেত্রে তাঁহারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবৃত রথদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া উদিত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই অরাতিসূদন বীরদ্বয় শ্বেতাশ্ব যুক্ত রথে অবস্থানপূর্ব্বক গগনমণ্ডলস্থ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সৈনিকগণ ত্রৈলোক্য জয়াকাঙ্ক্ষী ইন্দ্র ও বলি রাজার ন্যায় সমরে সমুদ্যত সেই বীরদ্বয়কে দর্শন

করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণ তাঁহাদিগকে রথনির্ঘোষ, জ্যাতল-শব্দ, শরনিস্বন ও সিংহনাদ করত দ্রুতবেগে পরস্পরের প্রতি ধাবমান এবং কর্ণের ধ্বজে হস্তিকক্ষ ও অর্জ্জুনের ধ্বজে ভীষণ বানর বিরাজমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সিংহনাদ সহকারে সেই রথিদ্বয়কে অনবরত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র বীরপুরুষ দুই বীরকে দ্বৈরথ যুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া বাহ্বাস্ফোটন ও বস্ত্রকম্পন করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ কর্ণকে আমোদিত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বাদিত্র-ধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণও তূর্য্য ও শঙ্খের নিনাদে ধনঞ্জয়কে আনন্দিত করত দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে শূরগণের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ও কর্ণ শর, শরাসন, শক্তি, খড়্গ, তূণীর, শঙ্খ ও বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অতি প্রিয়দর্শন। তাঁহাদের স্কন্ধ সিংহের ন্যায়, বাহু যুগল বিশাল, লোচন লোহিতবর্ণ, সুবিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থল, সুবর্ণ মাল্যদামে সমলঙ্কৃত ও সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত। পরিচারকগণ মহাবৃষভের ন্যায় গর্ব্বিত, মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়কে চামর ব্যজন ও তাঁহাদের মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ করিয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ের মধ্যে এক জনের রথে মহাবীর শল্য এবং অন্যের রথে মহাত্মা বাসুদেব সারথ্য করিতেছিলেন। সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ত তুল্য আশীবিষশিশু সন্নিভ বীরদ্বয় পরস্পরের বধ সাধন ও জয় লাভের অভিলাষ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাঁহাদিগকে গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, প্রভিন্নগণ্ড মাতঙ্গ যুগলের ন্যায়, রোষাবিষ্ট পর্ব্বত দ্বয়ের ন্যায়, ক্রোধোদ্ধত পুরন্দর ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ক্রুদ্ধ মহাগ্রহদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই দেবাংশসঞ্জাত, দেবতুল্য বলশালী ও রূপে দেবতার অনুরূপ। সেই নানা শস্ত্রধারী মহাবীরদ্বয় তৎকালে সমরাঙ্গনে যদৃচ্ছাক্রমে আগত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর অর্জ্জুন ও কর্ণকে শার্দ্দূল-দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল। পৌরুষ ও বলপ্রভাবে বিশ্রুত, সুরেশ্বর ও অমররাজের সদৃশ ঐ মহাবীরদ্বয় সংগ্রামে

মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য তুল্য, দশরথতনয় রামের অনুরূপ ও ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির তুল্য। তাঁহাদিগের বলবীর্য্য বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর সদৃশ। ঐ সময় তাঁহারা বাহ্বাস্ফোটন শব্দে নভস্তল অনুনাদিত করিতে লাগিলেন। তখন কেহই সেই একত্র সমবেত বীরদ্বয়ের মধ্যে যে কাহার জয় লাভ হইবে, তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর সিদ্ধচারণগণ সেই মহারথদ্বয়কে সমরাঙ্গনে শোভমান দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন আপনার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরশোভী মহাত্মা কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও অদ্বিতীয় যোদ্ধা মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সংগ্রামে মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের ও অর্জ্জুন পাণ্ডবগণের পণস্বরূপ হইলেন। বীরগণ পক্ষদ্বয়ের জয় পরাজয় দর্শনার্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সেই সমরশোভী ক্রোধাবিষ্টচিত্ত বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহার ও পরস্পরকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হওয়াতে তাঁহাদিগকে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ভীষণমূর্ত্তি মহাধূমকেতুদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইল। অনন্তর কর্ণ ও অর্জ্জুনের নিমিত্ত অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণের পরস্পর মহাবিবাদ ও ভেদ উপস্থিত হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ সকলেই কেহ কর্ণের এবং কেহ বা অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আকাশমণ্ডল সূতপুত্রের এবং ভূমণ্ডল অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিল। পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, মেঘ, বৃক্ষ ও লতা সকল কেহ কর্ণ ও কেহ অর্জ্জুনের পক্ষ আশ্রয় করিল। মুনি, সিদ্ধ ও চারণ; গরুড় ও অন্যান্য পক্ষী; রত্ন ও নিধি; চতুর্ব্বেদ, আখ্যান, উপবেদ, উপনিষদ, রহস্য ও সংগ্রহ; বাসুকী, চিত্রসেন, তক্ষক, মণিক, ঐরাবত, সৌরভেয় ও বৈশালেয়; বৃক, শশ ও অন্যান্য মঙ্গলজনক পশুপক্ষী; আট বসু, বায়ু, সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দশ দিক্, পদানুগ সমবেত দেবলোক ও পিতৃলোক; যম, কুবের, বরুণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ, দক্ষিণা, সমুদায় রাজর্ষি এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অর্জ্জুনের পক্ষ হইলেন। আদিত্য, অসুর, রাক্ষস, গুহ্যক, পক্ষী, বৈশ্য, শূদ্র, সূত, সঙ্করজাতি, প্রেত,

পিশাচ, অন্যান্য ক্রব্যাদ, জলজন্তু, শৃগাল, কুক্কুর ও ক্ষুদ্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রাধেয়, মৌনেয়, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম দর্শন বাসনায় বৃক, শশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, মেঘ ও বায়ু বাহনে আরোহণ করিয়া সমাগত হইলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পক্ষী, তপোনুষ্ঠাননিরত বেদজ্ঞ মহর্ষি, স্বধাভোগী পিতৃলোক এবং ওষধি সকল কোলাহল ধ্বনি করত নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া এবং মহাত্মা মহাদেব দিব্যযানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মহাত্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত দেখিয়া কহিলেন, অদ্য আমার তনয় ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে বিনাশ করিবে, সূর্য্যদেব কহিলেন, আমার আত্মজ কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিয়া জয়শ্রী লাভে কৃতকার্য্য হইবে। এইরূপে তৎকালে সুররাজ ইন্দ্র ও সূর্য্যের বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে দেবর্ষি ও চারণগণ সমবেত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ মিলিত দেখিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অসুরগণ কর্ণের পক্ষে এবং অমরগণ ও অন্যান্য ভূত সমুদায় অর্জ্জুনের পক্ষে অবস্থান করিলেন। অনন্তর দেবগণ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারে কহিলেন, ভগবন্! অর্জ্জুন ও কর্ণ এই দুই মহাবীরের মধ্যে কোন্ বীর বিজয় লাভ করিবে? আমাদের মতে ইহাদিগের উভয়েরই জয় লাভ হওয়া উচিত। অতএব ইহারা উভয়েই সমরে ক্ষান্ত হউক। হে দেব! এই দুই বীরের বিবাদে সমস্ত জগৎ সংশয়গ্রস্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের মধ্যে কে বিজয় লাভে সম্যক্ অধিকারী, আপনি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। হে ব্রহ্মন্! ইহাদের উভয়েরই যে বিজয় লাভ হওয়া উচিত, ইহা আপনি স্বীকার করুন।

হে মহারাজ! তখন সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মারে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব কহিয়াছিলেন, বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিশ্চয়ই বিজয় লাভ হইবে। এক্ষণে আমি আপনারে বারংবার নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি

প্রসন্ন হউন। মহেশ্বর যেরূপ কহিয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মহাদেবের সমক্ষে তাঁহারে কহিলেন, হে সুররাজ! যে মহাবীর খাণ্ডবপ্রস্থে হুতাশনের তৃপ্তি-সাধন ও দেবলোকে উপস্থিত হইয়া তোমারে যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছে, তাহার অবশ্যই জয় লাভ হইবে। সূতপুত্র দানবদগের পক্ষ; অতএব তাহার পরাজয় হওয়াই উচিত। অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজয় করিলে দেবগণেরও দানবজয়রূপ কার্য্য সাধন হইবে, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই আমরা অর্জ্জুনের জয় প্রার্থনা করিতেছি। আত্মকার্য্য সংসাধন করাই সকলের গুরুতর কার্য্য। আর দেখ, মহাত্মা ধনঞ্জয় সতত সত্যধর্ম্মনিরত। ঐ বীর অস্ত্রবলে ভগবান্ বৃষভবাহনের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিল। অতএব সেই মহাবীরের অবশ্যই জয় লাভ হইবে। মহাবীর ধনঞ্জয় মহাবল পরাক্রান্ত, শিক্ষিতাস্ত্র ও তপোবল সম্পন্ন; ঐ মহাবীর ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ অধিকারী হইয়াছে; বিশেষত জগতের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাহার সারথ্য করিতেছেন; অতএব কি নিমিত্ত তাহার জয় লাভ হইবে না। এক্ষণে অর্জ্জুনের জয় লাভ হইলে একটি দেবকার্য্য সাধন এবং পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ নিবারণ হয়। অতএব তাহারই জয় লাভ হওয়া উচিত।

হে দেবেন্দ্র! মহবীর অর্জ্জুন তপঃপ্রভাব সম্পন্ন; তাঁহার দৈববল মহত্ত্ব নিবন্ধন পুরুষকারকে অতিক্রম করিয়াছে। অতএব উঁহার অরাতিগণ সমূলে উন্মূলিত হইবে, সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় ও বাসুদেব রোষপরবশ হইলে সমরাঙ্গনে মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইঁহারা পুরাণ ঋষি নর ও নারায়ণ; ইঁহারাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইঁহারাই সকলকে শাসন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদিগের নিয়ন্তা কেহই নাই। কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য কুত্রাপি ইঁহাদিগের তুল্য ব্যক্তি নাই। দেবর্ষি, চারণ, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ ইঁহাদিগের অনুগত হইয়া আছেন। ইঁহাদেরই প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে ইঁহারাই জয়শ্রী অধিকার করুন। আর এই সূতপুত্র দ্রোণের সহিত দেবলোক বা ভীষ্মের সহিত বসুলোক প্রাপ্ত হউক। হে মহারাজ! সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবাদিদেব মহাদেবও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

তখন দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মা ও রুদ্রদেবের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া তত্রত্য সমুদায় প্রাণীকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মাগণ! ভগবান্ ব্রহ্মা ও রুদ্র যে জগতের হিতকর কথা কহিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করিলেন। উঁহাদের কথা কদাচ অন্যথা হইবে না। অতএব এক্ষণে আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করুন। তখন তত্রত্য সমস্ত প্রাণী দেবরাজের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবগণ হর্ষভরে নানাপ্রকার সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ ও তূর্য্যধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সুর, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনস্থ মহাবীরগণ সেই বীরদ্বয়ের অধিষ্ঠিত দিব্য রথসমীপে সমাগত হইয়া শঙ্খনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও বাসুদেব এবং মহাবীর কর্ণ ও শল্য ইঁহারাও হৃষ্ট চিত্তে শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের ভীরুজন ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণের আশীবিষ সদৃশ, রত্নময়, সুদৃঢ়, শক্রশরাসন তুল্য হস্তিকক্ষাধ্বজ এবং অর্জ্জুনের মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায়, ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত দুনিরীক্ষ্য বিকটদশন বানরধ্বজ সকলের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাদিগের সেই দুইটি ধ্বজ প্রলয়কালে নভোমণ্ডলে সমুদিত রাহু ও কেতুগ্রহের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত কপিবর সংগ্রামার্থী হইয়া স্বস্থান হইতে মহাবেগে কর্ণের হস্তিকক্ষাধ্বজে উৎপতিত হইল এবং গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ নখ ও দন্ত দ্বারা উহা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্রের সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত কালপাশোপম হস্তিকক্ষা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কপিবরের প্রতি ধাবমান হইল। এইরূপে সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর দ্বৈরথযুদ্ধে প্রথমত দুই ধ্বজের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় উভয়ের অশ্বগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক হ্রেষারব পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বাসুদেব শল্যের প্রতি এবং অর্জ্জুন সূতপুত্রের প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ ও কর্ণ বারংবার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের

প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অনন্তর মহাবীর সূতপুত্র হাস্যমুখে শল্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মদ্ররাজ! যদি ধনঞ্জয় আজি আমারে বিনাশ করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে, তাহা সত্য করিয়া বল। শল্য কহিলেন, হে সূতপুত্র! যদি আজি মহাবীর শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে তোমারে নিহত করে, তাহা হইলে আমি সত্য কহিতেছি যে, একাকীই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাসুদেব! যদি আজি কর্ণ আমারে নিহত করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যদি দিবাকর স্বস্থান হইতে নিপতিত হন, যদি মহোদধি পরিশুষ্ক হয় এবং যদি হুতাশন শৈত্যগুণ অবলম্বন করেন, তথাপি কর্ণ তোমারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। যদিও কথঞ্চিৎ এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে। আমি কর্ণ ও শল্যকে ভুজ দ্বারা নিহত করিব।

হে মহারাজ! কপিকেতন অর্জ্জুন বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে জনার্দ্দন! সূতপুত্র ও শল্য উঁহারা উভয়ে সমবেত হইলেও আমি উঁহাদিগকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করি না। আজি তুমি অচিরাৎ দেখিতে পাইবে যে, হস্তী যেমন বৃক্ষ বিমর্দ্দিত করিয়া চূর্ণ করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র, কবচ, শর, শক্তি, শরাসন ও সারথি শল্যের সহিত শতধা ছিন্ন ভিন্ন ও বিচূর্ণিত করিব। হে মাধব! আজি কর্ণের পত্নীগণের বৈধব্য দশা উপস্থিত হইবে। তাহারা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছে। হে কৃষ্ণ! আজি তুমি কর্ণপত্নীদিগকে বিধবা দর্শন করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দুরাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৃষ্ণারে ও আমাদিগকে বারংবার উপহাস করাতে আমার মনোমধ্যে যে ক্রোধোদয় হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। অতএব মত্ত মাতঙ্গ যেমন পুষ্পিত বনস্পতিরে উন্মূলিত করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে উন্মথিত করিব। হে গোবিন্দ! আজি সূতপুত্র নিপাতিত হইলে তুমি জয় লাভে আহ্লাদিত হইয়া অভিমন্যুর জননী, স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তী, সজলনয়না দ্রৌপদী এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অমৃত তুল্য মধুর বচনে সান্ত্বনা করিবে।

একোনুনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় নভোমণ্ডল দেব, নাগ, অসুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অপ্সরা, গরুড়, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণে সমাকীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। মানবগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে আকাশপথ গীত, বাদ্য, স্তুতি, নৃত্য, হাস্য ও সুমধুর শব্দে পরিপূর্ণ দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ আহ্লাদিত হইয়া বাদিত্র-শব্দ, শঙ্খ নিস্বন ও সিংহনাদে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শত্রু-পীড়ন করিতে লাগিল। বীরগণের শোণিতধারা অনবরত নিপতিত হওয়াতে সেই চতুরঙ্গিণীসেনাপরিবৃত, মৃত দেহ পূর্ণ, শর শক্তি ঋষ্টিসঙ্কুল সমরাঙ্গন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় কৌরব ও পাণ্ডব-গণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের সরল শরনিকরে উভয় পক্ষীয় সৈন্য ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন আর কাহারও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্যান্য বীরগণ ভয়াকুলিত চিত্তে মহারথ অর্জ্জুন ও কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয় অস্ত্র দ্বারা পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিয়া কিরণজালবর্ষী অম্বরতলস্থ অন্ধকারাপহারী সমুদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি-লেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিলে, তাহারা দেবতা ও অসুরগণ যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাঙ্গনে ইতস্তত মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও আনকের নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইলে মহাবীর সূতপুত্র ও ধনঞ্জয় শব্দায়মান মেঘমণ্ডল পরিবৃত শশাঙ্ক ও সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেই অরাতি নিপাতন অজেয় বীরদ্বয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া অনবরত শর নিক্ষেপ করাতে তাঁহাদিগকে সচরাচর জগৎ দহনে প্রবৃত্ত পরিবেশ মধ্যস্থ ময়ূখ-পরিশোভিত প্রলয়কালীন সূর্য্য দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্র ও জম্ভাসুরের ন্যায় অশঙ্কিত চিত্তে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনবরত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া পরস্পরকে নিপাড়িত ও উভয় পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়

পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইয়া সিংহ-তাড়িত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৃপ ও অশ্বত্থামা এই পাঁচ মহারথ শরীরবিদারণ শরনিকরে ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিশরে সমাহত হইয়া শরনিকরে তাহাদিগের শরাসন, তূণীর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ ও সারথিরে এককালে ধ্বংস করিয়া দ্বাদশ বাণে সূত-পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর এক শত রথী, এক শত গজারোহী এবং অশ্বারোহী শক, যবন ও কাম্বোজগণ অর্জ্জুনের বধাভিলাষে সত্বরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সত্বরে শরনিকর ও ক্ষুর দ্বারা সেই অশ্ব, হস্তী ও রথারোহী বীরগণের অস্ত্র শস্ত্র ও মস্তক ছেদন করিয়া তাহাদিগকে বাহনগণের সহিত ভূতলসাৎ করিলেন। তখন অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তূর্য্য নিস্বন, ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান ও তাঁহার মস্তকে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকল লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু একমতাবলম্বী দুর্য্যোধন ও সূতপুত্র কিছু-মাত্র ব্যথিত বা বিস্মিত হইলেন না।

অনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের হস্ত-ধারণপূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্য কহিলেন, হে মহারাজ! এক্ষণে ক্ষান্ত হও; আর পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধে প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে ধিক্, এই সংগ্রামে আমার পিতা অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ ব্রহ্মসদৃশ দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণ নিহত হইয়াছেন। আমি ও আমার মাতুল কৃপাচার্য্য, আমরা উভয়ে অবধ্য এই নিমিত্ত অদ্যাপি জীবিত আছি। অতএব এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি-স্থাপনপূর্ব্বক পরম সুখে চিরকাল রাজ্য শাসন কর। আমি নিবারণ করিলে অর্জ্জুন সমরে ক্ষান্ত হইবে; জনার্দ্দনের বিরোধে বাসনা নাই; যুধিষ্ঠির নিয়ত প্রাণিগণের হিতসাধনে তৎপর; আর বৃকোদর এবং যমজ নকুল ও সহদেব ধর্ম্মরাজের বাধ্য, অতএব পাণ্ডবগণকে অনায়াসে শান্ত করা যাইবে। এক্ষণে তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলে প্রজা সকল ক্ষেমবান্ হয়। অতএব তুমি সমরে ক্ষান্ত হও। হতা-

বশিষ্ট বান্ধবগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন এবং সৈনিক পুরুষেরাও যুদ্ধে নিবৃত্ত হউক। হে কুরুরাজ! যদি তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতেছি যে, তুমি এই যুদ্ধে নিহত হইবে। এক্ষণে তুমি এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে যে, ইন্দ্র, যম, কুবের ও ভগবান্ বিধাতা যে কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হন, অর্জ্জুন একাকী সেই কার্য্য সাধন করিল। হে রাজন্! ধনঞ্জয় এতাদৃশ গুণশালী হইয়া কদাচ আমার বচন লঙ্ঘন করিবে না। সে সর্ব্বদা তোমার অনুগত হইয়া কাল যাপন করিবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া শান্তি অবলম্বন কর। তুমি আমারে সম্মান করিয়া থাক এবং তোমার সহিত আমার অতিশয় সৌহার্দ্দ আছে বলিয়া আমি এরূপ কহিতেছি। এক্ষণে তুমি ক্ষান্ত হইলে আমি সূতপুত্রকেও নিবারণ করিব। হে রাজন্! বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের মতে বন্ধু চারি প্রকার। সাম, দান ও দণ্ড দ্বারা বশীভূত এবং স্বভাবসিদ্ধ। পাণ্ডবগণ তোমার স্বাভাবিক বন্ধু। এক্ষণে সন্ধি দ্বারা তাহাদিগের সহিত পুনরায় বন্ধুতা কর। এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইয়া যদি পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতা লাভে কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে তোমা হইতে জগতের বিলক্ষণ হিত সাধন হইবে।

হে মহারাজ! পরমাত্মীয় অশ্বত্থামা এইরূপ হিত কথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া কহিলেন, সখে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। দুরাত্মা বৃকোদর শার্দ্দূলের ন্যায় সহসা দুঃশাসনকে নিহত করিয়া আপানার সাক্ষাতেই যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে কি রূপে সন্ধি স্থাপন করিব। আর দেখুন, আমরা পাণ্ডবগণের সহিত বারম্বার বৈরাচরণ করিয়াছি। তাহারা তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া কখনই সহসা সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইবে না। বিশেষত এ সময় কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রচণ্ড বায়ু যেমন উন্নত মেরু পর্ব্বতকে ভগ্ন করিতে পারে না, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনও কখনই কর্ণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। হে গুরুপুত্র! আজি অর্জ্জুন সাতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে; সূতপুত্র এখনই উহারে বিনাশ করিবে।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বিনয়পূর্ব্বক বারংবার আচার্য্য-তনয়কে এইরূপ কহিয়া স্বীয় সৈনিকগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ; শীঘ্র বাণ বর্ষণ করত শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হও।

নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র ও অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণ করত হিমালয়সম্ভূত উদ্ভিন্ন-দন্ত মত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হয়, তদ্রূপ সেই শঙ্খ ও ভেরী শব্দ সমাকুল সংগ্রামস্থলে মিলিত হইলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সহসা মহামেঘে মেঘে ও পর্ব্বতে পর্ব্বতে সম্মিলিত হইতেছে; যেন নির্ঝর বৃক্ষ, লতা ও ওষধিযুক্ত উন্নতশৃঙ্গ অচলদ্বয় চলিত হইতেছে। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ও দানবরাজ বলির ন্যায় তাঁহাদের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয়ের শরে উভয়েরই অশ্ব ও সারথির অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে অনবরত শোণিতধারা নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে বীরদ্বয় ধ্বজসমাযুক্ত রথদ্বয়ে একত্র সমাগত হওয়াতে বোধ হইল যেন পদ্ম, উৎপল, মৎস্য, কচ্ছপ ও পক্ষিগণে সমাবৃত, বায়ুসঞ্চালিত হ্রদদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী রহিয়াছে। অনন্তর সেই মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী মহরথ বীরদ্বয় বজ্রসদৃশ সায়কে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বর্ম্ম, আভরণ ও অম্বরধারী উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবীর কর্ণ ও অর্জ্জুনকে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় ঘোর সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও কম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন মত্ত মাতঙ্গ বধার্থে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অধিরথীর বিনাশার্থে গমন করিলে, দর্শনাভিলাষী বীরগণ মহা আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অঙ্গুলি সমুত্থিত ও বস্ত্র বিধূনিত করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী সোমকগণ চীৎকার করত তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে কর্ণের মস্তক ছেদন করিয়া দুর্য্যোধনের রাজ্য-পিপাসা নিরাকৃত কর। হে মহারাজ! তখন আমাদিগেরও অসংখ্য যোদ্ধা কর্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে সূতপুত্র! তুমি শীঘ্র

গিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর। পাণ্ডবগণ দীন ভাবাপন্ন হইয়া পুনরায় বন গমন করুক।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ দশ শরে অর্জ্জুনকে প্রথমে বিদ্ধ করিলে তিনিও হাস্য করত সূতপুত্রের বক্ষস্থলে শিতধার দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সেই বীরদ্বয় অসংখ্য সুপুঙ্খ সায়ক নিক্ষেপপূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করত পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় বাহ্বাস্ফোটন ও গাণ্ডীবের জ্যা পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক অনবরত নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, অঞ্জলিক ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সায়ংকালে বিহঙ্গমগণ যেমন অবাঙ্মুখ হইয়া বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ সেই অর্জ্জুনের শরজাল কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে তৎসমুদায় ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বারংবার কর্ণের প্রতি বিবিধ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও তৎসমুদায় নিরাকৃত করিলেন। এইরূপে অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন ভ্রুকুটী বন্ধনপূর্ব্বক তৎকালে যে যে শর পরিত্যাগ করিলেন, সূতপুত্র স্বীয় শরনিকর দ্বারা তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি শত্রুঘাতন ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অস্ত্র ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যোধগণ সেই অস্ত্রের প্রভাবে দগ্ধবসন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বেণুবন দগ্ধ হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সমরাঙ্গনে তদ্রূপ ঘোরতর নিস্বন হইতে লাগিল। তখন প্রতাপান্বিত সূতপুত্র সেই প্রজ্বলিত আগ্নেয়াস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া উহার নিবারণার্থে বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণের সেই মহাস্ত্রপ্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বারিধারা নিপতিত হইয়া সেই অর্জ্জুনবাণসঞ্জাত অতি প্রচণ্ড অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। ঐ সময় মেঘমণ্ডলে সমুদায় দিক্, বিদিক্ ও আকাশমার্গ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অন্ধতমসপ্রভাবে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অবিলম্বে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা কর্ণের বারুণাস্ত্র নিবারণ করিলেন।

অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব, জ্যা ও বিশিখজাল মন্ত্রপূত

করিয়া এক বজ্রতুল্য প্রভাব, দেবরাজের অতি প্রিয়তর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অসংখ্য সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র, অঞ্জলিক, অর্দ্ধচন্দ্র, নালীক, নারাচ ও বরাহকর্ণ অনবরত নির্গত হইয়া সূতপুত্রের দেহ, অশ্ব, শরাসন, যুগ, চক্র ও ধ্বজদণ্ড ভেদ করিয়া গরুড়ভীত ভুজঙ্গের ন্যায় অবিলম্বে ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা সূতপুত্র অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ক্রোধবিবৃত্ত নেত্রে সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর নির্ঘোষ সম্পন্ন শরাসন আনত করিয়া ভার্গবাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রভাবে ধনঞ্জয় বিনির্ম্মুক্ত অস্ত্রজাল বিনষ্ট এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য রথী, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পাঞ্চাল দেশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও সোমকদিগকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারাও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহবীর সূতপুত্র হর্ষভরে শরনিকরে পাঞ্চালদেশীয় রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে বলপূর্ব্বক নিহত, বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারা কর্ণের শরজালে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া অরণ্যমধ্যে ক্রোধোদ্ধত ভীমপরাক্রম সিংহ কর্ত্তৃক নিহত গজযূথের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে মহবীর সূতপুত্র বল প্রকাশপূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনাশ করিয়া নভোমণ্ডলস্থ প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহরাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বীরগণ সূতপুত্রের জয় লাভ হইল এই বিবেচনা করিয়া প্রফুল্ল মনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অনুমান করিলেন যে, মহাবীর কর্ণ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অতিশয় আঘাত করিয়াছেন।

ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহারথ সূতপুত্রের পরাক্রম নিতান্ত দুর্ব্বিষহ ও ধনঞ্জয় নিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া রোষারুণিত লোচনে করে কর নিষ্পেষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীর! আজি তোমার সমক্ষে এই অধর্ম্মপরায়ণ সূতনন্দন কি রূপে বলপূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনাশ করিল? পূর্ব্বে রুদ্র-

দেবের প্রভাবে কালকেয় অসুরগণও তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই; আজি সূতপুত্র দশ শরে কি রূপে তোমারে বিদ্ধ করিল? আজি সূতপুত্র স্বনিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করাতে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। হে অর্জ্জুন! ঐ দুরাত্মা সূতপুত্র দ্রৌপদীরে যেরূপ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং সভামধ্যে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া অতি কঠোর বাক্যে যে উপহাস করিয়াছিল, তুমি এক্ষণে তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া অবিলম্বে উহারে সংহার কর। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত সূতপুত্রের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ? ইহা উপেক্ষার প্রকৃত অবসর নহে। পূর্ব্বে তুমি খাণ্ডবারণ্যে ভগবান্ পাবকের তৃপ্তিসাধনার্থে যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তত্রত্য প্রাণি সমুদায়কে বিনষ্ট করিয়াছিলে, এক্ষণেও সেই রূপ ধৈর্য্য দ্বারা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। ঐ দুরাত্মা তোমার শরে নিহত হইলে আমি উহারে গদাঘাতে বিপোথিত করিব।

ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেবও কর্ণশরে অর্জ্জুনের অস্ত্র সমুদায় প্রতিহত দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! আজি সূতপুত্র যে অস্ত্র দ্বারা তোমার অস্ত্রজাল নিরাকৃত করিল, ইহার কারণ কি? হে বীর! তুমি কেন উহার বিনাশে মনোনিবেশ করিতেছ না এবং কেনই বা বিমোহিত হইতেছ। ঐ দেখ, কৌরবগণ তোমার অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া সূতপুত্রের পুরস্কার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে তমোগুণপ্রধান ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও গর্ব্বিত অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, আজি সেইরূপ ধৈর্য্য সহকারে সূতপুত্রকে অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সংহার কর। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা দানবরাজ নমুচিরে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে তুমিও মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুরধার সুদর্শন দ্বারা উহার শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রাম নগর পরিপূর্ণা সাগরাম্বরা ধরণী প্রদান করিয়া স্বয়ং অসামান্য যশস্বী হও।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ভীমসেন ও বাসুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সূতপুত্রের সংহারে একান্ত অভিলাষী হইলেন এবং আপনার অসাধারণ বিক্রম স্মরণ ও ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিবার কারণ

অনুধাবন করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি সূতপুত্রের বধ ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিতেছি; তুমি আমারে অনুমতি প্রদান কর, আর ভগবান্ ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সুরগণ ইহাঁরাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মারে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃসহ ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন মহারথ সূতপুত্র জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক সেই অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! লোকে তোমারে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অতএব তুমি অন্য এক ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা কর।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমসেনের বাক্যানুসারে পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া দিবাকরের করজাল সদৃশ সুতীক্ষ্ণ ভুজগের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর অসংখ্য শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সেই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত যুগান্তকালীন অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত শরনিকর ক্ষণকাল মধ্যে দিঙ্মণ্ডল ও সূতপুত্রের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর অর্জ্জুনের শরাসন হইতে শূল, পরশু, চক্র ও নারাচ সমুদায় অনবরত নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। তখন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ চতুর্দ্দিকে নিহত হইতে লাগিল। ঐ সময় কোন কোন যোদ্ধা অর্জ্জুনের শরে অন্যের মস্তক ছিন্ন ও দেহ ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কোন বীরের করিশুণ্ডসদৃশ দক্ষিণ ভুজদণ্ড অর্জ্জুন শরে ছিন্ন হইয়া শাণিত অসির সহিত এবং কোন বীরের বাম হস্ত ক্ষুরনিকৃত্ত হইয়া চর্ম্মের সহিত ধরণীতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন জীবনান্তকর ভয়ঙ্কর শরনিকর দ্বারা দুর্য্যোধনের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট করিলেন।

ঐ সময় মহারথ কর্ণও অর্জ্জুনের প্রতি পর্জ্জন্যনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃকোদরকে তিন তিন শরে আঘাত করিয়া ঘোররবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্র শরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীম ও জনার্দ্দনকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক, ক্রোধভরে অষ্টাদশ শর

সন্ধান করত তিন শরে সূতপুত্রকে, এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও চারি শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিয়া স্বর্ণবর্ম্ম সমলঙ্কৃত সভাপতির প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিলেন। রাজকুমার সভাপতি অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরে ছিন্নমস্তক, ছিন্নবাহু এবং অশ্ব, সারথি, শরাসন ও কেতু বিহীন হইয়া পরশু নিকৃত্ত শাল বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় পুনরায় ক্রমে ক্রমে তিন, আট, দুই, চারি ও দশ শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া চারি শত দ্বিরদ, আয়ুধসম্পন্ন আট শত রথী, আরোহী সমবেত সহস্র সহস্র অশ্ব ও আট সহস্র পদাতিরে নিহত করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে সূত-পুত্রকে সারথি, রথ ও কেতুর সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর কৌরবগণ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া চীৎকার করত সূতপুত্রকে কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! তুমি অনবরত শরনিকর বর্ষণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর, নচেৎ ঐ মহাবীর অল্পকাল মধ্যেই কৌরবপক্ষীয় সমুদায় বীরগণকে নিহত করিবে। মহাবীর সূতপুত্র কৌরব-গণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে অনবরত মর্ম্মচ্ছেদী শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় মহাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে ও পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিকিৎসকগণের সাহায্যে যন্ত্র ও ঔষধি দ্বারা বিশল্য হইয়া যুদ্ধ সন্দর্শনার্থ সত্বরে সংগ্রাম স্থলে আগমন করিলেন। তখন সকলে তাঁহারে অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গ বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত অসুর-শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সুররাজ পুরন্দরের ন্যায়, রাহুর করাল আস্যদেশ হইতে বিমুক্ত অখণ্ড চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তথায় সমাগত দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

হে মহারাজ! তৎকালে স্বর্গবাসী ও ভূতল নিবাসিগণ অনিমেষ নেত্রে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সেই ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত বীরদ্বয় অনবরত জ্যানিস্বন ও তলধ্বনি করত বিবিধ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরাসনজ্যা অতিমাত্র আকৃষ্ট হওয়াতে ঘোর রবে সহসা ছিন্ন হইয়া

গেল। এই অবসরে মহাবীর সূতপুত্র এক শত ক্ষুদ্রক ও নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় কঙ্কপত্রভূষিত তৈলধৌত অপরাপর বাণে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তৎপরে তিনি ষষ্টিশরে বাসুদেবকে ও আট বাণে পুনরায় অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য উৎকৃষ্ট শরে বৃকোদরের মর্ম্মভেদপূর্ব্বক অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ ও তাঁহার অনুগামী সোমকদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন সোমকগণ ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ সূতপুত্রও অসংখ্য শরে তাহাদিগকে নিস্তব্ধ করিয়া তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র নিরাকৃত, হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল নিপাতিত এবং প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। বীরগণ সূতপুত্রের শর প্রভাবে ক্রুদ্ধ সিংহসমুন্মথিত কুক্কুরগণের ন্যায় আর্ত্তনাদ করত বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার নিধন ও অর্জ্জুনের সাহায্যের নিমিত্ত মহাবেগে সমাগত পাঞ্চালগণকে সুনিশিত শরনিকরে নিপাতিত করিলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে আপনাদিগকে সমরবিজয়ী জ্ঞান করিয়া তলধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সকলেই বোধ করিল যে, এইবার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কর্ণের বশবর্ত্তী হইতে হইবে।

তখন সূতপুত্রের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসনজ্যা অবনামিত করত কর্ণের শর সমুদায় নিরাকৃত করিয়া চাপজ্যা পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাস্ত্র প্রভাবে অন্তরীক্ষ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে পক্ষিগণের গতিরোধ হইল। ঐ সময় আকাশস্থিত জীব সকল সুগন্ধি সমীরণ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শল্যের বর্ম্মোপরি দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কর্ণকে প্রথমতঃ দ্বাদশ বাণে ও পুনরায় সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র অর্জ্জুনের অশনিসদৃশ শরে সাতিশয় সমাহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবর হইলে তাঁহারে প্রলয়কালীন শ্মশান মধ্যস্থিত শোণিতদিগ্ধগাত্র রুদ্রদেবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সূতপুত্র সুররাজ সদৃশ ধনঞ্জয়কে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি ভীষণ ভুজঙ্গম সদৃশ প্রজ্বলিত পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন।

ঐ পাঁচ শর তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের পক্ষীয় পাঁচ মহাসর্প। উহারা সূতপুত্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া পুরুষোত্তম বাসুদেবের বর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক মহাবেগে পাতালতলে প্রবেশ ও ভোগবতী জলে স্নান করিয়া পুনবায় কর্ণাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে দশ ভল্লে তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণকে কর্ণবিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ নিরীক্ষণপূর্ব্বক তৃণ দহন প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট দেহান্তকর শরনিকরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ক্লেশ নিবন্ধন অতিমাত্র বিচলিত হইলেন; কেবল ধৈর্য্যাতিশয় প্রযুক্ত রথ হইতে নিপতিত হইলেন না। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদায় দিক্, বিদিক্, সূর্য্যরশ্মি ও আধিরথির রথ এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং নভোমণ্ডল নীহারসমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন অরাতি-পাতন পার্থ একাকীই ক্ষণকাল মধ্যে দুর্য্যোধন প্রেরিত দ্বিসহস্র চক্র-রক্ষক, পাদরক্ষক ও পৃষ্ঠরক্ষককে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা ও হতাবশিষ্ট কৌরবগণ নিহত ও ক্ষত বিক্ষত আত্মীয়দিগকে এবং বিলপমান পিতা ও পুত্রগণকেও পরি-ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে দশ দিকে পলা-য়ন করিয়াছে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, প্রত্যুত হৃষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

একনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ অস্ত্রপ্রভাবে কৌরবগণ সসৈন্যে পলায়ন করিয়া দূরে অবস্থান করত চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল অর্জ্জুনাস্ত্র অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার বধার্থী অর্জ্জুনের শরে কৌরবগণকে নিপীড়িত, নিহত ও পলায়িত অবলোকন করিয়া দৃঢ় জ্যাযুক্ত স্বীয় শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পরশুরামের নিকট শিক্ষিত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করত ধনঞ্জয় নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্রজাল নিরাকৃত

করিলেন। অনন্তর পরস্পর দন্তাঘাতে প্রবৃত্ত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহারা অনবরত শরনিকর বর্ষণ করত এককালে আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদের বাণবর্ষণে সংগ্রামভূমি তিমিরাবৃত হইলে কৌরব ও সোমকগণ শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই শরনিকরবর্ষী ধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় নিরন্তর শর সন্ধান করত সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বল, বীর্য্য, পৌরুষ ও অস্ত্রমায়ার প্রভাবে কখন সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের অপেক্ষা এবং কখন বা ধনঞ্জয় সূতপুত্রের অপেক্ষা প্রবল হইতে লাগিলেন। অন্যান্য যোধগণ সেই পরস্পর ছিদ্রান্বেষী বীরদ্বয়ের দুর্ব্বিসহ ঘোর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণ কেহ কেহ সাধু কর্ণ ও কেহ কেহ বা সাধু অর্জ্জুন বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অসংখ্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের গতায়াতে সমরাঙ্গণ বিদলিত হইয়া গেল।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে অশ্বসেন নামে যে সর্প খাণ্ডবদাহ হইতে মুক্ত হইয়া রোষভরে পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময় সেই নাগরাজ অর্জ্জুনকৃত মাতৃবধ জনিত পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া বেগে পাতালতল হইতে উত্থিত হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম সন্দর্শন করত বৈরনির্য্যাতনের এই প্রকৃত অবসর ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ণের সেই একতূণীরশায়ী শরমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর সেই বীরদ্বয়ের কিরণজালময় অস্ত্রজালে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। কৌরব ও সোমকগণ সেই ভীষণ বাণান্ধকার দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইলেন। তৎকালে ভয়ানক শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঐ সময় সেই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর মহাপুরুষদ্বয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অপ্সরাগণ তাঁহাদিগকে দিব্য চামর বীজন ও চন্দন সলিলে সেচন করিতে লাগিল এবং দেবরাজ পুরন্দর ও দিবাকর করতল দ্বারা তাঁহাদিগের মুখকমল মার্জ্জিত করিয়া দিলেন।

তৎকালে সূতপুত্র যখন বলবীর্য্যে অর্জ্জুনকে কোন ক্রমেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রত্যুত তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় ক্ষত বিক্ষত

ও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। তখন্ সেই এক তূণীরশায়ী শর তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। ঐ শর ঐরাবত নাগবংশ সম্ভূত। সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের নিধনার্থে অতি যত্ন সহকারে উহা বহুদিন স্বর্ণ তূণীর মধ্যে চন্দন চূর্ণোপরি রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদনার্থে সেই জ্বালাকরাল সর্পমুখ শর শরাসনে সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে সেই সর্পবাণ শরাসনে সংহিত হইলে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শত শত ভীষণ উল্কা নিপতিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে যে ঐ ভীষণ শরমধ্যে মহানাগ অশ্বসেন যোগবলে প্রবেশ করিয়াছিল, সূতপুত্র তাহার কিছুই বিদিত হয় নাই। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র কর্ণের শরমধ্যে নাগরাজকে প্রবিষ্ট অবগত হইয়া এই বারেই আমার আত্মজ অর্জ্জুন বিনষ্ট হইল মনে করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ভগবান্ কমলযোনি সুররাজকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ইন্দ্র! তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না। মহাবীর ধনঞ্জয়েরই জয়শ্রী লাভ হইবে। ঐ সময় মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রকে সর্পশর সন্ধান করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! এই শরটি অর্জ্জুনের গ্রীবা ছেদনে সমর্থ হইবে না; অতএব যদ্দ্বারা অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন করা যাইতে পারে, এমন একটি শর সন্ধান কর। তখন মহাবীর সূতপুত্র মদ্ররাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষারুণিত লোচনে কহিলেন, হে শল্য! কর্ণ কখনই এক শর সন্ধানপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ না করিয়া অন্য শর সন্ধান করেন না এবং আমার সদৃশ ব্যক্তিরা কদাচ কূট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। সূতপুত্র শল্যকে এই কথা বলিয়া বিজয় লাভার্থ উদ্যত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বহুবর্ষ পরিপূজিত প্রযত্ন সহকারে সংরক্ষিত ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি এই বারেই বিনষ্ট হইলে। তখন সেই কর্ণশরাসনচ্যুত হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত অতি ভীষণ সায়ক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব সেই সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত শর অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত দেখিয়া সত্বরে পদদ্বারা রথ আক্রমণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ভূতল মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশিত করিলেন। অর্জ্জুনের স্বর্ণ জালজড়িত চন্দ্রমরীচির

ন্যায় ধবলবর্ণ অশ্বগণও জানু আকুঞ্চিত করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন নভোমণ্ডলে তুমুল কোলাহল সহকারে বাসুদেবের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইল এবং অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাত্মা মধুসূদনের প্রযত্নে অর্জ্জুনের রথ ভূতলে নিমগ্ন হওয়াতে কর্ণের সেই নাগাস্ত্র ধনঞ্জয়ের ইন্দ্রদত্ত সুদৃঢ় কিরীটে নিপতিত হইয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের ঐ ত্রিলোকবিশ্রুত, সুবর্ণ খচিত, মণিহীরক সমলঙ্কৃত, সূর্য্য, চন্দ্র ও জ্বলনের ন্যায় দীপ্তিশীল মহামূল্য কিরীট ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং তপোবলে প্রযত্ন সহকারে দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিপক্ষেরা উহা নিরীক্ষণ করিতে ভীত হইত। পূর্ব্বে পুরন্দর অসুর সংহার কালে অর্জ্জুনকে ঐ কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন। উহা রুদ্রের পিনাক, বরুণের পাশ, ইন্দ্রের বজ্র ও কুবেরের সায়ক দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। এক্ষণে দুষ্টস্বভাব অশ্বসেন সূতপুত্রের শরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের সেই কিরীট বিমর্দ্দিত করিল।

হে মহারাজ! অর্জ্জুনের সেই সুবর্ণজাল পরিবৃত অতি ভাস্বর কিরীট বিষাগ্নি দ্বারা বিমথিত ও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া অস্তগিরিশিখর হইতে নিপতিত সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বজ্র যেমন ফলপুষ্পোপশোভিত পাদপ পরিপূর্ণ গিরিশিখরকে বিচূর্ণিত এবং প্রবল বায়ু যেমন ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সলিলরাশি বিঘট্টিত করে, তদ্রূপ সেই নাগাস্ত্র অর্জ্জুনের দিব্য কিরীট মহাবেগে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন ত্রিভুবন মধ্যে একটি ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণে সকলেই একান্ত ব্যথিত ও স্খলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কিরীট ব্যতিরেকে নীলবর্ণ উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি অনাকুলিত চিত্তে শ্বেতবর্ণ বসন দ্বারা কেশকলাপ বন্ধন করিয়া শিখরগত সূর্য্যমরীচি দ্বারা একান্ত উদ্ভাসিত উদয় পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই অর্জ্জুনের সহিত বদ্ধবৈর সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত নাগ ধনঞ্জয়কে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল তাঁহার কিরীট চূর্ণ করত পুনরায় স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ সেই মহোরগকে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন সেই ভুজঙ্গ কর্ণকে

সম্বোধন করিয়া কহিল, হে কর্ণ! তুমি আমারে না দেখিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন করিতে পারিলাম না; অতএব এক্ষণে তুমি আমারে দেখিয়া পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার ও আমার শত্রুকে সংহার করিব। তখন মহাবীর কর্ণ ভুজঙ্গের এই রূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে ভদ্র! তোমার আকার অতি ভয়ঙ্কর দেখিতেছি। এক্ষণে তুমি কে, তাহা সবিশেষ করিয়া বল। নাগ কহিল, হে কর্ণ! পূর্ব্বে অর্জ্জুন আমার মাতৃবধ করিয়াছিল, তদবধি উহার সহিত আমার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; অতএব যদি স্বয়ং দেবরাজও উহার রক্ষক হন, তথাপি আমি উহারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।

তখন সূতপুত্র কহিলেন, হে নাগ! কর্ণ কখন অন্যের বলবীর্য্য অবলম্বন করিয়া সমরবিজয়ী হয় না এবং একশত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে হইলেও কখন এক শর দুই বার সন্ধান করে না। অতএব আমি রোষ ও যত্ন সহকারে বিবিধ উৎকৃষ্ট শরে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতেছি, তুমি নিরাপদে গমন কর। হে মহারাজ! সূতপুত্র এই রূপ কহিলে নাগরাজ তাঁহার সেই বাক্য অসহ্য জ্ঞান করিয়া অস্ত্ররূপ ধারণপূর্ব্বক রোষভরে অর্জ্জুনের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি শীঘ্র ঐ কৃতবৈর উরগপতিরে বিনাশ কর। তখন গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় মধুসূদনকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যে মহানাগ গরুড়-মুখগমনোদ্যতের ন্যায় ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বয়ং আমার সমীপে আগমন করিতেছে, ও কে? কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি যৎকালে খাণ্ডব দাহন পূর্ব্বক হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলে, সেই সময় ঐ ভুজঙ্গমের মাতা আপনার ক্রোড়ে উহারে লুক্কায়িত করিয়া আকাশমার্গে অবস্থান করিতেছিল। তুমি তৎকালে উহার মাতারে বিনাশ করিয়াছিলে কিন্তু উহারে দেখিতে পাও নাই। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা সেই মাতৃবধজনিত পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া তোমার বিনাশ বাসনায় আকাশচ্যুত প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সমাগত হইতেছে।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধে মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া

নভোমণ্ডলে পক্ষীর ন্যায় সমাগত সেই নাগরাজকে ছয় নিশিত শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভুজগরাজ নিহত হইলে পুরুষোত্তম হৃষীকেশ স্বয়ং বাহুযুগল দ্বারা পৃথিবী হইতে অর্জ্জুনের রথ উত্তোলন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে দৃষ্টিপাত করত বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছযুক্ত নিশিত দশ শরে পুরুষপ্রধান ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জ্জুনও কর্ণের প্রতি সুশাণিত দ্বাদশ বরাহ কর্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক এক আশীবিষসদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই উৎকৃষ্ট শর কর্ণের প্রাণ সংহারার্থই যেন তাঁহার বর্ম্ম বিদারণ ও রুধির পান করিয়া শোণিতলিপ্ত গাত্রে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র সেই শরপাতে দণ্ডবিঘট্টিত সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিষাক্ত সর্প যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উত্তম উত্তম শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথমত দ্বাদশ শরে জনার্দ্দনকে ও নবতি শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘোরতর শরে ধনঞ্জয়ের দেহ বিদারণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ ও হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন পুরন্দর তুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের আহ্লাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সুররাজ ইন্দ্র যেমন বলাসুরের মর্ম্ম বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য শরে সূতপুত্রের মর্ম্ম ভেদ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি যমদণ্ড সদৃশ নবতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার স্বর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদিখচিত শিরোভূষণ এবং কুণ্ডলদ্বয় অর্জ্জুনের শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। উত্তম উত্তম শিল্পীরা বহু যত্নসহকারে দীর্ঘকালে কর্ণের যে মহামূল্য ভাস্বর বর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছিল, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষণকাল মধ্যে তাহাও বহুধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধভরে সেই বর্ম্ম বিরহিত কর্ণকে নিশিত চারি শরে অতিমাত্র বিদ্ধ করিলে সূতপুত্র সান্নিপাতিক জ্বরাক্রান্ত আতুরের ন্যায় সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন শরাসন নির্গত নিশিত শরনিকরে তাঁহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের বিবিধ শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণ করত গৈরিকধাতু ধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন ক্রৌঞ্চবিদারণ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় যমদণ্ড ও অগ্নিদণ্ড সদৃশ লৌহময় সুদৃঢ় শরনিকরে পুনরায় কর্ণের বক্ষস্থল ভেদ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও শিথিলমুষ্টি হইয়া ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ শরাসন ও তূণীর পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন পরম ধার্ম্মিক ধনঞ্জয় আতুর ব্যক্তিরে নিপাতিত করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সূতপুত্রকে সেই ব্যসনকালে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিলেন না। তখন ইন্দ্রাবরজ বাসুদেব সসম্ভ্রমে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ। পণ্ডিতেরা দুর্ব্বল অরাতিদিগকেও নিধন করিতে কাল প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা ব্যসননিমগ্ন শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি প্রবল শত্রু বীরপ্রধান কর্ণকে সহসা নিহত করিতে সচেষ্ট হও। তুমি নমুচিনিসূদন পুরন্দরের ন্যায় সত্বরে উহারে শরবিদ্ধ কর, নচেৎ ঐ বীর অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার অভিমুখীন হইবে। হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবরাজ বলিরে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ বৎসদন্ত বাণ দ্বারা সূতপুত্রকে অশ্ব ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিলেন। স্থূলবক্ষা সূতনন্দন অর্জ্জুনের বৎসদন্ত বাণে সমাচ্ছন্ন হইয়া কুসুমিত অশোক, পলাস ও শাল্মলি বৃক্ষ এবং চন্দন কাননে সমাকীর্ণ অচলের ন্যায়, বৃক্ষশ্রেণী পরিপূর্ণ বিকশিত কর্ণিকার পরিশোভিত হিমালয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অস্তাচলগামী দিনকরের করজাল সদৃশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনও নিশিতাগ্র শরনিকর দ্বারা সেই ভুজঙ্গমের ন্যায় দেদীপ্যমান কর্ণ নির্ম্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক রোষিত সর্পের ন্যায় বিশিখজাল বর্ষণ পূর্ব্বক দশ বাণে অর্জ্জুন ও ছয় বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহামতি ধনঞ্জয় সেই মহাযুদ্ধে কর্ণের উপর সর্পবিষ অনলের ন্যায় ভীষণ উগ্রনিস্বন রৌদ্র শর ক্ষেপন করিতে অভিলাষ

করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের বিনাশ কাল উপস্থিত হওয়াতে কাল অদৃশ্যভাবে তাঁহারে ব্রাহ্মণের শাপ বৃত্তান্ত জ্ঞাপিত করত কহিলেন, সুতপুত্র! বসুন্ধরা তোমার রথচক্র গ্রাস করিতেছেন। কাল এই কথা কহিবামাত্র কর্ণ পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইলেন এবং পৃথিবী তাঁহার রথের বামচক্র গ্রাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ সন্তানের শাপে সুতপুত্রের রথ বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ হইল। রথও বেদিবন্ধ বিশিষ্ট পুষ্পিত চৈত্য বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিমগ্ন হইয়া গেল।

হে মহারাজ! এইরূপে সুতপুত্রের সর্পমুখ বাণ বিনষ্ট, রথ ঘূর্ণিত ও পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় বিষণ্ণ ও বিহ্বল হইলেন। অনন্তর তিনি সেই ক্লেশ সকল সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত বিধূনন পূর্ব্বক আক্ষেপ প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সতত কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে সতত রক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্র ও শক্তি অনুসারে ধর্ম্ম রক্ষণে যত্ন ও ধর্ম্মে দৃঢ় ভক্তি করিয়া থাকি, ধর্ম্ম তথাপি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। অতএব বোধ হয়, ধর্ম্ম আর নিয়ত ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করেন না। মহারাজ! মহাবীর সুতপুত্র এইরূপ কহিতে কহিতে অর্জ্জুন শরে বিচলিত হইলেন। তাঁহার অশ্ব ও সারথি স্খলিত হইল। তিনিও স্বীয় কার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া বারংবার ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীষণ তিন বাণে বাসুদেবের হস্ত ও সাত বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহার উপর দেবরাজের বজ্রসদৃশ অনলোপম ভীমবেগ সপ্তদশ শর পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরজাল প্রবলবেগে কর্ণশরীর ভেদ করিয়া পৃথিবীতলে নিপতিত হইল। তখন সূতনন্দন কম্পিতাত্মা হইয়া পরাক্রম প্রদর্শন করত বলপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। শত্রু-সূদন অর্জ্জুনও তদ্দর্শনে ঐন্দ্র অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন এবং গাণ্ডীবজ্যা ও অন্যান্য শরনিকর মন্ত্রপূত করিয়া বারিবর্ষী পুরন্দরের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পার্থরথ নিঃসৃত তেজোময় শরজাল সূতপুত্রের রথসমীপে প্রাদুর্ভূত হইল। মহারথ কর্ণও সেই সম্মুখাগত শরজাল ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনের অস্ত্র বিনষ্ট হইলে বৃষ্ণিবীর বাসুদেব কহিলেন,

হে অর্জ্জুন ! কর্ণ তোমার শরনিকর বিনষ্ট করিতেছে ; অতএব তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র পরিত্যাগ কর। তখন ধনঞ্জয় অতি ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত ও শরাসনে সংযোজিত করিয়া শরজালে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূতপুত্র সুনিশিত শরনিকরে ক্রমে ক্রমে একাদশ বার অর্জ্জুনের মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন কিন্তু অর্জ্জুনের যে এক শত জ্যা আছে, তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। তখন অর্জ্জুন গাণ্ডীবে জ্যা সংযোজিত ও মন্ত্রপূত করিয়া সর্পের ন্যায় দেদীপ্যমান শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা ছিন্ন হইবামাত্র অবিলম্বে অন্য জ্যা সংযোজন করাতে কর্ণ তাঁহার জ্যাযোজন বৃত্তান্ত বুঝিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর সূতপুত্র অস্ত্রজালে সব্যসাচীর অস্ত্র ছেদন করত অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহা অপেক্ষাও প্রবল হইয়া উঠিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কর্ণাস্ত্রে নিপীড়িত দেখিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন ! প্রধান অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের সমীপবর্ত্তী হও। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর সর্পবিষ ও অনলের ন্যায় ভয়ঙ্কর দিব্য রৌদ্রাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া ক্ষেপণ করিতে বাসনা করিলেন। ঐ সময়ে বসুমতী সূতপুত্রের রথচক্র দৃঢ়রূপে গ্রাস করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভুজদ্বয় দ্বারা চক্রের উদ্ধার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন গিরিকানন সমবেতা সপ্তদ্বীপা মেদিনী কর্ণের বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া চারি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু সূতপুত্রের চক্র কোন ক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। তখন তিনি ক্রোধে অশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোপাবিস্ট অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ ! তুমি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। আমি মহীতল হইতে রথচক্র উদ্ধার করিতেছি। দৈব বশত আমার দক্ষিণ চক্র পৃথিবীতে পোথিত হইয়াছে। এ সময় তুমি কাপুরুষোচিত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। তুমি রণপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত আছ ; এক্ষণে অভদ্রের ন্যায় কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে অর্জ্জুন ! সাধুব্রতাবলম্বী শূরগণ মুক্তকেশ, বিমুখ, বদ্ধাঞ্জলি, শরণাগত, যাচমান, ন্যস্তশস্ত্র, বাণ বিহীন, কবচহীন ও ভগ্নায়ুধ ব্যক্তির এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শর পরিত্যাগ করেন না। ইহলোকে তুমি শূরতম, ধার্ম্মিক, যুদ্ধধর্ম্মাভিজ্ঞ,

দিব্যাস্ত্রবেত্তা, মহাত্মা, বেদপারগ ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় পরাক্রান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। বিশেষত আমি এক্ষণে ভূতলগত ও বিকলাঙ্গ হইয়াছি। তুমি রথোপরি অবস্থান করিতেছ; অতএব যে পর্য্যন্ত রথচক্র উদ্ধার করিতে না পারি, তাবৎ আমারে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি বাসুদেব বা তোমা হইতে কিছুমাত্র ভীত হই নাই। তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মহাকুলে সমুৎপন্ন হইয়াছ বলিয়াই তোমারে কহিতেছি যে, তুমি মুহূর্ত্তকাল আমারে ক্ষমা কর।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি পরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে যে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীরে, হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিরে বরণ কর এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাঁহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্য লোভে শকুনিকে আশ্রয় পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণ সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ; তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম

করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে? তুমি যে এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্ত্বে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্ব্বে নিষধ দেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সোমকদিগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করত রাজ্য-লাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর সূতনন্দন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর তিনি ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া শরাসন উদ্যত করত অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিনাশ কর। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সূতপুত্রের দুর্ম্মন্ত্রণাজনিত ক্লেশপরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার লোমকূপ হইতে তেজোরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর অসংখ্য শর বর্ষণ করত পুনরায় তাঁহার রথ নিমগ্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয়ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে সূতপুত্রের প্রতি শরবৃষ্টি বিসর্জ্জন করত তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া তাঁহারে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে উহা স্বীয় তেজ প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন কর্ণ বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া সেই প্রজ্বলিত পাবক নির্ব্বাণ করিলেন। তৎকালে সূতপুত্রের সায়ক প্রভাবে জলদজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও গাঢ়তর তিমিরে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসংভ্রান্তচিত্তে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা সূতপুত্রের সমক্ষেই সেই অস্ত্রজাল অপসারিত করিলেন।

অনন্তর সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে সংহার করিবার বাসনায় এক প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ ও শরাসনে সংযোজন করিলেন। ঐ শর

সংযোজিত হইবামাত্র শৈল কানন সম্পন্না অবনি বিচলিত হইল। সমীরণ কর্কররাশি প্রবাহিত করিতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল ধূলিপটলে পরিবৃত হইয়া গেল। দেবগণ দেবলোকে হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই কর্ণবিসৃষ্ট অশনি সদৃশ শিতধার সায়ক ভুজগরাজ যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের বক্ষস্থলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সূতপুত্রের সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার হস্তস্থিত গাণ্ডীব কোদণ্ড শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় কম্পিত হইলেন। ঐ অবসরে মহাবীর কর্ণ ভূতলগত স্বীয় রথের উদ্ধারাভিলাষে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুগল দ্বারা রথচক্র গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈব প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অর্জ্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া অঞ্জলিক নামে এক যমদণ্ড সদৃশ বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! কর্ণ রথে আরোহণ না করিতে করিতেই উহার মস্তক ছেদন কর। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের আদেশানুসারে প্রজ্বলিত ক্ষুরাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সূতপুত্রের রথ-ধ্বজস্থিত বিমলার্ক সদৃশ হস্তিকক্ষা ছেদন করিলেন। মহাবীর কর্ণের ঐ সুবর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদি খচিত হস্তিকক্ষা কেতু বহুতর জ্ঞানবৃদ্ধ শিল্পি-গণের প্রযত্নে সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ কক্ষা দর্শনে আপনার সৈন্যগণের মনে বিজয় বাসনা এবং অরাতিগণের মনে ভয় সঞ্চার হইত। উহার প্রভা চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অগ্নি সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ ক্ষুরপ্র দ্বারা অধিরথির ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণের দর্প, যশ, প্রিয়কার্য্য ও মনোরথ সকল ভগ্ন এবং হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সূতপুত্রের বিজয়াশা তাহাদের মনোমন্দির হইতে এককালে তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের বিনাশ বাসনায় তূণীর হইতে ইন্দ্রের বজ্র, হুতাশনের দণ্ড ও দিবাকরের তীক্ষ্ণ রশ্মি সদৃশ অঞ্জলিক নামে এক বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ মর্ম্মভেদী বাণ মাংস ও শোণিতলিপ্ত এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণ নাশক। উহার পরিমাণ তিন রত্নি ও ছয় পাদ।

উহা ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায়, মহাদেবের পিনাকের ন্যায় ও নারায়ণের চক্রের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ এবং দেবতা ও অসুরগণের বিজয়ে সমর্থ এবং মহাত্মা অর্জ্জুন সতত উহার পূজা করিতেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষ্ট চিত্তে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করাতে চরাচর বিশ্ব বিচলিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সেই অনুপম মহাস্ত্র শরাসনে সংযোজিত করিয়া গাণ্ডীব আকর্ষণ করত হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন যে, যদি আমি তপোনুষ্ঠান, গুরুজনের সন্তোষ সাধন ও সুহৃদ্গণের হিত কথা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই অরাতিঘাতন মহাস্ত্র অবিলম্বে প্রবল শত্রু সূতপুত্রের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আমারে জয়শ্রী প্রদান করুক। মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সেই অন্তকেরও অনতিক্রমণীয়, সাক্ষাৎ আথর্ব্বণ ও আঙ্গিরস কার্য্যের ন্যায় অতি ভীষণ, চন্দ্র সূর্য্যসমপ্রভ অঞ্জলিক শর সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত সায়ক সেই অপরাহ্ণকালে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া পুরন্দর নিক্ষিপ্ত বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল, তদ্রূপ সূতপুত্রের মস্তক ছেদন করিল। তখন কর্ণের সেই ছিন্ন মস্তক গৃহস্থ যেমন অতিক্লেশে ধনরত্ন পরিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাঁহার সাতিশয় সুরূপ সতত সুখোপভোগপরিবর্দ্ধিত দেহ অতি কষ্টে পরিত্যাগপূর্ব্বক শরৎকালীন নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর সূতপুত্রের ধনঞ্জয় শরনির্ভিন্ন উন্নত কলেবরও কুলিশ বিদলিত গৈরিক ধারাস্রাবী গিরিশিখরের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র সমরে নিপতিত হইলে তাঁহার দেহ হইতে একটি তেজ বিনির্গত হইয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে যোধগণ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া রহিল। ঐ সময় বাসুদেব-সমবেত ধনঞ্জয় ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের নিধনে যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া অতি গম্ভীর স্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সিংহনাদ, তূর্য্যধ্বনি এবং বস্ত্র ও হস্ত বিধূনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ প্রফুল্ল মনে অর্জ্জুন সন্নিধানে আগমন, পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কতকগুলি বীর পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নৃত্য ও সিংহনাদ করত কহিতে লাগিলেন, আজি ভাগ্যবলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! এইরূপে সূতপুত্র শরনিকরে পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া দিবাবসান সময়ে অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্য প্রভাবে বিনষ্ট হইলেন। তাঁহার সমরাঙ্গনে নিপতিত ছিন্ন মস্তক যজ্ঞাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায়, অস্তগত সূর্য্যবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার শরনিকর সমাচিত শোণিত পরিপ্লুত কলেবর কিরণজাল পরিব্যাপ্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন অস্তগমনকালে স্বীয় প্রভাজাল লইয়া গমন করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শর কর্ণের প্রাণ লইয়া গমন করিল। কৌরবগণও শত্রুশরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও ভয়বিহ্বল হইয়া অর্জ্জুনের প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত ধ্বজ বারংবার নিরীক্ষণ করত দশ দিকে ধাবমান হইলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন সূতপুত্রকে নিহত করিলে, মহারথ শল্য সৈন্যগণকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ ছিন্ন পরিচ্ছদ রথ লইয়া ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত নিহত অবলোকন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন ভাবে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য বীরগণ শর সমাচিত ও শোণিতলিপ্ত গাত্রে সহসা অধঃস্খলিত দিবাকরের সদৃশ সূতপুত্রকে দর্শন করিবার মানসে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময়ে স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় যোধগণ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ আহ্লাদিত, কেহ ভীত, কেহ শোকার্ত্ত ও কেহ কেহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন বর্ম্ম, আভরণ, অম্বর ও আয়ুধ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ নির্জ্জন বনে গোযূথ যেমন বৃষভ নিহত হইলে পলায়ন করে, তদ্রূপ পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ভীষণ সিংহনাদে ও বাহ্বাস্ফোটশব্দে রোদসী পরিপূরিত করত আপনার পুত্রগণকে বিত্রাসিত করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমক ও সৃঞ্জয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ মহা আহ্লাদে শঙ্খধ্বনি ও

পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কেশরী যেমন হস্তীকে বিনাশ করে, তদ্রূপ কর্ণকে বিনাশ করিয়া বৈরভাব ও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মদ্ররাজ একান্ত বিমোহিত চিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! তোমার গিরিশিখর সদৃশ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ শত্রুসৈন্যগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে। কর্ণার্জ্জুন সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর কখনই উপস্থিত হয় নাই। মহাবীর কর্ণ প্রথমত বাসুদেব ও অর্জ্জুন প্রভৃতি আপনার শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব পাণ্ডবগণের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। এই নিমিত্তই তাহারা জীবিত রহিয়াছে আর আমরা বিনষ্ট হইতেছি। হে মহারাজ! কুবের, যম ও বাসবের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন শৌর্য্যশালী বিবিধ গুণভূষিত অবধ্য ভূপালগণ তোমার কার্য্য সংসাধনে উদ্যত হইয়া পাণ্ডবগণের বাহুবলে নিহত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা অতিশয় সুকঠিন। এক্ষণে আশ্বাসযুক্ত হও। সকল সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের বাক্য শ্রবণে স্বীয় দুর্নীতি পর্য্যালোচনা করত বিচেতন প্রায় হইয়া দীন মনে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! কর্ণার্জ্জুনের সেই ভীষণ সংগ্রাম দিবসে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের শরবিক্ষত সৈন্যগণ কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! ঐ দিন যেরূপ লোকক্ষয় হইয়াছিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত ও ধনঞ্জয় সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইলে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় কোন যোদ্ধাই সৈন্য সংস্থাপন ও পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কিত, শস্ত্রবিক্ষত ও নাথবিহীন কৌরব সেনাগণ সমুদ্রমগ্ন প্লবহীন বণিকদিগের ন্যায় কিরূপে সমরসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা অর্জ্জুনের, শরজালে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগ-

যূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষগণের ন্যায় ও ভগ্নদংষ্ট্র ভুজঙ্গমকুলের ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ যন্ত্র কবচ বিহীন, ভয়ার্দ্দিত ও বিচেতন প্রায় হইয়া পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিয়া পলায়ন করত, অর্জ্জুন ও বৃকোদর আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে, এই মনে করিয়া নিপতিত ও ম্লান হইতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারথগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া পদাতিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে দেশ দিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পলায়মান কুঞ্জরগণ দ্বারা রথ সমুদায়, রথসমূহ দ্বারা অশ্বারোহিগণ ও অশ্ব সমুদায় দ্বারা পদাতি সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ব্যাল-তস্কর সমাকীর্ণ অরণ্যে নিঃসহায় ব্যক্তিদিগের যেরূপ অবস্থা হয়, সেই সংগ্রাম স্থলে আপনার পক্ষীয় যোধগণেরও তদ্রূপ দুরবস্থা হইল। তাহারা সূতপুত্রের নিধনে আরোহিবিহীন গজযূথের ন্যায়, ছিন্ন হস্ত মনুষ্যগণের ন্যায় নিতান্ত বিপন্ন হইল এবং সমুদায় জগৎ পাণ্ডবময় অবলোকন করত মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত দেখিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত! তুমি সৈন্যগণ মধ্যে শনৈঃ শনৈ অশ্ব সঞ্চালন কর। আজি আমি সমরে অর্জ্জুনকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। মহাসাগর যেমন বেলা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমারে অতিক্রম করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। আজি আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, মহামানী বৃকোদর ও অন্যান্য শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণের ঋণ পরিশোধ করিব। হে মহারাজ! তখন কুরুরাজের সারথি তাঁহার শূর ও আর্য্য লোকের ন্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদু ভাবে তাঁহার স্বর্ণালঙ্কৃত অশ্ব-গণকে সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন আপনার পক্ষীয় গজাশ্ব রথবিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারাও তাঁহাদের উভয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ ভীম ও দ্রুপদনন্দনের নাম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃকো-দর ক্রোধান্বিত হইয়া সেই ভূতলস্থ যোধগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম

করিবার মানসে গদাহস্তে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পদাতিগণও জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাবকে পতনোন্মুখ পতঙ্গকুলের ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীমসেনও সমরাঙ্গনে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করত জীবসংহর্ত্তা অন্তকের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। এইরূপে মহাবল পাণ্ডুনন্দন আপনার পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র বীর পুরুষকে বিনাশ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় কৌরব পক্ষীয় রথিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি হৃষ্টচিত্তে দুর্য্যোধনের সৈন্য নিপীড়িত করত শকুনির প্রতি বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার অশ্বারোহীদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোক বিশ্রুত গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ মহাবীর অর্জ্জুনকে শ্বেতাশ্বযুক্ত কৃষ্ণ সঞ্চালিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সমাগত হইতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে পুরুষপ্রধান মহারথ পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া কৌরব পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রামে কোবিদার নির্ম্মিত ধ্বজযুক্ত পারাবতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে সমারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব লঘুহস্ত গান্ধাররাজের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক অন্যান্য সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদেয়গণও গান্ধাররাজের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরগণ বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগকে পরাজিত ও পরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে পরাজিত ও সমরপরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন।

তখন পরাক্রান্ত সব্যসাচী অর্জ্জুন হতাবশিষ্ট কৌরব সৈন্যগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোকবিশ্রুত

গাণ্ডীব বিস্ফারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমুদায় সংগ্রামস্থল ধূলিপটল সমাবৃত ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন কৌরব পক্ষীয় যোধগণও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সৈনিকগণ পলায়ন পরায়ণ হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমাগত শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পূর্ব্বে দানবরাজ বলি যেমন যুদ্ধার্থে দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সমবেত হইয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক বারংবার দুর্য্যোধনকে ভৎর্সনা করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বিপক্ষগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করত তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী একত্র সমবেত অসংখ্য বিপক্ষের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সৈনিকগণকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত ও সন্নিবেশিত করিবার মানসে কহিলেন, হে বীরগণ! এক্ষণে এমন কোন স্থানই নাই, যেখানে তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিলে পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। অতএব তোমাদের পলায়ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। আর দেখ, পাণ্ডবদিগের সৈন্য অতি অল্প এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; অতএব আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়া জয় লাভ করিব। হে যোধগণ! যদি তোমরা এক্ষণে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমন পূর্ব্বক তোমাদিগকে নিপাতিত করিবে; অতএব তাহা না করিয়া সমরে প্রাণত্যাগ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী যোধগণের সংগ্রামে মৃত্যু সুখজনক। সমরে প্রাণত্যাগ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভূত হয় না এবং পরলোকে অনন্ত সুখ ভোগ হয়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! যখন কালান্তক কৃতান্তের নিকটে কি বীর, কি ভীরু পুরুষ, কাহারও পরিত্রাণ নাই, তখন মাদৃশ ক্ষত্রিয়ব্রতধারী কোন্ ব্যক্তি বিমূঢ় হইয়া সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইবে। তোমরা কি সমরে পরাঙ্মুখ

হইয়া কোপাবিষ্ট বৃকোদরের বশীভূত হইতে উদ্যত হইয়াছ? পিতৃপিতামহাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়দিগের সমর হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। হে কৌরবগণ! যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত স্বর্গের উত্তম পথ আর নাই। তোমরা অবিলম্বেই নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপে সৈনিকগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা অরাতিশরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া নানাদিকে ধাবমান হইল।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে সৈন্যদিগকে বিনিবর্ত্তিত করিতে উদ্যত দেখিয়া ভীত ও বিমোহিত চিত্তে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! ঐ দেখ, নিহত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে মাতঙ্গগণ একবারে শরভিন্ন কলেবর, বিহ্বল ও গতাসু হইয়া বিদীর্ণ পাষাণ, বৃক্ষ, ওষধি সম্পন্ন, বজ্র বিদলিত অচলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছে এবং উহাদিগের বর্ম্ম, চর্ম্ম, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, তোমর ও ধ্বজ সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। কোন স্থানে সুবর্ণজাল পরিবেষ্টিত শোণিতলিপ্ত তুরঙ্গমগণ শরনির্ভিন্নদেহ, নিতান্ত নিপীড়িত ও নিপতিত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অনবরত রুধির বমন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কতিপয় বীর আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে; কতকগুলি নেত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া রহিয়াছে এবং কতকগুলি ভূতল দংশন করিতেছে। রণস্থল বিশীর্ণদন্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ হইয়া বৈতরণী নদীর ন্যায় এবং সুবর্ণজাল জড়িত যোধহীন অসংখ্য রথে সমাবৃত হইয়া জলদজাল পরিবৃত শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সমস্ত রথে তূণীর, পতাকা, কেতু, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, যোক্ত্র, চক্র, অক্ষ, ইষু ও যুগ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। উহাদের নীড় সমুদায় ভগ্ন ও বন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মহাবেগগামী তুরঙ্গমগণ ঐ সকল রথ বহন করিত। কোন স্থানে স্খলিত বর্ম্ম, স্খলিতাভরণ, বস্ত্রহীন, আয়ুধবিহীন উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ও অর্জ্জুনের শর-

নিকরে ভিন্ন কলেবর ও বিচেতন হইয়া রহিয়াছে, বীরগণ রজনীযোগে বিমল প্রভাশালী নভোমণ্ডল পরিচ্যুত অতি প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়া মুহুর্মুহু উচ্ছাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্ত পাবকের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, কর্ণ ও অর্জ্জুনের বাহুনির্ম্মুক্ত শরনিকর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ ভেদ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া উরগগণ যেমন আবাসগর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নম্রমুখে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকর এবং নিহত শরসমাচিত অশ্ব, গজ ও মনুষ্য দ্বারা রণস্থল নিতান্ত দুরভিগম্য হইয়াছে। ঐ দেখ, হেমপট্টমণ্ডিত পরিঘ, পরশু, শাণিত শূল, মুষল ও মুদ্গর সকল চতুরঙ্গ বলের গতায়াতে চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বিমল কোষ নিষ্কাসিত অসি, সুবর্ণ পট্ট সংযত গদা, স্বর্ণপুঙ্খ শর, হেমবিভূষিত শরাসন, নিশিত ঋষ্টি, কনকদণ্ড সমলঙ্কৃত বিকোষ প্রাস, ছত্র, চামর, ছিন্নপুঙ্খ, বিচিত্র মাল্য, চিত্র কম্বল, পতাকা, বস্ত্র, ভূষণ, কিরীট, মুকুট, প্রবাল মুক্তা সমলঙ্কৃত হার, পীতবর্ণ কেয়ুর, সুবর্ণসূত্র সমবেত নিষ্ক, নানাবিধ রত্ন এবং নরেন্দ্রগণের সুখোপভোগ পরিবর্দ্ধিত দেহ ও ইন্দুপ্রতিম মস্তক সকল নিপতিত রহিয়াছে। ভূপতিগণ বিবিধ ভোগ, মনোজ্ঞ সুখ ও পরিচ্ছদ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোক মধ্যে যশোবিস্তার ও ধর্ম্ম লাভ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! এক্ষণে সৈন্যগণ স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক। তুমিও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বশিবিরে প্রবেশ কর। ঐ দেখ, ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন।

হে মহারাজ! শোকাকুলিতচিত্ত মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ প্রভৃতি নৃপতিগণ কুরুরাজকে দুঃখিত মনে অবিরল বাষ্পাকুললোচনে হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া পরিতাপ করিতে দেখিয়া তাঁহারে বারংবার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের যশঃ প্রভাবে সমুজ্জ্বল অতি প্রকাণ্ড ধ্বজদণ্ড বারংবার নিরীক্ষণ করত গমন করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর কালে স্বর্গগমনে কৃতনিশ্চয় কৌরবগণ হস্তি, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ হইতে নিঃসৃত রুধির প্রবাহে সমাচ্ছন্ন সমরভূমিতে রক্তাম্বরধারিণী বারবিলাসিনীর ন্যায় বিবিধ

মাল্য বিভূষিত, সুবর্ণালঙ্কার সম্পন্ন ও সর্ব্বলোকগম্য অবলোকন পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং কর্ণ বধে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বারংবার হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করত দিবাকরকে সন্ধ্যারাগলোহিত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সত্বরে শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুনের শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ সম্পন্ন শরনিকরে সমাচিত মহাবীর সূতপুত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও অংশুমান্ মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভাস্কর করজালে কর্ণের রুধিরসিক্ত দেহ স্পর্শে আরক্ত কলেবর হইয়া স্নান করিবার নিমিত্তই যেন অপর সমুদ্রে গমন করিলেন। তখন সুরর্ষিগণও স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ মহাবীর সূতপুত্র ও অর্জ্জুনের সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করত স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ রুধিরাক্ত বস্ত্র, নিকৃত্ত কচব ও গতাসু হইয়াও কিছুমাত্র শোভাবিহীন হন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত সূর্য্যসমপ্রভ ও তপ্তকাঞ্চনাভ মূর্ত্তি দর্শনে সকলেরই বোধ হইল যেন তিনি জীবিত রহিয়াছেন। সিংহ নিহত হইলেও যেমন অন্যান্য মৃগগণ তাহার দর্শনে শঙ্কিত হয়, তদ্রূপ সূতপুত্র নিহত হইলেও যোধগণ তাঁহারে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। তাঁহার মনোহর গ্রীবা সম্পন্ন সুন্দর মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই বিবিধ ভূষণ বিভূষিত কনককেয়ূরধারী মহাবীর রণশয্যায় শয়ন করাতে বোধ হইল, যেন শাখা প্রশাখা পরিশোভিত বনস্পতি বিপাটিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র সুযুদ্ধে স্বীয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করত দিবাকর যেমন স্বীয় কিরণজালে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করেন, তদ্রূপ শরজালে দশ দিক্, সমুদায় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন যেরূপ সলিল স্পর্শে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ পুত্র ও বাহনগণের সহিত অর্জ্জুন শরে নিহত হইলেন। তিনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ছিলেন। তিনি যাচকদিগকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাধু ব্যক্তিরা যাঁহারে সর্ব্বদা সৎপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন; যাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ হইয়াছিল; যিনি ব্রাহ্মণের

নিমিত্ত জীবনদানেও উদ্যত হইতেন, যিনি কামিনীগণের সতত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং আপনার পুত্রগণ যাঁহারে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৌরবকুলের বর্ম্ম স্বরূপ সেই মহারথ কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের জয়াশা ও মঙ্গলের সহিত নিহত ও পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ এইরূপে নিহত হইলে নদী সমুদায়ের বেগ রুদ্ধ হইল; দিবাকর অস্তগমন করিলেন; দিগ্বিদিক্ সকল ধূমাকীর্ণ ও প্রজ্ব-লিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড সদৃশ বুধগ্রহ তির্য্যগ্ভাবে অভ্যুদিত হই-লেন; নভোমণ্ডল যেন ভূতলে নিপতিত হইল; বসুন্ধরা গভীর ধ্বনি করত কম্পিত হইয়া উঠিল; বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহার্ণব সকল সংক্ষুব্ধ ও শব্দায়মান হইল; কাননের সহিত ভূধর সকল কম্পিত হইতে লাগিল; জীব সকল নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। বৃহস্পতি রোহিণীরে নিপী-ড়িত করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্য সদৃশ শোভা ধারণ করিলেন; নভোমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; অনল সদৃশ উল্কা সকল নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিশাচর-গণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

হে মহারাজ! যৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুর দ্বারা অধিরথির মস্তক ছেদন করেন, ঐ সময় সহসা অন্তরীক্ষে সুরগণ হাহাকার শব্দ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে পুরন্দর বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া যেমন প্রভাবশালী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুনও মনুষ্য, দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সম্মানিত সূত-পুত্রকে নিপাতিত করিয়া মহাপ্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পুরন্দর-পরাক্রম, অগ্নি ও দিবাকরের সদৃশ তেজস্বী, সুবর্ণ হীরক মণি মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত পুরুষোত্তম কেশব ও অর্জ্জুন মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ, তুষার, চন্দ্র, শঙ্খ ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, ঐরাবত সদৃশ, পতাকা পরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় নির্ভয়ে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট কৌরবগণ মহাবীর ধনঞ্জয়ের জ্যানিস্বন ও তলশব্দে হতপ্রভ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন অরাতিগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করত মহা আহ্লাদে সুবর্ণজালজড়িত তুষারসবর্ণ মহাস্বন শঙ্খ গ্রহণপূর্ব্বক এককালে প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য

ও দেবদত্ত শঙ্খের ভীষণ শব্দে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং নদী, ভূধর ও বন সমুদায় পরিপূরিত হইল। সেই গভীর নির্ঘোষ শ্রবণে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ বিত্রাসিত ও যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কৌরবগণ সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি শ্রবণে মদ্ররাজ শল্য ও দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় জীবগণ সমবেত হইয়া সমরশোভী ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দনের অভিনন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ কর্ণশরসমাচিত বীরদ্বয়কে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন চন্দ্র ও সূর্য্য গাঢ়ান্ধকার নাশ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা, মহর্ষি, চারণ ও মহোরগগণ তাঁহাদিগকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা যথানিয়মে পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া বলির নিধনানন্তর বিষ্ণু ও বাসব যেরূপ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সবান্ধবে যাহার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সূতপুত্র নিহত হইলে কৌরবগণ বিপক্ষগণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত ভীত হইয়া দশ দিক্ অবলোকনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় যোধগণ দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন মনে অবহার করিতে বাসনা করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শল্যের অনুমত্যনুসারে সেনাগণের অবহারে আদেশ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা কৌরবপক্ষীয় রথিগণ ও অবশিষ্ট নারায়ণী সেনার সহিত, শকুনি অসংখ্য গান্ধার সৈন্যগণের সহিত, কৃপাচার্য্য মহামেঘ সন্নিভ মাতঙ্গ বলের সহিত ও মহাবীর সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণের সহিত দ্রুতবেগে শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের জয়লাভ দর্শনে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন হতসর্ব্বস্ব ও হতবান্ধব হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ শল্য কর্ণের সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দশ দিক্ অবলোকন করত শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণ কম্পিত কলেবরে ভীত ও উদ্বিগ্ন মনে অনবরত রুধির ক্ষরণপূর্ব্বক

দশ দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্জ্জুনের ও কেহ কেহ বা কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অসংখ্য যোধগণ মধ্যে কাহারই আর যুদ্ধ করিবার বাসনা রহিল না। কর্ণ নিহত হওয়াতে কৌরবগণ আপনাদের জীবন, রাজ্য, ধন ও কলত্রের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন শোক দুঃখে একান্ত সমাকুল হইয়া যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করত শিবিরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহারাও কুরুরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ম্লান বদনে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমি শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর এই উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে যশস্কর কর্ণবধ বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি বহু দিবসাবধি কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলে, এক্ষণে এই ব্যাপার ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর। পূর্ব্বে পুরুষপ্রধান যুধিষ্ঠির তোমাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত শরবিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সমরাঙ্গন হইতে স্বশিবিরে প্রস্থান করিয়াছেন।

হে মহারাজ! যদুপুঙ্গব বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির সমীপে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন দেবকীতনয় অর্জ্জুনের রথ পরিবর্ত্তিত করত সৈনিকদিগকে কহিলেন, হে যোধগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সজ্জীভূত হইয়া শত্রুগণের অভিমুখে অবস্থান কর। মহামতি বাসুদেব সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, বৃকোদর, সাত্যকি ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে কহিলেন, হে বীরগণ! আমরা এক্ষণে ধর্ম্মরাজের নিকট অর্জ্জুন হস্তে কর্ণের নিধনবার্ত্তা প্রদান করিতে চলিলাম; যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগত না হই, তাবৎকাল তোমরা সকলে সুসজ্জিত হইয়া যত্ন সহকারে এই স্থানে অবস্থান কর। হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ এই

কথা কহিলে শূরগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহারে গমনে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন তিনি পার্থ সমভিব্যাহারে শিবিরে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সুবর্ণময় উত্তম শয্যায় শয়ান সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। অরাতিঘাতন মহাবাহু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হর্ষচিহ্ন দর্শনে কর্ণকে নিহত বোধ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ ও গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বারংবার তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করত কর্ণের নিধনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের সমীপে কর্ণের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন ঈষৎ হাস্য করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আজি সৌভাগ্য বশত মহাবীর অর্জ্জুন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব ও আপনি আপনারা সকলে এই লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কুশলী হইয়াছেন। অতঃপর সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আজি ভাগ্যক্রমে মহারথ কর্ণ নিপাতিত, আপনি বিজয় প্রাপ্ত ও আপনার সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যে নরাধম দ্রৌপদীরে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজি পৃথিবী সেই সূতপুত্রের শোণিত পান করিতেছে। আপনার সেই শত্রু শরজালে বিভিন্ন কলেবর হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আপনি সমরাঙ্গনে গমনপূর্ব্বক তাহার দুর্দ্দশা সন্দর্শন করুন। আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে আপনি আমাদিগের সহিত যত্ন সহকারে এই অরাতি শূন্য পৃথিবী শাসন ও বিপুল সুখ ভোগ করুন।

হে মহারাজ! তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির হৃষীকেশের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে দেবকীনন্দন! আজি আমার পরম সৌভাগ্য! তুমি সারথি হওয়াতেই ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে। তোমার বুদ্ধি কৌশলেই সূতপুত্র নিহত হইয়াছে। অতএব উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কেশবকে এই কথা বলিয়া তাঁহার অঙ্গদযুক্ত দক্ষিণ বাহু ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহারে ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বারংবার বলিয়াছেন যে, তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ। হে কৃষ্ণ! কেবল তোমার অনুগ্রহেই ধনঞ্জয় শত্রুগণের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে; কখনই সমরে বিমুখ হয় নাই। যখন তুমি অর্জ্জুনের সারথ্য

স্বীকার করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগের জয় লাভ হইবে, কখনই পরাজয় হইবে না। হে গোবিন্দ! তোমার বুদ্ধি কৌশলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়াতে মহাবীর কৃপ ও কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও নিহত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া কৃষ্ণপুচ্ছ মনোবেগ-গামী শ্বেতাশ্ব সমুদায়ে সংযোজিত কনকমণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া সৈন্য-গণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রিয়বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত সমরভূমি সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পরে অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি-লেন, মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরে সমাচিত হইয়া কেশর পরিবৃত কদম্ব কুসুমের ন্যায় রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সুগন্ধ তৈলযুক্ত সহস্র সহস্র কাঞ্চনময় দীপ তাঁহারে উদ্ভাসিত করিতেছে। অর্জ্জুনের শরপাতে তাঁহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পুত্রগণও সংগ্রামস্থলে নিহত ও নিপতিত রহিয়াছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বারংবার কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বারংবার প্রশংসা করত বাসুদেবকে কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়াতেই আজি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রের নিধন নিবন্ধন রাজ্য ও জীবিতে নিরাশ হইবে। আজি কেবল তোমার অনুগ্রহেই আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। আজি ভাগ্যক্রমে শত্রু নিপাতিত হইল এবং ধনঞ্জয় ও তুমি তোমরা উভয়ে বিজয়ী হইলে। আমাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে; এক দিনও নিদ্রা হয় নাই। আজি তোমার অনুগ্রহে নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনশরে সূতপুত্রকে পুত্রগণের সহিত নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনারে পুনর্জাত বলিয়া বোধ করিলেন। অনন্তর মহারথ নকুল, সহদেব, বৃকোদর, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ স্তবার্হ বাক্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রশংসা ও ধর্ম্মরাজের সম্বর্দ্ধনা করিয়া মহা আহ্লাদে স্ব স্ব শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা বশতই এরূপ লোমহর্ষকর মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর কেন বৃথা অনুতাপ করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এইরূপ অমঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। দূরদর্শিনী গান্ধারীও ভূতলে নিপতিত হইয়া কর্ণের উদ্দেশে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় উভয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ধারণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরব পত্নীগণও গান্ধারীরে উত্থাপিত করিলেন। চিন্তাকুলচিত্ত শোকসন্তপ্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও সঞ্জয় কর্ত্তৃক সমাশ্বাসিত হইয়া দৈব ও ভাবিতব্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বিবেচনা করিয়া বিচেতনের ন্যায় তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

হে ভূপাল! যে ব্যক্তি মহাত্মা ধনঞ্জয় ও সূতপুত্রের সমরযজ্ঞের বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার বিধিবিহিত যজ্ঞের অখণ্ড ফল লাভ হয়। পণ্ডিতগণ অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, দিবাকর ও ভগবান্ বিষ্ণুরে যজ্ঞ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া এই সমরযজ্ঞ বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সুখী ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। মানবগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর এই পবিত্র উৎকৃষ্ট সংহিতা পাঠ করিলে ধনধান্য সম্পন্ন, যশস্বী ও সমস্ত সুখ লাভে অধিকারী হয় এবং ভগবান্ স্বয়ম্ভু, শম্ভু ও বিষ্ণু সতত তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। এই কর্ণপর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদ লাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয় লাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যের প্রভূত ধন লাভ এবং শূদ্রের আরোগ্য লাভ হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণপর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, এই কর্ণপর্ব্ব শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

কর্ণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক, সোসাইটি তথা শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্তলিখিত মূল পুস্তক দৃষ্টে এই খণ্ড সঙ্কলিত হইল।

পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

শল্য পর্ব্ব।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত
হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

—০ঃ৯ঃ০—

শ্রীসত্য চরণ বসু কর্ত্তৃক,
শ্যামপুকুর—২নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত।

অষ্টম সংস্করণ।

"যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম,
সেই খানেই জয়।"

মহাভারত।

কলিকাতা,

এল, এন্, প্রেস,—২৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২১ সাল।

ভূমিকা

পুরাণসংগ্রহের একাদশ খণ্ডে বীররসসার শল্য পর্ব্বের অবিকল অনুবাদ প্রচারিত হইল। অঙ্গরাজ কর্ণ সমরশায়ী হইলে কুরুপতি, মদ্রকদেশের অধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ শল্য পাণ্ডবগণের মাতুল, কিন্তু কুরুক্ষেত্রে সমর সজ্ঘটনের পূর্ব্বে তিনি দুর্য্যোধনকে সাহায্য দানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ; সুতরাং ভাগিনেয়দিগের স্নেহ ও আত্মীয়তায় উপেক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ কৌরবপক্ষই অবলম্বন করেন। মদ্ররাজ কৌরবদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নৈসর্গিক স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি পক্ষপাতে পরাঙ্মুখ হইতে পারেন নাই। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি কর্ণের তেজো-হ্রাস করিব বলিয়া ধর্ম্মরাজের সমক্ষে অঙ্গীকার করেন। মহারাজ শল্য মদ্ররাজ্যের রাজা ছিলেন। অদ্যাপিও ঐ দেশ ঐ নামে প্রখ্যাত আছে।*

মহর্ষি বেদব্যাস এই শল্য পর্ব্বে শল্যবধ, দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ, বলদেবের তীর্থযাত্রা বৃত্তান্ত, ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ এবং দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যে ক্ষত্রিয়ান্তক মহাসমর ভারতভূমিরে উচ্ছিন্ন প্রায় করে, যাহাতেই হিন্দুকুলের প্রতাপসূর্য্য অস্ত গমনোন্মুখ হয়, এবং যাহা হইতেই ধরিত্রী বীরশূন্য হইয়া যায়, এই শল্য পর্ব্বেই সেই অষ্টাদশ দিবসব্যাপী সমরের উপসংহার হইয়াছে। সেই ঘোরতর সমরানল অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভস্মীভূত করিয়া নির্ব্বাপিত হইলে বসুন্ধরা নরশোণিতলোলুপ নিশাচরার উগ্রবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

মহাভারতের ভূতপূর্ব্ব পদ্যানুবাদক মৃত কাশীরাম দাস গদাপর্ব্ব নামে স্বতন্ত্র একটী পর্ব্ব কল্পনা করিয়াছেন। ঐ পর্ব্বে তিনি দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ও বলদেবের তীর্থযাত্রা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বস্তুত উহা তাঁহার ভ্রম মাত্র। গদাপর্ব্ব নামে স্বতন্ত্র একটী পর্ব্ব মূল মহা-ভারতে দৃষ্ট হয় না। শল্য পর্ব্বের শেষে গদাযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়েই গদাযুদ্ধ, কুরুপতির উরুভঙ্গ ও বলদেবের তীর্থযাত্রা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধির সহিত উহার বিশৃঙ্খলতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তাঁহারে বঙ্গদেশের হিতচিকীর্ষু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দুরন্ত যবন রাজাদিগের অধিকার সময়ে হিন্দুশাস্ত্রানুশীলন উচ্ছিন্ন প্রায় হইলে তিনি ছন্দোবন্দে মহাভারতের মর্ম্মার্থ প্রচার করিয়া হিন্দুসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে সহস্র সহস্র অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কথঞ্চিৎ ভারতের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; এমন কি, কাশিদাসের অনুবাদ না থাকিলে এত দিনে মহাভারতও অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণের ন্যায় হিন্দুসমাজে একান্ত বিরল প্রচার হইত।

সারস্বতাশ্রম
১৭৮৫ শক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

* মাদরাস্ Madras.

মহাভারতীয় শল্যপর্ব্বের সূচিপত্র।

শল্য পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

শল্যপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইলে অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরবগণ কি করিলেন? আর মহারাজ দুর্য্যোধনই বা পাণ্ডবগণের প্রভাবে আপনার প্রভূত সৈন্য বিনষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন? হে ব্রহ্মন্! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি ইহা কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্ব পুরুষগণের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তি লাভ হইতেছে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মহারথ সূতপুত্রের নিধন দর্শনে শোকসাগরে একান্ত নিমগ্ন ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করত হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অতি কষ্টে স্বশিবিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় ভূমিপতিগণ শাস্ত্রবিহিত যুক্তি অনুসারে কুরুরাজকে নিরন্তর আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি কর্ণের নিধন চিন্তা করিয়া কিছুতেই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি দৈব ও ভবিতব্যকেই বলবান্ বিবেচনা করত সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবীর শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করত হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অবিলম্বে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তখন কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণের সুরাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে মহাবীর শল্য ভয়ঙ্কর সমরকার্য্য সমাধান ও অসংখ্য শত্রুসৈন্য ক্ষয় করত পরিশেষে হতসৈন্য হইয়া মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্ম-

রাজের হস্তে নিহত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন বন্ধুবান্ধবের নিধন দর্শনে শত্রুভয়ে নিতান্ত ভীত ও সমরাঙ্গণ হইতে অপসৃত হইয়া এক ভয়ঙ্কর হ্রদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ঐ দিন অপরাহ্ণ সময়ে মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া দুর্য্যোধনকে আহ্বান পূর্ব্বক হ্রদ হইতে উত্থাপিত ও বল প্রকাশ পূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট কৌরব পক্ষীয় তিন জন মহারথ ঐ দিন রজনীযোগে রোষভরে পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপাতিত করিলেন। পর দিন পূর্ব্বাহ্ণে মহামতি সঞ্জয় শিবির হইতে আগমন করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে দুঃখিত মনে পুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি পুরপ্রবেশ পূর্ব্বক বাহুযুগল উদ্যত করিয়া দীন ভাবে কম্পিত কলেবরে ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশ করত হা মহারাজ! হা মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধনের নিধনে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম, বলবান্ কালের কি বিষম গতি! হায়! আমাদের পক্ষ বীরগণ দেবরাজ তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন, এই বলিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই পুর মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকল লোকই সঞ্জয়কে ক্লেশে নিতান্ত অভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া উদ্বিগ্ন মনে হা মহারাজ! হা মহারাজ! বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহারাজ দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তত্রত্য যাবতীয় স্ত্রী পুরুষ শোকে একান্ত নিপীড়িত ও নষ্টচিত্ত হইয়া উন্মত্তপ্রায় ধাবমান হইতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয় শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহারে গান্ধারী, বিদুর এবং অন্যান্য সুহৃদ্বর্গ, হিতানুষ্ঠান নিরত জ্ঞাতি সমুদায় ও পুত্রবধূগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত এবং কর্ণের বধানুধ্যানে নিতান্ত বিষণ্ণ নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি বাষ্পাকুল লোচনে অনতি হৃষ্ট মনে গদ্গদ বচনে বৃদ্ধ ভূপতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনারে নমস্কার করিতেছি। মদ্ররাজ শল্য, সুবলনন্দন শকুনি, উলূক ও কৈতব্য, ইঁহারা সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন। সংশপ্তক, শক, কাম্বোজ, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় যবন, প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য ও প্রতীচ্যগণ নিহত হইয়াছে। সমুদায় রাজা ও রাজ-

পুত্রগণ শমনসদনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে রাজা দুর্য্যোধনের বধ সাধন করিয়াছেন। কুরুরাজ এক্ষণে ভগ্নোরু ও শোণিতরাগরঞ্জিত হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও নিতান্ত দুর্জ্জয় শিখণ্ডী, উত্তমৌজা ও যুধামন্যু এবং প্রভদ্রক, পাঞ্চাল ও চেদিগণ নিহত হইয়াছেন। আপনার পুত্রেরা, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও কর্ণাত্মজ বৃষসেন শমনসদনে গমন করিয়াছেন। উভয় পক্ষীয় প্রায় সমুদায় বীর এবং যাবতীয় হস্তী, রথী ও অশ্ব সকল সমরে নিহত ও নিপতিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের শিবির মধ্যে অতি অল্প মাত্র বীর অবশিষ্ট আছে। হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমস্ত জগৎ কালবশে বিমোহিত হইয়া প্রায় স্ত্রীলোক মাত্রাবশিষ্ট হইল। এক্ষণে আপনাদের উভয় পক্ষীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাত জন এবং কৌরব পক্ষে কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। অন্যান্য সকলেই কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কাল দুর্য্যোধনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত করত এই সমুদায় জগৎ বিনষ্ট করিলেন।

হে মহারাজ জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র বিচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। যশস্বী বিদুর এবং রাজমহিষী গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরব মহিলাগণ সেই কঠোর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সমগ্র রাজমণ্ডল চিত্রার্পিতের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন এবং সকলেই হা হতোস্মি! বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রবিনাশ দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতি কষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দীন মনে কম্পিত কলেবরে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক বিদুরকে কহিলেন, হে বিদুর! আমি পুত্রহীন ও অনাথ; এক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহারে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া সুশীতল সলিল সেচন ও তালবৃন্ত সঞ্চালন

দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র বহু বিলম্বে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কুম্ভ মধ্যে নিক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় এবং যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য নারীগণ মহীপালকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর নিরীক্ষণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুহুর্মুহু মোহে অভিভূত হইয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিদুর! আমার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অতএব এক্ষণে গান্ধারী ও অন্যান্য রমণী এবং বন্ধুবান্ধবগণ এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর রাজার আদেশানুসারে সেই সকল মহিলাদিগকে গমনে আদেশ করিলেন। কামিনীগণ এবং বন্ধু-বান্ধব সমুদায় মহীপালকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিত কলেবরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর সঞ্জয় দীন নয়নে লব্ধসংজ্ঞ নৃপতিকে শোকাবেগে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ! কামিনীগণ প্রস্থান করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও বারংবার বাহুযুগল বিধূনন করত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে সূত! তোমার নিকট পাণ্ডবগণকে সমরাঙ্গনে নিরাপদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, আমার হৃদয় বজ্র নির্ম্মিত; নতুবা পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইত। হে সঞ্জয়! আজি পুত্রগণের বয়ঃক্রম ও বাল্যক্রীড়া স্মরণ হওয়াতে আমার চিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে। যদিও আমি জন্মান্ধ প্রযুক্ত তাহাদের রূপ সন্দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম, তথাপি তাহাদিগের প্রতি আমার অপত্য স্নেহ নিতান্ত বলবান্ ছিল। তাহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থা ও যৌবনানন্তর প্রৌঢ়াবস্থায় অধিরূঢ় হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আমি যৎ-পরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আজি তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্য বিহীন ও নিহত শ্রবণ করিয়া শোকে নিতান্ত অধীর হইতেছি, কিছুতেই

শান্তি লাভ হইতেছে না। হা পুত্র দুর্য্যোধন! এক্ষণে আমি অনাথ হইয়াছি, একবার আমারে দর্শন প্রদান কর। তোমার অভাবে আমার কি দশা ঘটিবে। হে বৎস! তুমি সমাগত নরপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত প্রাকৃত ভূপতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছ! তুমি জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের অনন্য অবলম্বন ছিলে, এক্ষণে এই বৃদ্ধ অন্ধ পিতারে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে! হে রাজেন্দ্র! তোমার সে ভক্তি, সে স্নেহ ও সম্মান কোথায় গেল! তুমি ত সমরে অপরাজিত ছিলে, তবে পাণ্ডবগণ কিরূপে তোমারে নিহত করিল! হে বৎস! আমি যথা সময়ে গাত্রোত্থান করিলে কে আর হে তাত! হে মহারাজ! হে লোকনাথ! বলিয়া বারংবার সম্বোধন পূর্ব্বক স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে। হে বৎস! এক্ষণে একবার সেই মধুর বাক্য প্রয়োগ কর। আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি যে, এই সমুদায় পৃথিবীতে পাণ্ডুতনয়ের ন্যায় আমারও অধিকার আছে। তুমি বলিয়াছিলে, ভগদত্ত, কৃপাচার্য্য, অবন্তীনাথ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, সোমদত্ত, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, ভোজ, মাগধ, বৃহদ্বল, কাশীশ্বর, শকুনি, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, শতায়ু, জলসন্ধ, সুবাহু, ঋষ্যশৃঙ্গ তনয়, রাক্ষস অলায়ুধ ও অলম্বুষ, অন্যান্য নরপালগণ এবং শক, যবন ও ম্লেচ্ছগণ সকলেই আমার নিমিত্ত প্রাণপণে সমরে সমুদ্যত হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত বীরগণ মধ্যে ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকি, ভোজ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব। তুমি বলিয়াছিলে, আমি ক্রুদ্ধ হইলে একাকীই পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত বীরগণকে নিবারণ করিতে পারি, তাহাতে আবার অন্যান্য অসংখ্য বীর একত্র সমবেত ও পাণ্ডবদিগের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণের প্রধান অবলম্বন বাসুদেব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না। অতএব নিশ্চয়ই অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন; আর মহাবীর কর্ণ একাকীই আমার সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিবে। তাহা হইলে সমস্ত নরপালগণই আমার বশবর্ত্তী হইবেন।

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন বারংবার আমার নিকট এই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করাতে আমি বোধ করিয়াছিলাম, পাণ্ডবগণ আমাদিগের বলপ্রভাবে সমরে নিহত হইবে। এক্ষণে যখন আমার পুত্রগণ সেই সমস্ত বীরমণ্ডলে অবস্থিত হইয়াও বিনষ্ট হইল, তখন আমার দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি হইতে পারে। শৃগাল হস্তে সিংহ যেমন নিহত হয়, তদ্রূপ প্রবল পরাক্রম ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বাহ্লীক, গজযুদ্ধবিশারদ ভগদত্ত, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, জলসন্ধ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, মহাবল পরাক্রম পাণ্ড্য, বৃহদ্বল, মগধরাজ, উগ্রায়ুধ, বিন্দ, অনুবিন্দ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, অসংখ্য সংশপ্তক, রাক্ষসরাজ অলম্বুষ ও অলায়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গতনয়, নারায়ণী সেনাগণ, যুদ্ধদুর্ম্মদ গোপালগণ, অসংখ্য ম্লেচ্ছ, সসৈন্য সুবলনন্দন শকুনি, মহাবল কৈতব্য, সর্ব্ব অস্ত্রবিশারদ নানাদেশ সমাগত মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণ এবং আমার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও বয়স্যগণ, ইঁহারা সকলেই কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন! অতএব এ বিষয়ে দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি সম্ভব হইতে পারে। মানবগণ নিশ্চয়ই ভাগ্য সহযোগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে; যাহার সৌভাগ্য থাকে, সে শুভ ফল প্রাপ্ত হয়। আমি নিতান্ত হতভাগ্য বলিয়াই পুত্র বিহীন হইলাম। হায়! আমি কিরূপে অরাতির বশবর্ত্তী হইয়া কাল যাপন করিব! এক্ষণে বনবাস ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। এরূপ সহায়-হীন ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া লোকালয়ে অবস্থান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; বনগমনই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হায়! দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শল্য ও বিকর্ণ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ নিহত হইল! ভীমসেন একাকীই আমার এক শত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। সে দুর্য্যোধনের বিনাশ জন্য বারংবার আত্মশ্লাঘা করিলে আমি কিরূপে তাহার সেই কঠোর শব্দ শ্রবণ করিব। আমি দুঃখ শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আর বৃকোদরের পরুষ বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ! এইরূপে পুত্রশোকাভিভূত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বহুক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া শত্রুকৃত পরাভব স্মরণে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

হে সঞ্জয় ! আমার পক্ষীয় বীরগণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে নিহত শ্রবণ করিয়া কাহারে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহারা যাহারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করে, সেই বীরই অচিরকাল মধ্যে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হয়। দেখ, তোমাদের এবং অন্যান্য ভূপালগণের সমক্ষে মহাবীর ধনঞ্জয় ভীষ্ম ও সূতপুত্রকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সমরে নিপাতিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সর্ব্ব ধর্ম্মবেত্তা বিদুর আমারে কহিয়াছিল যে, দুর্য্যোধনের অপরাধেই সমস্ত প্রজা ক্ষয় হইবে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই মোহাবেশ প্রভাবে উহার সেই বাক্য পর্য্যালোচনা করে নাই, কিন্তু ঐ মহাত্মা যাহা কহিয়াছিল, এক্ষণে তাহা সত্যই হইল। যাহা হউক, এক্ষণে আমার দুর্দ্দৈব নিবন্ধন যে দুর্নীতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফল পুনরায় কীর্ত্তন কর। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত হইলে কোন্ বীর সেনাপতি হইয়াছিল ? কোন্ রথী অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইল ? মহাবীর মদ্ররাজ সমরোদ্যত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণ চক্র, বাম চক্র ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল ? মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ ও আমার আত্মজ দুর্য্যোধন তোমাদের সমক্ষে কিরূপে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন ? অনুচরবর্গ সমবেত পাঞ্চালগণ, ধৃস্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ইহারাই বা কিরূপে সমরশয্যায় শয়ন করিল ? আর পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এবং কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা, ইঁহারাই বা কি প্রকারে মৃত্যুমুখ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন ? হে সঞ্জয় ! তুমি সমর বৃত্তান্ত বর্ণনে সুনিপুণ, এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর মিলিত হইলে যেরূপে জনক্ষয় হইয়াছিল, আপনি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর সূতপুত্র নিহত, হস্তী ও মনুষ্য সমুদায় বিনষ্ট এবং সৈন্যগণ বারংবার পলায়িত ও পুনঃ পুন সমানিত হইলে মহাত্মা ধনঞ্জয় সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ফলত কর্ণের নিধনানন্তর কৌরব

পক্ষীয় কোন বীরই সৈন্য সন্ধান বা বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। আপনার আত্মজগণ নিতান্ত ভীত ও শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অগাধ সমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন ভেলা লাভের অভিলাষ করে, তদ্রূপ সেই অপার বিপদসাগরে আশ্রয়লাভ প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনের ভুজবলে পরাজিত হইয়া সায়াহ্নকালে ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদংষ্ট্র উরগের ন্যায়, সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন ও শস্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তৎকালে তাঁহারা মোহে এমনই অভিভূত হইলেন যে, কোন দিকে গমন করিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অন্যান্য বীরগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ অর্জ্জুন আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা বৃকোদর আমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, এইরূপ বোধ করিয়া ম্লানমুখে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কোন মহারথ অশ্বে, কেহ কেহ মাতঙ্গে এবং কোন কোন বীর রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীতমনে পদাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কুঞ্জর দ্বারা রথ ভগ্ন, রথ দ্বারা সাদী নিহত ও অশ্বসমূহ দ্বারা পদাতিগণ সাতিশয় সমাহত হইল। এইরূপে তৎকাল আপনার পক্ষীয় বীরগণ ব্যালতস্কর সমাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে সার্থহীন বণিকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কতগুলি নাগ আরোহীবিহীন ও কতগুলি ছিন্নশুণ্ড হইয়া ভীতচিত্তে চতুর্দ্দিক্ অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সৈন্যগণকে ভীমভয়ে ভীত ও পলায়ন পরায়ণ অবলোকন করিয়া স্বীয় সারথিরে কহিলেন, হে সূত! আমি ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎভাগে অবস্থান করিতেছি। সাগর যেমন তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ অর্জ্জুন আমারে কদাচ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর। আজি আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, অভিমানী বৃকোদর এবং অবশিষ্ট শত্রুদিগকে নিহত করিয়া সূতপুত্রের ঋণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইব। সারথি রাজা দুর্য্যোধনের সেই শূরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুবর্ণজাল জড়িত অশ্বগণকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন

করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথহীন বীর এবং পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি মৃদুভাবে ধাবমান হইল। মহাবীর ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গ বল সাহায্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া শরনিকরে আহত করিতে লাগিলেন। তাহারাও ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং বারংবার তাঁহাদিগের নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদা হস্তে সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তিনি অধর্ম্ম ভয়ে রথস্থ হইয়া সেই ভূমিস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। তিনি স্বীয় ভুজবল অবলম্বন করিয়া যমদণ্ড সদৃশ সুবর্ণমণ্ডিত বিপুল গদা দ্বারা কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন পদাতিগণ হতবান্ধব হইয়া বহ্নিমুখে পতনোম্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণপণে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল এবং ভূত সমুদায় যেমন কৃতান্তকে নিরীক্ষণ করিয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ভীমের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর বৃকোদর কখন খড়্গ কখন বা গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গণে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করত দুর্য্যোধনের সেই পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

মহাবল পরাক্রম ধনঞ্জয় রথিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি শকুনির নিধন বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া নিশিত শরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলে তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় বীরগণ কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনকে ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসন ধারণ পূর্ব্বক রথসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন রথাশ্বশূন্য শরনিকর নিবারিত পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইল। পাঞ্চালবংশীয় মহারথগণ তদ্দর্শনে ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। অরাতিনিপাতন, মহাযশস্বী ও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ হয়সংযোজিত রথারোহণে সমরাঙ্গনে প্রবেশ

করিলে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ তাঁহারে অবলোকন করিয়া ভয়ে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সাত্যকি সমভিব্যাহারে লঘুহস্ত গান্ধাররাজ শকুনির অনুসরণ ক্রমে অচিরাৎ আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সেনা বিনাশ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া বৃষগণ যেমন বৃষকে পরাজয় করিয়া তাহার অনুগমন করে, তদ্রূপ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় অবশিষ্ট সৈন্যগণকে রণস্থলে অবস্থিত অবলোকন করিয়া রোষভরে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজোরাশি উত্থিত হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ও ধরাতল শর-সমাচ্ছন্ন হইলে কৌরব সৈন্যগণ ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইলে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে ধাবমান হইয়া দানবরাজ বলি যেমন দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণও সমবেত হইয়া ক্রোধভরে নানাবিধ শস্ত্র পরিত্যাগ ও বারংবার দুর্য্যোধনকে ভৎসনা করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সত্বরে সেই শত্রুগণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আমরা আপনার পুত্রের অতি আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়াও তাঁহারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অনতিদূরস্থিত স্বীয় সৈন্যগণকে ক্ষত বিক্ষত ও পলায়নে কৃতনিশ্চয় অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রণস্থলে অবস্থাপন ও তাহাদিগের হর্ষোৎপাদন করত কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা লোকালয় বা পর্ব্বত মধ্যে যে কোন প্রদেশে পলায়ন করিবে, পাণ্ডবগণ সেই স্থানে গিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে। তবে তোমাদিগের পলায়নের প্রয়োজন কি? দেখ, এক্ষণে উহাদিগের বল অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে যদি আমরা একত্র হইয়া এই সমরাঙ্গনে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের

জয় লাভ হইবে। তোমরা সমর পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিলে পাপাত্মা পাণ্ডবগণ অবশ্যই তোমাদের অনুগমন করিয়া তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। অতএব সেরূপে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা সমরস্থলে বিনষ্ট হওয়াই তোমাদের শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সাংগ্রামিক মৃত্যুই অতীব সুখকর। সংগ্রামে মৃত্যু হইলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, পরলোকেও অনন্ত সুখসম্ভোগের অধিকারী হওয়া যায়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট দুরাত্মা ভীমসেনের বশবর্ত্তী হওয়াও তোমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু কুলাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয়ের রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা পাপ কর্ম্ম আর কিছুই নাই এবং যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গ গমনেরও অন্য সদুপায় নাই। অন্যান্য লোকে বহু দিনে যে সমুদায় দুর্লভ লোক লাভ করে, যোধগণ অনায়াসে অতি অল্পক্ষণে তৎসমুদায় লাভ করিতে পারে।

হে মহারাজ! মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার প্রশংসা করিয়া শত্রুকৃত পরাজয় দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বিক্রম প্রকাশে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের প্রতি পুনরায় যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তখন উভয় পক্ষে দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণের সহিত যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় সচ্চরিত্র কৃপাচার্য্য সেই রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমি সদৃশ সংগ্রাম স্থলে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করত দেখিলেন, কোন স্থানে রথ ও রথনীড় সমুদায় নিপতিত রহিয়াছে, কোন স্থলে হস্তী ও পদাতি সকল নিহত হইয়াছে এবং কোন স্থলে লোকান্তরিত ভূপতিগণের বিক্ষত অভিজ্ঞান সকল শোভা পাইতেছে। রাজা দুর্য্যোধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন; সৈন্যগণ পার্থের বিক্রম দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন, ধ্যানপরায়ণ ও একান্ত দুঃখিত হইয়াছে এবং মথ্যমান বল সমুদায় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে। মহাত্মা কৃপাচার্য্য কৌরব সৈন্যের সেই রূপ দুর্দ্দশা দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি এক্ষণে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক যদি অভিপ্রেত হয়, তবে

তাঁহার অনুষ্ঠান কর। দেখ, যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়গণের শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। তাহারা ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পুত্র, মাতা, পিতা, স্বস্রীয়, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে পরমধর্ম্ম ও যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে যাহার পর নাই অধর্ম্ম হয়। অতএব ক্ষত্রিয়গণের জীবিতার্থে পলায়ন করা নিতান্ত দোষাবহ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি তোমারে যে কিছু হিত কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও তোমার ভ্রাতৃগণ এবং তোমার আত্মজ লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে আমরা আর কি করিব। আমরা যে সমস্ত বীরের হস্তে যুদ্ধভার অর্পণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলাম, তাঁহারা কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্-গণের গতি লাভ করিয়াছেন। আমরাই ঐ সমুদায় ভূপতির নিধনের হেতু। এক্ষণে আমরা সেই সমস্ত গুণবান্ মহারথের বিরহে অতি দীন ভাবে অবস্থান করিতেছি। দেখুন, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ জীবিত থাকিতেও মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত হয় নাই। বাসুদেব অর্জ্জুনের চক্ষুঃস্বরূপ, সুতরাং দেবগণও তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। তাহার শক্রচাপ ও বজ্রের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ উন্নত বানর ধ্বজ অবলোকন করিয়া আমাদিগের বল সমুদায় বিচলিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি ও গাণ্ডীব নির্ঘোষ এবং ভীমসেনের ভীষণ সিংহনাদে আমাদিগের অন্তঃ-করণে ভয় সঞ্চার হইবে। ঐ দেখ, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব শরাসন বারংবার কম্পিত হইয়া অলাতচক্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে এবং জলধর মধ্যস্থিত চপলার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিরাজিত হইয়া সকলের নয়নজ্যোতি অপহরণ করিতেছে। উহার শশি কাশ সমপ্রভ তুরঙ্গমগণ বায়ুসঞ্চালিত জলধরপটলের ন্যায় কৃষ্ণ কর্তৃক চালিত হইয়া উহারে বহন করত আকাশকে পান করিয়াই যেন মহাবেগে গমন করিতেছে। হুতাশন যেমন অরণ্যমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শরানলে আপনার সৈন্যগণকে নিতান্ত সন্তপ্ত করিতেছে। ঐ মহেন্দ্র সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন মহাবীর দংষ্ট্রাচতুষ্টয় পরিশোভিত দ্বিপেন্দ্রের ন্যায় আমাদিগের সৈন্য মধ্যে

প্রবিষ্ট হইয়া সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত ও মহীপালগণকে বিত্রস্ত করত কমল-বনপ্রমাথী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার গাণ্ডীব নির্ঘোষে আমাদিগের বল সমুদায় সিংহগর্জ্জনভীত মৃগযূথের ন্যায় বারংবার বিত্রাসিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক লোকমধ্যে বিরাজিত হইতেছেন। অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, এই ভয়ঙ্কর সমর সমুপস্থিত হওয়াতে অসংখ্য লোকক্ষয় হইতেছে। তোমার সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের প্রভাবে বায়ুসঞ্চালিত শারদীয় জলধরপটলের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে মহার্ণব মধ্যে বায়ু বিধূনিত নৌকার ন্যায় নিরন্তর কম্পিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! যখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বাণগোচরে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন তোমার সূতপুত্র, অনুচর-বর্গ সমবেত দ্রোণ, হৃদিকাত্মজ এবং ভ্রাতৃগণ পরিবৃত দুঃশাসনই বা কোথায় ছিলেন? আমি কোথায় ছিলাম? আর তুমি স্বয়ংই বা কোথায় ছিলে? মহাবীর ধনঞ্জয় তোমার সম্বন্ধী, ভ্রাতা, সহায় ও মাতুলগণের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলের মস্তক আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সমক্ষেই সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছে। এক্ষণে আর আমরা কি করিব? অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই। ঐ মহাবীরের নিকট বিবিধ দিব্য অস্ত্র বিদ্যমান আছে। তাহার গাণ্ডীব নির্ঘোষ আমাদিগের বলবীর্য্য বিনষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগের সেনাপতি বিনষ্ট হওয়াতে অনিকিনী নিশানাথ-বিরহিত নিশীথিনীর ন্যায় হতপ্রভ ও ভগ্নপাদপা শুষ্কতোয়া তটিনীর ন্যায় আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব হুতাশন যেমন তৃণরাশি মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া বিচরণ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় আমাদের এই সেনাপতিশূন্য সৈন্যমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে সঞ্চরণ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেনের ভীষণ বেগ পর্ব্বত বিদারণ ও সমুদ্র শোষণ করিতে পারে। মহাবীর বৃকোদর সভামধ্যে যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তৎসমুদায় প্রায় সফল করিয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও অচিরাৎ সফল করিবে। আর দেখ, ইতিপূর্ব্বে মহাবীর সূতপুত্র সম্মুখে অবস্থান করিলেও ধনঞ্জয় নিতান্ত দুর্ভেদ্য স্বীয় সৈন্য সমুদায় অনায়াসে রক্ষা করিয়াছে। হে দুর্য্যোধন! যাহা সাধু লোকের অবশ্য পরিহার্য্য, তোমরা অকারণে তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছ।

এক্ষণে সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মের ফল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আত্মকার্য্য সংসাধনার্থ যত্ন সহকারে এই সমুদায় লোক আহরণ করিয়া এক্ষণে ইহাদের সহিত প্রাণসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছ। অতএব তুমি আত্মরক্ষায় যত্ন কর। আত্মাই সকলের মূল। আত্মা না থাকিলে কেহই আর বশীভূত থাকিবে না। হে মহারাজ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ নীতি বিধান করিয়াছেন যে, লোকে শত্রু অপেক্ষা হীন বা তাহার সমান হইলে সন্ধি স্থাপন করিবে, আর শত্রু অপেক্ষা প্রবল হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এক্ষণে আমরা পাণ্ডবগণ অপেক্ষা বলবিক্রমে ন্যূন হইতেছি; অতএব তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শ্রেয় অবগত নহে এবং যে শ্রেয়স্কর কার্য্যে অনাদর প্রদর্শন করে, সে অবিলম্বেই রাজ্যভ্রষ্ট হয় এবং তাহার কদাচ মঙ্গল লাভ হয় না। এক্ষণে আমরা যদি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বিনত হইয়া রাজ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে। মূঢ়তা বশত পাণ্ডবগণের নিকট সমরে পরাভূত হওয়া আমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য হইতেছে না। হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় দয়ালু, তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বাসুদেবের বাক্যে তোমারে অবশ্যই রাজপদে নিয়োগ করিবেন। দেখ, বাসুদেব যাহা কহিবেন, ধর্ম্মরাজ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন কখন তাহা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। হে মহারাজ! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবেন না এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিবেন না। অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই তোমার কর্ত্তব্য, যুদ্ধ করা কদাপি শ্রেয়স্কর নহে। হে মহারাজ! আমি দীনতা বা প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত এ কথা কহিতেছি না, ইহা হিতকর বলিয়াই তোমারে কহিলাম। আমি যাহা কহিলাম, ইহা তোমার পক্ষে শ্রেয় কি না, তাহা তুমি গতাসু হইয়া স্মরণ করিবে। হে অম্বিকানন্দন! বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এইরূপ কহিলে রাজা দুর্য্যোধন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া

কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি অমিতপরাক্রম পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং এক্ষণেও বন্ধুজনোচিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আপনি যে সকল কথা কহিলেন, সে সমস্তই হেতুগর্ভ, উৎকৃষ্ট ও হিতকর; কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন ঔষধে অভিরুচি হয় না, তদ্রূপ আপনার ঐ সকল বাক্যে আমার অভিরুচি হইতেছে না। দেখুন, যে মহাবল নরপতিরে আমি রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিয়াছি, যে ব্যক্তি আমার নিকট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছে, সে কি রূপে আমাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে। আর মহামতি বাসুদেব যৎকালে পাণ্ডবগণের হিত সাধনে তৎপর হইয়া তাহাদিগের দৌত্য কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তৎকালে আমরা তাঁহারে প্রতারণা করিয়া নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে তিনি কি রূপে আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য করিবেন। বিশেষত সভাস্থলে দ্রৌপদীর রোদন এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্য হরণ তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অভিন্নাত্মা এবং পরস্পর নিতান্ত অনুরক্ত ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, আজি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। মহাত্মা বাসুদেব অভিমন্যুর বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণাবধি নিতান্ত দুঃখে কাল যাপন করিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট অপরাধী হইয়াছি। তিনি কি রূপে আমাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন? মহাবীর অর্জ্জুনও অভিমন্যুর বিনাশে নিতান্ত অসুখী হইয়া আছে, প্রার্থনা করিলে কি রূপে সে আমাদিগের হিত সাধনে যত্নবান্ হইবে? মহাবল পরাক্রান্ত মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন অতি উগ্র-স্বভাব। বিশেষত সে ঘোরতর প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এক্ষণে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইবে, তথাপি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক শান্তি লাভ করিবে না। সন্নদ্ধকবচ, বদ্ধপরিকর, কালান্তক যমোপম যমজ নকুল সহদেব এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমাদিগের সহিত বৈরাচরণ করিয়াছে, তাহারা কি রূপে আমাদিগের হিতসাধনে যত্ন করিবে? দুঃশাসন সভামধ্যে সর্ব্বলোক সমক্ষে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীরে বিবস্ত্রা করিয়া যে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, পাণ্ডবগণ অদ্যাপি তাহা বিস্মৃত হয় নাই। অতএব আপনি কখনই তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবেন না। দ্রৌপদী আমাদিগের নিকট অপমানিত হইয়া অবধি আমাদিগের বিনাশ ও ভর্ত্তৃগণের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত নিত্য স্থণ্ডিলে

শয়ন করত অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছে। কৃষ্ণসহোদরা সুভদ্রা স্বীয় মান মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক দাসীর ন্যায় নিয়ত তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। হে প্রভো! এইরূপে দ্রৌপদীর অপমান ও অভিমন্যুর বিনাশ নিবন্ধন পাণ্ডব পক্ষীয় সকলেরই রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে, কখনই নির্ব্বাণ হইবে না। সুতরাং সন্ধিস্থাপন কখনই সুসাধ্য নহে। আর দেখুন, আমি এই সাগরাম্বরা ধরিত্রী উপভোগ করিয়া এক্ষণে কি রূপে পাণ্ডবগণের অনুগ্রহে রাজ্য ভোগ করিব। পূর্ব্বে আমি দিবাকরের ন্যায় সমস্ত নরপালগণের উপর তেজ প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে কি রূপে দাসের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিব এবং কিরূপেই বা চিরকাল বিবিধ সুখভোগে কালযাপন ও বিপুল ধন দান করিয়া এক্ষণে দীন জনের সহিত দীন ভাবে অবস্থান করিব।

হে আচার্য্য! এক্ষণে আপনি স্নেহ প্রযুক্ত যাহা কহিলেন, আমি সেই হিতকর বাক্যে অসূয়া প্রদর্শন করিতেছি না। কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করা এক্ষণে সমুচিত নহে, যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। দেখুন, আমি বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত দক্ষিণা দান, বেদাধ্যয়ন ও বিপক্ষগণের মস্তকে অবস্থান করিয়াছি। আমার সমুদায় অভিলষিত দ্রব্যই লাভ হইয়াছে। আমার ভৃত্যবর্গেরা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইতেছে। আমি দুঃখিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ দূর, পররাষ্ট্র পরাজয়, স্বরাজ্য প্রতিপালন, বিবিধ ভোগ্যদ্রব্য উপভোগ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও পিতৃগণের ঋণজাল হইতে আমার মুক্তি লাভ হইয়াছে। অতএব পাণ্ডবগণের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। হে ব্রহ্মন্! এই পৃথিবীতে কিছুতেই সুখ নাই। এই ধরাতলে কেবল কীর্ত্তি স্থাপন করাই লোকের কর্ত্তব্য; কিন্তু উহা যুদ্ধ ব্যতিরেকে আর কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষত্রিয়দিগের গৃহে মৃত্যু নিতান্ত নিন্দনীয় ও অধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক অরণ্যে বা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই মহিমা লাভ করিয়া থাকেন। আর যে ক্ষত্রিয় জরাজীর্ণ হইয়া রোদনপরায়ণ জ্ঞাতিগণ মধ্যে দীনভাবে বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করেন, তিনি কদাপি পুরুষ মধ্যে পরিগণিত

হইতে পারেন না। অতএব আমি এক্ষণে বিবিধ বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ দ্বারা দেবলোক লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। সমরে অপ-রাঙ্মুখ সত্যসন্ধ যজ্ঞানুষ্ঠায়ী শস্ত্রাবভূতপূত আর্য্যবৃত্ত বীর পুরুষগণের স্বর্গে গতি লাভ হইয়া থাকে। অপ্সরোগণ যুদ্ধকালে পরম কুতূহল সহকারে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করে। পিতৃগণ সংগ্রামনিহত বীরবর্গকে সুরসমাজে পূজিত ও অপ্সরা-দিগের সহিত আমোদ প্রমোদে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। এক্ষণে সমরে অপরাঙ্মুখ নিহত পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণের ও দেবগণের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। হে আচার্য্য! উত্তমাস্ত্রবেত্তা অবনিপালগণ আমার নিমিত্ত যুদ্ধে সমুদ্যত, শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও নিহত হইয়া শোণিতলিপ্ত কলেবরে সমর শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ সমুদায় মহাবীর ইন্দ্রসভায় গমন করত দেবলোকে গমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সদ্গতি লাভার্থী মহা-বেগে গমনোদ্যত বীরবর্গে পুনর্ব্বার উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিবে। এক্ষণে যে সকল বীরেরা আমার নিমিত্ত নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও তাঁহাদের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; রাজ্যে কিছুতেই মনোনিবেশ হইতেছে না। যদি এক্ষণে আমি বয়স্য ও ভ্রাতৃগণ এবং পিতামহকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়া আপনার জীবিত রক্ষা করি, তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই আমার নিন্দা করিবে। হে আচার্য্য! এক্ষণে আমি বন্ধু বান্ধব বিহীন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক রাজ্য লাভ করিলে উহা কিরূপে আমার প্রীতিকর হইবে। দেখুন, আমা হইতে সমুদায় জগতের পরাভব হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে সমরকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করাই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে। রাজ্য লাভে কোনক্রমেই অভিরুচি হইতেছে না।

হে মহারাজ অম্বিকানন্দন! কুরুরাজ দুর্য্যোধন এই কথা কহিলে ক্ষত্রিয়গণ সাধু সাধু বলিয়া বারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে পরাজয়ের নিমিত্ত তাঁহাদিগের মনোমধ্যে কিছুমাত্র অনুতাপ উপস্থিত হইল না। প্রত্যুত তাঁহারা বিক্রম প্রকাশে স্থিরনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন করিয়া সংগ্রাম স্থলের

ঈষদূন দ্বিযোজন অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিমাচলের প্রস্থদেশে অরুণবর্ণ স্রোতস্বতী সরস্বতী সন্দর্শন করিয়া উহার জলে অবগাহন ও উহার জল পান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ রাজা দুর্য্যোধনের বাক্যে উত্তেজিত ও কালপ্রেরিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ শল্য, চিত্রসেন, শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, সুষেণ, অরিষ্টসেন, ধৃতসেন ও জয়ৎসেন প্রভৃতি যুদ্ধবিশারদ নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া হিমালয়প্রস্থে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। জয়শীল পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক মহাবীর কর্ণ নিহত হওয়াতে আপনার পুত্রগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হিমালয় পর্ব্বত ভিন্ন আর কুত্রাপি শান্তি লাভে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া শল্যসমক্ষে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে মহারাজ! আপনি এক জনকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। তাহা হইলে আমরা সেই সেনাপতি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমরে শত্রুগণকে পরাজিত করিব। তখন রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে অবতীর্ণ না হইয়াই সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ প্রচ্ছন্নমস্তক কম্বুগ্রীব মহারথ অশ্বত্থামার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্রের লোচনদ্বয় বিকসিত পদ্মপত্রের ন্যায়, আস্যদেশ ব্যাঘ্রের ন্যায়, গাত্র মেরুপর্ব্বতের ন্যায় এবং স্কন্ধ, নেত্র, গতি ও কণ্ঠস্বর মহাদেবের বৃষভের ন্যায়। তাঁহার বাহুযুগল পুষ্ট ও আয়ত এবং বক্ষঃস্থল দৃঢ় ও বিশাল। তিনি গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বল ও বেগশালী এবং তেজে দিবাকর, বুদ্ধিতে শুক্রাচার্য্য ও রূপে সুধাকর সদৃশ। তাঁহার ঊরুদেশ, কটিদেশ ও জঙ্ঘা অতি সুবৃত্ত। পাদ, অঙ্গুলি ও নখর অতি মনোহর। বোধ হয়, যেন বিধাতা গুণগ্রাম বারংবার স্মরণ করত অতি যত্ন সহকারে তাঁহারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার কিছুমাত্র অঙ্গবৈলক্ষণ্য নাই। তিনি সকল কার্য্যে দক্ষ এবং বিদ্যার সাগর। তিনি বলপূর্ব্বক অরাতিগণকে পরাজয় করিতে পারেন, কিন্তু শত্রুগণ কদাচ তাঁহারে জয় করিতে সমর্থ নহে। তিনি দশ অঙ্গ ও চতুষ্পাদযুক্ত অস্ত্রবিদ্যা এবং চারি বেদ, উপবেদ ও আখ্যান বিশেষরূপ অবগত আছেন। অযোনিজ মহাতপা দ্রোণাচার্য্য অতি কঠোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা

করিয়া অযোনিজার গর্ভে তাঁহার উৎপত্তি সাধন করিয়াছেন। তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা ও অলৌকিক রূপ সম্পন্ন। রাজা দুর্য্যোধন সেই অরাতিনিপাতন দ্রোণপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে গুরুপুত্র! আজি আপনিই আমাদিগের অনন্যগতি; অতএব কাহারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিব, আদেশ করুন।

মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য বলবীর্য্য, শ্রী ও যশ প্রভৃতি অশেষ গুণ সম্পন্ন এবং সৎকুল সম্ভূত; অতএব ঐ কার্ত্তিকেয় সদৃশ প্রভাবশালী মহাবীরই আমাদিগের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। ঐ কৃতজ্ঞ মহাত্মা স্বীয় ভাগিনেয়-গণকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া যেমন জয় লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও ইঁহারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া জয় লাভে সমর্থ হইব।

হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় এই কথা কহিলে সমুদায় মহারথ শল্যকে পরিবেষ্টন করিয়া জয়ধ্বনি করত যুদ্ধার্থে উৎসুক হইলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্ম দ্রোণ সদৃশ সমরপারদর্শী রথস্থিত মহাবীর শল্যকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল! যে সময় বিদ্বান্ ব্যক্তিরা মিত্র ও অমিত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনি আমাদিগের বন্ধু; অতএব এক্ষণে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। আপনি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ অমাত্যগণের সহিত সমরে নিরুৎসাহ হইবে।

শল্য কহিলেন,—হে কুরুরাজ! তুমি আমারে যাহা অনুমতি করিতেছ, আমি তাহাই করিব। আমার রাজ্য, ধন, প্রাণ প্রভৃতি যা কিছু আছে, তৎ-সমুদায়ই তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ নিবেশিত হইবে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! আমি আপনারে সেনাপতিপদে বরণ করিতেছি। কার্ত্তি-কেয় যেমন সমরাঙ্গনে দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও আমা-দিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হউন এবং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ শত্রুগণকে বিনাশ করুন।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! প্রবল প্রতাপশালী মদ্ররাজ রাজা দুর্য্যোধনের এইরূপ

বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথি-প্রধান জ্ঞান কর, কিন্তু উহারা আমার তুল্য ভুজবীর্য্য সম্পন্ন নহে। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরাসুর মনুষ্য সমবেত সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেও আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনায়াসেই উহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইয়া বিপক্ষ-গণের নিতান্ত দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা এবং সমাগত সমস্ত সোমক ও পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট মনে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে তাঁহারে সেনাপতিপদে অভিষেক করিলেন। তখন বীরগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যগণ মধ্যে বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। মহারথ মদ্রকগণ ও অন্যান্য যোধ সমু-দায় হৃষ্টান্তঃকরণে সেনাপতি শল্যের তুষ্টি সম্পাদনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি চিরজীবী হউন। সমাগত শত্রুগণ আপনার নিকট পরাজয় হউক এবং মহাবল পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার বাহুবলে শত্রুগণের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। মর্ত্ত্য ধর্ম্মাবলম্বী সোমক ও সৃঞ্জয়গণের কথা দূরে থাকুক, আপনি সুরাসুরদিগকেও সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ।

হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য এইরূপে সংস্তুত হইয়া দুর্ব্বলের নিতান্ত দুর্লভ হর্ষ লাভ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে কুরুরাজ! আজি আমি হয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে বিনাশ, না হয় স্বয়ং তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া দেবলোকে গমন করিব। আজি সকলে রণস্থলে আমারে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতে নিরীক্ষণ করুক। পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, সিদ্ধ, চারণ ও প্রভদ্রকগণ এবং বাসুদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমার অতুল বিক্রম, ভুজবীর্য্য, হস্তলাঘব, অস্ত্র সম্পত্তি ও কার্ম্মুকবল অবলোকন করুন এবং পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ আমার বিক্রম নিরীক্ষণ পূর্ব্বক প্রতীকার করিবার আশয়ে নানা প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক। হে মহারাজ! আজি আমি তোমার প্রিয় কার্য্য

সংসাধনার্থ দ্রোণ, ভীষ্ম ও সূতপুত্র অপেক্ষা সমধিক বল বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিব।

হে মহারাজ! এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সকলেরই কর্ণবিনাশজনিত দুঃখ অপনীত হইল। সৈন্যগণ একান্ত পুলকিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে মদ্ররাজের বশীভূত ও নিহত বলিয়া স্থির করিল এবং পরম সুখ সচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করত সেই রজনী অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্ববৎ স্থিরচিত্ত হইল।

হে মহারাজ! এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের সেই কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব! রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর মদ্রাধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে। তুমিও আমাদিগের সেনাপতি ও রক্ষাকর্ত্তা। এক্ষণে বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির কর।

তখন মহামতি বাসুদেব কহিলেন,—হে মহারাজ! আমি মহাত্মা মদ্ররাজকে বিশেষরূপ অবগত আছি। ঐ বীর বিপুল বলশালী, মহাতেজস্বী, বিচিত্র যোদ্ধা ও ক্ষিপ্রহস্ত। আমার বোধ হয়, উনি মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সদৃশ বা তাঁহাদের অপেক্ষা সমধিক রণবিশারদ। উঁহার তুল্য যোদ্ধা আর কাহারেও লক্ষিত হয় না। উনি শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, ভীম, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং হস্তী ও সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত। উনি যুদ্ধকালে নির্ভীক চিত্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিবেন। হে কুরুনন্দন! আজি এই ত্রিলোক মধ্যে আপনি ভিন্ন উঁহার সহিত যুদ্ধ বা উঁহারে বিনাশ করিতে পারে, এমন আর কাহারেও দেখিতেছি না। হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি দিন দিন আপনার বল সমুদায় বিক্ষোভিত করিতেছেন; অতএব পুরন্দর যেমন শম্বরাসুর ও নমুচিরে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি উঁহারে বিনাশ করুন। দুর্য্যোধন উঁহারে অজেয় বিবেচনা করিয়া সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে। ঐ মহাবীর নিহত হইলে নিশ্চয়ই সমুদায় কৌরব সৈন্য বিনাশ ও আপনার জয় লাভ হইবে। হে মহাত্মন্! মাতুল বলিয়া মদ্ররাজকে দয়া করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে উঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া উঁহারে বিনাশ করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপ

মহাসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে শল্যরূপ গোষ্পদে নিমগ্ন হইবেন না। আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্র বীর্য্য আছে, এক্ষণে সমরাঙ্গনে তৎসমুদায় প্রদর্শন করুন।

হে মহারাজ! অরাতিপাতন বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের নিকট সম্মান লাভপূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় ভ্রাতৃগণ এবং পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বিশ্রামার্থ বিদায় করিয়া অপেতশল্য কুঞ্জরের ন্যায় সুখে শয়ান হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের বিনাশে মহা আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণও সূতপুত্রের নিধনে জয় লাভ করিয়া মহা আহ্লাদে সেই রজনী অতিবাহিত করিল।

অষ্টম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার সৈন্যগণকে বর্ম্ম ধারণ করিতে অনুমতি করিলেন। সৈন্যগণ রাজার আদেশ লাভ করিবা-মাত্র বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অবিলম্বে রথে অশ্ব যোজনা করিল; কেহ কেহ দ্রুতবেগে ধাবমান হইল; কেহ কেহ মাতঙ্গ সকলকে সুসজ্জিত করিয়া দিল এবং সহস্র সহস্র লোক রথ সমুদায়ে আস্তরণ বিস্তীর্ণ করিতে লাগিল। ঐ সময় সৈন্য ও যোধগণের সমরোৎসাহ উদ্দীপনার্থ নানা-বিধ বাদ্যধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল।

অনন্তর মহারথগণ সৈন্যগণকে সন্নদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে বিভক্ত ও পৃথক্ পৃথক্ অবস্থাপিত করিলেন। মহাবীর শল্য সেনাপতি হই-লেন। তখন মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও অন্যান্য পার্থিব-গণ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সমবেত হইয়া নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, এক ব্যক্তি কদাচ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে না। যে একাকী পাণ্ডব-দিগের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং যে ব্যক্তি কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে, তাহারে পঞ্চ পাতক ও উপপাতকে লিপ্ত হইতে হইবে। আর আমরা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের রক্ষা বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করত যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! কৌরব পক্ষীয় বীরগণ এই রূপ নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক মদ্ররাজকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সত্বরে বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবেরাও ব্যূহ রচনা করিয়া সেই ক্ষুভিত মহাসাগরের ন্যায়,

তুমুল কোলাহল সম্পন্ন রথকুঞ্জর বহুল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে চারি দিক্ হইতে কৌরবগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! মহাবল দ্রোণ, ভীষ্ম, সূতপুত্র, ইহাদিগের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য ও আমার আত্মজ দুর্য্যোধনের নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমের হস্তে কিরূপে নিহত হইল।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! আমি মনুষ্য, অশ্ব ও করিনিকরক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি; আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! দ্রোণ, ভীষ্ম ও সূতপুত্র নিপাতিত হইলেও ঐ সময় আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, মদ্ররাজ শল্য অনায়াসে পাণ্ডবদিগকে সমরে পরাজিত করিবেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ঐ আশায় আশ্বাসিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে আশ্রয় করত আপনারে সনাথ বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

হে মহারাজ! সূতপুত্র নিহত হওয়াতে পাণ্ডবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে উহা শ্রবণে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল; এক্ষণে মদ্ররাজ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অতি সমৃদ্ধ সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ নির্ম্মান করিলেন এবং স্বয়ং এক সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক ভারসহ বেগশালী শরাসনে অনবরত টঙ্কার প্রদান করত পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি রথারূঢ় হইয়া রথের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। প্রবল প্রতাপশালী বর্ম্মধারী মদ্ররাজ আপনার আত্মজগণের ভয় অপনোদনপূর্ব্বক মদ্রদেশীয় বীরবর্গ ও নিতান্ত দুর্জ্জয় কর্ণাত্মজগণের সহিত ব্যূহের মুখে অবস্থান করিলেন। কৌরবগণ পরিরক্ষিত মহারাজ দুর্য্যোধন ব্যূহের মধ্যভাগে, ত্রিগর্ত্তগণ পরিবৃত কৃতবর্ম্মা উহার বাম পার্শ্বে, শক যবন পরিবেষ্টিত কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্বে এবং কাম্বোজগণ সমবেত মহাবীর অশ্বত্থামা উহার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইলেন। মহাবীর শকুনি ও কৈতব্য অশ্ব সৈন্য পরিবৃত হইয়া বহুল বল সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! তখন পাণ্ডবগণও ব্যূহ রচনা করত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী

ও সাত্যকি মহারথ শল্যের সৈন্যগণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জিঘাংসা পরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণের সহিত মহাবীর শল্যের প্রতি, প্রবল প্রতাপশালী অর্জ্জুন মহাবেগে কৃতবর্ম্মা ও সংশপ্তকগণের প্রতি, মহাবীর বৃকোদর ও সোমকগণ শত্রুগণের বিনাশ সাধন বাসনায় কৃপাচার্য্যের প্রতি এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সসৈন্যে মহারথ শকুনি ও উলুকের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হইলে কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য মহারথ বিবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্রুতবেগে তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়। মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনানন্তর অল্পাবশিষ্ট কৌরব ও ক্রোধাবিষ্টচিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণের কি পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল ?

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! যেরূপে আমাদিগের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ হইল এবং যে পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমস্তই নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কৌরব সৈন্যমধ্যে একাদশ সহস্র রথ, দশ সহস্র সাত শত হস্তী, দুই লক্ষ অশ্ব ও তিন কোটি পদাতি এবং পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে ছয় সহস্র রথ, ছয় সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব ও এক কোটি পদাতিমাত্র অবশিষ্ট ছিল। আপনার সেই সমুদায় সৈন্য মদ্রাধিপতির আদেশানুসারে রীতিমত বিভক্ত হইয়া জয় লাভার্থ ক্রোধভরে পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিল। তখন জয়োল্লাসিত যশস্বী মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণও কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই প্রভাত সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর বধার্থী হইয়া ধাবমান হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল।

নবম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষে দেবাসুর সংগ্রাম তুল্য ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। ধাবমান ভীষণাকার মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি বর্ষাকালীন জলদপটলের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল। কোন কোন রথী ধাবমান মদোন্মত্ত কুঞ্জরগণের আঘাতে রথের সহিত ভূতলে নিপ-

তিত হইয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অশ্ব সকল ও পাদরক্ষকগণ সুশিক্ষিত রথিগণের শরাঘাতে পরলোক প্রস্থান করিল। সুশিক্ষিত অশ্বা-রোহিগণ মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টির আঘাত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধারী বীর সকল সমবেত হইয়া মহারথগণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এক এক জনকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহারথগণ ধাবমান মাতঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া বিনাশ করিলেন। কুঞ্জরগণও ক্রোধাবিষ্ট অসংখ্য শরবর্ষী রথিবরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিতে লাগিল। হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহীরে ও রথী রথীরে আক্রমণ পূর্ব্বক শক্তি, তোমর ও নারাচ দ্বারা নিহত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করাতে সমরস্থল অতি সমাকুল হইয়া উঠিল। চামর বিরাজিত অশ্বগণ হিমালয় প্রস্থস্থিত হংস সমুদায়ের ন্যায় ধাবমান হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন উহারা বসুন্ধরা গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বসু-মতী সেই সকল অশ্বগণের পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নখচিহ্নাঙ্কিত কামি-নীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং নির্ঘাত শব্দের ন্যায় অশ্বগণের খুরশব্দ, রথনেমির ঘর্ঘর নির্ঘোষ, পদাতিগণের কোলাহল, গজগণের বৃংহিত ধ্বনি, শঙ্খের নিস্বন ও বাদিত্র সমুদায়ের বিবিধ শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় শরাসনের ভীষণ টঙ্কার এবং দেদীপ্যমান খড়্গ ও কবচের প্রভা-প্রভাবে আর কিছুই বিদিত হইল না। করিশুণ্ডাকার ছিন্ন বাহু সকল মহা-বেগে কখন উদ্বেষ্টন ও কখন বিচেষ্টন করিতে লাগিল। পরিপক্ক তালফল পতিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, বীরগণের মস্তক পতনেও সেইরূপ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। উদ্বৃত্তনেত্র মস্তক সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি বিকসিত পুণ্ডরিক সমূহে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেয়ুর সমলঙ্কৃত চন্দনচর্চ্চিত বাহু সকল শক্রধ্বজের ন্যায় বসুধাতলে শোভমান হইল। সমরাঙ্গন নরেন্দ্রগণের করিশুণ্ডোপম নিকৃত্ত ঊরুদণ্ড সমুদায়ে আকীর্ণ হইয়া গেল এবং শত শত কবন্ধে সঙ্কীর্ণ ও রাশি রাশি ছত্র চামরে সঙ্কুল হইয়া কুসুম সমূহ সুশোভিত কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যোধগণ শোণিতলিপ্ত কলেবরে ও নির্ভয়ে বিচরণ করত পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শর তোমর নিপীড়িত

হইয়া বায়ু সঞ্চালিত জলদজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন ও বেগে প্রধাবিত এবং প্রলয়কালীন কুলিশবিদলিত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। সাদিগণের সহিত নিপতিত অশ্বগণের পর্ব্বতাকার স্তূপ সকল ইতস্তত দৃষ্টি হইতে লাগিল। ঐ সময় শূরগণের হর্ষজনন ও ভীরু জনের ভয়বর্দ্ধন শোণিততরঙ্গিণী সমরাঙ্গনে প্রবাহিত হইল। রুধির উহার সলিল; রথ সমুদায় আবর্ত্ত; ধ্বজ, পতাকা সকল বৃক্ষ ও অস্থিনিচয় কর্কর; বাহু সমূহ নক্র; শরাসন সকল স্রোত; হস্তী সমুদায় শৈল; অশ্ব সকল উপল; মেদ ও মজ্জা কর্দ্দম; ছত্র সমুদায় হংস; গদা সমূহ ভেলা ও চক্র সমুদায় চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহা কবচ, উষ্ণীষ, ত্রিবেণু ও দণ্ড দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। পরিঘাকার ভুজদণ্ড সম্পন্ন বীরগণ বাহনরূপ নৌকা দ্বারা সেই যমলোকাভিমুখে প্রবহমান ভয়ঙ্কর শোণিতনদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই চতুরঙ্গ বল ক্ষয়কর দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে কোন কোন বীর ভয়ে বান্ধবগণকে আহ্বান করাতে বান্ধবেরা তাঁহাদিগকে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া চীৎকার করত নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও ভীমসেন স্বীয় বল বীর্য্যে বিপক্ষগণকে বিমোহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যোষিদ্গণ যেমন মদভরে জ্ঞান শূন্য হয়, তদ্রূপ সেই কৌরব পক্ষীয় সেনাগণ অর্জ্জুন ও ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া হতজ্ঞান হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাবীর বৃকোদর ও অর্জ্জুন বিপক্ষ সৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমভিব্যাহারে লইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! বীরগণ শল্যের সম্মুখে সমাগত ও বিভক্ত হইয়া যেরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। অনন্তর শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব জিগীষাপরবশ হইয়া সত্বরে আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সৈন্যগণ পাণ্ডবগণের শর প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যোদ্ধারা সকলে হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে

আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবেরাও মুক্তকণ্ঠে রণস্থলে অবস্থান কর বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়গণ বারংবার কৌরব সৈন্যগণকে স্থির করিবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাদের সমক্ষেই সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনেক যোদ্ধা প্রিয়তম পুত্র, ভ্রাতা, মাতুল, পিতামহ, ভাগিনেয়, সম্বন্ধী ও অন্যান্য বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত অশ্ব ও হস্তীদিগকে দ্রুতবেগে সঞ্চালন করত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দশম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় প্রবল প্রতাপশালী মদ্রাধিপতি শল্য কৌরব সৈন্যগণকে পলায়মান অবলোকন করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত! যে স্থানে শ্বেত ছত্রধারী পাণ্ডবতনয় যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছে, আমার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক সত্বরে আমারে ঐ স্থানে লইয়া চল। আমি অচিরাৎ তোমারে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব। সমরাঙ্গনে পাণ্ডবগণ কখনই আমার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। তখন মদ্ররাজের সারথি তাঁহার আদেশানুসারে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট রথ সঞ্চালন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর শল্য বেলা যেমন উদ্ধৃত সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ একাকীই সেই সহসা সমাগত পাণ্ডব সৈন্যগণের বেগ নিবারণ করিলেন। তখন অচল সমাগমে সিন্ধুবেগ যেমন প্রতিহত হয়, তদ্রূপ শল্য সমাগমে পাণ্ডব সৈন্যগণের গতি রোধ হইল। কৌরবগণ মদ্ররাজকে সমরসাগরে অবতীর্ণ অবলোকন করিয়া যথাক্রমে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন উভয় পক্ষে শোণিতবর্ষী ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর নকুল কর্ণপুত্র চিত্রসেনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন সেই বিচিত্র কার্ম্মুকধারী বীরদ্বয় দক্ষিণ ও উত্তর দিক্‌স্থিত বারিবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়ের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না। দুই মহাবীরই অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও রথচর্য্যা বিশারদ। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী ও বধসাধনে যত্নবান্ হইয়া তুমুল

সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন সুনিশিত ভল্লে নকুলের শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদনপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে অশ্বগণকে নিহত এবং তিন তিন শরে ধ্বজ ও সারথিরে নিপাতিত করিয়া তাঁহার ললাটে সুবর্ণপুঙ্খ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর নকুল শত্রুনিক্ষিপ্ত শরত্রয়ে ললাট-দেশে বিদ্ধ হইয়া ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে করে করবারি ধারণ পূর্ব্বক কেশরী যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর চিত্রসেনও নকুলকে পাদচারে সমাগত সন্দর্শন করিয়া অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা অদ্ভুত পরাক্রমশালী মহাবীর নকুল চর্ম্ম দ্বারা সেই শরনিকর নিবারণ করত সমস্ত সৈন্য সমক্ষে চিত্রসেনের রথোপরি আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার মুকুট কুণ্ডলভূষিত, বিস্তীর্ণ নয়নযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দিবাকরপ্রভ মহাবীর চিত্রসেন নকুলের খড়্গাঘাতে ছিন্ন-মস্তক হইয়া রথোপরি নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ চিত্রসেনকে গতাসু নিরীক্ষণ করিয়া নকুলকে সাধুবাদ প্রদান ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে কর্ণের পুত্র মহারথ সুষেণ ও সত্যসেন স্বীয় ভ্রাতারে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিবিধ শর পরিত্যাগ করত নিবিড় অরণ্য মধ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় যেমন কুঞ্জরের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হয়, তদ্রূপ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মেঘদ্বয় যেমন সলিলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ মাদ্রীতনয়ের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুল সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া হৃষ্টচিত্তে রথারোহণ পূর্ব্বক পুনরায় শরাসন ধারণ করিয়া ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণপুত্রদ্বয় সন্নতপর্ব্ব সায়কনিকরে নকুলের রথ খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল ঈষৎ হাস্য করিয়া চারি নিশিত বাণে সত্যসেনের চারি অশ্ব নিপাতিত ও সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত নারাচে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন অন্য এক রথে আরোহণ ও অপর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সুষেণ সমভিব্যাহারে নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল প্রতাপশালী মাদ্রীতনয় তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে দুই দুই শরে সেই বীরদ্বয়কে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুষেণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ক্ষুরপ্রাস্ত্রে নকুলের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবলী মাদ্রীতনয় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ শরে সুষেণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং বল প্রকাশ পূর্ব্বক সত্যসেনের কার্ম্মুক ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সত্যসেন ভারসহ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া শরনিকরে নকুলকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই সত্যসেন নিক্ষিপ্ত শর সমুদায় নিবারণ করিয়া দুই দুই বাণে তাঁহারে ও তাঁহার ভ্রাতা সুষেণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণতনয়দ্বয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সরলগামী শরজালে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শাণিত শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষিপ্রহস্ত প্রবল প্রতাপশালী সত্যসেন দুই শরে নকুলের রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সুবর্ণদণ্ড সমলঙ্কৃত অকুণ্ঠিতাগ্র তৈলধৌত সুনির্ম্মল লেলিহান মহাবিষ নাগকন্যা সদৃশ অতিভীষণ এক রথশক্তি গ্রহণ ও পরামর্ষণ পূর্ব্বক সত্যসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীষণ শক্তি মাদ্রীতনয়ের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সত্যসেনের হৃদয়দেশ শতধা বিভিন্ন করিয়া ফেলিল। মহাবীর কর্ণনন্দন সেই আঘাতেই গতসত্ত্ব ও অচেতন হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহাবল সুষেণ স্বীয় ভ্রাতা সত্যসেনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে নকুলের প্রতি অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব, পাঁচ শরে ধ্বজ ও তিন শরে সারথিরে ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীতনয় সুতসোম স্বীয় পিতা নকুলকে রথহীন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার মানসে দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল সুতসোমের রথে আরোহণপূর্ব্বক গিরিশিখরস্থ কেশরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই দুই মহারথ পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরের বধ সাধনে যত্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুষেণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিন শরে নকুলকে এবং বিংশতি শরে সুতসোমের বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে সুষেণের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সত্বরে এক সুতীক্ষ্ণাগ্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণ সমক্ষে কর্ণপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণাত্মজ সুষেণ নকুলশরে নিহত হইয়া নদীবেগভগ্ন তীরস্থ জীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ কর্ণাত্মজ সুষেণের বধ ও নকুলের বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া ভীত মনে দশ দিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সেনাপতি শল্য তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ মদ্রাধিপতি শল্যের প্রভাবে সুরক্ষিত হইয়া বারংবার সিংহনাদ ও শরাসনধ্বনি করত প্রফুল্ল মনে বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনেকে সেনাপতি শল্যকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন ও মাদ্রীকুমারদ্বয় লজ্জাশীল রাজা যুধিষ্ঠিরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বারংবার সিংহনাদ ও বাণশব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণের ভীরু জনভয়াবহ যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কপিকেতন ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়া কৌরব সৈন্যদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরাও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করত বিপক্ষ সৈন্যগণের প্রতি দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব সৈন্যগণ পাণ্ডবদিগের শরে সমাহত হইয়া বিমোহিত হইল। তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। তখন মহারথ পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বহুসংখ্য বীরগণকে নিহত করিলেন। ঐ দিকে আপনার আত্মজগণও বহুসংখ্য পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নিহন্যমান ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া বর্ষাকালীন নদীদ্বয়ের ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল।

একাদশ অধ্যায়

হে মহারাজ! এইরূপে সেই প্রাতঃকালে নানাস্ত্র সমাকীর্ণ চতুরঙ্গ বলসমাকুল যমরাজ্য বিবর্দ্ধন ভীরু জনের ভয়জনক বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন ঘোরতর সংগ্রামস্থলে উভয় পক্ষায় বীরগণ পরস্পরের বধ সাধনে সমুদ্যত হইয়া নিশিত শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও ইতস্তত ধাবমান হইল; কুঞ্জর সকল চীৎকার করিতে লাগিল এবং কোলাহলপ্রবৃত্ত পদাতি সৈন্যমধ্যে অশ্বগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় লব্ধলক্ষ্য পাণ্ডবপক্ষায় বীরগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রবল পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণের প্রভাবে সেই অসংখ্য কৌরবসেনা অনলসমাকুল কুরঙ্গীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর শল্য তাহাদিগকে পঙ্কনিমগ্ন গাভীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগের উদ্ধারার্থ উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে পাণ্ডব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণও নিশিত শরনিকরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথ শল্য বিপক্ষগণের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই শাণিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরাঙ্গনে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। বসুন্ধরা শব্দায়মান হইয়া ভূধরগণের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। দণ্ড ও শূল সমুদায়ের সহিত উল্কা সকল সূর্য্যমণ্ডল তিরোহিত করিয়া আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। অসংখ্য মৃগ, মহিষ ও পক্ষিগণ কৌরব সেনার বাম পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল এবং শুক্র, মঙ্গল ও বুধগ্রহ পাণ্ডবগণের পশ্চাৎভাগে ও অন্যান্য নরপতিগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইলেন। অস্ত্র সমুহের অগ্রভাগ হইতে দৃষ্টিপ্রতিঘাতিনী প্রভা বিনির্গত হইতে লাগিল এবং কাক ও উলূক সকল বীরগণের মস্তকে ও রথধ্বজে উপবেশন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মদ্ররাজ

শল্য সলিলবর্ষী সহস্রলোচনের ন্যায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সহস্র সহস্র সোমক ও প্রভদ্রক মদ্ররাজের শরজালে সমাহত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিল। মহাবীর শল্যের শরনিকর ভ্রমরাবলি, শলভশ্রেণী ও জলদনির্গত বজ্রের ন্যায় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি মদ্ররাজের শরাঘাতে ইতস্তত ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কালপ্রেরিত অন্তক সদৃশ মদ্ররাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরুষকার প্রকাশ করিবার মানসে মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত শরজালে শত্রুগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য সমুদায় শল্য কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া আত্মরক্ষার্থে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন মহাবীর মদ্রাধিপতি ক্ষিপ্রহস্তে শরজাল বর্ষণ করত ধর্ম্মরাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজকে পদাতি ও অশ্বসৈন্যের সহিত ধাবমান দেখিয়া মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা নিবারণ করে, তদ্রূপ নিশিত শরনিকরে তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ তাঁহার প্রতি এক আশীবিষোপম নিতান্ত ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত সায়ক ধর্ম্মরাজের দেহ ভেদ করিয়া মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহাবীর বৃকোদর সাত, সহদেব পাঁচ ও নকুল দশ শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রৌপদীতনয়গণ জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপ মদ্ররাজকে পাণ্ডবগণের শরজালে ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত উলূক, শকুনি, অশ্বত্থামা ও আপনার পুত্রগণ মদ্ররাজের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তিন শরে রোষোদ্ধত ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর শকুনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের প্রতি এবং অশ্বত্থামা নকুল ও সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাদের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে বিপক্ষগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ভীমসেনের ঋক্ষবর্ণ অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দণ্ডধারী কৃতান্তের ন্যায় গদা হস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহারাজ মদ্ররাজ সহদেবের অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন। মহাবীর সহদেবও ক্রুদ্ধ হইয়া অসি দ্বারা শল্যপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য অসম্ভ্রান্ত চিত্তে নির্ভীক ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা অম্লান মুখে দ্রৌপদীতনয়গণকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেনের রথে নূতন অশ্ব সমুদায় সংযোজিত হইয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা অবিলম্বে উহাদিগকেও নিপাতিত করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর পুনরায় হতাশ্ব হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় গদা গ্রহণ করিয়া কৃতবর্ম্মার রথ ও অশ্ব সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা সত্বরে সেই ভগ্ন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পলায়ন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর শল্যও কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় নিশিত শরনিকরে সোমক ও পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অধর দংশন করত শল্যের বিনাশ বাসনায় স্বীয় সুবিখ্যাত লৌহময় গদা সমুদ্যত করিলেন। ঐ গদা অশ্ব, গজ ও মনুষ্যগণের প্রাণ সংহারকারী, সুবর্ণপট্টে সমলঙ্কৃত, গিরিশৃঙ্গ বিদারণক্ষম, শতঘণ্টাযুক্ত, বসা, মেদ ও রুধিরে চর্চ্চিত, রিপুসৈন্যের ভয়বর্দ্ধন, স্বসৈন্যের হর্ষজনক, কামিনীর ন্যায় অগুরু ও চন্দন চর্চ্চিত এবং যমদণ্ডের ন্যায়, কালরাত্রির ন্যায়, প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায়, উগ্র ভুজঙ্গীর ন্যায়, ইন্দ্র নির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায়, যমের জিহ্বার ন্যায় নিতান্ত ভীষণ; মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ঐ গদা গ্রহণ করিয়া কৈলাশ ভবনে মহেশ্বরের সখা ক্রুদ্ধ অলকাধিপ কুবেরকে আহ্বান এবং দ্রৌপদীর প্রিয় কার্য্য

সাধনার্থ সৌগন্ধিক গ্রহণাভিলাষে গন্ধমাদনে গর্ব্বিত গুহ্যকগণকে সংহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই বিবিধ মণিরত্নখচিত ভীষণ গদা উদ্যত করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখীন হইয়া অবিলম্বে তাঁহার বেগবান্ অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। মদ্রাধিপতি তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের বিশাল বক্ষস্থলে তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত তোমর ভীমসেনের বর্ম্ম ভেদ করিয়া বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইল। মহাবীর বৃকোদর তোমরাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া অশঙ্কিত চিত্তে স্বীয় দেহ হইতে সেই তোমর উত্তোলন পূর্ব্বক শল্য-সারথির হৃদয় ভেদ করিলেন। সারথি তোমরাঘাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া রুধির বমন করত নিপতিত হইল। তখন মদ্ররাজ ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক গদা হস্তে বৃকোদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শল্য সারথির বিনাশ দর্শনে সত্বরে লৌহময় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন তাঁহারে প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায়, পাশধারী কৃতান্তের ন্যায়, সশৃঙ্গ কৈলাশ পর্ব্বতের ন্যায়, বজ্রপাণি বাসবের ন্যায়, শূলহস্ত মহাদেবের ন্যায় এবং বনমধ্যস্থিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শল্যকে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া স্বীয় ভীষণ গদা সমুদ্যত করত মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে বীর জনের হর্ষবর্দ্ধন অসংখ্য শঙ্খনিস্বন, তূর্য্যধ্বনি ও সিংহনাদ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় যোধগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই বীরদ্বয়ের বিক্রম দর্শন করত তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মহাবীর মদ্রাধিপতি শল্য ও যদুনন্দন বলরাম ভিন্ন আর কেহই বৃকোদরের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহেন। আর মহাবীর বৃকোদর ব্যতীতও অন্য কোন যোদ্ধাই মদ্রাধিপতির গদাবেগ নিবারণ করিতে পারেন না।

হে মহারাজ! অনন্তর সেই বীরদ্বয় গদাপাণি হইয়া বৃষভদ্বয়ের ন্যায়

গর্জ্জন করত মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপে মণ্ডলাকার গতি প্রদর্শন ও গদা সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্রাধিপতির অগ্নিজ্বালা সদৃশ বিচিত্র সুবর্ণপট্ট পরিবেষ্টিত গদা দর্শনে সকলেরই মনে ভয় সঞ্চার হইল। মহাবীর ভীমসেনের গদাও জলদবিরাজিত চপলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মদ্ররাজ ভীমসেনের গদার উপরে গদাঘাত করিলে ভীমের গদা হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইল। ভীমের গদাঘাতেও শল্যের গদা হইতে অঙ্গারবৃষ্টি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন কুঞ্জরদ্বয় যেমন দন্তে দন্তে ও বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গে শৃঙ্গে যুদ্ধ করে, তদ্রূপ সেই মহাবীরদ্বয় ভীষণ গদাদ্বয় দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করত ক্ষণকাল মধ্যে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর শল্য ভীমসেনের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে গদা প্রহার করিলে বৃকোদর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। মদ্রাধিপতিও ভীমসেনের গদা প্রহারে বারংবার নিপীড়িত হইয়াও গজনির্ভিন্ন মহাগিরির ন্যায় কিছুমাত্র ক্লেশানুভব করিলেন না। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে বজ্রনিস্বনের ন্যায় অতি ভীষণ গদানিপাতশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবল পরাক্রান্ত অমানুষকর্ম্মা বীরদ্বয় ক্ষণকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় গদা উদ্যত করত মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে পরস্পরের বধ সাধনার্থ অষ্টপদমাত্র অগ্রসর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করত স্ব স্ব শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভূমিকম্পকালে অচলদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তদ্রূপ সেই ঘোরতর গদা দ্বারা পরস্পরকে আঘাত আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর গদা প্রহারে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া এক কালে ইন্দ্রধ্বজ দ্বয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য মদ্রাধিপতিরে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন মত্তের ন্যায় নিমিষ মধ্যে পুনরায় উত্থিত হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মদ্রাধিপতিরে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিবিধ শস্ত্র উদ্যত ও নানা প্রকার বাদ্য

বাদিত করিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ ভুজদণ্ড ও অস্ত্র শস্ত্র সমুচ্ছ্রিত করিয়া তুমুল কোলাহল সহকারে পাণ্ডবর্গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবেরাও বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রাস দ্বারা চেকিতানের হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চেকিতান দুর্য্যোধন নিক্ষিপ্ত প্রাসের আঘাতে একান্ত তাড়িত ও রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথমধ্যে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ চেকিতানকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব সমক্ষে কৌরব সৈন্যগণমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দন শকুনি, ইঁহারা মদ্ররাজ শল্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন ভুজবীর্য্য সম্পন্ন দ্রোণনিহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিন সহস্র রথী রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে অশ্বত্থামারে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিজয় লাভাভিলাষে প্রাণপণে ধনঞ্জয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই রূপে উভয় পক্ষে পরস্পর বধাভিলাষী বীরগণের প্রীতিবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় বায়ুসহযোগে ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া সমরাঙ্গন সমাচ্ছাদিত করিল। তৎকালে আমরা বীরগণের নাম শ্রবণ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, যোদ্ধারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ধূলিজাল রুধির প্রবাহে প্রশমিত হওয়াতে দিঙ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইল।

এইরূপে সেই ভীরু জনভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে উভয় পক্ষের কোন বীরই সমরপরাঙ্মুখ হইলেন না। তাঁহারা স্ব স্ব প্রভুর ঋণ পরিশোধ, জয় লাভ ও স্বর্গলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথগণ স্পর্দ্ধা সহকারে বিবিধ শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে উভয় পক্ষীয় বলমধ্যেই বিনাশ কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর ও ছেদন কর, কেবল এই সকল বাক্য শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

ঐ সময় মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় তাঁহারে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজ শল্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার মর্ম্মস্থলে চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাযশস্বী মদ্রাধিপতি যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় ক্রোধভরে তাঁহার উপর কঙ্ক-পত্র ভূষিত অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য সমক্ষে পুনরায় তাঁহার বক্ষস্থলে এক আনতপর্ব্ব শর প্রহার করিলেন। মহাযশস্বী ধর্ম্মরাজ শল্যের শরাঘাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে কঙ্কপত্র ভূষিত শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিরে নয় এবং চক্ররক্ষক চন্দ্রসেনকে সপ্ততি ও দ্রুমসেনকে চতুঃ-ষষ্টি শরে বিনাশ করিলেন। এইরূপে চক্ররক্ষকদ্বয় নিহত হইলে মদ্রাধিপতি শল্য ক্রোধভরে চেদিদেশীয় পঞ্চবিংশতি বীরকে বিনাশপূর্ব্বক সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি, ভীমসেনকে সাত এবং যমজ নকুল ও সহদেবকে একশত শরে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর যুধিষ্ঠির আশীবিষ সদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক ভল্লে মদ্রাধিপতির গিরিশৃঙ্গ সদৃশ ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মদ্রাধিপতি শল্য ধ্বজযষ্টি নিপতিত ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে বারিধারাবর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রাধিপতির জলদজাল সদৃশ শরজালে ধর্ম্মরাজের বক্ষস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরিশেষে মহাবীর শল্য একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে এককালে যুধিষ্ঠিরের দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধর্ম্মরাজ শল্যনির্মুক্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পুরন্দর বিদলিত জম্ভাসুরের ন্যায় হতপরাক্রম হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের শরজালে নিপীড়িত হইলে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব শল্যকে রথ সমুদায়ে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ একাকী অসংখ্য মহারথের শরনিকরে নিপীড়িত হইলে চতুর্দ্দিকে মহান্ সাধুবাদ সমু-ত্থিত হইল। সিদ্ধগণ আনন্দিত হইলেন ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া বিস্ময়-

সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন মহাবল পরাক্রান্ত শল্যকে প্রথমত এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপীড়িত করিলেন। সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে মুক্ত করিবার অভিলাষে, শল্যকে সাত বাণে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। নকুল মদ্ররাজকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং সহদেব তাঁহারে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিলেন।

সমরনিপুণ মহাবীর মদ্ররাজ এইরূপে সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া ভারসহ ভীষণ শরাসন আকর্ষণ করত পঞ্চবিংশতি শরে সাত্যকিরে, ত্রিসপ্ততি শরে ভীমসেনকে ও সাত বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা ধনুর্দ্ধর সহদেবের সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব সত্বরে অন্য শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া মহাতেজা মদ্ররাজের উপর প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় পাঁচ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক আনতপর্ব্ব এক বাণে তাঁহার সারথিরে ও তিন বাণে পুনরায় তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন সপ্ততি, সাত্যকি নয় ও ধর্ম্মরাজ ষষ্টি শরে শল্যের শরীর ভেদ করিলেন।

এইরূপে মহাবীর মদ্ররাজ সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া গৈরিক ধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোণিতধারা ক্ষরণ করিতে লাগিলেন এবং পাঁচ পাঁচ বাণে সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর মহারথ শল্য অন্য এক ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মরাজের জ্যাসংযুক্ত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে শল্যকে অশ্ব, সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরের শরজালে সমাকীর্ণ হইয়া অবিলম্বে সুশাণিত দশ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি একান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক মদ্রাধিপতিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর শল্য ক্ষুরপ্র দ্বারা সত্বরে সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ভীমসেন প্রমুখ বীরগণকে তিন তিন বাণে নিপীড়িত করিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড ভীষণ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর

ভীমসেন এক প্রজ্বলিত পন্নগ সদৃশ নারাচ, নকুল ভীষণ শক্তি, সহদেব গদা ও ধর্ম্মরাজ শতঘ্নী প্রয়োগ করিয়া মদ্ররাজকে সংহার করিতে সচেষ্ট হইলেন। মহাবীর মদ্ররাজ তদ্দর্শনে অবিলম্বে ভল্ল সমুদায় দ্বারা সাত্যকির তোমর ও ভীমনিক্ষিপ্ত কনকভূষণ নারাচ ছেদন এবং শরনিকরে নকুল পরিত্যক্ত হেমদণ্ড ভূষিত ভীষণ শক্তি ও সহদেব প্রেরিত গদা নিবারণ পূর্ব্বক দুই বাণে যুধিষ্ঠিরের শতঘ্নী ছেদন করিয়া পাণ্ডবগণের সমক্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শত্রুনিসূদন সাত্যকি অরাতির জয়লাভ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দুই বাণে শল্যকে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মদ্ররাজও অঙ্কুশতাড়িত মহা-গজের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশ বাণে সেই সাত্যকি প্রমুখ পাঁচ মহা-বীরকে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুসূদন মহারথগণ শল্যশরে নিবারিত হইয়া কোন ক্রমেই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন শল্যের পরাক্রম অবলোকন করিয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিহত বোধ করিলেন।

অনন্তর মহা প্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন প্রাণপণে পুনরায় শল্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব ও সাত্যকি ইঁহারাও মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রতাপা-ন্বিত শল্য এইরূপে সেই চারি মহারথ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্য মনে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার চক্ররক্ষকের প্রাণসংহার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য স্বীয় চক্ররক্ষককে নিহত দেখিয়া ক্রোধভরে শরনিকরে যুধিষ্ঠিরের সৈন্য-গণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈনিকদিগকে শল্যশরে পরিবৃত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি রূপে বাসু-দেবের সেই মহাবাক্য সত্য হইবে, কি রূপে ক্রুদ্ধ মদ্ররাজের হস্ত হইতে আমার সৈন্যগণ পরিত্রাণ পাইবে।

হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অশ্ব, রথ ও নাগ সমূহে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে নিপীড়িত করত তাঁহার সম্মুখীন হই-লেন। তখন মহাবীর মদ্ররাজ পবন যেমন মহামেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ

তাহাদের শস্ত্রজাল নিরাকৃত করিলেন। ঐ সময় আমরা আকাশপথে শলভ-শ্রেণীর ন্যায়, বিহগাবলির ন্যায়, শল্যনিক্ষিপ্ত শরজাল অবলোকন করিতে লাগিলাম। শল্যচাপমুক্ত সুবর্ণভূষণ শরনিকরে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত ও সমরভূমি তিমিরাবৃত হইলে কি পাণ্ডবপক্ষীয়, কি কৌরবপক্ষীয় কোন ব্যক্তিই আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ মদ্র-রাজের শরজালে পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিলোড়িত দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপে মহাবীর শল্য শরনিকরে পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়া ধর্ম্মরাজকে সায়ক সমাচ্ছন্ন করত বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগি-লেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ শল্যের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার অভি-মুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু ধর্ম্মরাজের অগ্রবর্ত্তী ভীমসেনপ্রমুখ মহাবীরগণ সমরনিপুণ মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানা-ন্তরে গমন করিলেন না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামা ও তাঁহার অনুচর ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণ কর্ত্তৃক শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া তিন বাণে দ্রোণপুত্রকে ও দুই দুই শরে অন্যান্য বীরগণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অবিরত নিক্ষিপ্ত শরজালে কণ্টকিত কলেবর হইয়াও ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহারে রথ সমূহে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ সেই বীরগণের সুবর্ণজালজড়িত শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উল্কাপাত পরিশোভিত ভূতলস্থিত বিমা-নের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহারথগণ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ও বাসু-দেবকে শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর দেখিয়া একান্ত হৃষ্ট হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুনের রথকূবর, রথচক্র, ঈষা, যোক্ত্র, যুগ ও অনুকর্ষ সমুদায়ই শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে আপনার পক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাদৃশ সংগ্রাম আমরা আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় জলধর যেমন মহীধরের উপর জলধারা বর্ষণ

করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেনাগণ পার্থনামাঙ্কিত শর সমূহে সমাহত হইয়া সমস্তই অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর পার্থ হুতাশনের ন্যায় শরজালে আপনার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধনঞ্জয়ের রথমার্গে রাশি রাশি রথচক্র, যুগ, তূণীর পতাকা, ধ্বজ, ঈষা, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, প্রতোদ এবং কুণ্ডল সমলঙ্কৃত উষ্ণীষধারী ছিন্ন মস্তক, হস্ত, স্কন্ধ, ছত্র, চামর ও মুকুট নিপতিত হইতে লাগিল। মাংসশোণিতজনিত কর্দ্দমে পার্থের গমনপথ নিতান্ত দুর্গম হইয়া রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমির ন্যায় অতি ভীষণ বেশ ধারণ করিল। এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক দুই সহস্র রথী সংহার করিয়া ক্রোধে চরাচর বিশ্বদহন ধূমশূন্য দহনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা রণস্থলে অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া বিচিত্র পতাকা পরিশোভিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় পরস্পরের সংহারে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া পরস্পরের প্রতি গমন করিলেন। তাঁহাদের শরাসন হইতে বর্ষাকালীন মেঘনির্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম বহুক্ষণ সমভাবে হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ দ্বাদশ শরে অর্জ্জুনকে ও দশ শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্যমুখে গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রথমত গুরুপুত্রের উপর শর নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিরে বিনষ্ট করিলেন এবং তৎপরে মৃদু ভাবে তাঁহারে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থান করিয়াই হাস্যমুখে অর্জ্জুনের প্রতি এক পরিঘাকার মুষল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর পার্থ সেই হেমপট্ট সমলঙ্কৃত মুষল তাঁহার প্রতি আগমন করিতেছে দেখিয়া অবিলম্বে উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরবিশারদ দ্রোণতনয় তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি এক গিরিশিখর সদৃশ

ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই ক্রোধপরতন্ত্র অন্তক সদৃশ পরিঘ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সত্বরে উহা পাঁচ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণপুত্রনিক্ষিপ্ত পরিঘ অর্জ্জুনের শরে ছিন্ন হইয়া মহীপালগণের হৃদয় বিলোড়িত করিয়াই যেন ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় তিন ভল্লে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাত্মজ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করত অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্ষত্রিয়গণ সমক্ষে পাঞ্চাল দেশীয় সুরথের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ সুরথ মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ রথে অবস্থান পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সুদৃঢ় ভারসহ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর আশীবিষ সদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সুরথকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া দণ্ডঘট্টিত উরগের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং ললাটে ত্রিশিখা ভ্রূকুটি বিস্তার পূর্ব্বক সৃক্কণী লেহন করত তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ডোপম সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাত্মজনিক্ষিপ্ত নারাচ সুরথের হৃদয় ভেদ করিয়া বজ্রের ন্যায় মহাবেগে ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহারথ সুরথও সেই নারাচে সমাহত হইয়া কুলিশবিদলিত অচলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সত্বরে সুরথের রথে আরোহণ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।। ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন; তৎকালে আমরা মহাবীর অর্জ্জুনকে বহুসংখ্য বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত হইলাম। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত দৈত্য সৈন্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই একমাত্র অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের তদ্রূপ যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন অতি ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য শর ও শক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালীন জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে

লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপীড়িত করিলেন। দৃঢ়বিক্রম ধৃষ্টদ্যুম্নও দুর্য্যোধনের উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহারে নিতান্ত ব্যথিত করিলেন। কুরুরাজের সহোদরগণ তাঁহারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে নিপীড়িত দেখিয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্রুপদপুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অনায়াসে সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণ পরিবৃত মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ তিন মহাবীরের যুদ্ধ অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তাঁহারা তিন জনেই জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ চারিদিকে শর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিয়া বীর্য্য ও অস্ত্র বলে কৃতান্তের ন্যায় পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন বীরই সেই শল্যশরবিদ্ধ পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণের পরিত্রাণে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাত্মা ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মাদ্রীনন্দন মহাবীর নকুল বেগে ধাবমান হইয়া মাতুল মদ্ররাজকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত সুবর্ণপুঙ্খ দশ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য নকুলের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে নতপর্ব্ব শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি ও সহদেব মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। আগমন সময়ে তাঁহাদিগের রথনির্ঘোষে সমুদায় দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত ও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন অরাতিনিপাতন সেনাপতি শল্য অনায়াসে সেই বীরগণের অভিমুখীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তিন, ভীমসেনকে পাঁচ, সাত্যকিরে শত ও সহদেবকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা নকুলের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ মাদ্রীতনয় সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে শল্যের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির দশ, ভীমসেন ষষ্টি ও সাত্যকি

নয় বাণে মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিলেন। মদ্ররাজ অরাতিগণের শরাঘাতে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমত নয় ও পশ্চাৎ সপ্ততি শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার চারি অশ্বের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তাঁহারে শত বাণে বিদ্ধ করিয়া নকুল, সহদেব এবং ভীমসেন ও যুধিষ্ঠিরকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে আমরা সংগ্রামস্থলে মদ্ররাজের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়াও তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

অনন্তর সত্যবিক্রম সাত্যকি পাণ্ডবগণকে শল্যের বশবর্ত্তী ও নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ শল্যও সাত্যকিরে আগমন করিতে দেখিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। পূর্ব্বকালে শম্বরাসুর ও অমররাজের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর শল্য ও সাত্যকির তদ্রূপ ঘোরদর্শন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি মদ্ররাজকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য মহাত্মা যুযুধানের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে বিচিত্রপুঙ্খ নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ মদ্ররাজকে সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া মাতুলের নিধন বাসনায় সত্বরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আমিষলোলুপ সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করত মহাবেগে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শরজালে ধরণীতল সমাচ্ছন্ন ও দিঙ্মণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইল। আকাশমণ্ডল সেই নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ শরজালে নিরন্তর সমাবৃত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ সময় শত্রুসূদন মহাবীর শল্য একাকী সেই অসংখ্য বীরের সহিত সংগ্রাম করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন। তাঁহার ভুজনির্ম্মুক্ত ভীষণ শরজালে মেদিনী সমাকীর্ণ হইল এবং রথ অসুরঘাতন দেবরাজের রথের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় যুদ্ধদুর্ম্মদ অসংখ্য কৌরব সৈন্য মদ্ররাজকে

অগ্রসর করিয়া মহাবেগে পাণ্ডব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে একবারে তাহাদিগকে আলোড়িত ও বিদ্রাবিত করিল। মহাবীর বৃকোদর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা কৌরবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কোন ক্রমেই সমরস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও তাঁহাদের অনুগামীদিগের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সহদেব সৈন্যপরিবৃত শকুনির প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুল তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বহুসংখ্যক ভূপতির, পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী অশ্বত্থামার, গদাপাণি ভীমসেন দুর্য্যোধনের ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সৈন্য সমবেত মদ্ররাজের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মদ্ররাজের অসাধারণ কার্য্য দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তিনি একাকীই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির সমীপে শল্যকে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন শশধর সমীপে শনিগ্রহ বিরাজিত হইতেছে। তখন মহাবীর শল্য আশীবিষ সদৃশ শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় শর বর্ষণ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই মদ্ররাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যেরা শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির রোষভরে হয় জয় লাভ করিব, না হয় বিনষ্ট হইব, এই স্থির করিয়া পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যে সকল বীরগণ কৌরবদিগের নিমিত্ত সমরস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন। তোমরাও উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব অংশানুসারে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে আমার অংশে একমাত্র মহারথ মদ্রাধিপতি অবশিষ্ট আছেন। আজি আমি উঁহারে পরাজিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে আমার যাহা অভিপ্রায়,

তাহা তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর মাদ্রী-তনয়দ্বয় আমার চক্র রক্ষা করিতেছে। সুররাজ পুরন্দরও এই সত্যপ্রতিজ্ঞ বীরদ্বয়কে সমরে পরাভূত করিতে সমর্থ নহেন। অতএব ইহারা আমার হিতার্থে ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক। হে বীরগণ! আমি সত্য বলিতেছি, আজি জয় হউক, আর পরাজয়ই হউক, আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। তাঁহার ও আমার অস্ত্র শস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ সকল সমানই আছে। এক্ষণে রথ-যোজকগণ শাস্ত্রানুসারে আমার রথে সমুদায় উপকরণ সংস্থাপিত করুক। সাত্যকি দক্ষিণ চক্র এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বাম চক্র রক্ষা করুন। ধনঞ্জয় আমার পৃষ্ঠ রক্ষায় নিযুক্ত হউক। আর মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন আমার অগ্রে অবস্থান করুক। তাহা হইলেই আমি মদ্ররাজ অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইব। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে তাঁহার হিতৈষী বীরগণ তাঁহার বাক্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্য সৈন্যগণ সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইল।

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ শঙ্খ নিস্বন, ভেরী নিনাদ ও সিংহনাদ করত ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইল। এ দিকে কৌরবগণ গজঘণ্টাশব্দ, তূর্য্যধ্বনি, শঙ্খনাদ ও হর্ষজনিত কোলাহলে রণস্থল অনুনাদিত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন ও মদ্ররাজ শল্য উদয় ও অস্তাচল যেমন মহামেঘ সমূহকে প্রতিগ্রহ করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডবগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজ যুধি-ষ্ঠিরের প্রতি ইন্দ্রনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধনও রুচির শরাসন গ্রহণ ও বিবিধ অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে নিরন্তর শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করি-লেন। তৎকালে কেহই তাঁহার কোন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল না। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠির ও মদ্ররাজ বিবিধ শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক আমিষলোলুপ শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর সমরদক্ষ দুর্য্যোধনের সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি,

নকুল ও সহদেব ইঁহারা শকুনি প্রভৃতি বীরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন আনতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন। ভীমসেনের সেই কিঙ্কিণীজাল সমলঙ্কৃত রুচিরদর্শন ধ্বজ দুর্য্যোধনের শরে ছিন্ন হইয়া তাঁহার সমক্ষেই ভূতলে নিপতিত হইল। তৎপরে কুরুরাজ পুনরায় খরধার ক্ষুর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বৃকোদরের করিশুণ্ডোপম কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন শরাসন বিহীন হইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষস্থল ভেদ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমের সেই রথশক্তির আঘাতে তৎক্ষণাৎ বিমোহিত হইয়া রথোপরি নিষণ্ণ হইলেন। মহাবীর বৃকোদর কুরুরাজকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া সত্বরে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দুর্য্যোধনের অশ্বগণ সারথিহীন হইয়া রথ লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্তত ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রাজারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধনের অনুচরগণ সৈন্যগণকে নিতান্ত বিশৃঙ্খল দেখিয়া যাহার পর নাই ভীত হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই অবসরে গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মনোবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি মৃদুভাবাপন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও যে তৎকালে অতিশয় দারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম। তিনি রোষভরে বিস্ফারিতলোচন ও কম্পিত কলেবর হইয়া সুনিশিত ভল্ল দ্বারা অসংখ্য যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ফলত তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন, তাহারা সকলেই তাঁহার শরনিকরে বিদীর্ণ হইয়া কুলিশবিদলিত অচলের ন্যায় নিপতিত হইল। তিনি একাকী হইয়াও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ অশ্ব, সারথি ও ধ্বজসম্পন্ন রথ ও রথীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং রুদ্রদেব যেমন পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক রণস্থল শূন্যপ্রায়

করিয়া মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহারে লক্ষ্য করত বারংবার থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছিলেন।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য দ্রুতবেগে ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমন করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় ক্রোধভরে শঙ্খধ্বনি করিয়া পরস্পরকে আহ্বান ও ভর্ৎসনা করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর শল্য শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও মদ্ররাজের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিলে তাঁহাদিগের উভয়েরই কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহারা বসন্তকালে কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তৎকালে আজি ধর্ম্মরাজ শল্যকে সংহার করিয়া বসুন্ধরা উপভোগ করিবেন, কি মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে পৃথিবী প্রদান করিবেন, যোদ্ধারা ইহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজের প্রতি এক শর নিক্ষেপ করিয়া খরধার ক্ষুর দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজও সত্বরে অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও তিন শত শরে শল্যকে নিপীড়ন পূর্ব্বক ক্ষুর দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নতপর্ব্ব শরনিকরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া দুই শরে পার্ষ্ণি ও সারথির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক এক সুনিশিত সমুজ্জ্বল ভল্লে মদ্ররাজের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

ঐ সময় মহারথ অশ্বত্থামা মদ্ররাজকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং সত্বরে তাঁহারে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ দ্রোণপুত্রের রথারোহণে কিয়দ্দুর গমন করিয়া ধর্ম্মরাজকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া রথবেগ নিবারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে মেঘগম্ভীরনিস্বন যন্ত্রোপকরণ সম্পন্ন সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর মহারথ শল্য অতি সুদৃঢ় বেগবান্ অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সাত্যকিরে দশ, ভীমসেনকে তিন ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধরগণ হস্তিযুথ যেমন উল্কা দ্বারা আহত হয়, তদ্রূপ মদ্রাজের শরনিকরে সমাহত হইতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী ও হস্ত্যারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথী তাঁহার শরে নিতান্ত নিপাড়িত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শল্য অনেকের আয়ুধযুক্ত বাহু এবং অনেকের রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরভূমি নিপতিত যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ ! ঐ সময় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ সেই অরাতি সৈন্য নিপাতন কৃতান্ততুল্য মদ্ররাজের পরাক্রম দেখিয়া রোষভরে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অসাধারণ বলসম্পন্ন মদ্রাধিপতিরে যুধিষ্ঠিরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহারে আহ্বান ও পরিবেস্টন পূর্ব্বক মহাবেগ সম্পন্ন শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া মদ্রাধিপতির বক্ষস্থলে অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় মহারথগণ শল্যকে শরনিপাড়িত নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য অতি সত্বরে সাত বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলে তিনিও তাঁহারে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে আকর্ণাকৃষ্ট তৈলধৌত শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছাদিত করিয়া পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ধনুষ্টঙ্কার ও তলনিনাদ অশনিনির্ঘোষের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল। তাঁহারা নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত আমিষগৃধ্নু ব্যাঘ্র শাবকদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করত বিষাণযুক্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা মদ্রাধিপতি সহসা মহাবল পরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের

বক্ষস্থলে এক সূর্য্য ও অনল সদৃশ প্রভাসম্পন্ন শর নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার উপর শরাঘাত করত তাঁহারে মূর্চ্ছিত করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। দেবরাজপ্রতিম মহাত্মা মদ্ররাজও মুহূর্ত্ত কালমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া রোষারুণ নেত্রে অতি সত্বরে এক শত শরে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে নয় বাণে মদ্ররাজের সুবর্ণময় কবচ ছেঁদন ও বক্ষস্থল ভেদ করিয়া ছয় শরে তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শল্য যুধিষ্ঠিরের শরে সমাহত হইয়া হৃষ্টমনে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করত দুই ক্ষুরাস্ত্রে যুধিষ্ঠিরের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মতনয় অন্য এক নূতন শরাসন গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচিরে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর শল্য নয় শরে ভীম ও রাজা যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণময় বর্ম্ম ছেদন করিয়া তাঁহাদিগের ভুজযুগল বিদ্ধ করিলেন। হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় তেজসম্পন্ন ক্ষুরদ্বারা পুনরায় ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। ঐ সময় মহাবীর কৃপ ছয় শরে যুধিষ্ঠিরের সারথির শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন মদ্ররাজ চারি শরে ধর্ম্মরাজের চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া তাঁহার সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক শরে মদ্ররাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া দুই শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে অন্য এক শরে তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন করিয়া সত্বরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মদ্ররাজ অশ্ব সারথি বিহীন হইলে ভীমসেন ও মাদ্রীতনয় সহদেব উভয়ে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমরচারী একমাত্র বীরকে শাণিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বৃকোদর মদ্ররাজকে শরজালে বিমোহিত দেখিয়া পুনরায় শর প্রয়োগ পূর্ব্বক মদ্ররাজের বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মদ্ররাজ সহস্র তারকা সম্পন্ন চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে নকুলের রথেষা ছেদন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে যুধিষ্ঠিরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র মদ্ররাজকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। তখন মহাত্মা বৃকোদর নয় শরে মদ্ররাজের সেই অপ্রতিম চর্ম্ম ও সুনিশিত ভল্লে তাঁহার খড়্গের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া সৈন্য-গণ মধ্যে প্রফুল্ল মনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ মহাবীর ভীমের সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে হাস্যবদনে সিংহনাদ পরিত্যাগ ও শশাঙ্কধবল শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সুরক্ষিত কৌরব সৈন্যগণ সেই ভীষণ শব্দে একান্ত ভীত ও বিসংজ্ঞপ্রায় হইয়া শোণিতসিক্ত কলেবরে ইতস্তত ধাবমান হইল।

ইত্যবসরে মদ্রাধিপতি শল্য ভীমপ্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ কর্ত্তৃক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও মৃগ বিনাশার্থী সিংহের ন্যায় মহাবেগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির মদ্র-রাজকে আগমন করিতে দেখিয়া রোষপ্রভাবে হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং বাসুদেবের বাক্য স্মরণ করিয়া তৎকালে তাঁহারে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন তিনি শল্যের অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করত সেই অশ্ব সারথিশূন্য রথে অবস্থান করিয়াই এক কনকসঙ্কাশ মণিখচিত সুবর্ণদণ্ড সম্পন্ন শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মদ্ররাজ সেই পবিত্রস্বভাব পাপহীন ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া যে ভস্মসাৎ হইলেন না, ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত যে যমদণ্ডপ্রতিম শক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা পাশহস্তা কালরাত্রির ন্যায়, যমরাজের উগ্ররূপা ধাত্রীর ন্যায় নিতান্ত ভীষণ; পাণ্ডবগণ গন্ধ, মাল্য, পান ও ভোজন দ্বারা প্রযত্ন সহকারে নিরন্তর ঐ শক্তির অর্চ্চনা করিতেন; উহা সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত ও অথর্ব্ববেদপ্রোক্ত কার্য্যের ন্যায় নিতান্ত উগ্র। পূর্ব্বে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ শঙ্করের নিমিত্ত ঐ শক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ভূচর, খেচর ও জলচর প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর বিনাশে সমর্থ। উহার দণ্ড, ঘণ্টা, পতাকা, মণি ও হীরক সমলঙ্কৃত এবং সুবর্ণ ও

বৈদুর্য্য খচিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজের বিনাশ সাধনার্থ সেই অসুর-বিনাশক, অব্যর্থ, ব্রহ্মদণ্ড সন্নিভ শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া প্রযত্ন সহকারে মহা-বেগে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বে রুদ্রদেব যেমন অন্ধকাসুরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ এক্ষণে মদ্ররাজের প্রতি সেই প্রাণান্তকর শক্তি প্রয়োগ করিয়া রে পাপ ! তুই নিহত হইলি, এই বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত সুদৃঢ় ভুজদণ্ড প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ হুতাশন যেমন বিধিপূর্ব্বক হুত ঘৃত-ধারা গ্রহণ করিতে উৎসুক হন, তদ্রূপ সেই যুধিষ্ঠিরপ্রেরিত দুর্নিবার শক্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমুত্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই শক্তি মদ্ররাজের অতি বিশাল শুভ্র বক্ষস্থল ও সমুদায় মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যশ বিস্তার করিয়া সলিলের ন্যায় অপ্রতিহতবেগে ভূমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মদ্ররাজ নাসা, চক্ষু, কর্ণ ও আস্যদেশ হইতে বিনিঃসৃত রুধিরধারায় সংসিক্ত কলেবর হইয়া কার্ত্তিকেয়নিহত ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক কুলিশদলিত অচলশিখরের ন্যায়, সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন বসুন্ধরা প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় প্রণয় পূর্ব্বক তাঁহারে প্রত্যুদ্গমন ও আলিঙ্গন করিতেছে। তিনি যেন বসুন্ধরারে প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় বহুকাল উপভোগ করিয়া তাহারে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুষুপ্তি লাভ করিলেন।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর শল্য ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মনন্দনের হস্তে নিহত হইয়া হোমাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শক্তি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ, আয়ুধ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও তিনি কিছুমাত্র শোভাবিহীন হন নাই। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনুপ্রতিম শরাসন গ্রহণ করিয়া খগরাজ যেমন পন্নগগণকে বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্য-গণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুনিশিত ভল্লে ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য কৌরব সেনা বিনষ্ট হইল। অনেকে তাঁহার শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিমীলিত লোচনে পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়ন পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে অস্ত্র শস্ত্র বিহীন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর মদ্ররাজের অনুজ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের নিধনে ক্রোধান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাধমান হইলেন। ঐ মহাবীর মদ্ররাজের ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। তিনি ভ্রাতৃঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অসংখ্য নারাচ দ্বারা ধর্ম্মনন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অতি সত্বরে ছয় শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুরাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ও রথধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক এক দেদীপ্যমান সুদৃঢ় ভল্লে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক রথ হইতে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন কোন স্বর্গবাসী পুণ্যাবসানে স্বর্গ হইতে নিপতিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার সেই মস্তকশূন্য রুধিরাক্ত কলেবর ভূমিসাৎ হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে বিচিত্র কবচমণ্ডিত মহারথ শল্যানুজ নিহত হইলে কৌরবগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধূলিধূসরিত কলেবরে হাহাকার করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই ভয়পলায়িত কৌরবগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভীকচিত্তে সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাধনুর্দ্ধর যুযুধানকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সেই মার্ত্তণ্ড সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর সিংহবিক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া নির্ম্মলপ্রভ শরনিকরে পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরাসনচ্যুত শরনিকর নভোমণ্ডলস্থিত পক্ষিগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর মহাবীর কৃতবর্ম্মা দশ বাণে সাত্যকিরে এবং তিন শরে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক নতপর্ব্ব শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ ও অবিলম্বে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দশ বাণে কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার রথ, যুগ ও ঈষা ছেদন এবং অশ্বগণ ও পার্ষ্ণি সারথিদ্বয়কে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মারে রথবিহীন দেখিয়া সত্বরে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মদ্ররাজের নিধনে পূর্ব্বেই নিতান্ত ভীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা কৃতবর্ম্মারে রথবিহীন দেখিয়া অধিকতর শঙ্কিত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাঙ্গন রজোরাশিতে সমা-

চ্ছন্ন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আপনার সৈন্যগণের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সমুত্থিত রজোরাশি শোণিত-নিস্রবে সিক্ত ও প্রশমিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ এবং পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথারোহণে বেগে সমাগত সন্দর্শন করিয়া একাকীই নিশিত শরনিকরে অরাতিগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মর্ত্তেরা যেমন আসন্ন মৃত্যুরে নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ অরাতিগণ কোন ক্রমেই দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মাও অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহারথ রাজা যুধিষ্ঠির চারি বাণে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া ছয় ভল্লে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মারে যুধিষ্ঠিরের শরে অশ্ব ও রথবিহীন দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করত যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অপসৃত হইলেন। তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে ছয় ও তাঁহার অশ্বগণকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রনায় অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইল। কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শল্যকে নিহত করাতে পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে একত্র সমবেত হইয়া বৃত্রাসুর নিধনান্তে দেবগণ যেমন ইন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খ ও বিবিধ বাদিত্র বাদন পূর্ব্বক বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর মদ্ররাজ নিহত হইলে তাঁহার অনুচর সপ্তশত রথী সংগ্রামার্থে ধাবমান হইল। ছত্র ও চামর পরিশোভিত রাজা দুর্য্যোধন অচল সন্নিভ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক মদ্রকদিগকে বারংবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার মানসে পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শরাসনে টঙ্কার প্রদান করত অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় মদ্ররাজ শল্য নিহত ও যুধিষ্ঠির নিপীড়িত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া গাণ্ডীব-নিস্বন ও রথ নির্ঘোষে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত সংগ্রামে সমাগত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক মকর যেমন সাগরকে ও মহাবাত যেমন বৃক্ষ সকলকে কম্পিত করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারথ মদ্রকগণ পাণ্ডব সেনাগণকে পুনরায় আলোড়িত করিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কোথায়? এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণ সেই মদ্ররাজের অনুচরদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রদেশীয় বীরগণ কেহ কেহ ছিন্ন মহাধ্বজ ও কেহ কেহ চক্রের আঘাতে বিমথিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মদ্রকগণ পাণ্ডবগণকে অবলোকন পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সান্ত্বনা করত বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই তাঁহার শাসন রক্ষা করিল না।

অনন্তর গান্ধাররাজপুত্র শকুনি কুরুরাজকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি সংগ্রামে বর্ত্তমান থাকিতে এই মদ্রক সৈন্যগণ নিহত হইতেছে; ইহা কোন রূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। তুমি পূর্ব্বে নিয়ম করিয়াছিলে যে, সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবে, তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত অরাতিগণকে সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়াও নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মাতুল! আমি ইহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে বারংবার নিষেধ করিয়াছি; কিন্তু ইহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইহারা আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াই নিহত হইতেছে, ইহাতে আমার অপরাধ কি? তখন শকুনি কহিলেন, কুরুরাজ! বীরগণ ক্রুদ্ধ হইলে প্রভুর শাসন রক্ষা করিতে পারে না। অতএব তুমি কোপ সম্বরণ কর; এক্ষণে উপেক্ষা করিবার সময় নহে। চল, আমরা সকলেই রথ, কুঞ্জর ও অশ্বগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া পরস্পরের রক্ষায় কৃতনিশ্চয় হইয়া মদ্রকগণের পরিত্রাণার্থে গমন করি।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ অভিহিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করত গমন করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য বীরগণও মদ্রকদিগের রক্ষার্থে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরব সৈন্য-মধ্যে নিহত কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর, ছেদন কর, ইত্যাকার তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় পাণ্ডবগণ মদ্ররাজের অনুচর-গণকে দর্শন পূর্ব্বক মধ্যম ব্যূহে অবস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মদ্রকগণ মুহূর্ত্তকাল বাহুযুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরব পক্ষীয় বীরগণের সমক্ষেই মদ্রকদিগকে নিপাতিত করিয়া আনন্দিত চিত্তে কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিক্ হইতে কবন্ধ সমূহ সমুত্থিত ও সূর্য্যমণ্ডল হইতে উল্কাজাল নিপতিত হইল। ভগ্ন রথ, যুগ, অক্ষ, নিহত মহারথ ও নিপতিত অশ্বগণে পৃথিবী সমাকীর্ণ হইল। বায়ুতুল্য বেগশালী তুরঙ্গমগণ সারথি বিহীন হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে যোধগণকে ইতস্তত সমানীত করিতে লাগিল এবং কোন কোনটা ভগ্নচক্র রথ বহন ও কোন কোনটা রথার্দ্ধ লইয়া দশ দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। রথিগণ ক্ষীণপুণ্য স্বর্গচ্যুত সিদ্ধগণের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মদ্ররাজের অনুচরগণ নিহত হইলে জয়গৃধ্নু মহারথ পাণ্ডবগণ শঙ্খনিস্বন ও শরশব্দ করত মহাবেগে সমাগত কৌরব সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া চাপ নির্ঘোষ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মহাবীর মদ্ররাজের সৈন্য সমুদায়কে নিহত দেখিয়া পুন-রায় সমরে পরাঙ্মুখ ও জয়শীল পাণ্ডবগণের শরে দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারথ মদ্ররাজ নিপাতিত হওয়াতে আপনার পক্ষীয় বীরবর্গ ও আপনার পুত্রগণ প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। অগাধসাগরে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন পার লাভের প্রত্যাশা করে, তদ্রূপ তাঁহারা মদ্ররাজের নিধনানন্তর আশ্রয়লাভের অভিলাষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমরা সকলেই সেই মধ্যাহ্নকালে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত, নিতান্ত ভীত ও পরাজিত হইয়া সিংহনিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদন্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। তৎকালে কোন যোদ্ধাই সৈন্য সন্ধান ও বিক্রম প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না।

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্র নিহত হইলে যোদ্ধাদিগের যেরূপ দুঃখ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের তদ্রূপ ভয় ও শোক উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা জয় লাভে এককালে নিরাশ হইয়া ক্ষত বিক্ষত কলেবরে ভীত চিত্তে কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ গজে, কেহ কেহ রথে ও কেহ কেহ বা পাদচারে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেকে শত্রুশরে সমাহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিলেন। পর্ব্বতাকার দ্বিসহস্র মাতঙ্গ অঙ্কুশ প্রহার ও অঙ্গুষ্ঠের তাড়নে সঞ্চালিত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষের শরজালে সমাহত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরবগণকে পরাজিত, হতোৎসাহ ও ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া বিজয়াভিলাষে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ঘোরতর শরশব্দ, সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরব সৈন্যদিগকে ভয়বিহ্বল ও পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আজি সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইলেন। আজি ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন রাজশ্রী বিহীন হইল। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে নিতান্ত বিহ্বল ও বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবেন। আজি তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা এবং আপনারে মন্দবুদ্ধি বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন। আজি তাঁহারে বিদুরের বাক্য সত্য বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। আজি অবধি তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবেরা যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ দুঃখপরম্পরা অনুভব করিবেন। আজি তিনি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এবং অর্জ্জুনের অতি ভীষণ গাণ্ডীব নিস্বন, অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য সম্যক্ অবগত হইবেন। আজি কৌরবগণ দেবরাজনিহত বলাসুরের ন্যায় দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমের ভয়ঙ্কর বাহুবলের পরিচয় পাইবে। মহাবীর বৃকোদর দুঃশাসন বধকালে যেরূপ ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আর কেহই তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। আজি কৌরবগণ দেবগণেরও নিতান্ত দুঃসহ মদ্ররাজকে নিহত

শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম বিদিত হইবেন। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবল সুবলনন্দন ও অন্যান্য গান্ধারগণকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া স্থির করিবেন। দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয়, সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাঁহাদিগের যোদ্ধা, ত্রিলোকীনাথ বাসুদেব যাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয় এবং নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানই যাঁহাদিগের অভিপ্রেত, তাঁহাদিগের কি নিমিত্ত জয় লাভ হইবে না? মহাত্মা বাসুদেব যাঁহার নাথ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে আর কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মদ্ররাজ ও অন্যান্য অসংখ্য মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতিরে পরাজয় করিতে সমর্থ হন।

হে মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ আপনার যোদ্ধাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পরস্পর এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় রথসৈন্যের এবং মহারথ নকুল, সহদেব ও সাত্যকি শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমভয়ে স্বীয় সৈন্যগণকে ধাবমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সারথিরে কহিলেন, হে সূত! ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় আমারে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে সৈন্যগণের পশ্চাৎভাগে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি পশ্চাৎভাগে যুদ্ধ করিলে মহাসাগর যেমন তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় কিছুতেই আমারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। সৈন্যগণের চরণ সমুত্থিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়াছে এবং বীরগণ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন; অতএব তুমি সৈন্যগণের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত মন্দভাবে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি সমরে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমার সৈন্যগণ নিশ্চয়ই প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

কুরুরাজ সারথি তাঁহার সেই বীরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত অশ্বগণকে মন্দমন্দ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথবিহীন এক বিংশতি সহস্র পদাতি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং নানা দেশীয় অন্যান্য যোধগণ যশোলোলুপ হইয়া সংগ্রামে মনোনিবেশ করিলেন।

অনন্তর সেই হৃষ্টচিত্ত সৈন্যগণ অরাতিগণের সহিত সমবেত হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে সেই বিবিধ জনপদবাসী কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বীরলোক গমনাভিলাষী পদাতিগণও সিংহনাদ ও আস্ফোট শব্দ করিয়া পরমাহ্লাদে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। আপনার পুত্রগণ বৃকোদরকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সিংহনাদ পরি-পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সমরাঙ্গনে পদাতিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত এবং বারংবার সমাহত হইয়াও মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ রোষভরে অন্যান্য যোধগণকে প্রহার করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ক্রোধভরে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় এক সুবর্ণমণ্ডিত ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই একবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্যকে বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া তথা হইতে তিরোহিত হইলেন। পদাতিগণ নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে বায়ুবিপাটিত পুষ্পিত কর্ণিকারের ন্যায় সমরশয্যায় শয়ান রহিল।

হে মহারাজ! এইরূপে ঐ যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রধারী কুণ্ডলালঙ্কৃত নানা দেশীয় নানা জাতীয় লোক সকল নিহত হইল। ধ্বজ পতাকাসম্পন্ন পদাতি সৈন্য নিপতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণ কৌরব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া সসৈন্যে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় আমরা দুর্য্যোধনের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ একত্রে সমবেত হইয়াও সেই একমাত্র বীরকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কুরুরাজ ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া অনতিদূরপ্রস্থিত স্বীয় সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা পৃথিবী বা পর্ব্বত মধ্যে যে কোন প্রদেশে গমন কর, কোন স্থানেই পাণ্ডবদিগের হস্তে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবে না; তবে বৃথা পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি? দেখ, পাণ্ডবগণের অতি অল্পমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট আছে এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত

হইয়াছে; অতএব যদি এ সময় আমরা সকলে সমরস্থলে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয় লাভ হইবে। হে বীরগণ! তোমরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডবেরা নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমনপূর্ব্বক তোমাদিগকে সংহার করিবে; অতএব তাহা অপেক্ষা রণস্থলে মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প। হে সমাগত ক্ষত্রিয়-গণ! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বান্তকারী কৃতান্ত, বীরই হউক আর ভীরুই হউক, সকলকে বিনাশ করেন; অতএব ক্ষত্রিয়ের সমরপরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এক্ষণে ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থান করাই আমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা যাহার পর নাই সুখজনক। দেখ, মানবগণ গৃহে অবস্থান করিলেও কদাচ মৃত্যুরে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। যুদ্ধে জয় লাভ হইলে ইহলোকে সুখভোগ এবং মৃত্যু হইলে পরলোকে স্বর্গ লাভ হয়। হে কৌরবগণ! যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গ লাভের আর কোন উৎকৃষ্ট উপায় নাই। যুদ্ধে নিহত হইলে অবিলম্বেই অতি দুর্ল্লভ লোকলাভে সমর্থ হয়।

হে মহারাজ! ভূপালগণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উহার প্রশংসা করিয়া পুনরায় সেই বধোদ্যত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও ক্রোধভরে সমাগত কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরা-সনে টঙ্কার প্রদান করত সমরস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি মহাবেগে আপনার সৈন্যমধ্যে শকুনির প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে ম্লেচ্ছাধিপতি শাল্ব কোপা-বিষ্ট হইয়া এক ঐরাবত সদৃশ অরাতিমর্দ্দন পর্ব্বতাকার মহাগজে আরোহণ পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। ম্লেচ্ছরাজের সেই মাতঙ্গ সদ্বংশ-প্রসূত, গজবিজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত ও দুর্য্যোধনের সতত আদরণীয়। মহারাজ শাল্ব সেই মহাগজে সমারূঢ় হইয়া নিশাবসানে উদয়াচল-স্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ধাব-

মান হইয়া ইন্দ্রাশনি সদৃশ ভীষণ নিশিত শরনিকরে যোধগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কি আত্মপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় কেহই সেই ঐরাবতস্থিত বাসব সদৃশ বীরবরের কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সেই একমাত্র মাতঙ্গকে সহস্র সহস্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজের প্রভাবে বিদ্রাবিত ও তাহার বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভীতচিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা মহীবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। আপনার পক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডব সৈন্যগণকে পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মহারাজ শাল্বকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক শশাঙ্ক সদৃশ শ্বেতবর্ণ শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন।

তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোদিত কৌরবগণের সেই শঙ্খনিনাদ অসহ্য জ্ঞান করিয়া জম্ভাসুর যেমন ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় গজরাজ ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, তদ্রূপ অতি সত্বরে বিজয় লাভার্থ শাল্বরাজের গজের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ শাল্ব ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহসা সমাগত দেখিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় তাঁহার অভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাগজকে আগমন করিতে দেখিয়া অনল সদৃশ উগ্রবেগ তিন নারাচ দ্বারা তাহারে বিদ্ধ করিয়া তাহার কুম্ভদেশে পাঁচ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। শাল্ব-রাজের মহাগজ এইরূপে দ্রুপদপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারাজ শাল্ব অঙ্কুশ দ্বারা নাগরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পুনরায় অতি সত্বরে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে সঞ্চালন করিলেন। মহাবীর দ্রুপদ-তনয় মহাগজকে পুনর্ব্বার আগমন করিতে দেখিয়া ভীতচিত্তে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে স্বীয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। গজরাজ তৎক্ষণাৎ দ্রুপদ-তনয়ের সেই সুবর্ণভূষিত রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক চীৎ-কার করত ধরাতলে বিপোথিত করিল। তখন ভীমসেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সেই নাগবর কর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত দেখিয়া মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক শরনিকরে মাতঙ্গের বেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। গজরাজ রথিগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত বিচলিত হইল। তখন মহারাজ শাল্ব চতুর্দ্দিকে দিবাকরের করজাল সদৃশ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রথিগণ তাঁহার

শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় যোধশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ শাল্বরাজের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে হাহাকার করত মাতঙ্গের চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। তখন কৌরব সৈন্যনিসূদন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অচলশৃঙ্গ সদৃশ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া জলদ সদৃশ পর্ব্বতাকার মদস্রাবী মাতঙ্গকে সমাহত করিতে লাগিলেন। গজরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের গদাঘাতে গভীর গর্জ্জন ও রুধির বমন করিয়া ভূকম্পচালিত ভূধরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন শিনিবংসাবতংস সাত্যকি নিশিত ভল্লে শাল্বরাজের শিরশ্ছেদন করিলেন। মহাবীর শাল্বও ছিন্নমস্তক হইয়া বজ্রবিদলিত বিপুল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অচিরাৎ সেই নাগরাজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শাল্ব নিহত হইলে আপনার পক্ষীয় সৈনিকগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে বল পূর্ব্বক শত্রু সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ কৃতবর্ম্মারে সমরে সম্মুখীন দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা মহাবীর কৃতবর্ম্মার আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি একাকীই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণ হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ সেই গগনস্পর্শী সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন মহাবাহু সাত্যকি মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক নিশিত সাত বাণে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ক্ষেমকীর্ত্তিরে নিপাতিত করিলেন। মহামতি কৃতবর্ম্মা মহাবাহু যুযুধানকে সমাগত দেখিয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর সেই শরাসনধারী সাত্বতবংশাবতংশ রথিদ্বয় পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাদিগের সমর দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা বৎসদন্ত ও নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহৃষ্ট কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় নিপীড়িত করিয়া বিবিধ

মার্গে বিচরণ করত পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বারংবার সমাচ্ছন্ন হই-লেন। তাঁহাদিগের চাপবেগ সমুদ্ভূত শরজাল বেগবান্ পতঙ্গগণের ন্যায় আকাশপথে লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমরনিপুণ কৃতবর্ম্মা নিশিত চারি বাণে মহাবীর সাত্যকির চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকিও অঙ্কুশতাড়িত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আট বাণে কৃতবর্ম্মারে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা শিলানিশিত তিন বাণে যুযুধানকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবি-লম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরাসনে শর সংযোজন পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া নিশিত দশ বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন এবং অশ্ব ও সারথির প্রাণ সংহার করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা স্বীয় সুবর্ণমণ্ডিত রথ অশ্বসূত বিবর্জ্জিত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে শূল গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর সাত্যকি কৃত-বর্ম্মারে বিমোহিত করিয়াই যেন নিশিত শরনিকরে সেই শূল শতধা ছেদন পূর্ব্বক ভল্ল দ্বারা তাঁহার হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা এইরূপে শিক্ষি-তাস্ত্র যুযুধানের শরে হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে মহারাজ! সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রভাবে রথহীন হইলে কৌরব সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত ও রাজা দুর্য্যোধন যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মারে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সত্বরে সাত্য-কির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পাণ্ডব পক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষেই কৃত-বর্ম্মারে স্বীয় রথোপরি আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। ঐ সময় কৌরব সৈন্যগণ কৃতবর্ম্মারে রথহীন ও সাত্যকিরে সমরাঙ্গনে অবস্থিত দেখিয়া পুনরায় সমরপরাঙ্মুখ হইল; কিন্তু অরাতিগণ সৈন্যগণের পদাঘাত সমুত্থিত ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া উহা অবগত হইতে পারিল না।

হে মহারাজ! ঐ সময় কেবল মহারাজ দুর্য্যোধন একাকী সমরভূমি পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি আপনার সমক্ষেই সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সরোষ নয়নে আগমন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কৈকয়, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে

নিবারণ করত মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় পাবকের ন্যায় সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ সেই সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ মহাবীরের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা অন্য রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম-স্থলে সমুপস্থিত হইলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সংগ্রামে আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন রথোপরি অবস্থান পূর্ব্বক প্রবল প্রতাপান্বিত রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি-লেন। তাঁহার শরনিকরে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। জলধর যেমন ভূধরগণের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনি অরাতিগণের উপর অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে কি হস্তী, কি অশ্ব, কি রথ, কি মনুষ্য, কেহই অক্ষত রহিল না। আমরা সকলকেই কুরুরাজের শরে সমাচিত দেখিলাম। সমুত্থিত রজোরাশি দ্বারা সৈন্য সকল যেমন সমা-চ্ছন্ন হইয়াছিল, দুর্য্যোধনের শরনিকরে তদ্রূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন সমস্ত পৃথিবী শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে আমরা কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র সহস্র যোদ্ধার মধ্যে দুর্য্যোধনকেই অদ্বিতীয় বলিয়া বোধ করিলাম। ঐ সময় পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও তাঁহারে অতিক্রম করিতে পারিলেন না, ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

অনন্তর কুরুরাজ সেই সমরস্থলে যুধিষ্ঠিরকে এক শত, ভীমসেনকে সপ্ততি, সহদেবকে সাত, নকুলকে চতুঃষষ্টি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাত, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে সাত এবং সাত্যকিরে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে সহদেবের শরা-সন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুলও কুরুরাজকে অতি ভীষণ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সপ্ততি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, ভীমসেন অশীতি ও সাত্যকি এক শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে এইরূপে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার হস্তলাঘব ও বীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হইতে

লাগিল। পলায়মান কৌরবপক্ষীয় যোধগণ কিয়দ্দূর মাত্র গমন করিয়া পুনরায় দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে তরঙ্গমালা সঙ্কুল সমুদ্রের নিস্বনের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধরগণ অরাতিনাশন পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর দ্রোণতনয় ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের শরনিকরে সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোধগণ আর কিছুই অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অসহ্য পরাক্রমশালী মহাবীর অশ্বত্থামা ও বৃকোদর পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ হইয়া দশ দিক্ বিত্রাসিত করত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এ দিকে মহাবীর শকুনি যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত, তাঁহার চারি অশ্বকে নিহত ও সৈন্যগণকে কম্পিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। প্রবল প্রতাপশালী সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে শকুনির শরে নিপীড়িত দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন সত্বরে অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক শকুনির সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে প্রথমে নয় ও তৎপরে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ বীরদ্বয়ের যুদ্ধ অতি বিচিত্র, ঘোরতর ও সিদ্ধ চারণ প্রভৃতি দর্শকগণের তৃপ্তিজনক হইয়াছিল।

ঐ সময় শকুনির পুত্র মহাবীর উলুক যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর নকুলের প্রতি শর বর্ষণ করত ধাবমান হইলেন। মহাবল মাদ্রীতনয়ও চতুর্দ্দিক্ হইতে শর বর্ষণ করত তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ মহারথদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুসূদন সাত্যকি, দেবরাজ যেমন বলির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও মহাস্ত্র ধারণ করিয়া ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর প্রভিন্নগণ্ড বন্য মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর কৃপাচার্য্য কোপান্বিত হইয়া নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীতনয়গণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণীর যেরূপ বিরোধ হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালীতনয়গণের সহিত

কৃপাচার্য্যের অনিবার্য্য ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রিয় সকল মূর্খকে যেমন কষ্ট প্রদান করে, তদ্রূপ দ্রৌপদীনন্দনগণ তাঁহারে কষ্ট প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দ্রৌপদীতনয়দিগের সহিত কৃপাচার্য্যের অতি বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় অতি ভীষণ ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পদাতিগণ পদাতিদিগকে, গজযূথ গজযূথকে, অশ্বসকল অশ্বসকলকে এবং রথিগণ রথীদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুসূদন বীরগণ পরস্পর সংগ্রামে মিলিত হইয়া পরস্পরকে বিদ্ধ ও আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের অস্ত্রবেগ, করিকুলের নিশ্বাস এবং রথ ও অশ্বারোহগণের গমনাগমনজনিত বায়ুবেগে সমরাঙ্গন হইতে ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া ভূমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন করিল। তখন নভোমণ্ডল সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দিবাকরের প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল ও বীরগণ এককালে অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর পরস্পর প্রহারপরায়ণ বীরগণের গাত্র হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হওয়াতে অতি অল্প ক্ষণমধ্যে সেই প্রভূত রজোরাশি প্রশমিত হইয়া গেল। যোদ্ধাদিগের বর্ম্মের উপর মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের করজাল নিপতিত হওয়াতে উহা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন আমরা পুনরায় বীরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের শরপতনশব্দ পর্ব্বতোপরি দহ্যমান বেণুবনের শব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে আপনার সৈন্যগণ সমরপরাঙ্মুখ ও ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন পরম প্রযত্ন সহকারে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যোদ্ধারা সকলেই প্রত্যাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের বিজয় লাভাভিলাষে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষে সুরাসুরসংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তৎকালে উভয় পক্ষে কোন সৈন্যই আর সমরপরাঙ্মুখ হইল না। সকলেই অনুমান ও পরস্পরের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐসময় রণস্থলেও অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভূপালবর্গ সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুশাণিত তিন শরে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া চারি নারাচে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মারে অশ্ববিহীন দেখিয়া তাঁহারে লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য আট শরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার অভিমুখে সাত শত রথী প্রেরণ করিলেন। রথিগণ মহাবেগে ধর্ম্মরাজের রথাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং জলদজাল যেমন দিবাকরকে তিরোহিত করে, তদ্রূপ শরনিকরে ধর্ম্মরাজকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। শিখণ্ডিপ্রমুখ মহারথগণ যুধিষ্ঠিরের সেইরূপ অবস্থা দর্শনে উহা নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিঙ্কিণীজালজড়িত অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বরে গমন করিলেন।

অনন্তর উভয় পক্ষে যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ পাঞ্চালদিগের সহিত কৌরব পক্ষীয় সাত শত রথীরে বিনাশ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐরূপ যুদ্ধ আমরা কখন দর্শন বা শ্রবণও করি নাই। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে অব্যবস্থিত যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ও উভয় পক্ষীয় অসংখ্য বীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সমরাঙ্গণে অনবরত শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। যোদ্ধারা শরনিকরে পরস্পরের মর্ম্ম ছেদন পূর্ব্বক জয় লাভাভিলাষে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বহুসংখ্য মহিলাগণের কেশসংস্কার নিবারক শোকজনক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভূতল ও নভোমণ্ডলে অতি ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইল। পর্ব্বতবনসমাকীর্ণ পৃথিবী ঘোরতর শব্দ করত বিকম্পিত হইয়া উঠিল। দণ্ড ও উল্মুকযুক্ত উল্কা সকল সূর্য্যমণ্ডল সমাহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। প্রবল বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্কররাশি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং করিনিকর কম্পিতকলেবর হইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া স্বর্গ লাভাভিলাষে সেই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গান্ধাররাজতনয় শকুনি যোদ্ধাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা সম্মুখে যুদ্ধ কর, আমি পশ্চাৎভাগে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতেছি। মদ্রদেশীয় যোদ্ধা ও অন্যান্য বীরগণ সুবলনন্দনের বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বিপক্ষেরা শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মদ্ররাজের সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহারাজ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় সমরপরাঙ্মুখ হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি তাহাদিগকে কহিলেন, সৈন্যগণ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পলায়ন পূর্ব্বক অধর্ম্মানুষ্ঠান করা তোমাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! ঐ সময় গান্ধাররাজ শকুনির দশ সহস্র প্রাসধারী অশ্বারোহী ছিল; তিনি পশ্চাৎভাগে অবস্থান করত সেই সমস্ত সৈন্য লইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ বায়ুসঞ্চালিত অভ্রজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার সমক্ষে সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে মহাবল সহদেবকে কহিলেন, হে সহদেব! ঐ দেখ, দুর্ম্মতি সুবলনন্দন আমাদিগের পশ্চাৎভাগে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার সম্মুখীন হইয়া উহারে সংহার কর। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, তিন সহস্র পদাতি এবং হস্তী ও অশ্বগণ তোমার সমভিব্যাহারে গমন করুক। আমি পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে শরানলে রথীদিগকে দগ্ধ করিতেছি। মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে আরোহী সমবেত সাত শত হস্তী, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও তিন সহস্র পদাতি এবং দ্রৌপদীর আত্মজগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরদুর্ম্মদ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শকুনিরে অতিক্রম করিয়া জয়াভিলাষে পশ্চাৎভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহিগণ ক্রোধভরে রথীদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক শকুনির সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সহদেবের সৈন্যগণের সহিত শকুনির সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী সকল

শর বর্ষণে বিরত হইয়া তাহাদের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কে আত্মপক্ষ আর কেই বা পরপক্ষ, তাহা বোধগম্য হইল না। কৌরব ও পাণ্ডবগণ নক্ষত্রপাতের ন্যায় শূরগণবিসৃষ্ট শক্তিসম্পাত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নভোমণ্ডল নির্ম্মল বৃষ্টি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। প্রাস সমুদায় শলভশ্রেণীর ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইল। অসংখ্য অশ্ব শর-বিদ্ধ ও রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং কত-গুলি পরস্পর পরিপেষিত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর রণস্থল সৈন্যসমুত্থিত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে ঘোরতর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল। তখন অসংখ্য অশ্ব ও মনুষ্য তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কতগুলি সৈন্য ভূতলে নিপতিত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পরস্পরের কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল এবং কেহ কেহ পরস্পরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক মল্লের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইল। কোন কোন বীর অশ্ব পৃষ্ঠে নিহত হইলে অশ্বেরা তাহাদিগকে লইয়া ধাবমান হইল এবং কেহ কেহ গতাসু হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় রুধি-রোক্ষিত শস্ত্রখণ্ডিত ভুজদণ্ড, ছিন্ন কেশপাশ, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র, নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং শোণিতসিক্ত বর্ম্মধারী পরস্পর বধাভিলাষী উদ্যতায়ুধ সৈনিকগণে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইলে কেহই আর অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দূরে গমন করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দন মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করিয়া হতাবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্বসৈন্যের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন শোণিতলিপ্ত কলেবর পাণ্ডবসেনাগণও অবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্ব লইয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিল। তখন জীবিত নিরপেক্ষ রক্তাক্তদেহ পাণ্ডবপক্ষীয় অশ্বারোহিগণ কহিল, হে বীরগণ! এখানে মহাগজের কথা দূরে থাকুক, রথ লইয়া যুদ্ধ করাও সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব রথিগণ রথীদিগের প্রতি এবং কুঞ্জর সকল কুঞ্জরগণের অভিমুখে

গমন করুক। সুবলনন্দন শকুনি পলায়ন পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছে আর যুদ্ধ করিতে আগমন করিবে না।

অশ্বারোহিগণ এই কথা বলিলে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও করিসৈন্যগণ পাঞ্চাল বংশোদ্ভব মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিল। সহদেবও একাকী রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। এইরূপে সৈন্য সকল অপসৃত হইলে শকুনি পুনরায় সংগ্রামে আগমন পূর্ব্বক এক পার্শ্ব হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণ পুনরায় প্রাণপণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যোধগণ পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মস্তক সকল খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন তালফল নিপতিত হইতেছে। ছিন্ন ভিন্ন কলেবর ঊরু ও অস্ত্রযুক্ত বাহুনিচয় নিপতিত হওয়াতে ঘোরতর চটচটা শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ শানিত শস্ত্র সমূহে ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণকে নিপীড়িত করত আমিষলোলুপ বিহঙ্গমকুলের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রোধাবিষ্ট বীরগণ আমি পূর্ব্বে প্রহার করিব, আমি পূর্ব্বে প্রহার করিব বলিয়া ধাবমান হইয়া সহস্র সহস্র যোদ্ধারে নিপাত করিলেন। গতাসু নিপতমান অশ্বারোহি-গণের সঙ্ঘর্ষণে শত শত বার ভূতলে নিপতিত হইল। নিতান্ত পিস্ট চঞ্চল অশ্বগণের হ্রেষারব এবং সন্নদ্ধগাত্র পরমর্ম্মবিদারণোদ্যত মনুষ্যগণের চীৎকার ও অস্ত্রশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ শ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিশিত শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। তাহাদের বাহনগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইল। বীরগণ রুধিরগন্ধে মত্ত ও বিচেতন প্রায় হইয়া কি স্বকীয় কি পরকীয় যোধগণকে প্রাপ্তিমাত্রেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। কতগুলি ক্ষত্রিয় জিগীষাপরবশ হইয়া বিপক্ষের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্রের সমক্ষেই এইরূপ ঘোরতর সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন বৃক, গৃধ্র ও শৃগালগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সমরভূমি মনুষ্য ও অশ্বগণের দেহে সমাচ্ছন্ন ও রুধির প্রবাহে সমাকুল হইয়া ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণ অসি, পট্টিশ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রে বারংবার ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সমরে নিবৃত্ত

হইলেন না; যতক্ষণ জীবিত রহিলেন, স্ব স্ব শক্ত্যনুসারে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনেক যোদ্ধা অরাতিগণের অস্ত্রে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। কবন্ধগণ সমুত্থিত হইয়া যোধগণের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত অসি সমুদ্যত করিতে লাগিল। অসংখ্য যোদ্ধা রুধিরগন্ধে মোহ প্রাপ্ত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরশব্দ তিরোহিত প্রায় হইলে সুবলনন্দন শকুনি অল্পাবশিষ্ট অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও অতি সত্বরে শকুনির অভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় উদ্যতাস্ত্র হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ সমরসাগর সমুত্তীর্ণ হইবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে শকুনিরে পরিবেষ্টন করিয়া বিবিধ শরনিকরে তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণ পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। অস্ত্রহীন পদাতিগণ কেহ কেহ পদদ্বারা ও কেহ কেহ মুষ্টি দ্বারা পরস্পরকে নিহত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিল। পুণ্যক্ষয় হইলে সিদ্ধগণ যেমন বিমান হইতে ভূতলে নিপতিত হন, তদ্রূপ রথিগণ রথ হইতে ও গজারোহিগণ গজ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এই রূপে সেই প্রাস, অসি ও শরসঙ্কুল ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যোধগণ পরস্পর মিলিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ বন্ধু, কেহ কেহ পুত্রগণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম অতি অব্যবস্থিত হইয়া পড়িল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের শরে কৌরব সৈন্য নিহত ও সমরকোলাহল স্থগিত হইলে গান্ধাররাজতনয় শকুনি হতাবশিষ্ট সাত শত অশ্ব লইয়া সংগ্রামে আগমন পূর্ব্বক সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করত ক্ষত্রিয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বীরগণ! মহারাজ দুর্য্যোধন এক্ষণে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? তখন ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, হে সুবলনন্দন! ঐ যে স্থানে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন সুন্দর আতপত্র বিরাজিত রহিয়াছে; যে স্থানে বর্ম্মধারী রথিগণ অবস্থান করিতেছেন এবং যে স্থানে মেঘগর্জ্জনের

ন্যায় তুমুল শব্দ হইতেছে; আপনি ঐ স্থানে গমন করুন, মহারাজ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইবেন। মহাবীর শকুনি যোধগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিচিত্র যুদ্ধনিপুণ বীরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে আত্মপক্ষীয় রথিগণে পরিবৃত দেখিয়া আপনারে কৃতকার্য্য বোধ করিয়া রথীদিগকে আনন্দিত করত তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদায় অশ্ব জয় করিয়াছি, তুমি রথীদিগকে পরাজয় কর। এক্ষণে পাণ্ডবগণের রথিগণ নিহত হইলে আমরা অনায়াসে পাণ্ডবগণের সমুদায় গজসৈন্য ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতে পারিব।

হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বিজয়াকাঙ্খী বীরগণ সুসজ্জিত ও রথারূঢ় হইয়া পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শরাসন বিধুনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও নির্ম্মুক্ত শরজালের সুদারুণ শব্দে রণস্থল পরিপূর্ণ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কার্ম্মুকধারী বীরগণকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, সখে। তুমি অসম্ভ্রান্ত চিত্তে অশ্ব চালনপূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হও; আজি আমি নিশিত শরনিকরে শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব। আজি অষ্টাদশ দিবস হইল, আমাদিগের এই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কৌরবগণের সাগর সদৃশ সৈন্য আমাদিগের বিক্রম প্রভাবে এক্ষণে গোষ্পদের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। দৈবের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! মহাবীর ভীষ্ম নিহত হইলে আমাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই দুর্য্যোধনের শ্রেয়স্কর ছিল; কিন্তু ঐ দুরাত্মা মোহাবেশ প্রভাবে তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হইল না। পিতামহ দুর্য্যোধনকে যেরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ নির্ব্বোধ তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করে নাই। হে বাসুদেব! সেই ঘোরতর সংগ্রামে মহাবার ভীষ্ম সমরশয্যায় শয়ান হইলে কৌরবগণ পুনরায় যে কি নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলেই মুখ, নচেৎ তাহারা ভীষ্মকে নিপতিত দেখিয়া পুনরায় কি নিমিত্ত আমাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, পিতামহের মানবলীলা সম্বরণানন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কর্ণপুত্র, বিকর্ণ, শ্রুতায়ু, জলসন্ধ, শ্রুতায়ুধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব এবং জয়দ্রথ, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লিক, সোম-

দত্ত, ভগদত্ত, সুদক্ষিণ ও দুঃশাসন এবং অবন্তিদেশীয় বীরগণ নিহত হইলেও এই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড উপশমিত হইল না। মহাবল পরাক্রান্ত অক্ষৌহিণীপতি ভূপালগণ ভীষ্মশরে সমরশয্যায় শয়ন করিলেও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লোভ মোহ প্রভাবে যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় নাই। হায়! মূঢ়মতি দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে কৌরব কুলোৎপন্ন আর কোন্ রাজা এই নিরর্থক বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে? হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপক্ষকে গুণ ও বল বীর্য্যে সমধিক অবগত হইয়া কদাচ তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে তুমি আমাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধনকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হয় নাই। সে যখন তোমার বাক্য রক্ষা করে নাই, তখন অন্যের বাক্য কিছুতেই রক্ষা করিবে না। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর সন্ধি স্থাপনে অনুরোধ করিলে যে দুরাত্মা তাঁহাদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহার আর কিরূপে রক্ষা হইবে? যে পাপাত্মা মূঢ়তা নিবন্ধন হিতবাদী বৃদ্ধ পিতা ও মাতারে অসম্মান পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সে এক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যের বাক্য শ্রবণ করিবে। হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধনের কার্য্য ও দুর্নিতি দর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঐ হতভাগ্যই কৌরবকুল সমূলে নির্ম্মূল করিবে। এক্ষণে সে কোনক্রমেই সহজে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে না। মহাত্মা বিদুর আমারে বারংবার কহিয়াছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন জীবনসত্বে কদাচ তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিবে না। সে যত দিন জীবিত থাকিবে, সততই তোমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে। অতএব তোমরা যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপেই সেই দুরাত্মার নিকট হইতে রাজ্য গ্রহণে সমর্থ হইবে না।

হে মাধব! সত্যবাদী মহাত্মা বিদুর যেরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সেইরূপ কার্য্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ দুরাত্মা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম হইতে আনুপূর্ব্বিক হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও তদ্বিষয়ে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার নিশ্চয়ই বিনাশ কাল উপস্থিত হইয়াছে। ঐ কুলাঙ্গার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সিদ্ধ পুরুষেরা বারংবার কহিয়াছিলেন যে, এই দুরাত্মার পাপেই সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে তাঁহাদের সেই বাক্য সত্যই হইল। অসংখ্য ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ

সমুপস্থিত হইয়া বিনাশ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে যে সকল সৈন্য অবশিষ্ট আছে, আজি আমি তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট ও শিবির শূন্য দেখিয়া আমাদিগের হস্তে নিহত হইবার নিমিত্ত অবশ্যই স্বয়ং যুদ্ধার্থে আগমন করিবে। বোধ হয়, তাহা হইলেই এই বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে। হে মাধব! আমি ঐ দুরাত্মার কার্য্য দর্শন, বিদুরের বাক্য শ্রবণ ও আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া এইরূপই অনুমান করিতেছি। এক্ষণে তুমি কৌরব সৈন্য মধ্যে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি অদ্য নিশিত শরনিকরে দুর্য্যোধন ও তাঁহার দুর্ব্বল সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে মহাত্মা বাসুদেব রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া নির্ভীক চিত্তে বলপূর্ব্বক সেই শরশক্তিসঙ্কুল, গদা পরিঘ সমাকীর্ণ, চতুরঙ্গ বল সম্পন্ন কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকেই অর্জ্জুনের সেই বাসুদেব পরিচালিত শ্বেতাশ্বগণ নয়নগোচর হইল। শক্রতাপন ধনঞ্জয় এইরূপে সমরাঙ্গনে সমাগত হইয়া জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সুতীক্ষ্ণ শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নতপর্ব্ব শরনিকরের ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। গাণ্ডীবপ্রেরিত অশনি সদৃশ শরজাল বীরগণের বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন ও হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া শব্দায়মান পতঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ফলত তৎকালে সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে একবারে সমুদায় সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইল। তৎকালে কাহারও আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। বীরগণ দাবানলে দহ্যমান গজযূথের ন্যায় অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। তখন প্রবল প্রতাপশালী ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত পাবক যেমন শুষ্ক লতা পরিপূর্ণ অসংখ্য পাদপ সম্পন্ন মহাবন দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে শরানলে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি কি হস্তী, কি অশ্ব, কি মনুষ্য, কাহারও প্রতি দুই বার শর প্রয়োগ করিলেন না। পূর্ব্বে বজ্রপাণি ইন্দ্রের প্রভাবে দৈত্যগণ যেমন বিনষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে সেই এক বীর ধনঞ্জয়ের বিবিধ শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় বীরগণ সংগ্রামে নিবৃত্ত না হইয়া ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবার মানসে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব প্রভাবে তাহাদিগের মনোরথ বিফল করিলেন। তাঁহার অশনি সদৃশ অসহ্য শরনিকর জলধর নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ সেই শরনিকর সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও কেহ কেহ বয়স্যগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার পুত্রের সমক্ষেই তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অনেকের রথাশ্ব ও অনেকের সারথি নিহত হইল এবং অনেকের অক্ষ, যুগ, চক্র ও ঈষা ভগ্ন হইয়া গেল। কেহ কেহ অস্ত্রহীন ও কেহ কেহ নিতান্ত শরপীড়িত হইল। কেহ কেহ অক্ষত শরীর হইয়াও ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। বাহনশূন্য হইয়া কেহ কেহ পুত্র ও কেহ কেহ পিতাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। অনেকানেক মহারথ দৃঢ়তর আঘাতে মোহপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারথগণ তাঁহাদিগকে স্বীয় রথে সমারোপিত করিয়া ক্ষণকাল আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় সমরস্থলে সমাগত হইলেন। কেহ কেহ দুর্য্যোধনের আদেশ রক্ষার্থে সমাহত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। কোন কোন বীর পানীয় পান, কেহ কেহ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন, কেহ কেহ বর্ম্ম পরিধান, কেহ কেহ রথসজ্জা এবং কেহ পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে আশ্বাস প্রদান ও স্বীয় শিবিরে সংস্থাপন করিয়া পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত বীরগণকে অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন দানবগণ ত্রৈলোক্য বিজয়ে সমুদ্যত হইয়াছে।

ঐ সময় অনেক মহাবীর সুবর্ণভূষিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সহসা সমাগত হইয়া পাঞ্চালরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও নকুলপুত্র শতানীক কৌরব পক্ষীয় বীরদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরব সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাদের বিনাশ বাসনায় মহাবেগে

গমন করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন পাঞ্চালতনয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচ, অর্দ্ধ নারাচ ও বৎসদন্ত বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ ও তাঁহার বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের পদাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিপাতে কুরুরাজের চারি অশ্বকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন রথবিহীন হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণকে নিতান্ত নিস্তেজ দেখিয়া সুবলনন্দন শকুনির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

এইরূপে কৌরবপক্ষীয় রথ সকল ভগ্ন হইলে দুই সহস্র গজারোহী সৈন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে পঞ্চপাণ্ডবকে পরিবেষ্টন করিল। পাণ্ডবগণ করিসৈন্য পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছাদিত গ্রহগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সুতীক্ষ্ণ বিবিধ নারাচে সেই পর্ব্বতাকার গজসৈন্য বিপেশত করিতে আরম্ভ করিলে কুঞ্জরগণ অর্জ্জুনের এক এক শরে নিহত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে অসংখ্য সৈন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ঐ সময় মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীর ভীমসেন সেই গজসৈন্য সন্দর্শনে ক্রোধভরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পর্ব্বতাকার হস্তী সকল বৃকোদরের গদাঘাতে বিদীর্ণকুম্ভ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয় রোষাবিষ্ট হইয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত নিশিত শরনিকরে সেই গজারোহিগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে আপনার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে পরাজিত হইয়া অশ্বারোহণে তথা হইতে প্রস্থান করিলে মহাবীর পাঞ্চালনন্দনও পাণ্ডবগণকে গজসৈন্যে পরিবেষ্টিত অবলোকন করিয়া প্রভদ্রকগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ইঁহারা রথিগণ মধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন না করিয়া বিবর্ণবদনে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগি-

লেন, রাজা দুর্য্যোধন কোথায় গমন করিয়াছেন ? হে মহারাজ ! সেই ঘোরতর লোকক্ষয়কালে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাহাদের মনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কুরুরাজ নিহত হইয়াছেন। তখন কোন কোন যোদ্ধা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দুর্য্যোধনের সারথি বিনষ্ট হওয়াতে তিনি শকুনির নিকট গমন করিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষত বিক্ষত ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, দুর্য্যোধনকে লইয়া আর আমাদিগের কি কার্য্য সাধন হইবে, তবে তিনি জীবিত আছেন কি না একবার তাহার অনুসন্ধান কর। এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিয়া এই দিকে আগমন করিতেছে ; অতএব আমরা যে সমস্ত সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়াছি, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই। হে মহারাজ ! তৎকালে শরনিকর নিপীড়িত ক্ষতবিক্ষত কলেবর হতবাহন ক্ষত্রিয়গণ অপরিস্ফুটরূপে এই প্রকার কহিতে লাগিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ক্ষত্রিয়দিগের মুখে ঐরূপ কথা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চাল সৈন্যগণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত সুবল-নন্দন শকুনির সন্নিধানে গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে বিনাশ করত আগমন করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণকে প্রহৃষ্ট মনে আগমন করিতে দেখিয়া এককালে প্রাণ রক্ষায় নিরাশ হইল। উহাদিগের মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন আমরা পাঁচ জন সেই সমস্ত সৈন্যকে ক্ষীণায়ুধ ও অরাতিগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া বহুসংখ্যক অশ্ব ও হস্তী লইয়া কৃপাচার্য্যের সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণপণে পাঞ্চাল সৈন্য-গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিতে লাগিলাম। তথায় আমাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদিগকে পরাজয় করিলে আমরা রণস্থল হইতে অপসৃত হইলাম। অনন্তর মহারথ সাত্যকি চারি শত রথীর সহিত আমার প্রতি ধাবমান হইলেন। আমি শ্রান্তবাহন মহাবীর ধৃষ্ট-দ্যুম্নের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিয়া নরকে নিপতিত পাপ-পরায়ণের ন্যায় সাত্যকির সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলাম। তখন মুহূর্ত্ত কাল

ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর সাত্যকি আমার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমাকে মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া দৃঢ়তর রূপে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর গদা ও অর্জ্জুন নারাচ দ্বারা হস্তীদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই পর্ব্বতোপম মাতঙ্গগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে গাঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে পাণ্ডবগণের রথমার্গ অবরুদ্ধ প্রায় হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সেই সমস্ত মৃত হস্তীদিগকে অপসারিত করিয়া রথগমনের পথ পরিষ্কৃত করিলেন। এ দিকে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রথিগণ মধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন মনে শকুনির সন্নিধানে গমন করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন অদৃশ্য হইলে এবং পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর গজানীক নিহত ও কৌরব বল নিপীড়িত করিয়া প্রাণঘাতন দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্ব্বিষহ, অরিহা, দুর্ব্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ ও শ্রুতর্ব্বা আপনার এই কয়েকটি হতাবশিষ্ট যুদ্ধবিশারদ পুত্র ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। তখন মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব পুনর্ব্বার রথারূঢ় হইয়া আপনার পুত্রগণের মর্ম্মদেশে নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কুমারগণ ভীমশরে সমাকীর্ণ হইয়া তাঁহারে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর কোপাবিষ্ট হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা দুর্ম্মর্ষণের শিরশ্ছেদন ও সর্ব্বাবরণভেদী ভল্ল দ্বারা মহারথ শ্রুতান্তের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক অম্লান মুখে নারাচ দ্বারা জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর জয়ৎসেন ভূতলে নিপতিত হইয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহাবীর শ্রুতর্ব্বা তদ্দর্শনে কোপপূর্ণ হইয়া নতপর্ব্ব শত বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। বৃকোদর তৎকালে তাঁহার উপর শরনিক্ষেপ না করিয়া বিষাগ্নি সদৃশ তিন বাণে জৈত্র, ভূরিবল ও রবি এই তিন জনকে নিপাতিত করিলেন। বীরত্রয় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া বসন্তকালে ছিন্ন

কিংশুক পাদপত্রয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন এক সুতীক্ষ্ণ ভল্লে দুর্ব্বিমোচনের জীবন নাশ করিলে তিনি রথ হইতে নিপতিত হইয়া বায়ুভগ্ন গিরিকুটজাত পাদপের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর দুই দুই বাণে দুষ্প্রধর্ষ ও সুজাতকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। তখন মহাবীর দুর্ব্বিষহ মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদর তাঁহারেও ধনুর্দ্ধরগণ সমক্ষে ভল্লের আঘাতে যম-রাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর শ্রুতর্ব্বা ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে সুবর্ণ ভূষিত শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও বিষাগ্নি তুল্য বিবিধ শর বর্ষণ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রুতর্ব্বারে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত শরজালে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বকালে জম্ভাসুর ও বাসবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের অতি বিচিত্র ভয়ানক সংগ্রাম উপ-স্থিত হইল। তাঁহাদিগের যমদণ্ড সদৃশ নিশিত শরজালে ভূমণ্ডল দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর শ্রুতর্ব্বা কোপান্বিত হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের বাহুদ্বয় ও বক্ষস্থলে শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তাঁহার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পর্ব্বকালীন সাগরের ন্যায় নিতান্ত অস্থির হইলেন এবং রোষাবিষ্ট চিত্তে শ্রুতর্ব্বার চারি অশ্ব ও সারথির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তাঁহারে অবিরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমা-চ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শ্রুতর্ব্বা ভীমসেনের প্রভাবে বিরথ হইয়া খড়্গচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর ক্ষুরপ্র দ্বারা সেই খড়্গচর্ম্মধারী মহাবীরের শিরশ্ছেদন করিলেন। শ্রুতর্ব্বার মস্তক বিহীন কলেবর রথ হইতে নিপতিত হওয়াতে বসুধাতল শব্দায়মান হইল। তখন আপনার পক্ষীয় ভয়মোহিত যোধগণ যুদ্ধার্থে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রতাপান্বিত বৃকোদরও হতশেষ বলার্ণব হইতে সমাগত বর্ম্মধারী যোধগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৌরবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ

কর্ত্তৃক সমন্তাৎ পরিবৃত হইয়া সুররাজ যেমন অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন এবং অবিলম্বে পাঁচ শত মহারথ, সাত শত কুঞ্জর, এক লক্ষ পদাতি ও আট শত অশ্ব নিপাতিত করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে আপনার পুত্রগণ নিহত হওয়াতে তিনি আপনারে কৃতার্থ ও আপনার জন্ম সার্থক বলিয়া বোধ করিলেন। ঐ সময় আপনার পক্ষীয় যোধগণ সেই কৌরবনিসূদন মহাবীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না। মহাবীর ভীমসেন এইরূপে কৌরবগণকে বিদ্রাবিত ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া বাহ্বাস্ফোটনে করিগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। তখন সেই অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরবসৈন্য নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া রহিল।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণের মধ্যে কেবল দুর্য্যোধন ও দুর্দ্ধর্ষ অশ্বগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবকীনন্দন জনার্দ্দন দুর্য্যোধনকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অসংখ্য জ্ঞাতি শত্রু নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সঞ্জয়কে গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। নকুল ও সহদেব কৌরবপক্ষীয় যোধগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথ অশ্বত্থামা ইঁহারা তিন জন এক্ষণে দুর্য্যোধনের সমীপে বর্ত্তমান নহেন। ঐ দেখ, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে নিহত করিয়া প্রভদ্রকগণের সহিত অবস্থান করিতেছে। ঐ দেখ, শ্বেতছত্র পরিশোভিত দুর্য্যোধন আপনার সমুদায় সৈন্য ব্যূহিত করিয়া অশ্বমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছে। তুমি অচিরাৎ নিশিত শরনিকরে উহারে নিপাতিত করিয়া কৃতকার্য্য হইবে। এই সমস্ত কৌরব সৈন্য গজানীক নিহত ও তোমারে সমরে সমাগত দেখিয়া যে পর্য্যন্ত পলায়ন না করে, তাবৎ তুমি দুর্য্যোধনের পরাজয় চেষ্টা কর। কোন ব্যক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিয়া তাঁহারে এই স্থানে আনয়ন করুক। পাপাত্মা দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায় শ্রান্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। ঐ নরাধম তোমার অসংখ্য সৈন্য সংহার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল

বিবেচনা করিয়া ভীষণবেশে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া অবশ্যই সংগ্রামে আগমন করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, সখে! ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সমুদায় পুত্রকে নিহত করিয়াছেন। যে দুই জন এক্ষণে বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহারাও আজি বিনষ্ট হইবে। কৌরব পক্ষের মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও মদ্ররাজ শল্য নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে কেবল শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত মাতঙ্গ ও তিন সহস্র পদাতি এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, উলূক, শকুনি ও কৃতবর্ম্মা এই কয়েক জন যোধমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কৃতান্তের হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই। আজি নিশ্চয়ই মহারাজ যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইবেন। শত্রুপক্ষের কেহই পরিত্রাণ পাইবে না। আজি বিপক্ষ পক্ষের যে যে মদোদ্ধত বীর সমর পরিত্যাগ না করিবে, তাহারা মনুষ্য না হইলেও তাহাদিগকে নিপাতিত করিব। আজি নিশিত শরনিকরে শকুনিরে নিহত করিয়া ঐ দুরাত্মা দ্যূতক্রীড়ায় আমাদের যে সকল রত্ন হরণ করিয়াছিল, তৎসমুদায় প্রত্যাহরণ করিব। আজি রাজা যুধিষ্ঠির স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিবেন। আজি হস্তিনার অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণ স্ব স্ব পতি পুত্রদিগকে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। আজি আমার সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। আজি দুর্য্যোধন স্বীয় রাজশ্রী ও জীবন পরিত্যাগ করিবে। ঐ দুরাত্মা আমার ভয়ে সংগ্রাম হইতে পলায়ন না করিলে নিঃসন্দেহই উহারে নিপাতিত করিব। ধার্ত্তরাষ্ট্র যে সমুদায় অশ্ব সৈন্যের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহারা আমার জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণেও সমর্থ নহে। এক্ষণে তুমি অশ্ব সঞ্চালন কর, আমি অচিরাৎ অরাতিগণকে নিহত করিতেছি।

হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দুর্য্যোধন সৈন্যের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ভীমসেন ও সহদেব ইঁহারাও কৌরব বল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করত দুর্য্যোধনের বিনাশ বাসনায় অর্জ্জুনের সহিত ধাবমান হইলেন। ঐ সময় মহাবীর শকুনি উদ্যতকার্ম্মুক আততায়ী পাণ্ডবদিগকে মহাবেগে আগমন করিতে

দেখিয়া তাঁহাদের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সহিত, সুশর্ম্মা ও শকুনি অর্জ্জুনের সহিত এবং অশ্বারূঢ় মহাবীর দুর্য্যোধন সহদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন প্রাস দ্বারা মাদ্রীপুত্রের মস্তকে আঘাত করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোহাভিভূত ও রথোপস্থে নিপতিত হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে নিশিত শরনিকরে কুরুরাজকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমরপরাক্রান্ত কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় ও শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহী বীরগণের মস্তক ছেদন ও অশ্ব সমুদায় সংহার করিয়া ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণ মিলিত হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় এক ক্ষুরপ্রে সত্যকর্ম্মার রথেষা ছেদন পূর্ব্বক আর এক শিলাশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা সহসা তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি বুভুক্ষিত সিংহ যেমন অরণ্যে মৃগ সংহার করে, তদ্রূপ সত্যেষুরে আক্রমণ পূর্ব্বক বিনাশ করিয়া তিন বাণে সুশর্ম্মারে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সুশর্ম্মার সুবর্ণভূষিত রথ সমুদায় ধনঞ্জয়ের শরে বিনষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুতনয় চিরসঞ্চিত তীক্ষ্ণ ক্রোধবিষ উদ্গার করত সুশর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া তাঁহারে শত বাণে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ড সদৃশ শর নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শর মহাবেগে গমন পূর্ব্বক সুশর্ম্মার হৃদয় ভেদ করিলে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদ ও কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। মহারথ ধনঞ্জয় এইরূপে সুশর্ম্মারে নিপাতিত করিয়া নিশিত শরনিকরে তাঁহার পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র ও সমুদায় সৈন্যগণ সংহার পূর্ব্বক হতাবশিষ্ট কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন মহাবীর ভীমসেন নিতান্ত কোপান্বিত হইয়া অম্লান মুখে শরনিকরে সুদর্শনকে অদৃশ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সুদর্শন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ বিবিধ শর বর্ষণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। মহাবীর বৃকোদর তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ

হইয়া দেবরাজের বজ্রতুল্য নিশিত শরজালে কৌরব সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। সৈন্যগণ নিহত হইলে সেনাধ্যক্ষ, মহারথগণ ভীমসেনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ভীষণ শরজালে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারাও শরজাল নিক্ষেপ করত মহারথ পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণ এককালে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন এবং অনেকে পরস্পরের আঘাতে সমাহত হইয়া স্ব স্ব বান্ধবের নিমিত্ত শোক করত নিপতিত হইতে লাগিলেন।

উনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল প্রতাপশালী সহদেবও তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর উলূক ভীমের প্রতি দশ ও সহদেবের প্রতি নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই মহাবীরগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আকর্ণ আকৃষ্ট সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জলধারা সদৃশ শরধারায় দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও সহদেব কৌরব সৈন্য বিনাশ করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই বীরদ্বয়ের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শরসমাচ্ছন্ন তুরঙ্গমগণ বহুতর নিহত সৈন্য আকর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হওয়াতে সমরাঙ্গনের পথ রোধ হইল। নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ এবং ছিন্ন প্রাস, ঋষ্টি, খড়্গ, চর্ম্ম, শক্তি ও পরশু সমুদায়ে রণভূমি সমাকীর্ণ হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন উহা নানাবিধ কুসুমে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ সময় বীরগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্বৃত্ত নেত্র, দংশিতাধর, কুণ্ডলালঙ্কৃত মুখপদ্ম এবং অঙ্গদ, বর্ম্ম, খড়্গ, প্রাস ও পরশুসমাযুক্ত গজশুণ্ডাকার বাহু দ্বারা সমরাঙ্গন আবৃত করিলেন। ক্রব্যাদগণ ইতস্তত বিচরণ ও কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য করাতে রণভূমি অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল।

মহারাজ! তৎকালে কৌরব সৈন্য অতি অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে তাহাদিগকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে

লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের মস্তকে প্রাস প্রহার করিলেন। মাদ্রীনন্দন প্রাসের আঘাতে বিহ্বল হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সহদেবকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সমস্ত কৌরব সৈন্য নিবারণ ও নারাচ দ্বারা অসংখ্য যোদ্ধার কলেবর ভেদ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী, গজারোহী ও শকুনির অনুচরগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সমরপরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা কেন পলায়ন করিতেছ? নিবৃত্ত হও। তোমাদের কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই। যে মহাবীর রণপরাঙ্মুখ না হইয়া সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে শকুনির অনুচরগণ প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। গমনকালে তাহাদের সংক্ষুব্ধ সাগরশব্দ সদৃশ ভীষণ শব্দে চারি দিক্ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। তখন বিজয়োদ্যত পাণ্ডবগণ শকুনির অনুচরদিগকে পুরোবর্ত্তী নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সহদেব সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক শকুনিরে দশ এবং তাঁহার অশ্বগণকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে শরনিকরে সুবলনন্দনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনি সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি এবং ভীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর উলূকও পিতার পরিত্রাণ বাসনায় ভীমসেনকে সাত ও সহদেবকে সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন উলূকের প্রতি সাত, শকুনির প্রতি চতুঃষষ্টি এবং তাঁহাদের পার্শ্বস্থ বীরগণের প্রতি তিন তিন শর প্রয়োগ করিলেন। বীরগণ সহদেবের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে বিদ্যুদ্বিরাজিত জলদাবলি যেমন পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সহদেবের উপর অনবরত শরধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাপ্রতাপশালী সহদেব উলূককে সমাগত সন্দর্শন করিয়া এক ভল্লে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর উলূক রুধিরাক্ত কলেবর ও ছিন্ন মস্তক হইয়া পাণ্ডবগণের আনন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন।

সুবলনন্দন শকুনি পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বাষ্পাকুল নয়নে ক্ষণকাল বিদুরের বাক্য স্মরণ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহদেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি তিন শর প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর সহদেব অবিলম্বে সুবলনন্দনের শর সকল নিরাকৃত করিয়া স্বীয় শরনিকরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি অতি ভীষণ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মাদ্রীতনয়ও অবলীলাক্রমে সেই ঘোরতর খড়্গ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শকুনি ঘোরতর গদা গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে তাহাও মাদ্রীনন্দনের শরপ্রভাবে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সুবলনন্দন এক কালরাত্রির ন্যায় ভীষণ কনকভূষিত শক্তি সমুদ্যত করিয়া নকুলের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীতনয় তাহাও অবলীলাক্রমে শরনিকরে ত্রিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ভীষণ শক্তি নিপতিত হইবার সময় বোধ হইতে লাগিল যেন গগনমণ্ডল হইতে দেদীপ্যমান বিদ্যুৎ বিশীর্ণ হইতেছে। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ শক্তি বিনিহত ও শকুনিরে নিতান্ত ভীত দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর শকুনিও পলায়নপরায়ণ হইলেন। আপনার পুত্রদিগের আর সমরবাসনা রহিল না। জয়শীল পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে তদবস্থ দেখিয়া মহা আহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী মাদ্রীতনয় কৌরবদিগকে বিমনায়মান অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি অশ্বারোহী গান্ধার সৈন্যে পরিরক্ষিত শকুনিরে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহারে আপনার বধ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কার্ম্মুকে জ্যা আরোপিত করিয়া অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীরে যেমন আঘাত করে, তদ্রূপ ক্রোধভরে নিশিত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া কহিলেন, হে সুবলনন্দন! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে স্থির হইয়া যুদ্ধ কর; দ্যূতক্রীড়া সময়ে সভামধ্যে যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে, আজি তাহার ফল ভোগ কর। পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মা আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন ও তুমি তোমরা দুই জন অবশিষ্ট আছ। লগুড় প্রহারে বৃক্ষ হইতে ফল যেমন নিপাতিত করে, তদ্রূপ আজি আমি ক্ষুর প্রহারে তোমার মস্তক উন্মথিত করিব।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব শকুনিরে এইরূপ কহিয়া ক্রোধ-ভরে মহাবেগে তাঁহারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি রোষা-নলে দগ্ধ হইয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারণ পুরঃসর শকুনিরে দশ ও তাঁহার অশ্ব-গণকে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার ছত্র, ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার মর্ম্মদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুবলতনয় মাদ্রীতনয়ের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এক সুবর্ণমণ্ডিত প্রাস ধারণপূর্ব্বক তাঁহার বিনাশার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সহদেব তিন ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক শকুনির সেই সমুদ্যত প্রাস ও সুবৃত্ত ভুজদ্বয় যুগপৎ ছেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং সুবলনন্দনের মস্তক কৌরবগণের দুর্নীতি মূলিভূত বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে অন্য এক সর্ব্বাবরণভেদী সুবর্ণপুঙ্খ লৌহময় ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি সহদেবের সূর্য্যসন্নিভ সুবর্ণমণ্ডিত শরে ছিন্ন মস্তক হইয়া ধরাশয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় শস্ত্রধারী যোধগণ শকুনিরে ছিন্নমস্তক, শোণিতাক্ত, কলেবর ও সমরাঙ্গনে শয়ান অব-লোকন করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ ও তাঁহাদের চতুরঙ্গবল গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণে ভীত, শুষ্কমুখ ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ শকুনিরে নিহত অবলোকন করিয়া মহাত্মা বাসুদেব ও যোধগণের সন্তোষ সাধনার্থ শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন এবং সহদেবকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে বীর! তুমি আজি ভাগ্যক্রমে দুরাত্মা শকুনি ও তাঁহার পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছ।

হ্রদপ্রবেশ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সুবলনন্দন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবগণের নিবারণে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ তেজস্বী ভীমসেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। শকুনির অনুচরগণ সহদেবের বিনাশ বাসনায় শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস

ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদের সেই সংকল্প ব্যর্থ হইয়া গেল। মহাবীর অৰ্জ্জুন ভল্ল দ্বারা অভিমুখে সমাগত যোধগণের অস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাহাদের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। যোধগণ সব্যসাচীর শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হতাবশিষ্ট চতুরঙ্গ বল একত্র সমবেত করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে সুহৃদ্গণের সহিত পাণ্ডবদিগকে ও সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন কর। হে মহারাজ! তখন সৈন্যগণ আপনার পুত্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। পাণ্ডবগণ সেই হতাবশিষ্ট যোধগণকে অভিমুখে সমাগত দেখিয়া তাহাদের উপর আশীবিষ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ কাহা- রেও রক্ষক না দেখিয়া শঙ্কাপ্রযুক্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ধূলিপটল পরিবৃত অশ্বগণ ইতস্তত ধাবমান হওয়াতে কাহারও আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। ঐ সময় পাণ্ডব সৈন্য হইতে যোধগণ বিনির্গত হইয়া কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইল। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণ আপ- নার পুত্রের সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিঃশেষিত প্রায় করিলেন। কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপালমধ্যে কেবল একমাত্র দুর্য্যোধন অবশিষ্ট রহিলেন। তিনি ঐ সময় দশ দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন এবং আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণের সিংহনাদ ও বাণশব্দ শ্রবণে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট ও শিবির শূন্য হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য কি পরিমাণে অবশিষ্ট রহিল? আর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনই বা ঐ সময় সেই বলক্ষয় দেখিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিল? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে দুই সহস্র রথী, সাত শত হস্ত্যারোহী, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং দশ সহস্র পদাতি অবশিষ্ট ছিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন রণস্থলে আর কাহারেও আপনার সহায়

না দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং শত্রুগণের সিংহনাদ শ্রবণ ও আপনার সৈন্যক্ষয় অবলোকন করিয়া শঙ্কিত মনে নিহত স্বীয় অশ্বকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদাহস্তে পাদচারে পূর্ব্বদিকে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ধীমান্ বিদুরের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, পূর্ব্বে বিদুর আমাদিগের ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের যে সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইবে, ইহা বিলক্ষণ অনুমান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করত হ্রদপ্রবেশাভিলাষে ধাবমান হইলেন।

এ দিকে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ক্রোধভরে দ্রুতবেগে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবপ্রভাবে সেই সমস্ত শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসধারী কৌরব সৈন্যগণের সমুদায় সঙ্কল্প নিষ্ফল করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সংহার পূর্ব্বক রথোপরি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় সুবলনন্দন হস্তী ও অশ্বগণের সহিত নিহত হওয়াতে আপনার সৈন্য ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে আপনার সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে আর কেহই জীবিত রহিলেন না।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমারে সাত্যকির নিকট অবলোকন করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বীর! সঞ্জয়কে জীবিত রাখিবার প্রয়োজন কি? ইহারে অচিরাৎ সংহার কর। মহারথ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণমাত্র নিশিত অসি দ্বারা আমারে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তথায় আগমন করিয়া সাত্যকিরে কহিলেন, যুযুধান! তুমি সঞ্জয়কে পরিত্যাগ কর; ইহারে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি ব্যাসের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আমারে কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর। এইরূপে আমি সেই অপরাহ্নে সাত্যকির, অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বর্ম্ম ও আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত কলেবরে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। গমন কালে রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত ক্ষতবিক্ষতদেহ গদাধারী একমাত্র রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করিলাম। তাঁহার লোচনদ্বয় বাষ্পবারিতে সমাকুল হওয়াতে

তিনি আমারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কুরুরাজকে শোকাকুল ও অসহায় সন্দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। পরিশেষে আমি যেরূপে অরাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রসাদে মুক্ত হইয়াছিলাম, তাহাই আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। তখন রাজা দুর্য্যোধন চৈতন্য লাভ ও মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া আমারে স্বীয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম, মহারাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপনার সমুদায় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণ বিনষ্ট হইয়াছেন। আমার রণস্থল হইতে আগমন সময়ে ব্যাসদেব কহিলেন, এক্ষণে কৌরব পক্ষীয় তিন জন মাত্র মহারথ জীবিত আছেন।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন আমার বাক্য শ্রবণানন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারে বারংবার নিরীক্ষণ ও আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, সঞ্জয়! এক্ষণে আমি তোমা ব্যতিরেকে আমাদের পক্ষীয় আর কোন ব্যক্তিকেই জীবিত দেখিতেছি না। কিন্তু পাণ্ডবেরা সকলেই সহায় সম্পন্ন আছে। যাহা হউক, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ক্ষতবিক্ষত শরীরে সমর হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হইয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছেন। হায়! মাদৃশ ব্যক্তি বিপক্ষশরে পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন, বন্ধুবান্ধব বিহীন ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে! হে মহারাজ! কুরুরাজ এই বলিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মায়া প্রভাবে উহার সলিল স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন।

এই রূপে দুর্য্যোধন সেই হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিন মহাবীর ক্ষতবিক্ষতকলেবর ও শ্রান্তবাহন হইয়া সেই প্রদেশের অনতিদূরে সমুপস্থিত হইলেন এবং আমারে দেখিবামাত্র সত্বরে অশ্ব চালনপূর্ব্বক আমার সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, সঞ্জয়! আজি সৌভাগ্যবশত তোমারে জীবিত দেখিলাম। আমাদিগের রাজা দুর্য্যোধন ত জীবিত আছেন? তখন আমি সেই বীরত্রয়ের নিকট দুর্য্যোধনের পরিত্রাণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কুরুরাজ হ্রদপ্রবেশকালে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদায় নিবেদন করিলাম এবং কুরুরাজ যে হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখাইয়া দিলাম। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আমার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত

হইয়া সেই বিস্তীর্ণ হ্রদ দর্শন পূর্ব্বক এই বলিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট! রাজা আমাদিগকে কি জীবিত বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন না। আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অনায়াসেই অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতাম।

এই রূপে সেই তিন মহারথ সেই স্থানে বহুক্ষণ বিলাপ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা পাণ্ডবগণকে সমরক্ষেত্রে অবলোকন পূর্ব্বক আমারে কৃপাচার্য্যের রথে আরোপিত করিয়া শিবিরে উপনীত হইলেন। ঐ সময় দিনকর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। শিবিরস্থ যাবতীয় লোক কুমারগণের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন অন্তঃপুর-রক্ষক বৃদ্ধগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবকুলরমণীগণ বীরগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে কুররীগণের ন্যায় বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত মহীতল প্রতিধ্বনিত করিয়া মস্তকে করাঘাত, নখর প্রহার ও কেশোৎপাটন পূর্ব্বক হাহাকার করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ ভয়াতুর হইয়া অশ্রুকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে রাজবনিতাগণকে লইয়া নগরে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরের বেত্রধারী দ্বারপালগণ বহুমূল্য আস্তরণে মণ্ডিত শুভ্র শয্যা সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল এবং অনেকে স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে অশ্বতরিযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক নগরে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! পূর্ব্বে দিবাকরও যে কুলকামিনীগণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন নাই, এক্ষণে সামান্য লোকেরাও অবাধে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। ঐ সময় গোপাল মেষ-পালক প্রভৃতি প্রাকৃত মনুষ্যগণও ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করত নগরাভিমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে সমস্ত লোক পলায়নপরায়ণ হইলে আপনার পুত্র যুযুৎসু নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজিত এবং আমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণকে নিহত করিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে কেবল আমি একাকী জীবিত রহিয়াছি। শিবিরস্থ সমস্ত লোকেই পলায়ন করিতেছে। অদৃষ্টপূর্ব্বা রমণীগণ

অনাথা ও শোকসন্তপ্তা হইয়া হরিণীগণের ন্যায় ভয়ব্যাকুল লোচনে দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত ধাবমান হইতেছেন। দুর্য্যোধনের হতাবশিষ্ট সচিবগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন ; এই সময়ে আমারও তাঁহাদিগের সহিত নগরে গমন করা কর্ত্তব্য। মহাবাহু যুযুৎসু এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলে দয়াপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্ন চিত্তে তাঁহারে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু রথারোহণ করিয়া হস্তিনাভিমুখী রমণীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক সচিবগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সন্ধ্যা সময়ে বাষ্পাকুল লোচনে হস্তিনায় প্রবেশ পূর্ব্বক মহাত্মা বিদুরকে অবোলোকন করিয়া প্রণতি পুরঃসর তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিজ্ঞতম মহাত্মা বিদুর যুযুৎসুরে অবলোকন করিয়া অশ্রুগদ্গদস্বরে কহিলেন, বৎস ! কৌরবগণের এই ভয়াবহ সংগ্রামে যে তুমি জীবিত রহিয়াছ, ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনকে না লইয়া কি নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিলে, ইহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

যুযুৎসু কহিলেন, হে মহাত্মন্ ! মহাবীর শকুনি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত নিহত হইলে রাজা দুর্য্যোধনের সমস্ত পরিবার নিঃশেষিত হইল। তখন তিনি স্বীয় অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা পলায়ন করিলে অন্যান্য সকলেই ভয়ব্যাকুলিত হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। অন্তঃপুররক্ষকগণ দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের কলত্রদিগকে বাহনে সমারোপিত করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় আমি কেশবের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই পলায়নপরায়ণ ব্যক্তিগণকে রক্ষা করত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলাম।

হে মহারাজ ! সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও স্বীয় কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ। প্রজাগণ যেমন দিবাকরের পুনরাগমন সন্দর্শন করে, তদ্রূপ আজি আমি ভাগ্যক্রমে সেই বীরক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমার প্রত্যাগমন সন্দর্শন করিলাম। তুমি অদূরদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত রাজ্যলোলুপ হতভাগ্য অন্ধ নৃপতির একমাত্র যষ্টিস্বরূপ হইয়া

রহিলে। আজি তুমি এই স্থানেই বিশ্রাম কর, কল্য যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বিদুর এইমাত্র বলিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে যুযুৎসুর সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় যাবতীয় পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ হাহাকার করিতে লাগিল। রাজভবন নিরানন্দময় ও শোভাবিহীন হইল। কাহারও আর কিছুতেই সুখ রহিল না। তখন সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আবাসে প্রবেশ করিলেন। মহামতি যুযুৎসুও সেই রজনী আপনার গৃহে অতিবাহিত করিলেন। বন্দিগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিল, কিন্তু পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত ভরতবংশীয়দিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়মন্দিরে জাগরূক হওয়াতে তিনি কোন ক্রমেই সুস্থ হইতে পারিলেন না।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিলে হতাবশিষ্ট অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং আমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তৎকালে কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! ঐ সময় ক্ষত্রিয়রমণীগণ ধাবমান ও শিবির শূন্য হইলে আমাদিগের পক্ষীয় সেই তিন জন মহারথ পাণ্ডবগণের জয়কোলাহল শ্রবণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরও দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবার বাসনায় হৃষ্ট মনে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে পর্য্যটন করত পরম যত্ন সহকারে কুরুরাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহারে দেখিতে পাইলেন না। কুরুরাজ ইতিপূর্ব্বেই গদা হস্তে রণস্থল হইতে দ্রুতবেগে নিক্রান্ত হইয়া স্বীয় মায়াপ্রভাবে সলিল স্তম্ভিত করিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধনের অন্বেষণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণের বাহন সকল একান্ত পরিশ্রান্ত হইল। তখন তাঁহারা সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে শিবিরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা মৃদু পদসঞ্চারে সেই হ্রদ সন্নিধানে গমন করিয়া সলিলমধ্যে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক

কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তুমি হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমাদের নিকট আগমন কর এবং আমাদিগের সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় পাণ্ডুনন্দনকে বিনাশপূর্ব্বক পৃথিবী ভোগ কর, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া সুরলোক প্রাপ্ত হও। হে দুর্য্যোধন! তুমি পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায়কে প্রায় বিনাশ করিয়াছ। যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও তোমার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। এক্ষণে আবার আমরা তোমারে রক্ষা করিতেছি, সুতরাং পাণ্ডবগণ কিছুতেই তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।

তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারথগণ! আমি ভাগ্যবলে এইরূপ ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমাদিগকে বিমুক্ত দেখিলাম। অতঃপর শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক সকলে একত্র হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব। এক্ষণে তোমরা সকলেই সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ এবং আমিও শরনিকরে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, বিশেষত পাণ্ডবগণের সৈন্য এখনও অধিক পরিমাণে আছে, সুতরাং এ সময় যুদ্ধ করিতে আমার কোন মতেই অভিরুচি হইতেছে না। তোমরা বীরগণের অগ্রগণ্য; অতএব আমার প্রতি গাঢ়তর অনুরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধে এইরূপ উৎসাহ প্রদান করা তোমাদের নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমার মতে এ সময় পরাক্রম প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি এই রাত্রিটি বিশ্রাম করিয়া কল্য তোমাদিগের সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হও। তোমার মঙ্গল হউক, আমরাই তোমার বিপক্ষগণকে বিনাশ করিব। হে বীর! আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, সত্য ও জপ দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিব। যদি আমি রজনী প্রভাত না হইতে তোমার শত্রুগণকে বিনাশ করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন আমার সজ্জনোচিত যুদ্ধকৃত প্রীতি কদাচ অনুভূত না হয়। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি যে, পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাপি কবচ পরিত্যাগ করিব না।

হে মহারাজ! তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে কতগুলি ব্যাধ মাংসভার বহন ক্লেশে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া জলোপসেবনের নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে সেই হ্রদ সন্নিধানে আগমন করিল। ঐ ব্যাধগণ ভীমের আহারার্থ প্রতিদিন পরম ভক্তি সহকারে মাংস আহরণ করিত। তাহারা সেই হ্রদের কূলে উপবেশনপূর্ব্বক নির্জ্জনে রাজা দুর্য্যোধন ও সেই সমস্ত মহারথগণের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণও সমরস্পৃহাশূন্য সলিলে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্যাধগণ তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন যে হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির ঐ ব্যাধগণকে দুর্য্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া অপরিস্ফুটরূপে পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ, রাজা দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই এই হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছেন; অতএব চল, আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার নিকট বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইব। মহাবীর ভীমসেনও আমাদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আমাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিবেন। উঁহাদের দুই জনের নিকট বিপুল ধন প্রাপ্ত হইলে আর প্রতিদিন এইরূপ শুষ্ক মাংস বহন করিতে হইবে না। অর্থলোলুপ ব্যাধেরা এইরূপ পরামর্শ করিয়া প্রফুল্ল মনে মাংসভার গ্রহণপূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

এ দিকে পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে দেখিতে না পাইয়া কলহের মূলোচ্ছেদ করিবার মানসে তাঁহার অনুসন্ধানার্থে রণস্থলের চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা বহুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কোন অনুসন্ধান পাইলাম না; সে পলায়ন করিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্যাধগণ হৃষ্ট চিত্তে অতি সত্বরে দীনভাবাপন্ন পাণ্ডবগণের শিবিরে সমুপস্থিত হইল এবং নিবারিত হইয়াও শিবির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সমীপে গমন করিয়া তাঁহারে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন মহাবীর বৃকোদর তাহাদিগকে প্রভূত ধন দান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন, আমি লুব্ধকগণের মুখে সেই দুরাত্মার বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। সে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই প্রিয়বাক্য শ্রবণে সোদরগণের সহিত যাঁহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং জনার্দ্দনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হৃষ্টচিত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের ভীষণ সিংহনাদ ও কিলকিলা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। ক্ষত্রিয়গণ সকলেই অতি সত্বরে দ্বৈপায়ন হ্রদ সমীপে ধাবমান হইলেন। সোমকগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া দুর্য্যোধনকে দেখিয়াছি ও তাহার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি বলিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। বেগগামী রথিগণের ঘোরতর শব্দ আকাশমার্গে সমুত্থিত হইল। শ্রান্তবাহন্ বীরগণ অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, পাঞ্চালবংশোদ্ভব ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চালগণ চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে দ্বৈপায়ন হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রবল প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই দুর্য্যোধন সমাশ্রিত দ্বৈপায়ন হ্রদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ হ্রদ দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়, উহার জল অতি নির্ম্মল ও সুশীতল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন গদাপাণি হইয়া মায়াপ্রভাবে সেই জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অলক্ষিতরূপে তাহার মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব সৈন্যের সেই মেঘগম্ভীর তুমুল শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রের বিনাশ বাসনায় শঙ্খশব্দ ও রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই হ্রদের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। তখন মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা পাণ্ডব সৈন্যের সেই তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! ঐ সমরবিজয়ী পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে আগমন করিতেছে; অতএব তুমি অনুমতি প্রদান করিলে আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।

রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া মায়াপ্রভাবে জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃপ প্রভৃতি মহারথগণও শোকার্ত্ত চিত্তে বহু দূরে গমনপূর্ব্বক সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া শয়ান রহিয়াছেন, পাণ্ডবগণও যুদ্ধার্থ হ্রদসমীপে সমুপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে কিরূপে যুদ্ধ হইবে, পাণ্ডবেরা কিরূপেই বা তাহার অনুসন্ধান পাইবে, আর অনুসন্ধান পাইলেই বা রাজা দুর্য্যোধন কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই কৃপ প্রভৃতি তিন জন রথী প্রস্থান করিলে পাণ্ডবগণ সেই হ্রদের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ দুর্য্যোধনের মায়াপ্রভাবে স্তম্ভিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, কৃষ্ণ! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন মায়াবলে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্য হইতে উহার কিছুমাত্র ভয় নাই। যাহা হউক, আমি ঐ মায়াবীরে কদাচ জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিব না। যদি দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং উহার সহায়তা করেন, তথাপি লোকে ইহারে সংগ্রামে নিহত দর্শন করিবে।

বাসুদেব কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি মায়াবলে ঐ মায়াবীর মায়া বিনষ্ট করুন। মায়াপ্রভাবে মায়ারে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনি উপায় দ্বারা ঐ দুরাত্মারে বিনষ্ট করুন। দেবরাজ উপায়বলেই অসংখ্য দানবকে নিহত করিয়াছেন। কৌশল প্রভাবেই বলি রাজা বদ্ধ এবং হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু ও বৃত্রাসুরের বধ সাধন হইয়াছে। শ্রীরাম উপায় প্রভাবেই রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছেন। আমার উপায় প্রভাবেই মহাবল পরাক্রান্ত বিপ্রচিত্তি ও তারকাসুর নিপাতিত হইয়াছে। উপায় প্রভাবেই বাতাপি, ইল্বল, ত্রিশিরা, সুন্দ ও উপসুন্দ নিহত হইয়াছে এবং দেবরাজ ইন্দ্র উপায় বলেই স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন। হে মহারাজ! উপায় সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। উপায় প্রভাবেই দানব, রাক্ষস, ও ভূপালগণ

নিহত হইয়াছে। অতএব আপনি উপায় অবলম্বন করিয়া বিক্রম প্রকাশ করুন।

হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব এইরূপ কহিলে কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া জলমধ্যস্থিত মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কুরুরাজ! তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয় ও আপনার বংশ বিনষ্ট করিয়া কি নিমিত্ত আজি আপনার জীবন রক্ষার্থে জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছ। অচিরাৎ জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে পুরুষোত্তম! আজি তোমার সে দর্প ও অভিমান কোথায়? সভামধ্যে সকলেই তোমারে বীরপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে, কিন্তু আজি তুমি প্রাণভয়ে সলিলমধ্যে প্রবেশ করাতে উহা বৃথা বোধ হইতেছে। তুমি ক্ষত্রিয়বংশে বিশেষত কৌরব-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; যুদ্ধে ভীত হইয়া সলিলমধ্যে অবস্থান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সমরপরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান করা ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম নহে। অসাধু লোকেরাই সমরাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। তুমি সমরসাগর সমুত্তীর্ণ না হইয়া কি নিমিত্ত জীবন রক্ষার বাসনা করিতেছ? এক্ষণে ভ্রাতা, পুত্র, বয়স্য, গুরুজন ও বন্ধু বান্ধবগণকে নিপাতিত করিয়া কি এই হ্রদমধ্যে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে? হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি সর্ব্বলোক সমক্ষে আপনারে বীর বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করিতে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। বীরপুরুষেরা প্রাণান্তে শত্রু সন্দর্শনে পলায়ন করেন না। তুমি কি মনে করিয়া সমর পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা প্রকাশ কর এবং শঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হও। সমস্ত সৈন্য ও ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করিয়া এক্ষণে জীবন রক্ষার বাসনা করা ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি মোহবশত কর্ণ ও শকুনিরে আশ্রয়পূর্ব্বক আপনারে অমর জ্ঞান করিয়া যে পাপাচরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর। তোমার ন্যায় বীর পুরুষেরা কখনই সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন না। এক্ষণে তোমার সে পৌরুষ, সে ক্ষত্রিয়াভিমান, সে বিক্রম, সে তর্জ্জন গর্জ্জন ও সে অস্ত্রশিক্ষা কোথায় রহিল? তুমি কি নিমিত্ত জলাশয়ে শয়ান রহিলে? অচিরাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, হয় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া

ভূতলশায়ী হও। বিধাতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই পরম ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তুমি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া রাজত্ব লাভ কর।

হে মহারাজ! ধীমান্ ধর্ম্মনন্দন এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জলমধ্য হইতে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করি নাই। সংগ্রামস্থলে আমার রথ ও তূণীর বিনষ্ট এবং সমুদায় সৈন্য সামন্ত ও পৃষ্ঠরক্ষক নিহত হওয়াতে আমি একাকী নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ সলিল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; প্রাণভয়ে বা বিষাদ প্রযুক্ত এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই। হে কুন্তীনন্দন! এক্ষণে অনুচরগণের সহিত তুমি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর। আমি অবিলম্বেই সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমরা শ্রমাপনোদন করিয়াছি; এক্ষণে বহুক্ষণের পর তোমার অনুসন্ধান পাইলাম; অতএব তুমি অবিলম্বে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত ও আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় রণস্থলে আমাদিগকে বিনাশপূর্ব্বক অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি যাহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য লাভের অভিলাষ করিতেছিলাম, আমার সেই সমস্ত ভ্রাতারা পরলোকে গমন করিয়াছে এবং পৃথিবীও রত্নহীন ও ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছে। সুতরাং বিধবা রমণীর ন্যায় এই অবনীরে উপভোগ করিতে আমার আর স্পৃহা নাই। হে যুধিষ্ঠির! আমি এখনও পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে ভগ্নোৎসাহ করিয়া তোমারে পরাজয় করিতে পারি; কিন্তু মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্ম নিহত হওয়াতে আমার আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাই। অতএব এক্ষণে তুমিই এই হস্ত্যশ্বশূন্য বন্ধুবান্ধব বিহীন পৃথিবী ভোগ কর। আমার সদৃশ কোন্ রাজা সহায়হীন হইয়া রাজ্য শাসন করিতে বাসনা করে? বিশেষত তাদৃশ সুহৃৎ, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত এবং শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য অপহৃত হওয়াতে আমার জীবন ধারণ করিতেও অভিলাষ নাই। আমি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক বনে গমন করিব। রাজ্যভোগে আমার আর কিছুতেই স্পৃহা হইতেছে না।

হে মহারাজ ! মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন ! তুমি সলিল মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক আর এইরূপ পরিতাপ করিও না। শকুনির ন্যায় তোমার ঐ সকল আর্ত্ত প্রলাপে আমার মনে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইতেছে না। তুমি কথঞ্চিৎ রাজ্যদানে সম্মত হইতে পার ; কিন্তু আমি কিছুতেই তোমার প্রদত্ত রাজ্য শাসন করিতে সম্মত নহি। প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ; অতএব তুমি সমগ্র পৃথিবী দান করিলেও আমি অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক কদাচ তাহা প্রতিগ্রহ করিব না। আমি তোমারে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী ভোগ করিব। হে দুর্য্যোধন ! পূর্ব্বে আমরা কুলরক্ষার্থ ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত উহা আমাদিগকে প্রদান কর নাই ? তুমি প্রথমে মহাবল পরাক্রান্ত বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক্ষণেই বা কি নিমিত্ত রাজ্যদানে অভিলাষী হইয়াছ ? হা ! তোমার কি ভ্রান্তি ! কোন্ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্য দানে ইচ্ছা করিয়া থাকে ? আর এক্ষণে তোমার এই রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা দান করিবার ক্ষমতা নহে ; সুতরাং তুমি কি রূপে উহা আমারে দান করিবে। হে দুর্য্যোধন ! এক্ষণে তুমি আমারে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী প্রতিপালন কর। পূর্ব্বে তুমি আমারে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমি প্রদান করিতে অভিলাষী হও নাই ; এক্ষণে কি রূপে সমগ্র পৃথিবী প্রদান করিবে। কোন্ মূর্খ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ও রাজ্য শাসন করিয়া শত্রুকে বসুন্ধরা দানে অধ্যবসায় করিয়া থাকে। তুমি কেবল মোহ প্রভাবেই উহা অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না। হে কুরুরাজ ! তুমি রাজ্যদানে অভিলাষী হইলেও আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিব না। অতএব এক্ষণে হয় তুমি আমাদিগকে জয় করিয়া রাজ্য শাসন কর, নতুবা আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও। তুমি ও আমি আমরা দুইজনেই জীবিত থাকিলে লোকে আমাদের জয় পরাজয়ে সন্দেহ করিবে। হে দুর্ব্বুদ্ধে ! এক্ষণে তোমার জীবন আমার অধীন হইয়াছে, আমি মনে করিলে তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি ; কিন্তু তুমি স্বয়ং কখনই আত্ম-পরিত্রাণে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বে তুমি গৃহদাহ ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি

বিবিধ উপায় দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে এবং রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বারংবার আমাদিগকে কষ্ট প্রদান করিয়াছ। সেই সমুদায় কারণ বশতঃ তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধই তোমার পক্ষে শ্রেয়। হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

হ্রদপ্রবেশ পর্ব্ব সমাপ্ত।

গদাযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

—•—

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন স্বভাবতই ক্রোধপরায়ণ। সে তৎকালে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক ঐ রূপ তিরস্কৃত হইয়া কি করিল? পূর্ব্বে এরূপ তিরস্কার বাক্য কখনই তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। সে রাজত্ব নিবন্ধন সর্ব্বদা সকল লোকের মান্য হইয়া কাল যাপন করিয়াছে। হায়! পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আতপত্রচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া আমি পরের ছায়া আশ্রয় করিলাম বলিয়া খেদ করিত; সূর্য্যের প্রভাও যাহার অসহ্য হইত; সে কি রূপে অরাতিগণের কটুবাক্য সহ্য করিল? হে সঞ্জয়! ম্লেচ্ছ ও আটবিক সমবেত সমুদায় পৃথিবী যাহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই দুর্য্যোধন এক্ষণে স্বজন বিহীন হইয়া নির্জ্জনে সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার পাণ্ডবগণের তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন হ্রদমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সেই তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও বাহুদ্বয় কম্পন করত সলিলমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! তোমাদিগের বন্ধুবান্ধব, রথ ও বাহন সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু

আমি একাকী, বিরথ, হতবাহন ও পরিশ্রান্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। তোমরা অনেকে রথারূঢ় হইয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলে আমি পদাতি ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া কি রূপে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। অতএব তোমরা একে একে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক ব্যক্তির বিশেষত বর্ম্মহীন, পরিশ্রান্ত, বিপন্ন, ক্ষতবিক্ষত ও শ্রান্তবাহন ব্যক্তির সহিত এককালে বহু বীরের যুদ্ধ করা কোনরূপে যুক্তিসঙ্গত নহে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে কি তুমি, কি ভীমসেন, কি অর্জ্জুন, কি নকুল, কি সহদেব, কি সাত্যকি, কি বাসুদেব, কি পাঞ্চালগণ, কি অন্যান্য সৈনিকগণ, তোমাদের কাহারেও দেখিয়া আমার ভয়সঞ্চার হইতেছে না। আমি একাকী তোমাদের সকলকেই নিবারণ করিব। হে মহারাজ! সাধুদিগের কীর্ত্তি ধর্ম্মমূলক। আমি সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া কহিতেছি যে, সম্বৎসর যেমন ক্রমে ক্রমে সমুদায় ঋতুতে মিলিত হয়, তদ্রূপ আমি তোমাদের সকলের সহিত মিলিত হইব। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা কিয়ৎক্ষণ সুস্থির হও। আমি বিরথ ও শস্ত্রবিহীন হইয়াও প্রভাত সময়ে সূর্য্য যেমন কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক নক্ষত্রগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ তোমাদের সকলকেই সংহার করিব। হে যুধিষ্ঠির! আজি তোমারে তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত নিপাতিত করিয়া বাহ্লীক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, ভূরিশ্রবা, শকুনি এবং আমার পুত্রগণ, বন্ধু বান্ধবগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের ঋণ পরিশোধ করিব। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির কুরুরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি ভাগ্যবলে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবগত হইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই তোমার যুদ্ধে বাসনা হইয়াছে। তুমি ভাগ্যবলে বীরপদবী প্রাপ্ত এবং সমরব্যাপার সম্যক্ অবগত হইয়া একাকীই আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করিতেছ। অতএব অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি, তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিতে পারিলে সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! যদি আমারে একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি

তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিব। আর তুমি আমারে যে কোন আয়ুধ মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিতে কহিয়াছ, আমি তদনুসারে এই গদা মনোনীত করিলাম। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যিনি আমার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন, সেই বীর পাদচারে আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। ইতিপূর্ব্বে বারংবার অত্যাশ্চর্য্য রথযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই অদ্ভুত গদাযুদ্ধ আরম্ভ হউক। লোকে অস্ত্রের পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে, আজি তোমার সম্মতিক্রমে যুদ্ধেরও পরিবর্ত্ত উপস্থিত হউক। হে যুধিষ্ঠির! আমি গদাপ্রভাবে তোমারে, তোমার অনুজদিগকে এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য সৈন্যগণকেও পরাজয় করিব। সমরাঙ্গনে দেবরাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হয় না। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গান্ধারীতনয়! তুমি এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমার বা আমার পক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তির সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং অবহিত হইয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর। আজি যদি ইন্দ্রও তোমারে আশ্রয় প্রদান করেন, তথাপি তুমি বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলমধ্যে লীন ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। উত্তম অশ্ব যেমন কষাঘাত সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য কোন ক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় ভীষণ লৌহময় গদা স্কন্ধে লইয়া সলিলরাশি বিক্ষোভিত করত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়, শূলপাণি রোষোদ্ধত রুদ্রের ন্যায় হ্রদ হইতে সমুত্থিত হইলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহারে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের কর স্পর্শ করত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন উহা উপহাস বিবেচনা করিয়া নয়নদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন, ললাটে ত্রিশিখা ভ্রূকুটী বন্ধন ও বারংবার দশনচ্ছদ দংশন পূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াই যেন কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা অবিলম্বে এই উপহাসের ফল লাভ করিবে। আমি অচিরাৎ তোমাদিগকে পাঞ্চালগণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব।

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন এই বলিয়া গদাহস্তে সলিলসিক্ত কলেবরে হ্রদের কূলে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ঝর জলস্রাবী মহীধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তৎকালে পাণ্ডবগণ তাঁহারে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া ঊর্দ্ধবাহু নিতান্ত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন হর্ষভরে বৃষভের ন্যায় চীৎকার করত মেঘ-গম্ভীর নির্ঘোষে পাণ্ডবগণকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তোমরা একে একে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এক ব্যক্তির সহিত এককালে বহু লোকের যুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অন্যায় হইতেছে। বিশেষত আমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত, সলিলসিক্ত, বর্ম্মহীন ও ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়াছি এবং আমার বাহন ও সৈন্য সকল বিনষ্ট হইয়াছে; আমি ক্রমে ক্রমে সকলেরই সহিত যুদ্ধ করিব। তুমি ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিতে পার, এক্ষণে ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! যখন বহুসংখ্যক মহারথ একত্র হইয়া অভিমন্যুরে বিনাশ করিয়াছিল, তখন তোমার এরূপ প্রজ্ঞা কোথায় ছিল? ক্ষাত্রিয়ধর্ম্ম নিতান্ত ক্রূর ও নিরপেক্ষ, ইহাতে দয়ার লেশমাত্রও নাই। নচেৎ তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ ও বীরপুরুষ হইয়া তৎকালে কিরূপে অভি-মন্যুরে বিনাশ করিলে? ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। অনেকে একত্র হইয়া এক জনকে বিনাশ করিলে যদি অধর্ম্ম হয় তবে কিরূপে তোমার মতানুসারে বীরগণ সমবেত হইয়া অভিমন্যুরে বিনাশ করিল। বিপদ্‌কালে সকলেই ধর্ম্মচিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কবচ পরিধান, কেশকলাপ বন্ধন ও যে কোন দ্রব্যের অভাব থাকে, তাহা গ্রহণ কর। আমি এখনও কহিতেছি যে, তুমি পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাহার সহিত অভিরুচি হয়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং হয় তাহারে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর, না হয় তাহার হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গসুখ অনুভব কর। হে বীর! এক্ষণে তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত আর কি হিত সাধন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ কর।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে আপনার পুত্র সুবর্ণময় বর্ম্ম ও

কনকমণ্ডিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গদা সমুদ্যত করিয়া পাণ্ডবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; হে বীরগণ! এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে সহদেব, ভীমসেন, নকুল, অর্জ্জুন অথবা যুধিষ্ঠির এক জন আসিয়া আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমি নিশ্চয়ই তাঁহারে পরাজয় করিয়া কৃতকার্য্য হইব। আমি ক্রমে ক্রমে তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। বোধ হয়, ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে তোমরা কেহই আমার সমকক্ষ হইবে না। স্বমুখে এরূপ উদ্ধত বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, আমি অচিরাৎ তোমাদিগের সমক্ষেই আপনার বাক্য সফল করিব। এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে যাঁহার অভিরুচি হয়, তিনি গদা গ্রহণ করুন, আমার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা অবিলম্বে প্রকাশ পাইবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বারংবার তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে মহামতি বাসুদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি কোন্ সাহসে দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি আমাদিগের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর। ঐ দুরাত্মা যদি আপনারে অথবা অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেবকে যুদ্ধার্থ বরণ করে, তাহা হইলে আপনার কি দুর্দ্দশা হইবে! বোধ হয়, আপনারা কেহই উহার সহিত গদাযুদ্ধে সমর্থ নহেন। দুর্য্যোধন ভীমসেনের নিধন বাসনায় ত্রয়োদশবর্ষ পর্য্যন্ত লৌহময় পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়াছে। অতএব এক্ষণে কিরূপে আমাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইবে? আপনি কৃপাপরবশ হইয়া নিতান্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে ভীমসেন ব্যতীত দুর্য্যোধনের সমকক্ষ আর কেহই নহে। তিনিও দুর্য্যোধনের ন্যায় গদাযুদ্ধ অধিক অভ্যাস করেন নাই। অত এব বোধ হয়, পূর্ব্বে শকুনির সহিত আপনার যেরূপ দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল, এক্ষণে পুনরায় তদ্রূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ভীমসেন বলবান্ ও পরাক্রমশালী; কিন্তু দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে কৃতী। বলবান্ ও কৃতী এই উভয়ের মধ্যে কৃতী ব্যক্তিই সমধিক ক্ষমতাপন্ন। আপনি সেই ক্ষমতাপন্ন শত্রুকে আমাদিগের মঙ্গলপথে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং বিষম

সঙ্কটে নিপতিত হইলেন এবং আমাদিগকেও বিপদসাগরে নিপাতিত করিলেন। কোন্ ব্যক্তি সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া একমাত্র অরাতিরে বহু কষ্টে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার হস্তে প্রাপ্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়া থাকে? দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অমরগণের মধ্যেও কেহ উঁহারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। ঐ বীর গদাযুদ্ধে অতিশয় দক্ষ, অতএব ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে কি আপনি, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি অর্জ্জুন কেহই উঁহারে পরাজয় করিতে পারিবেন না। যখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও আমাদের জয়লাভে সংশয় উপস্থিত হয়, তখন আপনি কিরূপে উঁহারে যে কোন পাণ্ডবের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন? এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পাণ্ডুতনয়গণের কখনই রাজ্যভোগ হইবে না। বিধাতা উঁহাদিগকে চিরকাল বনে বাস বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হে মহারাজ! তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মধুসূদনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যদুনন্দন! আর বিষাদ করিও না, আজি আমি নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। ধর্ম্মরাজের জয় লাভ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা আমার গদা সার্দ্ধেক গুণে গুরুতর, আমি সেই গদা অবলম্বন করিয়া অবিলম্বেই উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, তোমরা দর্শক ভাবে অবস্থান কর। ক্ষুদ্র শত্রু দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, অমর প্রভৃতি তিন লোক নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমি অনায়াসে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিতে পারি।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীমের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহারে প্রশংসা করত কহিলেন, হে বীর! ধর্ম্মরাজ তোমার বাহুবলেই অরাতি বিহীন হইয়া স্বীয় রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের সমুদায় পুত্র এবং কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য রাজা, রাজকুমার ও নাগগণকে নিপাতিত করিয়াছ, তোমার প্রভাবেই কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি দুর্য্যোধনকেও

নিপাতিত করিয়া বিষ্ণু যেমন দেবরাজকে স্বর্গ রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে সসাগরা পৃথিবী প্রদান কর। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন তোমার হস্তেই বিনষ্ট হইবে, তুমি অচিরাৎ তাহার ঊরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া আত্ম-প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা অতিশয় বলবান্ ও যুদ্ধ বিশারদ। সর্ব্বদা যত্ন সহকারে উহার সহিত যুদ্ধ করিও। মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর সাত্যকি এবং ধর্ম্মরাজপ্রমুখ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভীম-সেনকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী সৃঞ্জয়গণ পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আমি দুর্য্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই। ঐ পুরুষাধম কখনই আমারে পরাজয় করিতে পারিবে না। অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি আজি দুর্য্যোধনের প্রতি হৃদয়নিহিত ক্রোধানল নিক্ষেপ করিব। আজি গদার আঘাতে ঐ পাপাত্মার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আপনার হৃদয়স্থিত শল্য উদ্ধার করিয়া ফেলিব। আজি আপনি সুস্থ-শরীর হইবেন। আজি আমি আপনার শত্রুহৃত কীর্ত্তিময়ী মালা প্রত্যাহরণ করিব। আজি দুর্য্যোধন প্রাণ, শ্রী ও রাজ্য পরিত্যাগ করিবে এবং রাজা ধৃত-রাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে আমার হস্তে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্ব্বুদ্ধিজনিত দুষ্ক্রিয়া সমুদায় স্মরণ করিবেন।

মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর এই বলিয়া বাসব যেমন বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত গদা উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আপনার পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের আহ্বান সহ্য করিতে না পারিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ ভীমসেনের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ শিখরপরিশোভিত কৈলাশ পর্ব্বত সদৃশ মহাবীর দুর্য্যোধনকে যূথবিহীন মাতঙ্গের ন্যায় সমরে সমুপস্থিত দেখিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। মহাবাহু দুর্য্যোধনও সিংহের ন্যায় নির্ভয় শরীরে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে সমর-ক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তুমি তোমরা হস্তিনায় আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলে, এক্ষণে

তাহা স্মরণ কর। তুমি শকুনির বুদ্ধিপ্রভাবে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে, পরাজয়, সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীরে অপমান এবং নিরপরাধ পাণ্ডবগণকে কষ্ট প্রদান করিয়া যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। হে কুলনাশক নরাধম! তোমার নিমিত্তই আমাদিগের পিতামহ মহাযশা ভীষ্মদেব নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য নিহত হইয়াছেন। তোমার পাপেই তোমার সহোদরগণ, পুত্রগণ ও সমরনিপুণ বহুসংখ্যক ভূপতি, অসংখ্য সৈন্য এবং আমাদের এই বিবাদের মূলীভূত কারণ দুরাত্মা শকুনি ও দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রতিকামী শমনসদনে গমন করিয়াছে। এক্ষণে কেবল তুমি একাকী অবশিষ্ট রহিয়াছ। আজি গদা প্রহারে নিশ্চয়ই তোমারে নিপাতিত করিব। আজি পাণ্ডবগণের ক্লেশ এবং তোমার দর্প ও বিপুল রাজ্যলালসা দূরীভূত হইবে।

কুরুরাজ ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বৃকোদর! অধিক বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। অবিলম্বে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আজিই তোমার যুদ্ধপ্রবৃত্তি উচ্ছিন্ন করিব। আমি হিমালয় শিখরের ন্যায় গদা ধারণ করিয়া সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছি। ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে সুররাজ পুরন্দরও আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি সলিলবিহীন শরৎকালীন মেঘের ন্যায় আর বৃথা গর্জ্জন করিও না। যত দূর পরাক্রম থাকে, সংগ্রাম করিয়া প্রকাশ কর। হে মহারাজ! কুরুরাজ এই কথা কহিলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তলশব্দ দ্বারা উন্মত্ত মাতঙ্গকে যেমন আমোদিত করে, তদ্রূপ তাঁহার বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহারে আমোদিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় কুঞ্জরগণ অনবরত বৃংহিতধ্বনি ও অশ্বগণ বারংবার হ্রেষারব করিতে আরম্ভ করিল এবং বিজয়াকাঙ্ক্ষী পাণ্ডবগণের অস্ত্র সমুদায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ভীষণ গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ সকলেই উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় তালধ্বজ বলদেব শিষ্যদ্বয়ের সংগ্রাম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার সন্দর্শনে অতি মাত্র প্রীত হইয়া কেশব সমভি-

ব্যাহারে তাঁহারে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, মহাশয়! শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করুন। তখন বলদেব কৃষ্ণ-সমবেত পাণ্ডবগণকে ও গদাধারী রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আজি দ্বিচত্বারিংশ দিবস হইল, আমি তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়াছিলাম। আমি পুষ্যা নক্ষত্রে আবাস হইতে নিক্রান্ত হইয়া শ্রবণায় প্রত্যাগমন করিয়াছি। এক্ষণে শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ সংবাদ অবগত হইয়া উহা দর্শন করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইলাম। তখন গদাযুদ্ধে সমুদ্যত মহাবীর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রীতিপ্রফুল্ল মনে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলদেবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্বাগত ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে মাহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব প্রীতমনে তাঁহারে আলিঙ্গন ও অভিবাদন, মাদ্রীতনয়দ্বয় ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র তাঁহারে নমস্কার এবং রাজা দুর্য্যোধন ও ভীমসেন তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, মহাবাহো! এক্ষণে আপনি এই গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-গণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অন্যান্য পার্থিবদিগকে যথাক্রমে সৎকার ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও তাঁহারে পূজা ও অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বলদেব প্রীতিপ্রফুল্ল মনে জনার্দ্দন ও সাত্যকিরে আলিঙ্গন ও তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মারে পূজা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হৃষ্টমনে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার সৎকার করিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোহিণীনন্দনকে কহিলেন,—হে রাম! আপনি এক্ষণে আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন। নীলাম্বরধারী ধবলকায় বলদেব যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতমনে সেই ভূপালগণ মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণ পরিবৃত নিশাকরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধন ও বৃকোদরের ঘোরতর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ

উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে বলরাম কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক আমি দুর্য্যোধনের বা পাণ্ডুতনয়দিগের সহায়তা করিব না বলিয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি কি নিমিত্ত সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং কি রূপেই বা যুদ্ধ দর্শন করিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ বিরাট ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক মধুসূদনকে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে প্রেরণ করিলে মহামতি বাসুদেব প্রাণী সকলের হিত সাধনার্থ সন্ধির উদ্দেশে অম্বিকানন্দনকে বিশেষরূপে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ সন্ধি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য না হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বিরাট নগরে প্রত্যাগমন করিয়া পাণ্ডবগণকে কহিলেন, কৌরবগণ কালপ্রভাবে আমার বচন রক্ষা করিল না; অতএব চল, আমরা এই পুষ্যানক্ষত্রে যুদ্ধার্থ যাত্রা করি।

অনন্তর উভয়পক্ষের সৈন্য নির্দ্ধারিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত রোহিণীতনয় কৃষ্ণকে কৌরবগণের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে সময় বাসুদেব তাঁহার বাক্য রক্ষা করিলেন না। তখন যদুনন্দন বলদেব রোষপরবশ হইয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে সরস্বতী তীর্থে প্রস্থান করিলেন। বলদেব তীর্থযাত্রা করিলে অরাতিনিপাতন ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বাসুদেব সাত্যকির সহিত পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক পুষ্যানক্ষত্রযোগে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

এ দিকে বলদেব গমন কালে পথিমধ্যে ভৃত্যবর্গকে কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে অগ্নি, যাজক, সুবর্ণ, রজত, ধেনু, বস্ত্র, অশ্ব, হস্তী, রথ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং তীর্থযাত্রার উপযোগী পরিচ্ছদ ও নানাবিধ দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়া সারস্বত তীর্থাভিমুখে যাত্রা কর। মহাবল বলদেব ভৃত্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ঋত্বিক, অন্যান্য ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, রথ, গজ, অশ্ব, কিঙ্কর এবং গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযোজিত বিবিধ যানে পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে সারস্বত তীর্থ সমুদায় পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পরিচারকগণ দেশে দেশে বৃদ্ধ, শিশু ও পরিশ্রান্ত অথিগণকে প্রদান করিবার উদ্দেশে বিবিধ দানোপযোগী দ্রব্যের

আয়োজন করিতে লাগিল। যে স্থানে যে ব্রাহ্মণ যে ভোজ্য বস্তু প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করা হইল। মহাবল বলরামের আদেশানুসারে ভৃত্যগণ স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া রাশি রাশি ভক্ষ্য ও পানীয় আহরণ করিতে লাগিল। সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণগণকে মহার্হ বস্ত্র, পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ প্রদান করা হইল। গমনাভিলাষীর নিমিত্ত যান, তৃষ্ণার্ত্তের নিমিত্ত পানীয়, বুভুক্ষিতের নিমিত্ত সুস্বাদু অন্ন এবং রাশি রাশি বস্ত্র ও আভরণ সমুদায় প্রস্তুত রহিল। বিপ্র বা ক্ষত্রিয়মধ্যে যিনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইলেন। কাহারও কুত্রাপি গমনে বা অবস্থানে কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। এইরূপে সেই তীর্থগমন পথ সকলেরই পক্ষে স্বর্গ সদৃশ সুখাবহ হইয়া উঠিল। উহা বিপণী, আপণ, পণ্য দ্রব্য এবং বিবিধ লতা, বৃক্ষ ও নানাবিধ রত্নে ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সংযমী মহাত্মা বলদেব মহা আহ্লাদে সেই পুণ্য তীর্থ সমুদায়ে ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞদক্ষিণা, কাঞ্চনময় শৃঙ্গশোভিত মহার্হ বস্ত্র সমাযুক্ত সহস্র সহস্র পয়স্বিনী গাভী, নানা দেশজাত অশ্ব, মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্ন, বিশুদ্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য, যান, দাস এবং লৌহ ও তাম্রময় ভাণ্ড সকল দান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অপ্রতিমপ্রভাব রোহিণীনন্দন এইরূপে সারস্বত তীর্থ সমুদায়ে ভূরি ভূরি অর্থ দান করিয়া ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সারস্বত তীর্থ সমুদায়ের গুণ, উৎপত্তি, কর্ম্ম ও ফল সমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি বহুতর তীর্থ এবং তৎসমুদায়ের উৎপত্তি ও গুণ শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভগবান্ তারাপতি চন্দ্র যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া যে তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক শাপ হইতে মুক্তি লাভ ও পুনর্ব্বার স্বীয় তেজ অধিকার করিয়া সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতেছেন, যদুপ্রবীর বলদেব সুহৃৎ ও ঋত্বিক্‌গণের সহিত সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্র প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থ চন্দ্রকে প্রভাসিত করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম প্রভাস হইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ভগবান্ শশাঙ্ক কি রূপে যক্ষ্মরোগে

আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং কি রূপেই বা প্রভাস তীর্থে অবগাহন করিয়া শাপ-বিমুক্ত হইলেন, আপনি সবিস্তরে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে দান করেন। উঁহারা নক্ষত্র; উঁহাদের দ্বারা লোকে কাল নিরূপণ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না বিশাললোচনা কন্যার মধ্যে রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ছিলেন। ভগবান্ চন্দ্র তাঁহারই প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাঁহারই সহিত সুখ সম্ভোগ করিতেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য দক্ষতনয়ারা নিতান্ত কুপিত হইয়া অবিলম্বে দক্ষ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিত! আমাদিগের প্রতি চন্দ্রের আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। তিনি নিরন্তর রোহিণীর সহিত সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিয়া থাকেন, অতএব আমরা আপনার সমক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক মিতাহারী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিব। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপে প্রীতি প্রদর্শন কর নতুবা তোমার ঘোরতর অধর্ম্ম হইবে। পরে তিনি কন্যাগণের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, তোমরা এক্ষণে চন্দ্র সন্নিধানে গমন কর, তিনি আমার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে তোমাদিগের প্রতি তুল্যরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন।

তখন দক্ষকন্যারা পিতার অনুমতি ক্রমে পুনরায় চন্দ্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু চন্দ্র তাঁহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া প্রীতমনে রোহিণীরই সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তখন কন্যাগণ পুনরায় দক্ষ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিত! চন্দ্র আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন। আমাদিগের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র প্রীতি নাই। অতএব এক্ষণে আমরা আপনার শুশ্রূষায় নিরত হইয়া আপনারই সন্নিধানে কাল যাপন করিব। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণে চন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই তোমারে শাপ প্রদান করিব। হে মহারাজ! প্রজাপতি দক্ষ ঐ কথা কহিলেও ভগবান্ চন্দ্র তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক রোহিণীর সহিত কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

তখন দক্ষকন্যারা নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনরায় পিতৃ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করিয়া কহিলেন,—পিত! চন্দ্র আমাদিগের সহবাসে এককালে বিমুখ হইয়াছেন। আমাদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ নাই। আপনি বারংবার তাঁহারে উপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু তিনি আপনার বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া রোহিণীর সহিত কাল হরণ করিতেছেন। অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং যাহাতে চন্দ্র আমাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহারও উপায় করিয়া দিন।

তখন প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চন্দ্রের নিমিত্ত যক্ষ্মার সৃষ্টি করিলেন। যক্ষ্মা দক্ষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। ভগবান্ চন্দ্র সেই যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তিনি উহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমে রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না। হে মহারাজ! চন্দ্র এইরূপে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইলে ওষধি সকল নিস্তেজ, আস্বাদশূন্য ও উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তন্নিবন্ধন লোক সকল নিতান্ত কৃশ ও সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল।

তখন দেবগণ চন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, হে শশলাঞ্ছন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ক্ষীণ ও শোভাহীন হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর। আমরা অবশ্যই উহার প্রতিবিধান করিব। তখন ভগবান্ শশাঙ্ক যে নিমিত্ত শাপগ্রস্ত ও যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা আদ্যোপান্ত সুরগণের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। সুরগণ শশাঙ্কের মুখে তাঁহার ক্ষয়-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া চন্দ্রকে শাপ হইতে মুক্ত করুন। শশধর অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছেন; উঁহার কলেবর এক্ষণে অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। উনি ক্ষীণ হওয়াতে ওষধি, লতা ও বিবিধ বীজ বিনষ্ট হইতেছে। তন্নিবন্ধন আমাদিগেরও ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিনষ্ট হইলে এই জগৎ নিতান্ত ব্যর্থ হইবে। অতএব আপনি এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া চন্দ্রের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন।

তখন প্রজাপতি দক্ষ দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে

সুরগণ ! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। কিন্তু আমি এক্ষণে একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেছি, তদ্দ্বারা চন্দ্রের শাপ শান্তি হইতে পারিবে। নিশাকর সারস্বত তীর্থে অবগাহন করিয়া পত্নীগণের প্রতি প্রতিনিয়ত তুল্যরূপ স্নেহ প্রদর্শন করুন, তাহা হইলে উনি পুনরায় পরিবর্দ্ধিত হইবেন, সন্দেহ নাই। হে দেবগণ ! আমার বাক্যানুসারে মাসমধ্যে পঞ্চদশ দিন চন্দ্রের নিত্য নিত্য ক্ষয় ও পঞ্চদশ দিন নিত্য নিত্য বৃদ্ধি হইবে। উনি এক্ষণে পশ্চিম সমুদ্রে গমনপূর্ব্বক সরস্বতী ও সাগরসঙ্গমে দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করুন, তাহা হইলেই পুনরায় পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইবেন।

হে মহারাজ ! তখন ভগবান্ চন্দ্র মহর্ষি দক্ষের নিদেশানুসারে অমাবস্যায় সরস্বতীতে গমন করিয়া প্রভাসাখ্য তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় লোক উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ প্রভাসে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রকে লইয়া দক্ষের নিকট আগমন করিলেন। মহর্ষি দক্ষ তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় দিয়া প্রীত মনে চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস ! তুমি স্বীয় পত্নীগণ ও ব্রাহ্মণদিগকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না, এক্ষণে দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে গমন করিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। তখন নিশানাথ দক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার আলয়ে আগমন করিলেন। প্রজারাও হৃষ্টান্তঃকরণে পূর্ব্ববৎ কাল যাপন করিতে লাগিল। হে মহারাজ ! ভগবান্ শশাঙ্ক যেরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রভাস তীর্থ যেরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। ঐ তীর্থে ভগবান্ শশাঙ্ক প্রতি অমাবস্যায় স্নান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হন। উহা চন্দ্রকে প্রভাসিত করে বলিয়া লোকমধ্যে প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

অনন্তর মহাবল বলদেব চমসোদ্ভেদ তীর্থে গমন করিলেন। তথায় তিনি প্রভূত দান, বিধি পূর্ব্বক স্নান ও এক রজনী যাপন করিয়া সত্বরে উদপান তীর্থে গমন করিলেন। হে মহারাজ ! সরস্বতী ঐ স্থানে অন্তঃসলিলা হইলেও সিদ্ধগণ মহান্ শ্রেয়োলাভ এবং ওষধি ও ভূমির স্নিগ্ধতা অবলোকন করিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে, ইহা অনায়াসে বিদিত হইয়া থাকেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! হলায়ুধ বলদেব মহাযশা মহর্ষি ত্রিতের উদপান তীর্থ

প্রাপ্ত হইয়া তথায় স্নান, বিবিধ ধন দান ও দ্বিজগণের পূজা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহাতপা ত্রিত ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন। তিনি ঐ কূপে অবস্থান পূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহারে ঐ কূপে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের আবাসে প্রস্থান করিলে মুনিবর ত্রিত তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! উদপান তীর্থ কি রূপে উৎপন্ন হইল? মহাতপা ত্রিত কি নিমিত্ত কূপমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন? কি নিমিত্ত তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহারে কূপমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন? আর কি রূপেই বা মহর্ষি ত্রিত যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন? যদি এই সমস্ত কথা শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! পূর্ব্ব যুগে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহাতপা একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের তিন জনকেই প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইত। তাঁহারা কেহই প্রজাবিহীন ছিলেন না। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও তপোবলে ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ গৌতম পুত্রগণের তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণে পরম প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি সুদীর্ঘকাল সুপুত্রদিগের সৎকার্য্যজনিত আনন্দ অনুভব করিয়া সুরপুরে প্রস্থান করেন।

ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহার যজমানগণ তাঁহার পুত্রগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। গৌতমের পুত্রত্রয়ের মধ্যে মহাত্মা ত্রিত কর্ম্ম ও অধ্যয়নের গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহাভাগ মহর্ষিগণ ত্রিতের গুণগ্রাম দর্শনে মহাত্মা গৌতমের ন্যায় তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন।

একদিন একত ও দ্বিত উভয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধন লাভের নিমিত্ত চিন্তাকূল হইয়া পরামর্শ করিলেন, আমরা ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানদিগের নিকট বিবিধ পশু প্রতিগ্রহ করিয়া মহাফল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক পরমানন্দে সোমরস পান করিব। তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিধানানুসারে তাঁহাদিগের যজ্ঞ সমাধান পূর্ব্বক অসংখ্য পশু প্রতিগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব

দিকে যাত্রা করিলেন। ত্রিত আনন্দিত চিত্তে সকলের অগ্রসর হইলেন এবং একত্ ও দ্বিত পশুগণকে সঞ্চালন করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন একত ও দ্বিত সেই প্রভূত পশু দর্শনে লোভপরবশ হইয়া কিরূপে এই সমস্ত গাভী আমরা উভয়ে প্রাপ্ত হইব, ইহাই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সেই পাপপরায়ণ ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর যুক্তি স্থির করিয়া কহিলেন, দেখ, ত্রিত যজ্ঞকুশল ও বেদপারগ। সে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক গাভী লাভ করিতে পারিবে; অতএব চল, আমরা গো সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রস্থান করি। ত্রিত যথা ইচ্ছা গমন করুক।

হে মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা তিন জন গমন করিতেছেন, এমন সময় একটা বৃক তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইল। গৌতমতনয়গণ যে পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উহার অনতিদূরে সরস্বতীর তটে একটা বৃহৎ কূপ ছিল। মহাত্মা ত্রিত পথিমধ্যে বৃক দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করত সেই সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর ঘোরতর কূপে নিপতিত হইলেন। তিনি সেই কূপমধ্যে আর্ত্তনাদ করিলে উহা তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ত্রিতকে কূপে নিপতিত জানিতে পারিয়াও বৃকভয় ও পশু লোভে তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহাতপস্বী ত্রিত এইরূপে ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনারে নরকে নিপতিত দুষ্কৃতির ন্যায় সেই তৃণলতা পরিবেষ্টিত ধূলিসমাচ্ছন্ন নির্জ্জল কূপে নিপতিত অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি এই কূপে থাকিয়া কিরূপে সোমরস পান করি। মহাত্মা ত্রিত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, এক লতা সেই কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে। তখন তিনি ক্ষণকাল ধ্যান করত সেই ধূলিসমাবৃত কূপ খনন পূর্ব্বক জল উত্তোলন ও বহ্নি স্থাপন করিলেন এবং আপনারে হোতা, সেই লম্বমান লতাকে সোমলতা, প্রস্তরখণ্ডকে শর্করা এবং জলকে আজ্য কল্পনা করিয়া ঋক্, যজু ও সামবেদ চিন্তা করত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তিনি দেবগণের নিমিত্ত সোমরসের ভাগ কল্পনা করিয়া তুমুল শব্দে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন মহামুনি ত্রিতের সেই শব্দ স্বর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহাতে দেবগণের মনেও

ভয়সঞ্চার হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহারা উহার কিছুমাত্র কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন দেবপুরোহিত বৃহস্পতি সেই তুমুল শব্দ শ্রবণে সমস্ত দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ ! মহাতপস্বী ত্রিত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অন্যান্য দেবগণের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব আমাদিগকে তথায় গমন করিতে হইবে। দেবগণ বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণে পরস্পর সমবেত হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিতের যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সেই কূপমধ্যে যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত দেখিয়া কহিলেন, মহাভাগ ! আমরা যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ উপস্থিত হইয়াছি। তখন মহর্ষি ত্রিত দেবগণকে, এই দেখুন, আমি অতি ভীষণ কূপে নিপতিত হইয়াছি, এই বলিয়া যথাবিধি মন্ত্রপূত ভাগ প্রদান করিলেন। দেবগণও প্রীত মনে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া ত্রিতকে অভিলাষানুরূপ বর প্রদানে উদ্যত হইলেন। তখন মহাত্মা ত্রিত কহিলেন, হে দেবগণ ! আমারে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন। আর যিনি এই কূপোদক স্পর্শ করিবেন, তিনি যেন আপনাদের বরে সোমরসপায়ীর সদ্গতি লাভে সমর্থ হন। দেবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। দেবগণ বর প্রদান করিবামাত্র কূপমধ্যে তরঙ্গমালাসঙ্কুল সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল। মহর্ষি ত্রিত ঐ নদীপ্রভাবে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেবগণকে অভিবাদন করিলে দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি ত্রিতও মহা আহ্লাদে গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি গৃহে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন যে, তোমরা পশুলোভে আমারে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে ; অতএব আমার শাপ প্রভাবে দংষ্ট্রায়ুধ ভীষণ বৃক রূপ ধারণ করিয়া ইতস্তত বিচরণ কর। তোমাদিগের সন্তান সন্ততিও গোলাঙ্গূল, ভল্লূক ও বানর হইবে। মহর্ষি ত্রিত এই বলিবামাত্র তাঁহার সত্যবাদিতা প্রভাবে সেই তাপসদ্বয় তৎক্ষণাৎ বৃকরূপী হইলেন।

হে মহারাজ ! অমিতপরাক্রম বলরাম সেই পুণ্য তীর্থে কূপ দর্শন পূর্ব্বক তাহার সলিল স্পর্শ ও বারংবার প্রশংসা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন দান করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! অনন্তর মহাত্মা বলদেব বিনশন তীর্থে উপস্থিত হইলেন।

তথায় সরস্বতী, শূদ্র ও আভীরদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি নিবন্ধন অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই নিমিত্তই মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে বিনশন নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সুভূমিক তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণ সতত অবস্থান ও প্রসন্ন বদন অপ্সরোগণ নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন এবং গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ প্রতি মাসে সে স্থানে উপস্থিত হন। দেবতা ও পিতৃগণ তথায় সমবেত ও পবিত্র দিব্য কুসুম সমুদায়ে সমাকীর্ণ হইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। ঐ তীর্থ অপ্সরাদিগের আক্রীড় ভূমি বলিয়া সুভূমিক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণগণকে ধন দান, বিবিধ গীত বাদ্য শ্রবণ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের ছায়া দর্শন করিয়া গন্ধর্ব্বতীর্থে গমন করিলেন। তথায় বিশ্বাবসু প্রভৃতি তপঃপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণ মনোহর নৃত্য গীত করিয়া থাকেন। মহাত্মা রোহিণীনন্দন তথায় ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ, ছাগ, মেষ, গো, খর, উষ্ট্র, সুবর্ণ ও রৌপ্য প্রদান পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি গর্গস্রোত তীর্থে গমন করিলেন। তথায় আত্মতত্ত্বজ্ঞ বৃদ্ধ গর্গ জ্ঞান ও কালের গতি, জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ের ব্যতিক্রম এবং শুভ ও দারুণ নিমিত্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার নামানুসারেই উহার নাম গর্গস্রোত হইয়াছে, ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ কালজ্ঞানের নিমিত্ত ঐ তীর্থে প্রতিনিয়ত মহর্ষি গর্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্বেত চন্দনচর্চ্চিতকলেবর বলদেব তথায় মুনিগণকে ধন দান ও বিপ্রদিগকে নানাবিধ ভোজ্য প্রদানপূর্ব্বক শঙ্খ তীর্থে গমন করিলেন। তথায় তিনি সরস্বতীর তীরে মহর্ষিগণনিষেবিত মহাশঙ্খ নামে এক বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষ শ্বেতপর্ব্বত সন্নিভ ও সুমেরুর ন্যায় সমুন্নত; বিদ্যাধর, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ অন্য প্রকার আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহার ফল ভক্ষণ ও ঐ স্থানে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। মহাত্মা বলদেব সেই শঙ্খতীর্থে গাভী, বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র এবং তাম্র ও লৌহময়

ভাণ্ড সকল প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা ও তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিয়া পবিত্র দ্বৈতবনে উপনীত হইলেন। তিনি ঐ তীর্থে নানা বেশধারী মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিয়া উহার সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা ও প্রচুর ভোগ্য দ্রব্য দান করিয়া সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে গমন করিতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া নাগবর্ত্ম নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে পন্নগরাজ বাসুকির বাসস্থান আছে। উহা অসংখ্য সর্পে সমাকীর্ণ, কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র সর্পভয় নাই। ঐ তীর্থে চতুর্দ্দশ সহস্র মহর্ষি নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া নাগরাজ বাসুকিরে বিধানানুসারে অভিষেক করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন প্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্ব দিকে গমন করিলেন। তথায় শত সহস্র সংখ্যক সুবিখ্যাত তীর্থে স্নান, ঋষিগণের আদেশানুসারে উপবাস, সংযম ও প্রভূত ধন দান করিলেন এবং তীর্থবাসী মুনিগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ স্থান হইতে বাতাহত বৃষ্টির ন্যায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। মহাত্মা বলদেব সরস্বতীরে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! সরস্বতী নদী কি নিমিত্ত তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছেন এবং কি কারণেই বা বলদেব তথায় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে তত্রত্য অসংখ্য মহর্ষি সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত হইলেন এবং দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞস্থলে অবস্থান করিয়া যজ্ঞ সমাপনান্তে তীর্থ দর্শনার্থ সরস্বতীর দক্ষিণ কূলে আগমন করিলেন। ঋষিগণের সংখ্যাবাহুল্য প্রযুক্ত সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত তীর্থ সকল নগর সদৃশ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ তীর্থবাসাভিলাষে স্যমন্ত পঞ্চকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আশ্রয় করিলেন। তাঁহাদিগের আহুতি দান ও বেদাধ্যয়ন শব্দে দিক্ সকল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হুত হুতাশন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান হওয়াতে সরস্বতীর অতি

চমৎকার শোভা হইল। বালিখিল্ল, অশ্মকুট্ট, দন্তোলুখল, প্রসংখ্যান এবং বায়ু ভক্ষণ, জলাহার, পর্ণভোজন ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি বিবিধ নিয়মধারী অন্যান্য তাপসগণ, দেবগণ যেমন মন্দাকিনীর শোভা সম্পাদন করেন; তদ্রূপ সরস্বতীর শোভা সম্পাদন করিলেন। তৎপরে যজ্ঞনিরত ব্রতধারী অন্যান্য অসংখ্য ঋষি তথায় সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু বিন্দুমাত্র স্থান পাইলেন না। তখন তাঁহারা তীর্থের শেষ সীমা হইতে যজ্ঞোপবীত প্রমাণ ভূমি লইয়া তীর্থ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক হোমাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি রূপে এই অল্প প্রমাণ স্থানে আমাদের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। হে মহারাজ! ঐ সময় সরস্বতী মুনিগণকে চিন্তাকুলিতচিত্ত দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্য সাধনার্থ তথায় গমন ও দর্শন প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সরস্বতী ঋষিগণের আগমন চরিতার্থ করিয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে নির্গত হইলেন। সরস্বতীর আগমনে ঐ স্থানে অসংখ্য জলস্থান হইল। তৎকালে মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে ঐরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করাতে সেই জলস্থান সকল নৈমিষীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

হে মহারাজ! সেই স্থানে বহুতর জলস্থান এবং সরস্বতীর পূর্ব্বাভিমুখে গমন অবলোকন করিয়া বলরামের বিস্ময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি সেই তীর্থে যথাবিধি অবগাহনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য ও সুবর্ণাদি বিবিধ ধন দান করিয়া তথা হইতে সপ্তসারস্বত তীর্থে যাত্রা করিলেন। ঐ তীর্থ বদর, ইঙ্গুদ, কাশ্মর্য্য, অশ্বত্থ, বট, বিভীতক, কঙ্কোল, পলাশ, করীর, পীলু, করূষক, বিল্ব, আম্রাতক ও কষণ্ড প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে এবং কদলী, পারিজাত ও মাধবী লতাবনে সুশোভিত আছে। জলপায়ী, বায়ুভক্ষক, ফলাহারী, পর্ণাশী, দন্তোলুখল ও অশ্মকুট্ট প্রভৃতি বহুতর মুনিগণ নিরন্তর উহাতে বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন হইয়া থাকে। উহা হিংসাধর্ম্ম শূন্য অসংখ্য লোকের আবাসভূমি। মঙ্কণক নামে এক জন সিদ্ধ ঐ বহু মৃগ সমাকীর্ণ তীর্থে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সপ্তসারস্বত তীর্থ কি রূপে উৎপন্ন

হইল ? মঙ্কণক মুনি কে ? কিরূপে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন ? তাঁহার কি রূপ নিয়ম ছিল এবং তিনি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ ও কি কি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ? আমি তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ ! সরস্বতীর সাত শাখায় এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তেজস্বিগণ সরস্বতীরে যে যে স্থানে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই স্থানেই আবির্ভূত হন। তন্নিবন্ধন তাঁহার সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা নামে সাত শাখা বিখ্যাত হইয়াছে। পুষ্কর তীর্থে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইলে সেই বিস্তৃত যজ্ঞস্থলে দ্বিজগণ পবিত্র বেদপাঠে নিযুক্ত ও দেবগণ নানা কার্য্যে ব্যগ্র হইলেন। ঐ যজ্ঞে ধর্ম্মার্থকুশল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণের নিকট বিবিধ দ্রব্যজাত উপস্থিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বেরা গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সুমধুর বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও সেই সর্ব্বকামসম্পন্ন যজ্ঞ দেখিয়া পরিতুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে মহারাজ ! পিতামহ এইরূপে সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ও পরম পরিতুষ্ট হইলে মহর্ষিগণ কহিলেন যে, এই যজ্ঞে সরিদ্বরা সরস্বতীর আবির্ভাব নাই, অতএব ইহা মহাগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে সরস্বতীরে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী যজ্ঞদীক্ষিত পিতামহ কর্ত্তৃক পুষ্কর তীর্থে আহূত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মহর্ষিগণ তথায় সরস্বতীরে দর্শন করিয়া পুলকিত চিত্তে পিতামহকে ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার যজ্ঞের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ ! এইরূপে সরিদ্বরা সরস্বতী পিতামহ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মুনিগণের সন্তোষার্থ পুষ্কর তীর্থে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে তিনি সুপ্রভা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নৈমিষারণ্যে অনেক স্বাধ্যায়নিরত তপস্বীর বাসস্থান ছিল। তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া বেদবিষয়ক নানাবিধ বিচিত্র কথার আন্দোলন করিতেন। সেই মহর্ষিগণ যজ্ঞকালে সরস্বতীরে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহাদের সাহায্যার্থ নৈমিষারণ্যে আগমন করেন। ঐ স্থানে সরস্বতীর নাম

কাঞ্চনাক্ষী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। গয় নামে ভূপতি গয় তীর্থে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সরস্বতীরে আহ্বান করাতে তিনি তথায় আগমন করেন। গয়ের যজ্ঞকার্য্যের দীক্ষিত মুনিগণ সরস্বতীরে তথায় সমাগত দেখিয়া বিশালা নামে প্রথিত করিয়াছেন। মহর্ষি ঔদ্দালকি কোশলার উত্তর ভাগে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বহুসংখ্যক মহর্ষি আগমন করেন। ঔদ্দালকি যজ্ঞকালে সরস্বতীরে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহার অভিলাষ সার্থক করিবার উদ্দেশে হিমালয়ের পার্শ্ব হইতে তথায় সমাগত হন। বল্কলাজিনবাসী ঋষিগণ তাঁহারে ঐ স্থানে মনোরমা নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। কুরুরাজ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া সেই পবিত্র স্থানে আগমন পূর্ব্বক ওঘবতী নাম ধারণ করিয়াছেন। উনি যজ্ঞনিরত দক্ষ কর্ত্তৃক গঙ্গাদ্বারে সমানীত হইয়া সুরেণু নামে এবং হিমালয়ে বিরিঞ্চির কার্য্য সাধনার্থ সমাগত হইয়া বিমলোদা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে মহারাজ! যে স্থানে ঐ সাত নদী একত্র মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সপ্তসারস্বত তীর্থ। আমি সেই সরস্বতীর সাত শাখার নাম ও পবিত্র সপ্তসারস্বত তীর্থের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

হে মহারাজ! এক্ষণে কৌমার ব্রহ্মচারী মহর্ষি মঙ্কণকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। একদা ঐ মহর্ষি সরস্বতীজলে অবগাহন করিয়া তথায় এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীরে অবলোকন করিলেন। তৎকালে ঐ নারী দিগম্বরী হইয়া সরস্বতীর নির্ম্মল সলিলে স্নান করিতেছিল। তাহারে দর্শন করিবামাত্র সেই সরস্বতীজলে মহর্ষির রেত স্খলিত হইল। তখন তিনি এক কুম্ভমধ্যে সেই রেত অবস্থাপন করিলেন। মঙ্কণকের রেত কলসমধ্যে অবস্থাপিত হইবামাত্র সপ্তধা বিভক্ত হইল। বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা ও বায়ুচক্র নামক সাতজন মহর্ষি সেই রেতঃপ্রভাবে ঐ কলসে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ সাত জন মহর্ষি হইতেই বায়ু সকল উৎপন্ন হইয়াছেন।

হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি মহর্ষি মঙ্কণকের আরও একটি ত্রিলোকবিশ্রুত অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করুন। এইরূপ এক কিম্বদন্তী আছে যে, একদা কুশাগ্র দ্বারা ঐ মহর্ষির হস্ত ক্ষত হইয়াছিল। মহর্ষি সেই ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতে দেখিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তাঁহার নৃত্যপ্রভাবে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় বস্তু বিমোহিত ও একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তপোধনগণ সমভিব্যাহারে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! মহর্ষি মঙ্কণক যাহাতে আর নৃত্য না করেন, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

ভগবান্ রুদ্র দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্য সাধনার্থ ব্রাহ্মণবেশে মহর্ষি মঙ্কণকের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহারে একান্ত হৃষ্ট দেখিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন! তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছ? তোমার এ রূপ হর্ষের কারণ কি? মহর্ষি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই দেখুন, আমার হস্ত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতেছে। আমি এই নিমিত্তই প্রফুল্ল মনে নৃত্য করিতেছি। তখন মহাদেব হাস্য করিয়া সেই একান্ত পুলকিত তপোধনকে কহিলেন, হে বিপ্র! ঐ রূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে আমি কদাচ বিস্মিত হই না; বরং তুমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর। ভগবান্ শূলপাণি এই বলিয়া নখাগ্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র উহা হইতে তুষারধবল ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল। মহর্ষি মঙ্কণক তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহারে দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান করিয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি রুদ্র অপেক্ষা অন্য কোন দেবতারেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি না। আপনিই এই সচরাচর বিশ্বের একমাত্র গতি। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আপনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত বস্তু আপনাতেই প্রবেশ করিবে। হে ভগবন্! আমার কথা দূরে থাকুক, দেবগণও আপনারে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। জগতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদায় আপনাতে নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি বরদাতা; ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনারই আরাধনা করেন। আপনি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা; তাঁহারা আপনারই আদেশে কার্য্যানুষ্ঠান এবং আপনারই অনুগ্রহে অকুতোভয়ে আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিয়া থাকেন। মহর্ষি মঙ্কণক এইরূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে দেব! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত দেখিয়া যে গর্ব্ব ও চপলতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই দোষে যেন আমার তপঃক্ষয় না হয়।

হে মহারাজ! তখন রুদ্রদেব ঋষির বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্র গুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে, আমি এক্ষণে তোমার সহিত নিরন্তর এই আশ্রমে অবস্থান করিব। যে মনুষ্য এই সপ্ত সারস্বত তীর্থে আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহার উভয় লোকে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকিবে না এবং সে সারস্বত লোক লাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! পবনের ঔরসে সুকন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন মহর্ষি মঙ্কণকের চরিত্র আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব সেই সপ্তসারস্বত তীর্থে মহর্ষি মঙ্কণকের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক আশ্রমবাসীদিগকে পূজা ও ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাতকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তপোধনদত্ত পূজা গ্রহণ ও সলিল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগের আদেশানুসারে তীর্থ পর্য্যটনার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর তিনি ঔশনস তীর্থে আগমন করিলেন। ঐ তীর্থ কপালমোচন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দাশরথি রাম এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে সেই ছিন্ন মস্তক মহর্ষি মহোদরের জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়াছিল। মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে আগমন করিয়া সেই ছিন্ন মস্তক হইতে মুক্ত হন। ঐ তীর্থে দৈত্যগুরু শুক্র তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেই দানবগণের সংগ্রাম বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানেই তাঁহার সমগ্র নীতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মহাবল বলদেব সেই ঔশনসতীর্থে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক ধন দান করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত উহার নাম কপালমোচন হইল? কি রূপে মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে জঙ্ঘালগ্ন ছিন্ন মস্তক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, আর কি নিমিত্তই বা ছিন্ন মস্তক তাঁহার জঙ্ঘায় লগ্ন হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে রঘুবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্র রাক্ষস বিনাশ বাসনায় দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তিনি একদা জনস্থানে খরধার ক্ষুর দ্বারা এক দুরাত্মা নিশাচরের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে ঐ মস্তক সহসা মহোদর নামক বনচারী ব্রাহ্মণের উদ্দেশে ক্ষিপ-

তিত হইয়া অস্থি ভেদপূর্ব্বক সংলগ্ন হইল। মস্তক উরুদেশে লগ্ন হওয়াতে বিজবর মহোদরের দেবালয় বা তীর্থ পর্য্যটনে আর তাদৃশ ক্ষমতা রহিল না। তাঁহার উরুদেশ হইতে অবিরত পূয নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি নিতান্ত বেদনার্ত্ত হইয়াও পাদচারে পৃথিবীস্থিত যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ঋষিদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ঐ মহাতপস্বী প্রায় সকল তীর্থেই অবগাহন করিয়াছিলেন; কিন্তু কুত্রাপি মুক্তি লাভে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে তিনি মুনিগণের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, সরস্বতীতে ঔশনস নামে এক অতি উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে সমস্ত পাপের শান্তি এবং সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। হে মহারাজ! দ্বিজবর মহোদর তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে ঔশনস তীর্থে গমন করিয়া অবগাহন করিবামাত্র সেই জঙ্ঘালগ্ন মস্তক স্খলিত হইয়া সলিলমধ্যে নিপতিত ও অদৃশ্য হইল। তখন মহাত্মা মহোদর নিষ্পাপ, কৃতার্থ ও পরম সুখী হইয়া প্রীত মনে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় তিনি ঋষিদিগের নিকট সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া সেই ঔশনস তীর্থের কপালমোচন নাম প্রদান করিলেন। তৎপরে মহর্ষি মহোদর পুনরায় সেই কপালমোচন তীর্থে গমন পূর্ব্বক তাহার জল পান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবর বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও বিবিধ ধন দান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত রুষঙ্গু তপোধনের সুসমৃদ্ধ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঐ আশ্রমে আর্ষ্টিষেণ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রম মুনি ও ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি। একদা তপোনুষ্ঠাননিরত বৃদ্ধ দ্বিজবর রুষঙ্গু কলেবর পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া তনয়গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা আমারে প্রভূত সলিলসম্পন্ন তীর্থে লইয়া চল। তপোধনপুত্রেরা বৃদ্ধ পিতার বাক্য শ্রবণে তাঁহারে তীর্থশত সমবেত ব্রাহ্মণসেবিত সরস্বতীতীরে উপনীত করিলে মহর্ষি সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক তাহার গুণরাশি চিন্তা করিয়া প্রীতমনে পুত্রগণকে কহিলেন, হে তনয়গণ! যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তর ভাগে অগাধ জলে জপকার্য্যে নিরত হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারে পুনরায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও আচমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক যে স্থানে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকালোক পর্ব্বত নির্ম্মাণ, উগ্রতপাঃ মহাযশা আর্ষ্টিষেণ সিদ্ধিলাভ এবং সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ কি রূপে কঠোর তপোনুষ্ঠান এবং সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র কি রূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যযুগে আর্ষ্টিষেণ নামে এক ব্রাহ্মণ গুরুকুলে অবস্থান পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা অধ্যয়নে অনুরক্ত থাকিয়াও বিদ্যা ও বেদে পারদর্শী হইতে পারিলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই সরস্বতীতীরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপোবলে অচিরাৎ বিদ্বান্, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ হইয়া সেই তীর্থে এই তিন বর প্রদান করিলেন যে, অদ্যাবধি যে পুরুষ এই তীর্থে অবগাহন করিবেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে; আজি হইতে এই তীর্থে হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিবে না এবং আজি অবধি এই স্থানে লোকে অল্প কালমধ্যে সমধিক ফল লাভে অধিকারী হইবে। তেজঃপুঞ্জকলেবর আর্ষ্টিষেণ ইহা বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ তথায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

ঐ তীর্থে প্রতাপশালী সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ইঁহারা তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গাধি নামে এক ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব ভুবনবিখ্যাত মহাযোগী নরপতি ছিলেন। প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহারই ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ গাধি দেহ ত্যাগ বাসনায় স্বীয় পুত্রের প্রতি সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিতে সমুদ্যত হইলে তাঁহার প্রজাগণ তাঁহারে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আপনি পরলোকযাত্রা করিবেন না, ইহলোকে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। রাজর্ষি প্রজাগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমার

পুত্র সমুদায় পৃথিবী রক্ষা করিবে। মহাত্মা গাধি এই বলিয়া বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। বিশ্বামিত্র পিতার পরলোক গমনানন্তর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন কিন্তু বহু যত্ন সহকারেও সুচারুরূপে পৃথিবী রক্ষায় সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি রাক্ষসভয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইয়া বহুদূর অতিক্রমপূর্ব্বক মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার সৈন্যগণ বিবিধ গৃহ নির্ম্মাণ করাতে সেই মহাবন ভগ্ন হইতে লাগিল। ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিস্ট চিত্তে স্বীয় হোমধেনুরে অসংখ্য ঘোর দর্শন শবরের সৃষ্টি করিতে কহিলেন। ধেনু বশিষ্ঠের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ভীষণাকার শবরসমুদায়ের সৃষ্টি করিলেন। শবরগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে তাহারা দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তদ্দর্শনে তপস্যাই পরম ধন বিবেচনা করিয়া তপোনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সরস্বতীর তীরে সমাহিত হইয়া উপবাস, জলপান, পর্ণাহার, বায়ু ভক্ষণ ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি কঠোর নিয়ম সমুদায় দ্বারা কলেবর ক্ষীণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার সমাধি ভঙ্গের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বুদ্ধি বিচলিত হইল না। গাধিনন্দন বহু যত্নে কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমারে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করুন। ভগবান্ কমলযোনি গাধিনন্দনের প্রার্থনা শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপে অপ্রতিহত দৈবশক্তি প্রভাবে সরস্বতীর সেই তীর্থে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে দ্বিজগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে অসংখ্য দুগ্ধবতী ধেনু, যান, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি বকের আশ্রমে গমন করিলেন। মহাত্মা দল্‌ভতনয় ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবল বলদেব বেদধ্বনি নিনাদিত মহর্ষি বকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনার দেহ ক্ষীণ করিয়া হুতাশনে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান কালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞাবসানে মুনিগণ পাঞ্চালরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্ট পুষ্ট বলবান্ একবিংশতি গোবৎস দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বক তাঁহাদিগের পশুর অভাব দেখিয়া কহিলেন, মহর্ষিগণ! তোমরা আমার এই সমস্ত পশু গ্রহণপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লও। আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পশু প্রার্থনা করিব। মহর্ষি বক এই বলিয়া মুনিগণকে পশু প্রদান পূর্ব্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিয়া পশু প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষির প্রার্থনা শ্রবণে একান্ত রোষাবিষ্ট হইলেন এবং কতগুলি গাভী যদৃচ্ছাক্রমে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহর্ষিরে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণাধম! তুমি ত্বরায় এই সমস্ত পশু লইয়া প্রস্থান কর। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বক ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণে চিন্তা করিলেন, হা! কি কষ্ট! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভামধ্যে আমার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিল, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে বিচিত্রবীর্য্যতনয়ের বিনাশ সাধনার্থ সমুদ্যত হইলেন এবং সরস্বতী তীর্থে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত ও সেই সমস্ত মৃত পশুর মাংস গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় করিবার নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহর্ষি বক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় হইতে লাগিল। তখন মহারাজ অম্বিকানন্দন স্বীয় রাজ্য পরশুচ্ছিন্ন নিবিড় কাননের ন্যায় ক্ষীণ হইতে দেখিয়া একান্ত চিন্তাকুল হইলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ঐ দুর্নিমিত্ত শান্তি করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার রাজ্য প্রতিনিয়তই ক্ষীণ হইতে লাগিল। তখন রাজা ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। পরিশেষে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য

রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া সভাসদগণকে আহ্বান পূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি বককে মৃত পশু প্রদান পূর্ব্বক প্রতারণা করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার রাজ্য ক্ষয়ের নিমিত্ত সেই মৃত পশুর মাংস দ্বারা হোম করিতেছেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবেই আপনার এইরূপ রাজ্যক্ষয় হইতেছে; অতএব আপনি সত্বরে সরস্বতী তীর্থে গমন করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করুন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভাসদগণের বাক্যানুসারে সরস্বতী তীর্থে গমন পূর্ব্বক মহর্ষি বকের চরণে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি অতিশয় দীন, লুব্ধ ও মোহান্ধ; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এক্ষণে আপনিই আমার গতি। তখন মহর্ষি বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শোকাকুলিত চিত্তে সেইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া একান্ত দয়াপরবশ হইলেন এবং ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার রাজ্যের উৎপাত শান্তির নিমিত্ত পুনরায় হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের বিঘ্ন শান্তি করিয়া তাঁহার নিকট বিবিধ পশু গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন; ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও প্রসন্ন মনে স্বনগরে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ তীর্থে উদার বুদ্ধিসম্পন্ন সুরগুরু বৃহস্পতি অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের মঙ্গল সম্পাদনার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক মাংস দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। অসুরগণ সেই যজ্ঞের প্রভাবে সংগ্রামে দেবগণের নিকট পরাজিত ও বিনষ্ট হইয়াছে। মহাবল বলদেব স্বতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে হস্তী, অশ্ব, অশ্বতরীযুক্ত রথ, মহামূল্য রত্ন ও প্রভূত ধান্য প্রদান পূর্ব্বক যাযাত তীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে সরিদ্বরা সরস্বতী নহুষতনয় রাজা যযাতির যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিলাষানুরূপ দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে ঘৃত ও দুগ্ধের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজা যযাতি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া হৃষ্টমনে ঊর্দ্ধে গমন ও সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। উদার প্রকৃতি যযাতিরাজ আর একবার পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঐ স্থানে যজ্ঞ আহরণ করেন। স্রোতস্বতী সরস্বতী সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের যে যে দ্রব্যের অভিলাষ হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই প্রদান করিয়াছিলেন।
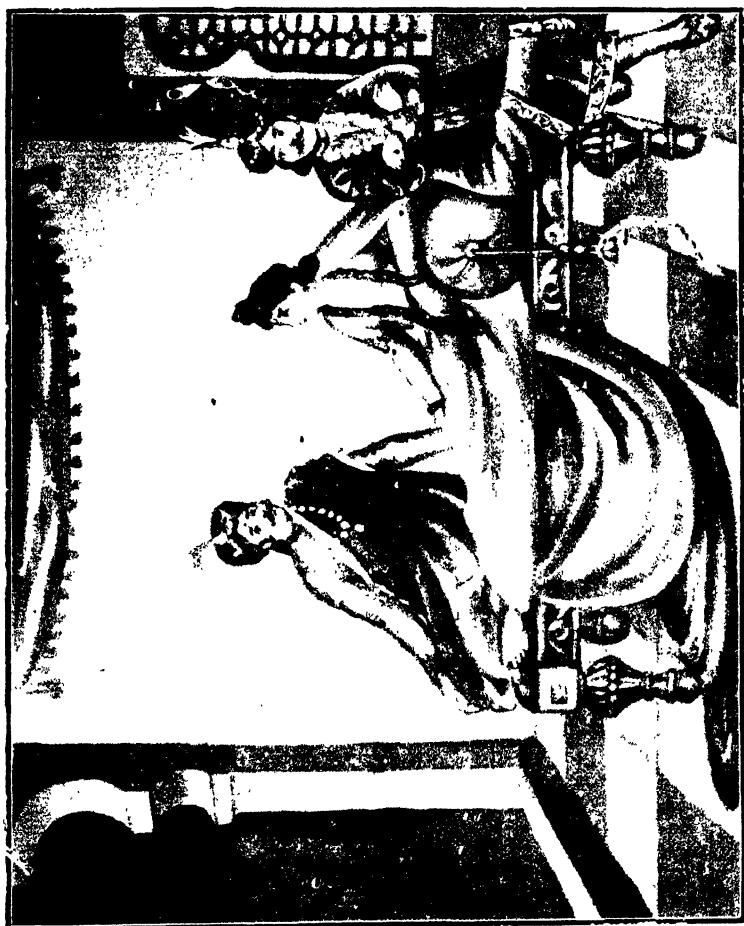
আহূত ব্যক্তিগণ যিনি যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানেই সরস্বতীর কৃপায় ষড়রস সম্পন্ন সুস্বাদু পান, ভোজন ও বিবিধ ধন, প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমুদায় রাজারই দান অনুমান করিয়া প্রীত মনে তাঁহারে স্তব ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মনুষ্যগণ যযাতির সেই যজ্ঞব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর দাননিরত মহাবীর বলদেব তথা হইতে তীব্রবেগ সম্পন্ন বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থে গমন করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—ভগবন্! কি নিমিত্ত বশিষ্ঠাপবাহের প্রবাহ অতি ভীষণ হইয়াছিল? কি কারণে মহানদী সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রবাহিত করিলেন? আর কি নিমিত্তই বা বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠদেবের বৈরভাব ঘটিয়াছিল? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই উভয়ের তপঃস্পর্দ্ধাবশতই সাতিশয় বৈরভাব উপস্থিত হয়। স্থানু তীর্থের পূর্ব্বস্থান মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ছিল। ঐ তীর্থের পশ্চিমকূলে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অবস্থান করিতেন। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সরস্বতীরে পূজা করিয়া ঐ তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উহার নাম স্থানুতীর্থ। দেবগণ ঐ তীর্থে কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিপদে অভিষেক করেন। ঐ তীর্থে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয় উগ্র তপঃপ্রভাবে যেরূপে বশিষ্ঠদেবকে আপনার আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবন করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে নিরন্তর তপঃস্পর্দ্ধা করিতেন। একদা মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাব সন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি সরিদ্বরা সরস্বতীরে জপনিরত দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠ তপোধনকে আমার সমীপে উপনীত করিতে আদেশ করি। সরস্বতী স্বীয় বেগপ্রভাবে বশিষ্ঠকে এ স্থানে আনয়ন করিলে আমি উহারে বিনাশ করিব। গাধিনন্দন এইরূপ স্থির করিয়া রোষকষায়িত লোচনে সরস্বতীরে স্মরণ করিলেন। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রোধনস্বভাব ও তেজস্বী বলিয়া

অবগত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্মরণে পতিপুত্র বিহীনা কামিনীর ন্যায় একান্ত দুঃখিত ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিসত্তম! এক্ষণে আমারে কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন। তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র ক্রোধভরে তাঁহারে কহিলেন, সরস্বতি! তুমি অবিলম্বে বশিষ্ঠকে এই স্থানে আনয়ন কর। আমি আজি তাহারে বিনাশ করিব। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত ও ব্যথিত হইয়া বাতাহত পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহারে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সত্বরে বশিষ্ঠকে আমার নিকটে উপনীত কর। তখন সরিদ্বরা সরস্বতী বিশ্বামিত্রের পাপচিকীর্ষা ও বশিষ্ঠদেবের অপ্রতিম প্রভাব চিন্তা করিয়া উভয়ের শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া বশিষ্ঠের নিকট আগমন পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে বিশ্বামিত্রের আদেশ নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ মহানদী সরস্বতীরে একান্ত কৃশ, বিবর্ণ ও চিন্তান্বিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, সরস্বতি! তুমি আর চিন্তা করিও না, অবিলম্বে আমারে বিশ্বামিত্রের নিকট উপনীত কর। নচেৎ গাধিনন্দন তোমারে শাপ প্রদান করিবেন। তখন সরস্বতী কৃপাপরতন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি, মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রতিনিয়ত আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব উঁহার হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সরিৎপ্রধানা সরস্বতী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় কূলে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জপকার্য্যে নিরত দেখিয়া এই উত্তম অবসর বিবেচনা করিয়া স্বীয় বেগপ্রভাবে কূল বিপাটন পূর্ব্বক বশিষ্ঠকে তাঁহার সমীপে লইয়া চলিলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ সরস্বতীর বেগে প্রবাহিত হইয়া তাঁহারে স্তব করিতে লাগিলেন, হে সরস্বতি! তুমি মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ। তোমার সলিলে চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমিই আকাশমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক মেঘমণ্ডলে জল প্রদান করিয়া থাক; সেই জল পুনরায় তোমাতেই আগমন করে। তুমিই পুষ্টি, তুমিই দ্যুতি, তুমিই কীর্ত্তি, তুমিই সিদ্ধি, তুমিই বুদ্ধি, তুমিই উমা, তুমিই বাণী এবং তুমিই স্বাহা। এই জগৎ তোমারই অধীনে অবস্থান

করিতেছে। তুমি সূক্ষ্মা, মধ্যমা, বৈখরী ও পশ্যন্তী এই চারি রূপে বিভক্ত হইয়া সমস্ত ভূতে বিদ্যমান রহিয়াছ।

হে মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ স্তব করিলে নদীপ্রধানা সরস্বতী মহাবেগে তাঁহারে বিশ্বামিত্র সমীপে উপনীত করিয়া গাধিতনয়কে বারংবার বশিষ্ঠের আগমন বার্ত্তা নির্দ্দেশ করিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে সমানীত সন্দর্শন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন সরস্বতী গাধিপুত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, এক্ষণে বিশ্বামিত্রের বাক্য রক্ষা করা হইয়াছে; অতএব বশিষ্ঠকে লইয়া প্রস্থান করি। মহানদী মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠকে পুনরায় পূর্ব্ব কূলে উপনীত করিলেন। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে অপবাহিত ও আপনারে বঞ্চিত দেখিয়া ক্রোধভরে সরস্বতীরে কহিলেন, সরস্বতি! তুমি আমারে বঞ্চনা করিলে, অতএব আজি হইতে রাক্ষসগণের আহ্লাদকর শোণিতপ্রবাহ বহন কর। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া শোণিতমিশ্রিত সলিল বহন করিতে লাগিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সরস্বতীর তদ্রূপ দশা সন্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এক বৎসর পরে সরস্বতী পুনরায় আত্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ঐ তীর্থে মহাত্মা বশিষ্ঠ সরস্বতীর প্রবাহে প্রবাহিত হওয়াতে উহা ভূমণ্ডলে বশিষ্ঠাপবাহ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সরিদ্বরা সরস্বতী রোষাবিষ্ট মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক ঐরূপ অভিশপ্ত হইয়া সেই তীর্থে শোণিতধারা প্রবাহিত করিলে রাক্ষসগণ তথায় আগমন পূর্ব্বক পরম সুখে সেই রুধির পান করত পরিতৃপ্ত হইয়া কখন হাস্য ও কখন নৃত্য করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে কতগুলি তাপস তীর্থ পর্য্যটনক্রমে সরস্বতীতে আগমন করিলেন এবং সরস্বতীর অন্যান্য সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিয়া পরিশেষে সেই শোণিতধারাপ্রবাহী তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা সরস্বতীর জল শোণিতপরিপূর্ণ ও বহুসংখ্য রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর পীয়মান নিরীক্ষণ করিয়া মহানদীর পরিত্রাণ বাসনায় তাঁহারে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার এই তীর্থ

কি নিমিত্ত এইরূপ শোণিতময় হইয়াছে, আমরা তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। সরস্বতী মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহাদের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন তাপসগণ সরস্বতীরে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমরা তোমার অভিশাপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে সকলেই তোমার শাপ শান্তি করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিব।

হে মহারাজ! তাপসেরা সরস্বতীরে এইরূপ কহিয়া পরস্পর তাঁহারে শাপ বিমুক্ত করিবার পরামর্শ করিলেন এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিবিধ নিয়ম ও উপবাস দ্বারা অচিরাৎ জগৎপতি পশুপতিরে প্রসন্ন করিয়া পবিত্র নদীর শাপ শান্তি করিয়া দিলেন। তখন রাক্ষসেরা সরস্বতীরে তপোধনগণের তপোবলে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্ন সলিল-সম্পন্ন দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইল এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সমস্ত কৃপাপরায়ণ মুনিগণকে বারংবার কহিতে লাগিল, হে তাপসগণ! আমরা শাশ্বত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি; কিন্তু আমরা স্বেচ্ছানুসারে পাপানুষ্ঠান করি না। আপনাদিগের অপ্রসন্নতা নিবন্ধনই আমাদের পাপ বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি। কামিনীগণ যেমন স্বভাবসিদ্ধ কামপরতন্ত্র হইয়া যোনিদোষকৃত পাপে লিপ্ত হয়, তদ্রূপ আমরা নৈসর্গিক ক্ষুধায় কাতর হইয়া বিবিধ পাপে জড়িত হই। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রমধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি দ্বেষ এবং ঋত্বিক্‌, গুরু ও বৃদ্ধ লোকদিগকে অপমান করে, তাহারাও রাক্ষস-যোনি প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! আপনারা লোকদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, অতএব আমাদিগকেও পরিত্রাণ করুন।

হে মহারাজ! তাপসেরা রাক্ষসগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সরস্বতীরে স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন যে, এ স্থানে যে অন্ন কীটযুক্ত, উচ্ছিষ্ট, হিক্কা ও কেশ-দূষিত, অস্পৃশ্য জাতিস্পৃষ্ট, পূতিগন্ধোপহত ও অশ্রুজল মিশ্রিত হইবে, রাক্ষসেরা তাহা অধিকার করিবে; অতএব বিবেচক ব্যক্তিগণ অতি যত্ন-সহকারে উক্ত প্রকার অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। যে ব্যক্তি ঐ রূপ দূষিত

অন্ন ভোজন করিবেন, তাঁহার রাক্ষসান্ন আহার করা হইবে। তাপসেরা এইরূপে রাক্ষসগণের আহার নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উপস্থিত নিশাচরগণকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সরস্বতীরে অনুরোধ করিলেন। তখন সরিৎপ্রধানা সরস্বতী তাপসগণের বাক্যানুসারে আপনার শাখা ব্রহ্মহত্যা পাপনাশিনী অরুণা নদীরে তথায় প্রবাহিত করিলেন। রাক্ষসেরা সেই অরুণায় স্নান ও দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। কিয়ৎকাল পরে দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সুররাজ ইন্দ্র কি নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং কি রূপেই বা এই তীর্থে অবগাহন করিয়া সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র দানবরাজ নমুচির সহিত নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক উহা লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। আপনি সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। একদা দানবরাজ নমুচি ইন্দ্রভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সূর্য্যরশ্মিমধ্যে প্রবেশ করিল। ইন্দ্র তদ্দর্শনে তাহার সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! আমি সত্যই কহিতেছি, দিবসে বা রজনীতে তোমারে বিনাশ করিব না এবং আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তু দ্বারা তোমার প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইব না।

হে মহারাজ! অনন্তর একদা নীহারজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইলে দেবরাজ সলিলফেন দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন সেই ছিন্নমস্তক রে পাপাত্মন্! তুই মিত্রকে বিনাশ করিলি, এই বলিয়া দেবরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। দেবরাজ সেই ছিন্নমস্তক হইতে বারংবার এইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছে শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত মনে পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন ত্রিলোকগুরু কমলযোনি তাঁহারে কহিলেন, হে পুরন্দর! তুমি অরুণাতীর্থে বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্নান কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইবে। মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে অতিশয় পবিত্র করিয়াছেন। উহার ঐ স্থানে আবির্ভাব অতিশয় নিগূঢ় ছিল; কিন্তু সরিদ্বরা

সরস্বতী স্বীয় সলিল দ্বারা উঁহারে প্লাবিত করেন। হে দেবরাজ! ঐ অরুণা-সরস্বতীসঙ্গম তীর্থ অতি পবিত্র। তুমি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক বিবিধ ধন দান ও স্নান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র পিতামহকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অরুণা তীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বিধানানুসারে স্নান করিয়া সেই দানব বিনাশ নিবন্ধন ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় দেবলোকে গমন করিলেন। তৎপরে দানবরাজ নমুচির সেই ছিন্ন মস্তকও ঐ তীর্থে স্নান করিয়া অক্ষয় লোক লাভ করিল।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে বিবিধ ধন দান পূর্ব্বক ধর্ম্ম লাভ করিয়া সোমতীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে ঐ তীর্থে ভগবান্ চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিপ্রবরাগ্রগণ্য অত্রি তাঁহার যজ্ঞে হোতা হইয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞের অবসানে দেবগণের সহিত রাক্ষস ও অসুর-দিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কার্ত্তিকেয় দেবগণের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করেন। ঐ তীর্থে যে স্থানে বটবৃক্ষ বিরাজিত আছে, তথায় সেনাপতি কার্ত্তিকেয় নিরন্তর অবস্থান করিতেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—ভগবন্! সরস্বতীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় কোন্ স্থানে কি রূপে কাহাদের কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! তুমি কৌরবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অতএব এই আনন্দজনক বৃত্তান্তে অবশ্যই তোমার কৌতূহল হইতে পারে। এক্ষণে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের মাহাত্ম্য ও অভিষেক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে অগ্নিমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের রেতঃপাত হইয়া-ছিল। হব্যবাহন তাহার প্রভাবেই দীপ্তিশালী ও তেজস্বী হইয়াছেন। তিনি তৎকালে সেই অক্ষয় বীর্য্য বহন ও ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে উহা গঙ্গাজলে পরিত্যাগ করিলেন। ভগবতী ভাগীরথীও সেই তেজোময় বীর্য্য ধারণে অসমর্থা হইয়া উহা সুরপূজিত সুরম্য

হিমালয়ের শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। তথায় সেই রেতঃপ্রভাবে কুমার সমুৎপন্ন হইলেন। কুমারের তেজঃপুঞ্জে ত্রিলোক সমাবৃত হইল। তখন পুত্রাভিলাষিণী ছয় জন কৃত্তিকা শরবনে সেই অপূর্ব্ব কুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার পুত্র বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কুমার তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া ষড়ানন হইয়া এককালে তাঁহাদিগের ছয় জনের স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। দিব্যরূপা কৃত্তিকাগণ বালকের সেই অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাগীরথী হিমালয়ের যে শিখরে ভগবান্ কুমারকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই শিখর সুবর্ণময় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ নিমিত্ত পর্ব্বতগণ কাঞ্চনের আকর হইয়াছে। হে মহারাজ! ঐ কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়। উনি ক্রমে ক্রমে শান্তপ্রকৃতি, তপোনিষ্ঠ, বলবীর্য্য সম্পন্ন ও চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সতত সেই সুবর্ণময় শরস্তম্বে শয়ান থাকিতেন। তথায় গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ তাঁহার স্তুতিপাঠ এবং নৃত্যবাদিত্রনিপুণা চারুদর্শনা দেবকন্যাগণ নৃত্য করিতেন। ঐ সময় নদীপ্রধানা গঙ্গা কুমারের উপাসনা ও বসুন্ধরা দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে ধারণ করিতে লাগিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি তাঁহার জাতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিলেন। চারি বেদ, চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ, সমুদায় অস্ত্র এবং সরস্বতী ইঁহারা মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! একদা মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় দেখিলেন যে, দেবাদিদেব মহাদেব অদ্ভুতদর্শন বিকৃত বেশধারী ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলপুত্রীর সহিত একাসনে আসীন রহিয়াছে। ঐ ভূতগণের বদন ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, বিড়াল, মকর, বৃষ, হস্তী, উষ্ট্র, উলূক, গৃধ্র, গোমায়ু, ক্রৌঞ্চ, রুরু ও পারাবতের ন্যায় এবং অনেকের শরীর শল্য, গোধা, গো ও মেষের ন্যায়, কেহ কেহ মেঘ সদৃশ, কেহ কেহ অঞ্জন পর্ব্বত সন্নিভ, কেহ কেহ ধবল পর্ব্বতাকার ও কেহ কেহ গদা ও চক্রধারী। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় মহাদেবকে এইরূপে সমাসীন দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন সপ্ত মাতা, পুত্র সমবেত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সাধ্য, সিদ্ধ, বিশ্বদেব, বসু, রুদ্র, আদিত্য, ভুজগ, দানব, খগ, যাম,

ধাম, নারদাদি দেব, গন্ধৰ্ব্ব ও পিতৃগণ কুমারের দর্শন লালসায় তথায় সমাগত হইলেন।

অনন্তর সেই যোগসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত কুমার দেবাদিদেব পিণাক-পাণির নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ত্রিলোচন, পাৰ্ব্বতী, গঙ্গা ও হুতাশন তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই বালক গৌরব প্রযুক্ত অগ্রে আমারই নিকট আগমন করিবে। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যোগ-বলে আপনার মূর্ত্তি চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিলেন। তখন তাঁহার কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, শাখ ও নৈগমেয় নামে চারিটী মূর্ত্তি হইল। উঁহাদের চারি জনেরই রূপ সমান। অনন্তর কার্ত্তিকেয় রুদ্রের নিকট, বিশাখ পাৰ্ব্বতীর নিকট, বায়ুমূর্ত্তি ভগবান্ শাখ অগ্নির নিকট ও নৈগমেয় গঙ্গার নিকট গমন করি-লেন। সেই অদৃষ্টপূৰ্ব্ব আনন্দকর লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে দেব, দানব ও রাক্ষসগণের মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন ভগবান্ মহাদেব, পাৰ্ব্বতী, ভাগীরথী ও অনল পুত্রের প্রিয়কামনায় ব্রহ্মারে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমাদিগের প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এই বালককে উপযুক্ত আধিপত্য প্রদান করুন। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি পূর্ব্বে দেব, গন্ধৰ্ব্ব, রাক্ষস, ভূত, যক্ষ, বিহঙ্গ ও পন্নগগণকে সমুদায় ঐশ্বর্য্য প্রদান করি-য়াছি। এই বালকও সেই সমুদায় ঐশ্বর্য্যভোগের উপযুক্ত। এক্ষণে ইহারে কোন্ ঐশ্বর্য্য প্রদান করি। ভগবান্ কমলযোনি মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণের হিত সাধনার্থ কার্ত্তিকেয়কে সৰ্ব্বভূতের সৈনাপত্য প্রদান-পূৰ্ব্বক প্রধান প্রধান দেবগণমধ্যে তাঁহার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা ও গন্ধৰ্ব্বগণ কার্ত্তিকেয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিষেকার্থ হিমালয়ের যে স্থানে ত্রিলোকবিশ্রুত, পরম পবিত্র সরস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত অভিষেক দ্রব্য আহরণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, অনিল, অনল এবং পূষা, ভগ, আর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান্, মিত্র, বরুণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্য-গণ ও অশ্বিনীতনয়দ্বয়পরিবৃত ভগবান্ মহাদেব, যাবতীয় বিশ্বদেব, মরুৎ, সাধ্য, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, বৈখানস, বালিখিল্য, বায়ুভক্ষ, মরীচিপায়ী, ভার্গব, আঙ্গিরস, যতি, সর্প, বিদ্যাধরগণ সমবেত সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ছয় ঋতু, গ্রহ ও জ্যোতিঃ পদার্থ সমুদায়, মূর্ত্তিমতী নদী সকল, সনাতন চারি বেদ, সমুদ্র সকল, হ্রদসমু-দায়, বিবিধ তীর্থ, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাদপ সমূহ, দেবমাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, বুদ্ধি, অন্যান্য দেবপত্নীগণ, হিমালয়, বিন্ধ্য, বহুশৃঙ্গ সম্পন্ন সুমেরু, সানুচর ঐরাবত, চতুঃষষ্টি কলা, দশ দিক্, মাসার্দ্ধ, মাস, দিবস, রজনী, হয়শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, অরুণ, গরুড়, ওষধি সমবেত বৃক্ষ সমুদায়, ধর্ম্ম, কাল, যম, মৃত্যু, যমের অনুচরগণ ও অন্যান্য দেবতারা কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। হে মহারাজ! বাহুল্য প্রযুক্ত সমুদায় দেবের নামোল্লেখ করিলাম না। ঐ দেবগণ হিমাচল-প্রদত্ত মণিরত্নখচিত অতি পবিত্র আসনে আসীন সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রত্নকলস ও অভিষেকের অন্যান্য দ্রব্যজাত গ্রহণ-পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে অতি পবিত্র সরস্বতীসলিলে পূর্ব্বে যেমন বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা নিতান্ত প্রীত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে বায়ুবেগগামী অমিতবীর্য্য নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুমুদমালী এই চারি পারিষদ প্রদান করিলেন এবং মহাতেজা মহেশ্বর একজন কামবীর্য্যসম্পন্ন দৈত্যঘাতন শতমায়াধারী মহা পারিষদকে তাঁহার অনুচর করিয়া দিলেন। ঐ মহা পারিষদ দেবাসুর সংগ্রামে কোপাবিষ্ট হইয়া বাহুবলে চতুর্দ্দশ প্রযুত মহাভীষণ দৈত্যকে নিপাতিত করিয়াছিল। অনন্তর দেবগণ অসুরনিসূদন অজেয় বিষ্ণুরূপী সৈন্যগণকে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা কুমার বহুসংখ্যক অনুচর প্রাপ্ত হইলে

দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মুনি ও পিতৃগণ মহা আহ্লাদে জয় শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন যম উন্মাথ ও প্রমাথ নামে মহাবল পরাক্রান্ত কালোপম অনুচরদ্বয়কে, ভগবান্ সূর্য্য প্রীত মনে সুভ্রাজ ও ভাস্বর নামে দুই অনুচরকে, চন্দ্র কৈলাসশৃঙ্গ সদৃশ শ্বেত মাল্য সুশোভিত শ্বেতচন্দন ভূষিত মণি ও সুমণি নামে দুই অনুচরকে এবং হুতাশন জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতি নামে শত্রুসৈন্যসূদন অনুচরদ্বয়কে, মহাত্মা অংশ মহাবল পরাক্রান্ত পরিঘ, বট, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচ অনুচরকে এবং শত্রুসূদন দেবরাজ বজ্রদণ্ডধারী উৎক্রোশ ও পঙ্কক নামে দুই অনুচরকে কার্ত্তিকেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহাবীর উৎক্রোশ ও পঙ্কক সংগ্রামস্থলে বাসবের অসংখ্য শত্রু সংহার করিয়াছিল। অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণু বলবান্ চক্র, বিক্রমক ও সংক্রমককে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীত মনে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বর্দ্ধন ও নন্দনকে, ধাতা কুণ্ড, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বরকে, বিশ্বকর্ম্মা মহাবল পরাক্রান্ত চক্র ও অনুচক্রকে, মিত্র তপোবল সম্পন্ন বিদ্যাবিশারদ মহাত্মা সুব্রত ও সত্যসন্ধকে, বিধাতা সুব্রত ও শুভ কর্ম্মারে, পূষা মায়াবী লোকবিশ্রুত পাণিতক ও পাণিককে, বায়ু বল ও অতিবলকে, বরুণ তিতিমুখ যম ও অতিযমকে, হিমালয় মহাত্মা সুবর্চ্চা ও অতিবর্চ্চারে, মহাত্মা মেরু কাঞ্চন, মেঘমালী, স্থির ও অতিস্থিরকে, বিন্ধ্যগিরি পাষাণযুদ্ধবিশারদ উচ্ছ্রিত ও অতিশৃঙ্গকে, সমুদ্র সংগ্রহ ও বিগ্রহকে, পার্ব্বতী উন্মাদ, পুষ্প দন্ত ও শঙ্কুকর্ণকে এবং পন্নগেশ্বর বাসুকি জয় ও মহাজয় নামে দুই নাগকে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের পারিষদ করিয়া দিলেন।

অনন্তর সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃগণ এবং সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদায় মহাত্মা কার্ত্তিকেয়কে শূল, পট্টিশ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্রধারী বিবিধ বেশভূষিত অসংখ্য সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিলেন। এক্ষণে সেই সকল সেনাধ্যক্ষের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শঙ্কুকর্ণ, নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, দ্রোণশ্রবা, প্রতিস্কন্ধ, কাঞ্চনাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, সন্তর্জ্জন, কুনদীক, তমোন্তকৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা, সুচক্র, প্রিয়দর্শন, গজোদর, গজশিরা, স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, জ্বালাজিহ্ব, করালাক্ষ, ক্ষিতিকেশ,

জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দংষ্ট্র, উষ্ট্রজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রব, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্ব্বক্ত্র, জাঠর, মারুতাশন, উদরাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাভ, বসুপ্রদ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, বৃষ, মেষপ্রবাহ, নন্দ, উপনন্দ, ধূম্র, শ্বেতকলিন্দ, সিদ্ধার্থ, বরদ, প্রিয়ক, নন্দ, গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্বস্তিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধপাত্র, গোব্রজ, কনকাপীড়, গায়ন, হসন, বাণ, খড়্গ, বৈতালী, গতিতালী, কথক, বাতিক, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, হংসজ, সমুদ্রোন্মাদন, রণোৎকট, প্রহাস, শ্বেতসিদ্ধ, নন্দক, কালকণ্ঠ, প্রভাস, কুম্ভাণ্ডক, কালকাক্ষ, সিত, যজ্ঞবাহ, প্রবাহ, দেবযাজী, সোমপ, মজ্জল, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, কিরিটী, বৎসল, মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্ম্মদ, মন্মথকর, সূচীবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, চারুবক্ত্র, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ, কোকিলক, অচল, বালকরক্ষক, কনকাক্ষ, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহাজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, কুম্ভক, স্বর্ণগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, হংসবক্ত্র, চন্দ্রভ, পাণিকূর্চ্চা, শম্বুক, পঞ্চবক্ত্র, শিক্ষক, চাসবক্ত্র, শাকবক্ত্র, কুণ্ডল।

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মার প্রদত্ত ব্রাহ্মণপ্রিয় যোগাসক্ত অন্যান্য বালক, বৃদ্ধ ও যুবা পারিষদগণ কুমারের সমীপে সমুপস্থিত হইল। উহাদের মুখ কূর্ম্ম, কুক্কুট, শশ, উলুক, খর, উষ্ট্র, বরাহ, মার্জ্জার, নকুল, কাক, মূষিক, ময়ুর, মৎস্য, ছাগ, মেষ, মহিষ, ভল্লূক, শার্দ্দূল, দ্বীপী, সিংহ, হস্তী, নক্র, গরুড়, কঙ্ক, বৃক, বৃষ, দংশ, পারাবত, কোকিল, শ্যেন, তিত্তিরি, কৃকলাশ, সর্প ও শূলের ন্যায়; ভূষণ সর্প এবং পরিধান গজচর্ম্ম ও কৃষ্ণাজিন। উহাদের মধ্যে কাহারও উদর স্থূল, অঙ্গ কৃশ; কাহারও বা অঙ্গ স্থূল, উদর কৃশ; কাহারও গ্রীবা ক্ষুদ্র; কাহারও কর্ণ বৃহৎ এবং কাহারও মুখ স্কন্ধদেশে, কাহারও উদরে, কাহারও পৃষ্ঠে, কাহারও হনুদেশে, কাহারও কটিদেশে, কাহারও জঙ্ঘাদেশে এবং কাহারও বা পার্শ্বে নিহিত। কাহারও কাহারও মুখ কীট পতঙ্গের ন্যায়; কাহারও কাহারও বাহু, মস্তক ও উদর অসংখ্য; কাহারও কাহারও বাহু বৃক্ষের ন্যায়; কাহারও কাহারও বাস কনককমণ্ডলু; কেহ কেহ চীরবাসা এবং কেহ কেহ বিবিধ গন্ধমাল্যে বিভূষিত। কেহ কেহ উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুকুটধারী ও কেহ কেহ কিরীটধারী; কাহারও কাহারও দুই শিখা, কাহারও কাহারও তিন শিখা, কাহারও কাহারও পাঁচ শিখা এবং কাহারও কাহারও

সাত শিখা এবং কাহারও কাহারও কেশপাশ স্থবর্ণবর্ণ ও ময়ুরপুচ্ছে শোভিত। কেহ কেহ মুণ্ড, কেহ কেহ জটিল ও কাহারও কাহারও মুখ রোমশ, কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ কেহ শীর্ণবক্ত্র, কেহ কেহ স্থূলপৃষ্ঠ, কেহ কেহ ক্ষীণপৃষ্ঠ, কেহ কেহ দীর্ঘবাহু, কেহ কেহ হ্রস্ববাহু, কেহ কেহ বিস্তীর্ণজঙ্ঘ, কেহ কেহ হ্রস্বজঙ্ঘ, কেহ কেহ দীর্ঘদন্ত, কেহ কেহ হ্রস্বদন্ত ও কেহ কেহ বা চতুর্দ্দন্ত, কেহ শীর্ণগাত্র, কেহ বামন, কেহ কুব্জ এবং কাহারও কাহারও নাসিকা হস্তী, কূর্ম্ম ও বৃকের ন্যায়। কেহ কেহ অধোমুখ, কেহ কেহ সুন্দর, দ্যুতিমান্ ও মনোহর অলঙ্কারে বিভূষিত এবং কেহ কেহ বা দিগ্-গজাকার ও অতি ভীষণ, কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ ও নাসিকা রক্তবর্ণ। কেহ বা শঙ্কুকর্ণ, কাহারও ওষ্ঠ স্থূল, কাহারও মেঢ্র লম্বিত। উহাদিগের পাদ, ওষ্ঠ, দশন, হস্ত, মস্তক, পরিধিত চর্ম্ম এবং ভাষা নানাপ্রকার। উহারা সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। দেবগণও উহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। উহারা সকলেই দেশভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে অতি হৃষ্টভাবে তথায় উপস্থিত হইল। উহাদিগের মধ্যে অনেকের গ্রীবা, নখ, পাদ, মস্তক, বাহু ও কর্ণ সুদীর্ঘ এবং উদর বৃকের ন্যায় আয়ত; কাহারও কাহারও কণ্ঠ নীলবর্ণ, শরীর অঞ্জনবর্ণ, চক্ষু শ্বেতবর্ণ, গ্রীবা লোহিত বর্ণ।

ঐ সকল নানাবর্ণ সুশোভিত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবেগ সম্পন্ন ঘণ্টাজালজড়িত রণপ্রিয় পারিষদগণ পাশ, শতঘ্নী, চক্র, মুষল, মুদ্গর, অসি-দণ্ড, গদা, ভুষুণ্ডি ও তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া কুমারের অভিষেক দর্শন পূর্ব্বক মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক পারিষদও তৎকালে কার্ত্তিকেয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত সহস্র সহস্র বীর দেবতাদিগের আদেশানুসারে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের অনুচর হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন করিল।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণে এই চরাচর ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এক্ষণে তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোস্তনী,

শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা, গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শতঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থসেনী, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, রুদ্ররোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রূ, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, মহাবলা, কমলা, সুদামা, বহুদামা, যশস্বিনী, সুপ্রভা, উদূখলমেখলাধারিণী, নৃত্যপ্রিয়া, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্রশিলা, ভদ্রকালী, ঋক্ষা, অম্বিকা, নিষ্কুটিকা, চত্বরবাসিনী, বামা, সুমঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বুদ্ধিকামা, জয়প্রিয়া, ঘনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, এড়ী, ভেড়া, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ডূতি, কালিকা, দেবমিত্রা, বসুশ্রী, কোটিরা, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শঙ্খলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কৌকুলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রাথিনী, জলেলা, মহাবেগা কঙ্কণা, মহাজবা, কণ্টকিনী, প্রঘসা, পূতনা, কেশযন্ত্রী, ত্রুটি, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, মুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী, সুভগা, লম্বিনী, লম্বা, তাম্রচূড়া, বিকাসিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, পৃথুবক্ত্রা, মধুলিকা, মধুকুম্ভা, পক্ষালিকা, মৎকুণিকা, জরায়ু, জর্জ্জরাননা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পূষণা, মণিকুট্টিকা, অমোঘা, লম্বপয়োধরা, বেণুবীণাধরা, শশোলুকমুখী, কৃষ্ণা, খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জাটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, কৃষ্ণবর্ণা, সুকুসুমা, ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণা, মহিষাননা, খরকর্ণা, মহাকর্ণী, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খকুম্ভশ্রবা, ভগদা, গণা, সুগণা, ভীণী, কামদা, চতুষ্পথরতা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোমহিষদা, সুবিশালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণী, শিবকর্ণী, বসুদা, মন্থিনী, একবক্ত্রা, মেঘরবা, মেঘমালা ও বিরোচনা। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিকেয়ের অনুযায়িনী আরও অসংখ্য মাতৃকা আছেন। উঁহারা কামরূপা, মাহাত্ম্যযুক্ত, যৌবনসম্পন্ন, শুভ্রবস্ত্র ও বিবিধ অলঙ্কার বিভূষিত, দীর্ঘকেশ সুশোভিত ও কামচারী। উঁহাদের বাক্য কোকিলের ন্যায়, ধন কুবেরের ন্যায়, যুদ্ধনৈপুণ্য

ইন্দ্রের ন্যায়, বেগ বায়ুর ন্যায় ও দীপ্তি হুতাশনের ন্যায়। উঁহাদের মধ্যে কাহার নখ, বদন ও দন্ত সুদীর্ঘ, কাহার গাত্র মাংসশূন্য, কাহার মেখলা লম্বিত। কেহ শ্বেতবর্ণা, কেহ কাঞ্চনবর্ণা, কেহ কৃষ্ণবর্ণা, কেহ ধূম্রবর্ণা, কেহ অরুণবর্ণা, কেহ ঊর্দ্ধবেণীধরা, কেহ পিঙ্গাক্ষী, কেহ তাম্রাক্ষী, কেহ লম্বোদরী, কেহ লম্বকর্ণা ও কেহ লম্বস্তনী। উঁহারা কেহ কেহ যম হইতে, কেহ কেহ রুদ্র হইতে, কেহ কেহ সোম হইতে, কেহ কেহ কুবের হইতে, কেহ কেহ বরুণ হইতে, কেহ কেহ ইন্দ্র হইতে, কেহ কেহ অগ্নি হইতে, কেহ কেহ বায়ু হইতে, কেহ কেহ কুমার হইতে, কেহ কেহ ব্রহ্মা হইতে, কেহ কেহ বিষ্ণু হইতে, কেহ কেহ সূর্য্য হইতে ও কেহ কেহ বরাহদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে অনেকেরই রূপ অপ্সরার ন্যায় মনোহর। বৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান ও শৈলপ্রস্রবণ উঁহাদের বাসস্থান। উঁহারা যুদ্ধকালে শত্রুগণকে যাহার পর নাই ভীত করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! ঐ সকল বলবীর্য্য সম্পন্ন দিব্যমাল্য বিভূষিত মাতৃকা ইন্দ্রের আদেশানুসারে মহাত্মা কুমারের নিকট সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ পাকশাসন অসুরগণের বিনাশ সাধনার্থ কার্ত্তিকেয়কে দিব্য শক্তি, পশুপতি মহাঘণ্টাযুক্ত অরুণ সদৃশ দেদীপ্যমান পতাকা ও রুদ্র তুল্য পরাক্রান্ত তিন অযুত যোধে পরিবৃত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ নানাস্ত্রধারী ধনঞ্জয় সেনা, বিষ্ণু বলবর্দ্ধিনী বৈজয়ন্তীমালা, পার্ব্বতী সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নির্ম্মল বস্ত্রদ্বয়, গঙ্গা অমৃতোদ্ভব দিব্য কমণ্ডলু, বৃহস্পতি দণ্ড, গরুড় বিচিত্র শিখণ্ডযুক্ত স্বীয় পুত্র ময়ূর, অরুণ চরণায়ুধ কুক্কুট, বরুণ বলবীর্য্যশালী নাগ এবং সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিন ও বিজয় প্রদান করিলেন।

এইরূপে ভগবান্ কুমার দেবগণের নিকট সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক সুরগণকে আহ্লাদিত করিয়া পারিষদ্ ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে দৈত্য বিনাশার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহার সেনাগণ ধ্বজ ও বিবিধ আয়ুধ সমুচ্ছ্রিত করিয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডলমণ্ডিত শরৎ-কালীন রজনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর দেবসেনা ও ভূতগণ মহা আহ্লাদে ভেরী, শঙ্খ, পটহ, ঝর্ঝর, ক্রকচ, গোবিষাণিক, আড়ম্বর, গোমুখ ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি

দেবগণ কুমারের স্তব পাঠ, গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় দেবগণের স্তবে প্রীত হইয়া আমি তোমাদের বধে সমুদ্যত দানবদিগকে বিনাশ করিব বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। দেবগণ কুমারের বর লাভ করিয়া শত্রু সমুদায় নিহত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভূতগণের হর্ষধ্বনিতে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইল। তখন মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সেনাসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণের পরিত্রাণ ও দৈত্যগণের নিধন নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। উদ্যোগ, জয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি তাঁহারা সৈন্যের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইলেন। বিচিত্র ভূষণালঙ্কৃত ও কবচধারী সৈন্যগণ শূল, মুদ্গর, মুষল, গদা, নারাচ, শক্তি, তোমর ও জ্বলিত অলাত ধারণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। সমস্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তদ্দর্শনে মহা উদ্বিগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। বিবিধ আয়ুধধারী দেবগণও তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার মানসে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হুত হুতাশন সদৃশ তেজস্বী মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় ক্রোধভরে বারংবার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শক্তি প্রভাবে অসংখ্য প্রজ্বলিত উল্কা ও নির্ঘাত বসুধাতল নিনাদিত করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর মহাসেন একমাত্র শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই শক্তি হইতে কোটি কোটি শক্তি নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি প্রীতমনে মহাবল পরাক্রান্ত দশ অযুত দৈত্যপরিবৃত দৈত্যেন্দ্র তারককে, অষ্টপদ্ম দৈত্য পরিবেষ্টিত মহিষকে, কোটিদানব পরিবৃত ত্রিপাদকে এবং দশ নিখর্ব্ব দৈত্য-পরিবেষ্টিত হ্রদোদরকে অনুচরগণের সহিত নিপাতিত করিলেন। এই-রূপে দৈত্যক্ষয় আরম্ভ হইলে কার্ত্তিকেয়ের অনুচরগণ সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূরিত করিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। শক্তির প্রভাবপ্রভাবে ত্রৈলোক্য বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় সহস্র সহস্র দৈত্য মহাসেনের সিংহনাদে ভীত, কেহ কেহ পতাকা বিধুননে নিহত, কেহ কেহ ঘণ্টানিস্বনে বিত্রস্ত এবং কেহ কেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন কলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় অসংখ্য আততায়ী অসুরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বলির পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত

বাণদৈত্য ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া দেবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে বাণদৈত্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন বলিতনয় প্রাণভয়ে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইল। ঐ পর্ব্বত ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। মহাবীর কার্ত্তিকেয় বাণদৈত্যকে পর্ব্বতমধ্যে লুক্কায়িত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে অগ্নিদত্ত শক্তি দ্বারা উহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই পর্ব্বতস্থিত হস্তী ও বানরগণ নিতান্ত আকুল, পক্ষী সকল উড্ডীন এবং পন্নগ সমুদায় নির্গত হইতে লাগিল। সিংহ, শরভ, গোলাঙ্গূল, ভল্লুক ও হরিণ সকল ধাবমান হওয়াতে পর্ব্বতস্থ কানন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্গনিবাসী বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ কুমারের শক্তিপাত শব্দে ভীত ও কাতর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পর্ব্বত অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর বিচিত্র ভূষণধারী অসংখ্য দৈত্য সেই দেদীপ্যমান পর্ব্বত হইতে নির্গত হইল। কার্ত্তিকেয়ের অনুচরগণও তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক সংহার করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কার্ত্তিকেয় দেবরাজ যেমন বৃত্রকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বলিতনয়কে তাহার অনুজের সহিত শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা কুমার ঐ সময় যত বার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, উহা তত বারই তাঁহার হস্তে প্রত্যাগত হইল। হে মহারাজ! শৌর্য্যাদিগুণ-সম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা কার্ত্তিকেয় পূর্ব্বে এইরূপে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদীর্ণ ও শত শত দৈত্য নিপাতিত করেন।

এইরূপে দৈত্যগণ নিহত হইলে সুরগণ প্রীত মনে তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন আরম্ভ হইল। দেবমহিলাগণ কুমারের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও যাজ্ঞিক মহর্ষিগণ কার্ত্তিকেয়ের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ কুমারকে লোকপিতামহ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ কুমার ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়া স্থির করিলেন এবং কেহ কেহ তাঁহারে মহেশ্বরের, কেহ কেহ অনলের, কেহ কেহ পার্ব্বতীর, কেহ কেহ কৃত্তিকাগণের ও কেহ কেহ গঙ্গার পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট কুমারের অভিষেক বৃত্তান্ত কীর্ত্তন

করিলাম ; এক্ষণে মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সরস্বতীর যে তীর্থে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহার মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবল কার্ত্তিকেয় দৈত্যগণকে নিপাতিত করিলে ঐ তীর্থ দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিল। তখন ষড়ানন ঐ তীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য ও ত্রৈলোক্যাধিকার প্রদান করিলেন। ঐ তীর্থ তৈজস নামে প্রসিদ্ধ। সুরগণ ঐ তীর্থে জলাধিপতি বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ভগবান্ কুমারের অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ ও বিবিধ বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন এবং সেই তীর্থের পূজা ও জল স্পর্শ করিয়া তথায় সেই রজনী অতিবাহন পূর্ব্বক পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখে কুমারের অভিষেক ও দৈত্যগণের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া আমার আত্মা পবিত্র, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইল। এক্ষণে বরুণ কি রূপে সুরগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতূহল হইতেছে, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরাতন বিচিত্র কথা শ্রবণ করুন। সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবগণ বরুণ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! দেবরাজ যেমন আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, তদ্রূপ তুমি সমুদায় নদীর অধিপতি হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। তোমারে সতত সমুদ্রে বাস করিতে হইবে। সমুদ্র তোমার বশবর্ত্তী হইবেন এবং চন্দ্রমার হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় তোমারও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। বরুণদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন দেবগণ সেই তৈজস তীর্থে তাঁহার অভিষেক পূর্ব্বক তাঁহারে সমুদায় নদীর অধিপতি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং সমুদ্র তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাত্মা বরুণ এইরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সুরপালক শতক্রতুর ন্যায় নদ, নদী, সাগর ও সরোবরদিগকে বিধি পূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থ হইতে অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন। ভগবান্ হুতাশন ঐ তীর্থে শমীগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। অগ্নির অদর্শনে

ত্রিলোকের আলোক বিনষ্ট হইলে দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রভো! অগ্নি যে কি নিমিত্ত কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। এক্ষণে আপনি অচিরাৎ অনলের সৃষ্টি করুন। নচেৎ সমুদায় জগৎ বিনষ্ট হইবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ হুতাশন কি নিমিত্ত লুক্কায়িত হইয়াছিলেন? আর কি রূপেই বা দেবগণ তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগু হুতাশনকে সর্ব্বভক্ষ্য হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিলে তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহার অদর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ইতস্তত তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা সরস্বতীর সেই তীর্থে গমন করিয়া দেখিলেন যে, ভগবান্ হুতাশন শমীগর্ভমধ্যে সমাসীন রহিয়াছেন। বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণ হুতাশনের দর্শন লাভে সাতিশয় প্রীত হইয়া পুনরায় যথাস্থানে গমন করিলেন। অগ্নিও তদবধি ভৃগুর শাপপ্রভাবে সর্ব্বভক্ষ্য হইয়া রহিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত বলরাম সেই অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মযোনি তীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ বিধাতা সুরগণের সহিত ঐ তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিবিধ তীর্থ নির্ম্মান করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব তথায় স্নান ও বিবিধ ধন দান পূর্ব্বক কৌবের তীর্থে উপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে কুবেরের মনোহর কানন আছে। মহাত্মা যক্ষরাজ তথায় কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া নলকূবর নামে পুত্র এবং ধনাধিপত্য, অমরত্ব, লোকপালত্ব ও মহাদেবের সহিত সখ্যভাব লাভ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে নিধি সমুদায় স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইত। দেবগণ ঐ স্থানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিয়া তাঁহারে হংসসংযুক্ত মনোমারুতগামী পুষ্পক নামে দিব্য বিমান ও দেবোপযুক্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলরাম ঐ তীর্থে স্নান ও ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান করিয়া সর্ব্ব জন্তু সম্পন্ন বিবিধ ফলপুষ্পযুক্ত বদরপাচন তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে সর্ব্বদা ষড় ঋতুর ফল বিরাজমান থাকে।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সিদ্ধ তাপস সেবিত বদরপাচন তীর্থে মহর্ষি ভারদ্বাজের

শ্রুবাবতী নামে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কৌমার ব্রহ্মচারিণী কন্যা দেবরাজের পত্নী হইবার অভিলাষে স্ত্রীজনের দুষ্কর বিবিধ তীব্র নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রুবাবতী ঐরূপে একশত বৎসর তপস্যা করিলে ভগবান্ পাকশাসন তাঁহার চরিত্র, তপস্যা ও ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ভারদ্বাজতনয়া মহাতপা বশিষ্ঠকে অবলোকন পূর্ব্বক তাপসনির্দ্দিষ্ট আচার দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন, আমারে কি করিতে হইবে। আমি সাধ্যানুসারে আপনার সমুদায় আজ্ঞাই প্রতিপালন করিব; কেবল ইন্দ্রের প্রতি দৃঢ় ভক্তি নিবন্ধন পাণি প্রদান করিতে পারিব না। আমি তপস্যা ও সুকঠিন নিয়মে ত্রিভুবনেশ্বর বাসবকে প্রীত করিব, এই আমার উদ্দেশ্য। বশিষ্ঠরূপধারী দেবরাজ শ্রুবাবতীর বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, সুব্রতে! তোমার কঠোর তপস্যার বিষয় আমার অবিদিত নাই। তুমি যে অভিপ্রায়ে এই কঠিন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছ, তপোবলে অবিলম্বেই তাহা লাভ করিবে। কল্যাণি! তপস্যাই মহৎ সুখের মূলকারণ; তপোবলেই সুরসেবিত দিব্য স্থান সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানবগণ ঘোরতর তপস্যা প্রভাবেই দেহান্তে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি এই পাঁচটী বদর পাক কর। ভগবান্ পাকশাসন এই বলিয়া সেই ঋষিকন্যারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সেই আশ্রমের সমীপে ইন্দ্রতীর্থ নামক প্রদেশে গমন পূর্ব্বক শ্রুবাবতীর ভক্তি পরীক্ষার্থ বদর পাকের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত জপ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ব্রহ্মচারিণী শ্রুবাবতী বাগ্‌যত ও পবিত্র হইয়া সেই পাঁচটী বদর পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিবা অবসান হইল, তথাপি বদর সকল সুপক্ক হইল না। এইরূপে শ্রুবাবতী সেই পাঁচটী বদর পাক করত বহুদিন অতিবাহিত করিলেন। তিনি যে সমুদায় কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহা সকলই ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন ঋষিকন্যা হুতাশন কাষ্ঠশূন্য অবলোকন করিয়া মহর্ষির প্রিয় সাধনার্থ অবিচলিত চিত্তে স্বীয় দেহ দাহনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে হুতাশনে পাদদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ

করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐরূপ দুষ্কর কার্য্য করাতে তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিকৃত বা মুখ বিবর্ণ হইল না। লোকে জলে অবগাহন করিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, তিনি স্বীয় দেহ প্রজ্বালিত করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। তৎকালে বদর সকল পাক করিতেই হইবে, ইহা সতত তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। এইরূপে তিনি মহর্ষির বাক্য রক্ষার্থে বদর পাক করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎসমুদায় কোন ক্রমেই সুপক্ক হইল না। ভগবান্ হুতাশন স্বয়ং তাঁহার চরণদ্বয় দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অঙ্গ দগ্ধ হওয়াতে তাঁহার কিছুমাত্র দুঃখ হইল না। পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীর সেই অসাধারণ কার্য্য সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে স্বীয় রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মচারিণী! আমি তোমার ভক্তি, তপোনুষ্ঠান ও নিয়ম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। তুমি দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত একত্র বাস করিবে আর এই স্থান বদরপাচন তীর্থ বলিয়া চিরকাল ত্রিলোকমধ্যে খ্যাত রহিবে।

হে মহাভাগে! সপ্তর্ষিগণ এই তীর্থে অরুন্ধতীরে পরিত্যাগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী ফল মূল আহরণার্থ হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি সমুৎপন্ন হওয়াতে তাপসগণ তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মান পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে অরুন্ধতীও তপোনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ ভূতভাবন অরুন্ধতীর কঠোর নিয়ম দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণবেশে তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমারে ভিক্ষা প্রদান কর। তখন প্রিয়দর্শনা অরুন্ধতী তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার সঞ্চিত অন্ন সমুদায় নিঃশেষিত হইয়াছে, 'অতএব আপনি বদর ভক্ষণ করুন'। মহাদেব অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে তাঁহারে সেই বদর ফল সকল পাক করিতে কহিলেন, তপস্বিনী অরুন্ধতীও ব্রাহ্মণের হিতার্থ প্রজ্বলিত হুতাশনে সেই ফল পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাদেব তাঁহার নিকট অতি মনোহর দিব্য পবিত্র উপাখ্যান সকল কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। অরুন্ধতী তাঁহার মুখে পবিত্র কথা সকল শ্রবণ ও বদর পাক করিতে করিতে সেই দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতিক্রম করিলেন। ঐ দ্বাদশ বৎসর তাঁহার এক দিনের

ন্যায় বোধ হইয়াছিল। উহার মধ্যে তিনি কিছুই আহার করেন নাই। অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ফল পুষ্প আহরণ করিয়া হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইলেন। তখন ভগবান্ ভূতভাবন প্রীত হইয়া অরুন্ধতীরে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় ঋষিদিগের নিকট গমন কর। আমি তোমার নিয়ম ও তপোনুষ্ঠান দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি। ভূতভাবন ত্রিলোচন এই বলিয়া আত্মরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক সপ্তর্ষিদিগকে কহিলেন, হে তাপসগণ! তোমরা হিমালয়ে যে তপোনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা অরুন্ধতীর তপস্যার তুল্য নহে। ইনি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন। অনাহারে পাককার্য্যে ইঁহার দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! ভগবান্ ভূতনাথ মহর্ষিগণকে এই কথা বলিয়া অরুন্ধতীরে কহিলেন, কল্যাণি! তুমি এক্ষণে অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর। তখন অরুণলোচনা অরুন্ধতী সপ্তর্ষিসমক্ষে মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যেন, এই তীর্থ বদরপাচন নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের সেবনীয় হয়। আর যিনি পবিত্র হইয়া এই তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস করিবেন, তিনি যেন দ্বাদশ বৎসর উপবাসের ফল লাভে সমর্থ হন। ভগবান্ ভবানীপতি অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে তাঁহারে তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তখন ঋষিগণ ক্ষুৎপিপাসাযুক্ত অরুন্ধতীরে অবিশ্রান্ত ও পূর্ব্বের ন্যায় রূপলাবণ্য সম্পন্ন দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

হে ব্রহ্মচারিণি শ্রুবাবতি! পূর্ব্বে অরুন্ধতীও এইরূপে তোমার ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি তাঁহা অপেক্ষা তপস্যায় বিশেষরূপ যত্ন করিয়াছ। আমি তোমার নিয়ম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমারে আর এক বর প্রদান করিতেছি যে, যিনি এই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক সংযত হইয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তিনি দেহাবসানে স্বর্গলোকে বাস করিতে সমর্থ হইবেন।

হে মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীরে এইরূপ বর প্রদান করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত, পবিত্র গন্ধযুক্ত সমীরণ প্রবাহিত ও মহাশব্দে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল।

তপস্বিনী শ্রুবাবতীও কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজের সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! শ্রুবাবতী কোন্ স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন? আর তাঁহার মাতাই বা কে? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা আয়তাক্ষী ঘৃতাচী অপ্সরারে দর্শন করিয়া মহর্ষি ভারদ্বাজের রেতঃপাত হয়। মহর্ষি কর দ্বারা সেই রেত গ্রহণ পূর্ব্বক পত্রপুটে সংস্থাপন করেন। সেই পত্রপুটে শ্রুবাবতীর জন্ম হয়। তপোধন ভারদ্বাজ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিয়া দেবর্ষিগণ সমক্ষে শ্রুবাবতী নাম রাখিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি তাঁহারে স্বায় আশ্রমে রাখিয়া হিমালয়ে গমন করেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবর বলদেব সেই বদরপাচন তীর্থের সলিল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক ইন্দ্র তীর্থে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিবংশাবতংস বলদেব ইন্দ্রতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া যথাবিধি অবগাহন পূর্ব্বক বিপ্রগণকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন। ঐ তীর্থে ভগবান্ অমররাজ বেদবিধানানুসারে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক বৃহস্পতিরে বিপুল ধন প্রদান করিয়া শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দেবরাজ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা সর্ব্বপাপবিনাশন পবিত্র ইন্দ্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে স্নান ও দ্বিজগণকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিয়া রামতীর্থে প্রস্থান করিলেন। মহাতপা ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া স্বীয় উপাধ্যায় মুনিবর কশ্যপকে লইয়া ঐ তীর্থে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন এবং উপাধ্যায়কে বিবিধ ধনরত্নসম্পন্ন সমুদায় ভূমণ্ডল দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব সেই দেবব্রহ্মর্ষিসেবিত পুণ্যতীর্থে মুনিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক যমুনা তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় অদিতিনন্দন মহাত্মা বরুণ দেবগণ ও মানবগণকে পরাজয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই যজ্ঞ আরব্ধ হইলে ত্রিভুবন ভয়াবহ দেবদানব সংগ্রাম এবং উহা সমাপ্ত

হইলে ক্ষত্রিয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থেও মুনিগণের অর্চ্চনা করিয়া যাচকদিগকে অর্থ দান ও তাপসদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ভগবান্ ভাস্কর যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমুদায় জ্যোতির আধিপত্য ও মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! ঐ তীর্থে ভগবান্ বেদব্যাস, শুকদেব, বাসুদেব এবং ইন্দ্রাদিদেবতা, বিশ্বদেব, মরুৎ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু মধুকৈটভ নামে অসুরদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া ঐ তীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাতপা অসিতদেবল ঐ তীর্থে পরম যোগ লাভ করিয়াছেন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে অসিতদেবল নামে শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন। কি নিন্দা, কি স্তুতিবাদ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র, সকলেতেই তাঁহার সমভাব ছিল। তিনি প্রতিনিয়ত দেবারাধনা, অতিথিসেবা ও সকল প্রাণীরে তুল্য জ্ঞান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি ঐ তীর্থে আগমন পূর্ব্বক দেবলের আশ্রমে বাস করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলেন। মহাত্মা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা মহামতি দেবল হোমাদি সময়ে জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ভিক্ষার সময়ে জৈগীষব্য ভিক্ষুকরূপে দেবলের নিকট সমাগত হইলেন। দেবল তাঁহারে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম সমাদর পূর্ব্বক প্রীতি সহকারে যথাশক্তি পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি বহু বৎসর এই ভিক্ষুকের পূজা করিলাম; কিন্তু ইনি কি অলস! ইহার মধ্যে আমারে কোন কথাই কহিলেন না। ধীমান্ দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কলস গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া সাগরে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন যে,

জৈগীষব্য অগ্রেই ঐ স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তখন মহর্ষি দেবল একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই ভিক্ষুক কি রূপে এত শীঘ্র এই স্থানে আগমন ও স্নান করিলেন। মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করত সমুদ্রে অবগাহন এবং জপ আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মহাতপস্বী জৈগীষব্য কাষ্ঠের ন্যায় আশ্রমে সমাসীন রহিয়াছেন। কোন ক্রমেই কোনরূপ বাক্যালাপ করেন না। তখন অসিত দেবল জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই মাত্র ইঁহারে সমুদ্রে স্নান করিতে দেখিয়াছি, ইনি ইতিমধ্যে কিরূপে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

মন্ত্রপারগ মহর্ষি দেবল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া জৈগীষব্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী যাবতীয় সিদ্ধ সমাহিত হইয়া জৈগীষব্যকে পূজা করিতেছেন। মহর্ষি দেবল তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং জৈগীষব্যকে তথা হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে যমলোকে, যমলোক হইতে সোমলোকে, সোমলোক হইতে অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, পশুযজ্ঞ, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিষ্টুভ, বাজপেয়, রাজসূয়, বহুসুবর্ণক, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্ব্বমেধ, সৌত্রামণি ও দ্বাদশাহ প্রভৃতি বিবিধ সত্রযাজীদিগের লোক সমুদায় এবং তৎপরে মিত্রাবরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বসুস্থান, বৃহস্পতিস্থান, গোলোক, ব্রহ্মসত্রীদিগের লোক ও তদনন্তর অন্যান্য তিন লোক অতিক্রম করিয়া পতিব্রতানিসেবিত লোকে গমন করিতে দেখিলেন। পরিশেষে মহাত্মা জৈগীষব্য তথা হইতে যে কোন্ স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, দেবল তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব ও অসামান্য যোগসিদ্ধি অবলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মসত্রযাজী লোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাপুরুষগণ! আমি কি নিমিত্ত আর জৈগীষব্যের সন্দর্শন পাইতেছি না, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। আপনারা ঐ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। সিদ্ধগণ কহিলেন, হে দেবল! মহর্ষি জৈগীষব্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। হে মহারাজ! মহর্ষি দেবল সেই সিদ্ধ-

গণের বাক্য শ্রবণানন্তর ব্রহ্মলোকস্থ জৈগীষব্যকে দর্শন করিবার মানসে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবামাত্র নিপতিত হইলেন। তখন সিদ্ধ পুরুষেরা পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, মহর্ষে! জৈগীষব্য ব্রহ্মার সদনে গমন করিয়াছেন, তুমি কোন ক্রমেই তথায় গমন করিতে পারিবে না। মহর্ষি দেবল সিদ্ধপুরুষদিগের বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মলোক গমনে নিরস্ত হইয়া যথাক্রমে সেই সমুদায় লোক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পতঙ্গের ন্যায় দ্রুতবেগে স্বীয় পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন; মহর্ষি জৈগীষব্য পূর্ব্বের ন্যায় তথায় অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি স্বীয় ধর্ম্মানুগত বুদ্ধিবৃত্তি প্রভাবে মহর্ষি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব অবগত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্! আমি মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি। মহর্ষি জৈগীষব্য দেবলের বাক্য শ্রবণে তাঁহারে মোক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণে কৃতনিশ্চয় অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে যোগবিধি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিলেন। পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ দেবলকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া, কে আমাদিগকে অন্ন দান করিবে বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দেবল চতুর্দ্দিকে প্রাণিগণের সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মোক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন পবিত্র ফল মূল ও ওষধি সমুদায় দেবলকে মোক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া, "দুর্ব্বুদ্ধি দেবল পুনরায় আমাদিগকে ছেদন করিবে, মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে, সমুদায় প্রাণীরে অভয় প্রদান করা হয়, ইহা উহার বোধগম্য হইতেছে না" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। মহর্ষি দেবল তাহাদিগের রোদনধ্বনি শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এক্ষণে কি করি! গার্হস্থ্য ও মোক্ষ ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর? তিনি কিয়ৎক্ষণ এইরূপ বিচার করিয়া পরিশেষে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং স্বীয় চিত্তের একাগ্রতা প্রভাবে অচিরাৎ পরম যোগ ও সিদ্ধি লাভ করিলেন।

তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত হইয়া মহর্ষি জৈগীষব্য ও তাঁহার তপস্যার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য গালব অমরগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! জৈগীষব্য দেবলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন; অতএব উঁহার কিছুমাত্র তপোবল নাই। তখন

দেবগণ গালবকে কহিলেন, হে মুনিবর! ওরূপ কথা কহিবেন না। মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য কাহারও প্রভাব, তেজ, তপস্যা বা যোগবল নাই। হে মহারাজ! মহর্ষি জৈগীষব্য ও দেবল আদিত্যতীর্থে যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন ও দ্বিজগণকে প্রভূত ধন দান পূর্ব্বক পরম ধর্ম্ম লাভ করিয়া সোমতীর্থে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সোমতীর্থে ভগবান্ চন্দ্রমা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থেই তারকাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা বলদেব সেই সোমতীর্থের জল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক সারস্বত মুনির তীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে সারস্বত মুনি ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সারস্বত মুনি কি নিমিত্ত দ্বাদশ-বার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে ঋষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! পূর্ব্বে দধীচ নামে এক অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাতপা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাবে ভীত হইয়া তাঁহারে বহুবিধ বর প্রদান দ্বারা তপস্যা হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি মহর্ষির তপস্যার ব্যাঘাতার্থ অলম্বুষা নামে এক লোচন-লোভনীয়া অপ্সরারে প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি দধীচ সরস্বতীজলে দেবগণের তর্পন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বিলাসিনী তথায় সমুপস্থিত হইল। অপ্সরার অলোকসামান্য রূপ দর্শনে মহর্ষির রেতঃপাত হইল। সরিদ্বরা সরস্বতী পুত্র প্রসব করিবার নিমিত্ত সেই বীর্য্য গ্রহণ করিয়া মহা আহ্লাদে আপনার উদরে ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি যথাযোগ্য সময়ে পুত্র প্রসব করিয়া তাহারে গ্রহণ পূর্ব্বক মহর্ষি দধীচের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! পূর্ব্বে অলম্বুষা অপ্সরারে অবলোকন করিয়া আপনার রেতঃপাত হইলে আমি সেই বীর্য্য বৃথা নষ্ট হইবার নহে বিবেচনা করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক উদরে ধারণ করিয়াছিলাম। সেই রেতঃপ্রভাবে এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব এ আপনার পুত্র, আপনি ইহারে গ্রহণ করুন। সরিদ্বরা সরস্বতী

এইরূপ কহিলে মহর্ষি পুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার মস্তক আঘ্রাণ ও তাঁহারে দীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিয়া মহা আহ্লাদে এই বর প্রদান করিলেন যে, হে সুভগে! বিশ্বদেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তোমার সলিলে তর্পণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিবেন। মহর্ষি দধীচ সরস্বতীরে এইরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করত কহিলেন, হে মহাভাগে! তুমি ব্রহ্মার মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ; ব্রতধারী মুনিগণ সকলেই তোমার মহিমা অবগত আছেন। তুমি সতত আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাক; অতএব এই পুত্র মহাতপা হইয়া তোমার নামানুসারে সারস্বত নামে বিখ্যাত হইবে। এই সারস্বত দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইবে। আর তুমি আমার প্রসাদে সমুদায় নদী অপেক্ষা পবিত্র হইবে। হে মহারাজ! সরিদ্বরা সরস্বতী মহর্ষি দধীচের নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত ও তৎকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া পুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মহা আহ্লাদে তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

কিয়দ্দিন পরে দানবদিগের সহিত দেবগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র অস্ত্র অন্বেষণ পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুত্রাপি দানব বধোপযোগী অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি সুরগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি দধীচ মুনির অস্থি ব্যতীত দেবদ্বেষ্টাদিগের বিনাশে সমর্থ হইব না। অতএব তোমরা সকলে দধীচের নিকট গমন পূর্ব্বক শত্রু বিনাশার্থ তাঁহার অস্থি প্রার্থনা কর। অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রের আদেশানুসারে দধীচ মুনির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক অস্থি প্রার্থনা করিলে তিনি অবিচারিত চিত্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইলেন। সুররাজ পুরন্দরও মহা আহ্লাদে সেই অস্থি দ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও গুরুতর দণ্ড প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। হে মহারাজ! মহাত্মা দধীচ প্রজাপতিপুত্র মহর্ষি ভৃগুর তীব্র তপঃপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। উনি হিমালয়ের ন্যায় উন্নত ও মহা গৌরবান্বিত ছিলেন। ভগবান্ পাকশাসন উঁহার তেজঃপ্রভাবে সতত উদ্বেজিত হইতেন। মহারাজ! এক্ষণে তিনি তাঁহার অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মতেজোদ্ভব অশনি মন্ত্রপূত করিয়া একোনশত দৈত্যের প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত

হইল। তখন মহর্ষিগণ একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবিকা লাভার্থ চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সারস্বত মুনিও আহারান্বেষণে গমনোদ্যত হইলে সরস্বতী তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার এখান হইতে প্রস্থান করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। আমি তোমার আহারের নিমিত্ত সতত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য প্রদান করিব। সরস্বতী এইরূপ কহিলে মহাত্মা সারস্বত তথায় অবস্থান পূর্ব্বক মৎস্যাহারে প্রাণ ধারণ করিয়া দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অনাবৃষ্টি অতীত হইলে মুনিগণ পুনরায় আপনাদিগের আশ্রমে মিলিত হইলেন। তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ইতস্তত পর্য্যটন করিয়া সকলেই বেদপাঠ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পরস্পর পরস্পরকে বেদ অধ্যয়ন করাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই বেদাধ্যাপনে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে একজন মহর্ষি যদৃচ্ছাক্রমে ঋষিসত্তম সারস্বতের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি সারস্বত অনর্গল বেদ পাঠ করিতেছেন। তখন তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ঋষিগণকে কহিলেন যে, একজন মহর্ষি নির্জ্জনে বেদ পাঠ করিতেছেন। ঋষিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে সকলে সমবেত হইয়া সারস্বতের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমাদিগকে বেদ অধ্যয়ন করাও। সারস্বত কহিলেন, হে তপোধনগণ! তোমরা যথানিয়মে আমার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার কর। তখন মুনিগণ কহিলেন, বৎস! তুমি নিতান্ত বালক; আমরা কিরূপে তোমার শিষ্য হইব। সারস্বত কহিলেন, হে তাপসগণ! ধর্ম্ম রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্মানুসারে অধ্যাপন ও অধ্যয়ন করিলে অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই পাপগ্রস্ত বা বৈরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষত বয়োবাহুল্য, পলিত, বিত্ত বা বান্ধব প্রভাবে ঋষিগণের মহত্ত্ব লাভ হয় না; আমাদের মধ্যে যিনি ষড়ঙ্গ বেদাধ্যাপনে সুনিপুণ, তিনিই মহান্ বলিয়া পরিগণিত।

তখন ষষ্টি সহস্র তাপস মহর্ষি সারস্বতের বাক্য শ্রবণে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পুনরায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রতিদিন সেই বালকের আসনের নিমিত্ত এক এক মুষ্টি কুশ আহরণ করিতেন। মহারাজ! বাসুদেবাগ্রজ মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব সেই

সারস্বত মুনির তীর্থে বিপুল ধন দান করিয়া মহা আহ্লাদে সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধকন্যক তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে একজন কুমারী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অনূঢ়াবস্থায় তপস্যা করিয়াছিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার মুখে অতি সুদুষ্কর বিষয় শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সেই কুমারী কি কারণে কি রূপে তপস্যা ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে কুণিগর্গ নামে এক তপোবল সম্পন্ন মহাযশা মহর্ষি ছিলেন। তিনি তপোবলে এক পরমরূপবতী মানসী-কন্যার সৃষ্টি করেন। কিয়দ্দিন পরে মুনিবর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার দুহিতা তপোনুষ্ঠান নিরত হইয়া উপবাস করত বহু-কাল দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার পিতা তাঁহার পরিণয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আপনার অনুরূপ পতির অভাবে তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করেন। এক্ষণে তিনি নির্জ্জন বনে তপো-নুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর শীর্ণ করিয়াও আপনারে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগি-লেন। এইরূপে তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহার বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে ক্রমে তাঁহার আর পদ সঞ্চালনের সামর্থ্য রহিল না। তখন তিনি পর-লোকে গমন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য নারদ তাঁহারে শরীর পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! দেবলোকে শ্রবণ করিয়াছি, অনূঢ়া কন্যার কোন লোকেই গমন করিতে অধিকার নাই। তুমি কেবল তপঃসঞ্চয়ই করিয়াছ; কিন্তু তথাপি তোমার কোন লোকে গমন করিবার ক্ষমতা হয় নাই। অতএব কি রূপে পরলোকে যাত্রা করিবে।

তাপসী নারদের বাক্য শ্রবণে ঋষিসমাজে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহারে স্বীয় তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব। তখন গালবকুমার মহর্ষি শৃঙ্গবান্ কহিলেন, সুন্দরি! যদি তুমি আমার সহবাসে এক রাত্রি অতিবাহিত করিবে স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি। বৃদ্ধ কন্যা

শৃঙ্গবানের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন গালবপুত্র বিধি পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া তাপসীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর রজনী সমাগত হইলে ঐ বৃদ্ধা দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যগন্ধানুলেপনা নবযৌবনা কামিনীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ঋষিকুমারের সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। গালবনন্দন পত্নীর অসামান্য রূপমাধুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত পরম সুখে যামিনী অতিবাহিত করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে তাপসকুমারী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঋষিপুত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করিলাম। এক্ষণে প্রস্থান করি, ঋষিকন্যা এই বলিয়া তথা হইতে বহির্গমন সময়ে পুনরায় কহিলেন, যে ব্যক্তি এই তীর্থে এক মনে দেবতাদিগের তর্পন করিয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তাঁহার অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ফল লাভ হইবে। হে মহারাজ! তাপসদুহিতা এই কথা বলিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে গালবনন্দন তাঁহার সৌন্দর্য্য স্মরণে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং অতি কষ্টে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নীর অনুগমন করিলেন। মহারাজ! এই আমি বৃদ্ধ কন্যার চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা বলদেব সেই বৃদ্ধকন্যক তীর্থে দ্বিজগণকে বিবিধ ধন দান করেন। ঐ স্থানেই তিনি মদ্ররাজ শল্যের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হন। অবশেষে সমন্তপঞ্চকে সমুপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে কুরুক্ষেত্রের ফল জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা তাঁহারে আদ্যোপান্ত সমুদায় কহিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহর্ষিগণ কহিলেন,—হে হলায়ুধ! সমন্তপঞ্চক প্রজাপতির উত্তরবেদি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মহাবরপ্রদ দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অমিততেজা কুরুরাজ ঐ স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বলদেব কহিলেন, হে তপোধনগণ! কুরুরাজ কি নিমিত্ত এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে রোহিণীনন্দন! পূর্ব্বকালে কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ

করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হইতে তাহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! তুমি কি অভিপ্রায়ে পরম যত্নসহকারে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছ? কুরুরাজ কহিলেন, হে পুরন্দর! যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা অতি সুনির্ম্মল স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে। আমার ভূমি কর্ষণের এই উদ্দেশ্য। সুররাজ কুরুরাজের বাক্য শ্রবণে তাঁহারে উপহাস করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। মহীপতি কুরু ইন্দ্রের উপহাসে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া একান্তমনে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ রূপে বার বার কুরুর সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাহার অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য শ্রবণ ও উপহাস করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুরুরাজ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। পরিশেষে পাকশাসন ভূপতির দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণের নিকট রাজর্ষির বাসনা বিজ্ঞাপন করিলে তাঁহারা কহিলেন, হে সুররাজ! কুরুরাজকে কোন প্রকার বর প্রদান পূর্ব্বক নিরস্ত করাই শ্রেয়ঃ। দেখ, যদি মানবগণ এই স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করিলেই স্বর্গ গমনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা কদাচ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে না, সুতরাং আমরা এককালে যজ্ঞভাগ লাভে বঞ্চিত হইব।

তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণের বাক্যানুসারে কুরুর নিকট আগমন পূর্ব্বক তাহারে কহিলেন, রাজর্ষে! আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বাক্য রক্ষা কর। আমি কহিতেছি, যাহারা এই স্থানে আলস্যশূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, অথবা যুদ্ধে বাণপথবর্ত্তী হইয়া নিহত হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে। কুরুরাজ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। সুররাজ ইন্দ্রও মহা আহ্লাদে পুনরায় স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

হে বলদেব! পূর্ব্বে কুরুরাজ এইরূপে সমন্তপঞ্চকের ভূমি কর্ষণ করিয়াছিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিয়াছেন যে, আর কোন স্থানই ইহা অপেক্ষা পবিত্র হইবে না। যাহারা এই স্থানে তপোনুষ্ঠান করিবে, তাহারা চরমে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। যাহারা এই পুণ্যক্ষেত্রে দান করিবে, তাহাদিগের অর্থ অচিরাৎ সহস্র গুণ অধিক হইবে। যাহারা শুভফল প্রত্যাশায়

এই পুণ্য ভূমিতে বাস করিবে, কদাচ তাহাদিগের যমলোক দর্শন করিতে হইবে না। এবং যাহারা ঐ স্থানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাদের চিরকাল স্বর্গে বাস হইবে, আর সুররাজ ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এই কুরুক্ষেত্রের ধূলি পবনপরিচালিত হইয়া যাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবে, তাহারা দুষ্কৃতকারী হইলেও চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। অনেকানেক দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নৃপ প্রভৃতি নরপতিগণ এই স্থানে যজ্ঞান্তে দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তরন্তুক, আরন্তুক, রামহ্রদ ও চমচক্র এই সমুদায় প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানই কুরুক্ষেত্র; সমন্তপঞ্চক ও প্রজাপতির উত্তর বেদি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থান অতি পবিত্র, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও দেবগণের অভিমত। অতএব ভূপতিগণ এই স্থানে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া নিশ্চয়ই অক্ষয় পবিত্র লোক লাভে সমর্থ হইবেন। হে বলদেব! সুররাজ ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে এই কথা কহিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অনন্তর বলদেব কুরুক্ষেত্র দর্শন ও প্রভূত ধন দান করিয়া দিব্যাশ্রমে গমন করিলেন। ঐ পবিত্র আশ্রম মধূক, আম্র, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, বিল্ব, পনস ও অর্জ্জুন বৃক্ষে সমাকীর্ণ। মহাত্মা বলদেব সেই আশ্রম দেখিয়া তাপসগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! এই আশ্রমে কোন্ মহাত্মা অবস্থান করিতেন? তখন তপস্বীরা কহিলেন, মহাত্মন্! পূর্ব্বে যে মহাত্মার এই আশ্রম ছিল, তাহা সবিস্তরে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান ও বিধি পূর্ব্বক সমুদায় সনাতন যজ্ঞ সমাধান করিয়াছেন। এই স্থানে কৌমার ব্রহ্মচারিণী শাণ্ডিল্যদুহিতা স্ত্রীজনের দুষ্কর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহাত্মা বলদেব ঋষিগণের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন ও সন্ধ্যাকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক হিমালয়ে আরোহণ করিলেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করত সরস্বতীর প্রভাব ও প্লক্ষপ্রস্রবণ তীর্থ দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কারবপন নামক পুণ্য তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে মহাত্মা বলদেব পবিত্র নির্ম্মল জলে

অবগাহন, বিবিধ বস্তু দান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ পূর্ব্বক যতি ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত তথায় এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে যমুনাকূলে মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে ঐ আশ্রমে ইন্দ্র, অগ্নি ও অর্য্যমা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বলদেব সেই আশ্রমে গমন করিয়া যমুনায় অবগাহন পূর্ব্বক আহ্লাদিত চিত্তে ঋষিসমাজে উপবিষ্ট হইয়া সিদ্ধগণ ও তাঁহাদের মুখে পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা রোহিণীতনয় এইরূপে ঋষিসমাজে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেবব্রাহ্মণপূজিত কলহপ্রিয় তপোধনাগ্রগণ্য নারদ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান স্বর্ণচীর এবং করে হেমদণ্ড, কমণ্ডলু ও অতিবিচিত্র কচ্ছপী বীণা। মহাত্মা বলদেব দেবর্ষিরে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া কৌরবদিগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে নারদ তাঁহার নিকট কুরুকুলের নিধনবার্ত্তা কীর্ত্তন করিলেন। তখন রোহিণীকুমার দুঃখিত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, পূর্ব্বে আমি তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার মুখে সবিস্তরে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

ঋষিগণাগ্রগণ্য নারদ বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রৌহিণেয়! পূর্ব্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, ভূরিশ্রবা, মদ্ররাজ শল্য এবং অন্যান্য সমরনিপুণ অসংখ্য রাজা ও রাজপুত্রগণ, দুর্য্যোধনের জয় লাভের নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে কৌরবপক্ষে কেবল কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। তাঁহারাও পাণ্ডবগণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন মদ্ররাজকে নিহত ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয়কে পলায়িত দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এক্ষণে বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রতি বিবিধ কটু বাক্য প্রয়োগ করাতে তৎসমুদায় অসহ্য বোধ করিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া ভীষণ গদা ধারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া-

ছেন। মহাবীর ভীম ও দুর্য্যোধনের অতি ভীষণ সংগ্রাম হইবে। যদি আপনার শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনে কৌতূহল থাকে, তবে অবিলম্বে তথায় গমন করুন।

হে মহারাজ! মহাবীর বলদেব নারদের বাক্য শ্রবণানন্তর দ্বিজগণকে পূজা করিয়া স্বীয় অনুযাত্রিকদিগকে দ্বারকা গমনে আদেশ করিলেন এবং হিমাচল হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সরস্বতীর তীর্থফল শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ-গণের সন্নিধানে কহিলেন, কোন তীর্থই সরস্বতীর তুল্য তৃপ্তিজনক নহে। সরস্বতী তীর্থে যাহাদের বাস, তাহারাই পরম সুখী। মহাত্মারা সরস্বতীতে আগমন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদা সরস্বতী নদীরে স্মরণ করিবে। সরস্বতী সমুদায় নদী অপেক্ষা পবিত্রা ও শুভদায়িনী। সরস্বতীতে আগমন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে স্বীয় দুষ্কৃতির নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হয় না। হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব এই কথা বলিয়া প্রীত মনে বারংবার সরস্বতী দর্শন পূর্ব্বক অশ্বযুক্ত শ্বেত রথে আরোহণ করিয়া শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনার্থ অবিলম্বে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীম ও দুর্য্যোধনের তুমুল যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, সূতনন্দন! মহাত্মা বলদেব সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত হইলে আমার পুত্র কি রূপে তাঁহার সমক্ষে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাবাহু দুর্য্যোধন বলদেবকে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বলদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীত মনে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহারে আসন প্রদান ও যথা-বিধি অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রোহিণীনন্দন ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আমি তাপসগণের নিকট শুনিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র পরম পবিত্র ও স্বর্গতুল্য। দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সতত ঐ স্থানে বাস করেন। বীরগণ তথায় যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে অনায়াসে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গবাসে সমর্থ হয়। ঐ স্থান ব্রহ্মার উত্তর বেদি বলিয়া দেবলোকে প্রথিত। অতএব চল, আমরা এ স্থান হইতে সমন্তপঞ্চকে গমন করি।

হে মহারাজ! তখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বলদেবের বাক্যে স্বীকার করিয়া সমন্তপঞ্চকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও রোষপ্রযুক্ত সুদীর্ঘ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আকাশস্থিত দেবগণ বর্ম্মধারী মহাবীর দুর্য্যোধনকে গদা হস্তে গমন করিতে দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বার্ত্তাবহ ও চরগণ কুরুরাজের যুদ্ধবেশ দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইল। কুরুরাজ পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রমত্ত বারণের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বীরগণের সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও ভেরিনিস্বনে দশ দিক্ পরিপূরিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরগণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রথমত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের নিদেশানুসারে পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ তথা হইতে সরস্বতীর দক্ষিণ পবিত্র তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া সেই অনূষর প্রদেশই যুদ্ধের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন।

অনন্তর বর্ম্মধারী ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহাকোটী গদা গ্রহণ করিয়া গরুড়ের ন্যায় এবং আপনার পুত্র উষ্ণীষ ও সুবর্ণবর্ম্ম ধারণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে সমরাঙ্গনে সমাগত হইয়া ক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, সমুদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধোদ্ধত বারণদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর বধার্থী হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন মহা আহ্লাদে সৃক্কণী লেহন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া রোষারুণ নয়নে ভীমের প্রতি বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করত হস্তী যেমন হস্তীরে আহ্বান করে, তদ্রূপ বৃকোদরকে আহ্বান করিলেন। মহাবীর ভীমসেনও প্রস্তরের ন্যায় সুদৃঢ় গদা গ্রহণ করিয়া সিংহ যেমন সিংহকে আহ্বান করে, তদ্রূপ কুরুরাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই যম, বাসব, বরুণ, কুবের, বাসুদেব, বলদেব, মধু, কৈটভ, সুন্দ, উপসুন্দ, রাম, রাবণ এবং বালি ও সুগ্রীবের ন্যায় ভীমপরাক্রম বীরদ্বয় ক্রোধভরে গদা উদ্যত করিয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শরদাগমে মদস্রাবী মত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহারা জিগীষা পরবশ হইয়া পরস্পরের প্রতি দ্রুতবেগে ধাব-

মান হইলেন এবং উরগের ন্যায় ক্রোধবিষ উদ্গার করত পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলদেবের শিষ্য, মহাবল পরাক্রান্ত, গদাযুদ্ধবিশারদ এবং সিংহের ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, নখদংষ্ট্রায়ুধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় একান্ত দুঃসহ, লোক সংহারার্থ সমুচ্ছলিত সাগরদ্বয়ের ন্যায় দুস্তর, হুতাশনের ন্যায় ক্রোধপ্রজ্বলিত ও প্রলয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দুনিরীক্ষ্য। তৎকালে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মঙ্গল গ্রহদ্বয় রোষভরে ভূতলে ধাবমান হইতেছেন এবং ক্রোধোদ্ধত দৈত্যদ্বয় যেন পরস্পরের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহারা বায়ুসঞ্চালিত পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে সমুত্থিত অনবরত সলিলধারাবর্ষী বর্ষাকালীন মেঘদ্বয়ের ন্যায়, শঠাজালজড়িত সিংহযুগলের ন্যায় ও ক্রোধোদ্ধত বৃষদ্বয়ের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন, অশ্বদ্বয়ের ন্যায় হ্রেষারব এবং মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃংহিত-ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রোধভরে তাঁহাদিগের ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃবর্গ, মহাত্মা কৃষ্ণ, অমিতপরাক্রম বলদেব এবং কেকয়, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়-মান ছিলেন। কুরুরাজ বীরের ন্যায় তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, এক্ষণে তুমি সমুপ-স্থিত নৃপতিগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া আমাদের সংগ্রাম নিরীক্ষণ কর। রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে তত্রত্য সকলেই তথায় উপবেশন করিয়া নভোমণ্ডলে সমুদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা বলদেব তাঁহাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া রজনীযোগে নক্ষত্রমণ্ডল-পরিবৃত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর ভীম-পরাক্রম ভীমসেন ও দুর্য্যোধন বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে দুর্য্যোধনের যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, সঞ্জয়! মনুষ্যজন্মে ধিক্। মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। দেখ, আমার পুত্র দুর্য্যোধন একাদশ

অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ও সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল। ভূপতিগণ প্রতিনিয়ত তাহার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিত। এক্ষণে সেই দুর্য্যোধনকে গদা ধারণ পূর্ব্বক পাদচারে সংগ্রামে গমন করিতে হইল। হায়! অদৃষ্টের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! আমার পুত্র সমুদায় জগতের নাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় কত কষ্টই ভোগ করিল! মহারাজ! অম্বিকানন্দন এইরূপ বিলাপ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

তখন সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কুরুরাজ দুর্য্যোধন আনন্দিত চিত্তে বৃষের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া ভীমসেনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন।

কুরুরাজ ভীমকে আহ্বান করিবামাত্র ঘোরতর বিবিধ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে আরম্ভ হইল। মহানিস্বন লোমহর্ষকর নির্ঘাত সকল নিপতিত ও বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাংশুবৃষ্টি ও ঘোরতর অন্ধকারে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। শত শত উল্কাপাতে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। রাহু অসময়ে সূর্য্যকে গ্রাস করিল। সসাগরা পৃথিবী কম্পিত, পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল ভূতলে নিপতিত ও কূপের জল বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অমঙ্গলসূচক শিবা সমুদায় সমাগত হইয়া ঘোরতর চাৎকার করিতে আরম্ভ করিল। নানাবিধ মৃগ দশ দিকে ধাবমান হইল। অশুভসূচক জন্তুগণ ভাস্করাধিষ্ঠিত দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে তুমুল শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু কে শব্দ করিতেছে, তাহা কিছুই বোধগম্য হইল না।

মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সেই দুর্নিমিত্ত দর্শনে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল, তদ্রূপ আজি আমি দুর্য্যোধনের উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আপনার হৃদয়নিহিত শোকশল্য সমুদ্ধৃত করিব। আজি গদা দ্বারা কুরুকুলাধম পাপাত্মার দেহ শতধা বিভিন্ন করিয়া আপনার গলদেশে কীর্ত্তিময়ী মালা প্রদান করিব। এই দুরাত্মা পুনরায় হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। আজি আমাদিগের সর্পক্রোড়ে শয়ন, বিষান্ন ভোজন, জতুগৃহ দাহ,

সভামধ্যে উপহাস, সর্ব্বস্বাপহরণ, অজ্ঞাতবাস ও বনবাস প্রভৃতি দুঃখের শান্তি হইবে। আমি এক দিনেই উহারে বিনাশ করিয়া আপনার নিকট ঋণ শূন্য হইব। আজি উহার পরমায়ু নিঃশেষিত ও মাতৃ পিতৃ দর্শন সমাপ্ত হইল। আর উহারে সুখ সম্ভোগ বা কামিনীগণের সহিত সন্দর্শন করিতে হইবে না। আজি ঐ কুরুকুলাঙ্গারকে রাজ্যহীন, প্রাণবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে হইবে। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিপাতিত শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্ম্মন্ত্রণা স্মরণ করিবেন।

হে মহারাজ! শার্দ্দূলসম বিক্রান্ত বৃকোদর এইরূপ কহিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, কুরুরাজ! বারণাবত নগরে তোমরা পিতাপুত্রে আমাদিগকে নিধন করিবার মানসে যে সকল কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। তোমরা সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীরে যে ক্লেশ প্রদান, শকুনির সহিত একত্র হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে যে বঞ্চনা করিয়াছিলে এবং আমরা তোমাদের নিমিত্ত বনে বাস করিয়া যে সকল কষ্ট ভোগ করিয়াছি, অদ্য সেই সমস্ত দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিব। আজি ভাগ্যক্রমে তোমার সন্দর্শন পাইলাম। প্রবল প্রতাপশালী মহারথ ভীষ্ম তোমার নিমিত্তই শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, আমাদের শত্রুতার আদি কারণ শকুনি, দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা প্রাতিকামী এবং তোমার বিক্রমশালী ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে তোমারেও এই গদাঘাতে নিহত করিব, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নির্ভীক চিত্তে তাঁহারে কহিলেন, বৃকোদর! বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই, অচিরাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজি নিশ্চয়ই তোমার রণকণ্ডূতি অপনোদন করিব। হে কুলাধম! দুর্য্যোধন সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ত্বৎসদৃশ লোকের কথায় ভীত হইবার নহে। আমি বহুদিন অবধি তোমার সহিত গদাযুদ্ধ করিব বলিয়া বাসনা করিতেছি। আজি দৈব

অনুকূল হইয়া আমার সেই বাসনা পূর্ণ করিল। এক্ষণে আর বৃথা বাক্য ব্যয় ও আত্মশ্লাঘা করিবার প্রয়োজন নাই। মুখে যেরূপ কহিতেছ, তাহা অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত কর।

মহারাজ! ঐ সময় সোম ও অন্যান্য বংশসম্ভূত যে যে ভূপতি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও তাঁহাদের প্রশংসায় পুলকিতগাত্র হইয়া যুদ্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তখন নরপতিগণ দুর্য্যোধনকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তলশব্দ দ্বারা পুনরায় আহ্লাদিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদরও গদা সমুদ্যত করিয়া মহাবেগে কুরুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় জয়লোলুপ পাণ্ডবদিগের কুঞ্জরগণ বৃংহিত ধ্বনি ও অশ্বগণ বারংবার হ্রেষারব করিতে লাগিল এবং অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় সমধিক দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রণস্থলে ঘোরতর প্রহারশব্দ সমুত্থিত হইল। দর্শকগণ সেই রুধিরোক্ষিতকলেবর গদাধারী বীরদ্বয়কে কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিলেন। পরস্পরের গদা নিষ্পেষে হুতাশনস্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়াতে নভোমণ্ডল খদ্যোত সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবীরদ্বয় যুদ্ধশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ করিণীলাভলোলুপ মদমত্ত কুঞ্জরযুগলের ন্যায় সেই বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং কাহার যে জয় লাভ হইবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দর্শকেরা ভীমের যমদণ্ডোপম অশনি সদৃশ ভীষণ গদা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর গদা বিঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থলে ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে

মহাবেগে গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিস্ট হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর গদাহস্তে বিবিধ কৌশল ও মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই বীরদ্বয় আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইয়া আহারলাভার্থী মার্জ্জার-যুগলের ন্যায় বারংবার পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন এবং পরিশেষে বিচিত্র মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, বিবিধ অবস্থান, পরিমোক্ষ, প্রহার, বঞ্চন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, আক্ষেপ, বিগ্রহ, পরাবর্ত্তন, সংবর্ত্তন, অবপ্লুত, উপপ্লুত, উপন্যস্ত ও অপন্যস্ত প্রভৃতি বিবিধ কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের গদাপাত পরিহার করত পুনরায় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সমরক্রীড়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে গদা প্রহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পরস্পরের আঘাতে পরস্পরের কলেবর রুধিরধারায় সমাচ্ছন্ন হওয়াতে ঐ বীরদ্বয়কে দশনযুদ্ধে প্রবৃত্ত কুঞ্জরযুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই-রূপে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় সেই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন দক্ষিণ মণ্ডল এবং ভীমসেন বাম মণ্ডল অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন গদা উদ্যত করিয়া মহাবেগে ভীমসেনের পার্শ্বদেশে আঘাত করিলে মহা-বীর বৃকোদর তাঁহারে প্রহার করিবার নিমিত্ত বজ্রতুল্য যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দর্শকেরা যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া তাঁহার গদার উপর গদাঘাত করিলেন। উভয়ের গদাঘর্ষণে, রণস্থলে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত ও তেজ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন বিবিধ মণ্ডল ও কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করত ভীম অপেক্ষা সমধিক যুদ্ধনিপুণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর গদা বিঘূর্ণনে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনও পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় স্বীয় গদা বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার গদাভ্রমণবেগ দর্শনে সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ও

বৃকোদর পরস্পর যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে গদা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদাবেগ সম্বরণ করিতে দেখিয়া বিচিত্র কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গদার উপর গদা প্রহার করিলেন। তখন বজ্রদ্বয়ের ন্যায় সেই দুই গদার অভিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদায় সমুত্থিত হইল। ভীমসেনের মহাবেগ সম্পন্ন গদা দুর্য্যোধনের গদা প্রতিহত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলে উহার আঘাতে ভূমণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্বীয় গদা প্রতিহত দেখিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তৎপরে তিনি বাম মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীমের মস্তকে গদা প্রহার করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই গদাঘাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেম না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনের প্রতি স্বীয় সুবর্ণমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সত্বরে সেই ভীমনিক্ষিপ্ত গদা নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া দর্শকগণকে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিলেন। তখন ভীমপ্রেরিত গদা একান্ত ব্যর্থ হইয়া গম্ভীর ধ্বনি সহকারে ভূমণ্ডল বিচলিত করিয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কুরুরাজ ক্রোধভরে ভীমের বক্ষস্থলে এক গদাঘাত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই আঘাতে বিমোহিতপ্রায় হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ বৃকোদরকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ ও বিমনায়মান হইয়া রহিলেন। পরিশেষে মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনের গদাঘাতে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবেগে কুরুরাজের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া অবনত জানুদ্বয়ে ধরাতল স্পর্শ করিলে সৃঞ্জয়গণ পুনরায় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুরুরাজ তাঁহাদের সেই সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেনকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই

যেন তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করত তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিবার মানসে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার ললাটদেশে গদাঘাত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই গদাঘাতে ভীমের ললাট হইতে রুধিরধারা নির্গত হওয়াতে তাঁহারে মদস্রাবী মাতঙ্গে ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে অরাতিপাতন অর্জ্জুনাগ্রজ অশনিতুল্য লৌহময় গদা গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে প্রহার করিলে কুরুরাজ বনমধ্যে বায়ুবেগ বিপাটিত পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া মহা আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া হ্রদ হইতে সমুত্থিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্ষণকাল শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া রোষভরে পুরোবর্ত্তী বৃকোদরের উপরে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন দুর্য্যোধনের গদাঘাতে বিহ্বল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন কুরুরাজ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশনি তুল্য গদার আঘাতে তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় অন্তরীক্ষে দেবতা ও অপ্সরোগণের মহাকোলাহল ধ্বনি সমুত্থিত হইল। দেবগণ স্বর্গ হইতে বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীমসেন ভূতলে নিপতিত এবং তাঁহার সুদৃঢ় বর্ম্ম নির্ভিন্ন হইলে পাণ্ডবগণের মনে মহান্ ভয়সঞ্চার হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর বৃকোদর চৈতন্য লাভ করিয়া বদন পরিমার্জ্জন ও অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিবৃত্ত নয়নে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! এই বৃকোদর ও দুর্য্যোধন ইঁহাদের মধ্যে কোন্ বীর তোমার মতে অপেক্ষাকৃত যুদ্ধকুশল এবং কাহারই বা কোন্ গুণ অধিক, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, ভ্রাত! ঐ বীরদ্বয় উভয়েই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভীমসেন দুর্য্যোধন অপেক্ষা বলবান্ বটেন, কিন্তু বৃকোদর

অপেক্ষা কুরুরাজের যত্ন ও যুদ্ধনৈপুণ্য অধিক। অতএব ভীমসেন ন্যায় যুদ্ধে কদাচ দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। অন্যায় যুদ্ধ করিলেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে। আমরা শুনিয়াছি, দেবগণ মায়াবলে অসুর-দিগকে বিনাশ করিয়াছেন। দেবরাজ মায়াপ্রভাবেই বিরোচনকে পরাজয় ও বৃত্রাসুরের তেজ হ্রাস করিয়াছেন। এক্ষণে বৃকোদরও মায়াময় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিনাশ করুন। উনি দ্যূতক্রীড়া সময়ে দুর্য্যোধনের উরু ভগ্ন করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হউক। মায়াবী দুর্য্যোধনকে মায়াবলেই নিপাতিত করা কর্ত্তব্য। যদি ভীমসেন উহার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইবেন। হে অর্জ্জুন! আরও দেখ, এক্ষণে ধর্ম্মরাজের অপরাধেই পুনরায় আমাদের মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরব-পক্ষীয় মহাবীর-গণ নিহত হওয়াতেই আমাদের জয় লাভ, কীর্ত্তি লাভ ও বৈরনির্যাতন হইয়া-ছিল, কিন্তু ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত এক্ষণে আমাদের জয় লাভে মহান্ সংশয় সমু-পস্থিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব কি নির্ব্বোধ! উনি কি বুঝিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে পরাজয় করিতে পারিলেই তোমার রাজ্য লাভ হইবে। দুর্য্যোধন একে যুদ্ধনিপুণ, তাহাতে আবার একাগ্রচিত্তে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং উহারে পরাজয় করা দুঃসাধ্য হইবে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এই একটী সারার্থ সম্বলিত কথা কহিয়াছেন যে, যাহারা প্রথমত প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে তৎকালে জীবিত নিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব তাহাদিগকে দেখিয়া ভয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে অর্জ্জুন! বীরগণ জীবিতাশা নিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্রও তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হন না। দেখ, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া রাজ্য লাভের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যবাসে কৃতনিশ্চয় ও হ্রদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহারে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ আহ্বান করা নিতান্ত অবিজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছে। দুর্য্যোধন ত্রয়োদশ বৎসর গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে এবং এক্ষণে ভীমের নিধন বাসনায় কখন ঊর্দ্ধে সমুত্থান ও কখন বা তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। অতএব যদি বৃকোদর

উহাকে অন্যায় যুদ্ধে সংহার না করেন, তাহা হইলে ঐ বীর নিশ্চয়ই আমাদের নির্জ্জিত রাজ্য লাভ করিয়া ভূপতি হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় মহাত্মা মধুসূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় বাম জানুতে আঘাত করত ভীমসেনকে সঙ্কেত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া গদাহস্তে সব্য মণ্ডল, দক্ষিণ মণ্ডল, যমক ও গোমুত্র প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে পরিভ্রমণ করিয়া দুর্য্যোধনকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। গদামার্গবিশারদ মহাবীর দুর্য্যোধনও ভীমসেনের নিধন বাসনায় সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই ক্রুদ্ধ কৃতান্ত সদৃশ বীরদ্বয় বিজয় লাভের নিমিত্ত অগুরুচন্দন চর্চ্চিত ভীষণ গদা বিকম্পিত করিয়া পরস্পরকে নিধন ও বৈরানল নির্ব্বাণ করিবার বাসনায় নাগলোলুপ গরুড়দ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সমীরণসংক্ষুব্ধ সাগরদ্বয়ের ন্যায়, মদমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বীরযুগলের পরস্পর গদা সংঘর্ষণে সমরাঙ্গনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিনিঃসৃত ও নির্ঘাত শব্দ সদৃশ ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই সুদারুণ সংগ্রামে তাঁহারা উভয়েই পরিশ্রান্ত হইলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ক্রুদ্ধচিত্তে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীষণ সমরে গদাঘাতে উভয়েরই কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইল। তাঁহারা পঙ্কস্থ মহিষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের প্রতি আঘাত করত জর্জ্জরিতগাত্র ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া হিমালয়স্থিত পুষ্পিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর ইচ্ছা পূর্ব্বক রন্ধ্র প্রদর্শন করিলে দুর্য্যোধন ঈষৎ গর্ব্বিত হইয়া সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদরও তাঁহারে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। আপনার পুত্র তদ্দর্শনে তথা হইতে অপসৃত হইলেন; সুতরাং ভীমের গদা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে কুরুরাজ সেই প্রহার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভীমের শরীরে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই আঘাতে শোণিতাক্ত কলেবর ও মূর্চ্ছাগত প্রায় হইলেন। কিন্তু তৎকালে এরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন যে, দুর্য্যোধন তাঁহারে অবিচলিত ও প্রতিপ্রহারোদ্যত বিবেচনা করিয়া

পুনরায় আর প্রহার করিলেন না। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ ভীমসেনকে রোষান্বিত চিত্তে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রহার ব্যর্থ করিবার মানসে উর্দ্ধে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং কুরুরাজ উর্দ্ধে সমুত্থিত হইলে তাঁহার জানুদ্বয় লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের সেই বজ্রতুল্য ভীষণ গদা দুর্য্যোধনের সুচারু জানুদ্বয় ভগ্ন করিয়া তাঁহারে ভূতলে নিপাতিত করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া ধরাশায়ী হইলে সনির্ঘাত বায়ু প্রবাহিত, পর্ব্বতবৃক্ষ সম্বলিত সমুদায় পৃথিবী বিচলিত হইতে লাগিল। অনবরত শোণিতবর্ষণ, ভীষণ উল্কাপাত ও পাংশুবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অন্তরীক্ষে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সেই শব্দ শ্রবণে মৃগকুল ও বিহগগণ তুমুল কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রামস্থিত গজ, বাজী ও মনুষ্যগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গের মহানির্ঘোষে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অসংখ্য করচরণশালী ঘোরদর্শন কবন্ধগণ নৃত্য করিতে করিতে দিক্ সকল পরিবৃত করিল। ধ্বজধারী ও অস্ত্রশস্ত্রধারী বীর পুরুষেরা কম্পিত হইতে লাগিলেন। হ্রদ ও কূপ সকল হইতে রুধির উচ্ছলিত হইতে লাগিল। বেগবতী নদী সকল প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইল এবং পুরুষগণকে নারীর ন্যায় ও নারীগণকে পুরুষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই অদ্ভুত দুর্নিমিত্ত দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ ও বায়ুচরগণ মহাবীর ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের অদ্ভুত যুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন ও তাঁহাদের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমহস্তে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিপাতিত হইলে পাণ্ডব ও সোমকগণ

আহ্লাদে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় প্রবল প্রতাপশালী ভীমসেন সমরশায়ী রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দুরাত্মন্! পূর্ব্বে সভামধ্যে আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া যে উপহাস এবং একবস্ত্রা দ্রৌপদীর প্রতি যে বিবিধ কটূক্তি করিয়াছিলে, আজি তাহার ফল ভোগ কর। মহাবীর বৃকোদর এই কথা কহিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত পূর্ব্বক ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মারা গরু গরু বলিয়া আমাদিগের সমক্ষে নৃত্য করিয়াছিল, আজি আমরা তাহাদিগের সমক্ষে গরু গরু বলিয়া নৃত্য করিব। আমরা শঠতাচরণ, বহ্নি প্রদান, পাশক্রীড়া ও বঞ্চনা প্রভৃতি কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই না, কেবল স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া থাকি।

হে মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনকে ঐ কথা কহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠির, কেশব, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণকে কহিলেন, দেখ, যে দুরাত্মারা রজস্বলা দ্রৌপদীরে আনয়ন পূর্ব্বক সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিয়াছিল, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ দ্রৌপদীর তপঃপ্রভাবে নিহত হইয়াছে। আর যাহারা পূর্ব্বে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের স্বর্গলাভ বা নরকভোগ হউক, কিছুতেই অসন্তুষ্ট নহি। মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া স্কন্ধস্থিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় সেই ধরাতলগত রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা সোমকগণ ভীমসেনের সেই নীচজনোচিত ব্যবহার অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই আত্মশ্লাঘানিরত বৃকোদরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি বৈরঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছ এবং সৎকার্য্য দ্বারা হউক বা অসৎ কার্য্য দ্বারাই হউক, প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়াছ; এক্ষণে ক্ষান্ত হও। দুর্য্যোধন আমাদিগের জ্ঞাতি, বিশেষত এই বীর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের ও কৌরবগণের অধিপতি ছিল, ইহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিও না। এক্ষণে ইহার বন্ধু, অমাত্য, সৈন্য, ভ্রাতা এবং পুত্রগণ নিহত হওয়াতে এই বীর সর্ব্বপ্রকারেই শোচনীয়

হইয়াছে; বিশেষত কুরুরাজ আমাদের ভ্রাতা, অতএব ইহার প্রতি ওরূপ ব্যবহার করা তোমার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। হে বৃকোদর! প্রাচীন লোক মাত্রেই তোমারে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, তবে তুমি কি রূপে রাজারে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিতেছ?

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এই কথা কহিয়া অশ্রুকণ্ঠে দীন ভাবে দুর্য্যোধনের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাত! তোমার দুঃখ বা শোক করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ঘোরতর ফল ভোগ করিতেছ। হে কুরুসত্তম! আমরা তোমার হিংসা করিব এবং তুমি আমাদিগের হিংসায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহা বিধাতাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তুমি লোভ ও বালকত্ব প্রযুক্ত আপনার দোষেই ঈদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছ। তুমি বয়স্য, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণের বিনাশ সাধন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইলে। কেবল তোমার অপরাধেই আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণকে নিহত করিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয়। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, এক্ষণে আমাদিগকে সর্ব্বদাই প্রাণাধিক বন্ধুবিচ্ছেদে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া শোচনীয় অবস্থায় অবস্থান করিতে হইবে। আমরা কি রূপে বিপ্রপত্নী ও ভ্রাতৃবধূগণকে বিধবা ও শোকার্ত্ত নিরীক্ষণ করিব। তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে বাস করিবে, কিন্তু আমরা নরকতুল্য সুদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে রহিলাম। ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণ একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া নিরন্তর আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিবেন। হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন এই বলিয়া দুঃখিত চিত্তে বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত গদাযুদ্ধবিশারদ বলদেব দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মযুদ্ধে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! মহাবল বলদেব ভীমসেনকে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনের ঊরুদেশে গদাঘাত করিতে দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট

হইলেন এবং সেই ভূপালগণমধ্যে বাহু সমুদ্যত করিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ ও ভীমসেনকে বারংবার ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মযুদ্ধে নাভির অধঃস্থলে গদাঘাত করা বৃকোদরের নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। গদাযুদ্ধে ভীমসেন যেরূপ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নাভির অধঃপ্রদেশে কদাচ গদাঘাত করিবে না, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত ও স্থির সিদ্ধান্ত; কিন্তু মহামূর্খ বৃকোদর শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

হে মহারাজ! হলধারী বলদেব এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া লাঙ্গল উদ্যত করিয়া মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় হলধর হস্ত উদ্যত করাতে তাঁহার রূপ বহুবিধ ধাতুরাগ-রঞ্জিত শ্বেতপর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় বিনয়ী বাসুদেব বলদেবকে ভীমের প্রতি ধাবমান দেখিয়া স্থূল বর্ত্তুল বাহুযুগল দ্বারা তাঁহারে ধারণ করিলেন। সেই ধবল ও কৃষ্ণকলেবর যদুবংশীয় বীরদ্বয় একত্র হইলে অপরাহ্ণ কালীন নভোমণ্ডলগত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদের অপূর্ব্ব শোভা হইল। তখন যদুপ্রবীর বাসুদেব বলদেবের ক্রোধ শান্তি করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে মহাত্মন্! শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতি নির্দ্দিষ্ট আছে। আপনার উন্নতি, আপনার মিত্রগণের উন্নতি ও তাহাদের বন্ধু বান্ধবগণের উন্নতি এবং শত্রুর অবনতি, শত্রুর মিত্রগণের অবনতি ও তাহাদের বন্ধু বান্ধবদিগের অবনতি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার ও স্বীয় মিত্র-গণের অবনতি অবলোকন করিলে আপনার ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। সমরবিশারদ পাণ্ডবেরা আমাদিগের পিতৃস্বসার পুত্র; সুতরাং ইঁহারা আমাদের সহজ মিত্র। এক্ষণে বিপক্ষেরা ইঁহাদিগকে নিতান্ত পরাভূত করিয়াছিল। আর দেখুন, প্রতিজ্ঞা পালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। মহাবীর বৃকোদর আমি রণস্থলে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব বলিয়া সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্য্যোধনকে ভীমের গদাঘাতে তোমার উরু ভগ্ন হইবে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে ভীমসেনের এইরূপ অনুষ্ঠানে অনুমাত্রও দোষ লক্ষিত হইতেছে না। হে

রেবতীরমণ! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন; পাণ্ডবগণের সহিত আমাদিগের যোনিসম্বন্ধ ও সাতিশয় সৌহার্দ্দ আছে; সুতরাং ইঁহাদিগের উন্নতি হইলেই আমাদিগের উন্নতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ হলধর বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! সাধু লোকেরাই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম দ্বারা উপহত হয়। দেখ, অতিশয় লুব্ধ অর্থলোভে ও অত্যাসক্ত ব্যক্তি কামপ্রভাবে ধর্ম্মহীন হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া কাল যাপন করিতে পারে, সেই যথার্থ সুখ ভোগে সমর্থ হয়। হে হৃষীকেশ! এক্ষণে তুমি যত চেষ্টা কর না কেন ভীমসেন যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, ইহা আমার মনোমন্দির হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইবে না।

তখন বাসুদেব কহিলেন, হে রাম! লোকে আপনারে অতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও ধর্ম্মবৎসল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব আপনি ক্রোধ সংবরণ ও শান্তি অবলম্বন করুন। দেখুন, এক্ষণে কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভীমসেন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার এই উপযুক্ত সময়, অতএব ইনি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে বৈর ও প্রতিজ্ঞাপাপ হইতে বিমুক্ত হউন।

হে মহারাজ! মহাবীর বলদেব কৃষ্ণের মুখে এইরূপ কূটধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও অপ্রসন্ন মনে পুনরায় কহিলেন, হে বাসুদেব! ভীমসেন ধর্ম্মপরায়ণ দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে বিনষ্ট করিয়াছেন, এই নিমিত্ত এই ভূমণ্ডলে কূটযোদ্ধা বলিয়া প্রখ্যাত হইবেন। আর রাজা দুর্য্যোধনও ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইয়াছেন, অতএব উনি শাশ্বত গতি এবং ইহলোকে অতিশয় যশোলাভ করিবেন। শ্বেতপৰ্ব্বতশিখরাকার রোহিণীতনয় এই বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলদেব প্রস্থান করিলে পাঞ্চাল, যাদব ও পাণ্ডবগণ সকলেই যাহার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। তখন বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অধোবদনে দীন মনে শোক ও চিন্তায় একান্ত আকুল দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব অধর্ম্মে অনুমোদন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। ভীমসেন হতবন্ধু বিচেতন প্রায়

দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনি কি বলিয়া উহাতে উপেক্ষা করিতেছেন ?

যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! বৃকোদর রোষপরবশ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে যে পদাঘাত করিতেছেন, ইহা আমার অভিমত নহে। আমি কুলক্ষয়েও সন্তুষ্ট নহি। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা নিত্য শঠতাচরণ ও নানাপ্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। সেই সমস্ত দুঃখ ভীমসেনের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমিও সেই কারণ বশতই আমার ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মানুসারেই হউক, আর অধর্ম্মানুসারেই হউক, লোভপর-তন্ত্র দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া অভীষ্ট সাধন করুক, এই মনে করিয়া জ্ঞাতিবিনাশ ও দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি। হে মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে যদুবংশাবতংস বাসুদেব অতি কষ্টে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া ভীমের কার্য্যে অনুমোদন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন অরাতিপরাজয়জনিত হর্ষে উৎফুল্ললোচন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ ! আজি আপনার পৃথিবী নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে রাজধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করুন। এক্ষণে প্রবঞ্চনা-পরতন্ত্র শঠতাপ্রিয় বিপক্ষভাবের মূল কারণ দুর্য্যোধন ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। রাধেয়, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি অতি কর্কশভাষী শত্রু সমুদায়ও নিহত হইয়াছে। অদ্যাবধি এই পর্ব্বতকানন সমন্বিত নানা রত্নসমাকীর্ণ বসুন্ধরা পুনরায় আপনার হস্তগত হইল। আপনি এক্ষণে নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃকোদর ! আজি কৃষ্ণের মন্ত্রণাবলে দুর্য্যোধন নিহত, বৈরানল প্রশমিত ও বসুন্ধরা আমাদের অধিকৃত হইল। আজি তুমি ভাগ্যক্রমে অরাতি নিপাতন পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া জননীর ও চির-সঞ্চিত ক্রোধের নিকট আনৃণ্য লাভ করিলে।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয় ! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ আমার পুত্র দুর্য্যো-

ধনকে ভীমসেনের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া কি রূপ অনুষ্ঠান করিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মা বাসুদেব এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনিপাতিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুর্য্যোধনকে ভীমের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া প্রীত মনে উত্তরীয় বিধূনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বসুন্ধরা পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের হর্ষবেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ শরাসনে টঙ্কার প্রদান, কেহ কেহ শঙ্খ বাদন, কেহ কেহ দুন্দুভিধ্বনি, কেহ কেহ ক্রীড়া ও কেহ বা হাস্য করিতে করিতে ভীমসেনকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, হে বৃকোদর ! আজি তুমি গদাযুদ্ধবিশারদ কৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়া যাহার পর নাই মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। আজি সকল লোকেই তোমারে বৃত্রনিহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বোধ করিতেছেন। তুমি ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি বিচিত্র মার্গচারী মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে পারে ? আজি তুমি সৌভাগ্য বশত কৌরবদিগের সহিত শত্রুভাব নিঃশেষিত করিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছ। ইতিপূর্ব্বে তুমি সিংহ যেমন মহিষের রক্ত পান করে, তদ্রূপ দুঃশাসনকে নিহত করিয়া তাহার রুধির পান করিয়াছিলে। হে বীরবর ! যাহারা পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তুমি ভাগ্যবলে তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করিলে। তুমি দুর্য্যোধন ও অন্যান্য অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া ধরাতলে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিলে। বৃত্রাসুর নিহত হইলে বন্দিগণ দেবরাজকে যেরূপ অভিনন্দন করিয়াছিল, আজি দুর্য্যোধন নিপতিত হওয়াতে আমরা তোমারে তদ্রূপ অভিনন্দন করিতেছি। দুর্য্যোধনের নিপাত সময়ে আমাদিগের যে পুলকোদ্গম হইয়াছিল, এখনও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। হে মহারাজ ! পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ সমবেত হইয়া ভীমসেনকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন মহাত্মা মধুসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের মুখে সেইরূপ অসঙ্গত প্রশংসা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভূপতিগণ ! মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। পাপসহায় নিলর্জ্জ দুর্য্যোধন যখন মহাত্মা বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম ও সঞ্জয় প্রভৃতি সুহৃদ্গণ বারংবার

অনুরোধ করিলেও লোভ প্রযুক্ত তাঁহাদের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদানে অসম্মত হইয়াছিল, তখনই আমি উহারে নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে ঐ নরাধম মিত্র বা শত্রুমধ্যেও পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে; ও কাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত জড় হইয়াছে। উহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। চল, আমরা রথারোহণ পূর্ব্বক এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। পাপাত্মা দুর্য্যোধন এত দিনের পর ভাগ্যবলে জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত নিহত হইল।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধন বাসুদেবের মুখে ঐ রূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণে বাহুদ্বয়ে পৃথিবী ধারণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া সরোষ নয়নে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তিনি শরীর অর্দ্ধোন্নত করাতে তাঁহারে ছিন্নপুচ্ছ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কুরুরাজ তৎকালে প্রাণান্তকর বিষম বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণের তিরস্কার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারে নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন, হে কংসদাসতনয়! ধনঞ্জয় তোমার বাক্যানুসারে বৃকোদরকে আমার ঊরু ভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে ভীমসেন অধর্ম্ম যুদ্ধে আমারে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতি দিন ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন। তুমি শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ। অশ্বত্থামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্য্যকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে তাহারে নিষেধ কর নাই। কর্ণ অর্জ্জুনের বিনাশার্থ বহু দিন অতি যত্ন সহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া ব্যর্থ করিয়াছ। সাত্যকি তোমারই প্রবর্ত্তনা পরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনবধে সমুদ্যত হইলে তুমি কৌশলক্রমে তাঁহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ এবং পরিশেষে সূতপুত্রের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্জ্জুন দ্বারা তাঁহার বিনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছ।

অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে! দেখ, যদি তোমরা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয় লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য্য উপায় প্রভাবেই আমরা স্বধর্ম্মানুগত পাথিবগণের সহিত নিহত হইলাম।

তখন বাসুদেব দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে গান্ধারীনন্দন! তুমি অসৎ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইলে। তোমার পাপেই মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও তোমার ন্যায় অসচ্চরিত্র সূতপুত্র নিহত হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দুরাত্মা শকুনির পরামর্শে লোভ প্রভাবে পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদান কর নাই। তুমি ভীমসেনকে বিষান্ন ভক্ষণ করাইয়াছিলে এবং আর্য্যা কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলে। হে দুরাত্মন্! তুমি যৎকালে সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীরে বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, সেই সময়ই তোমার বধ সাধন করা অতি কর্ত্তব্য ছিল। তুমি শঠাচরণ পূর্ব্বক দ্যূতনিপুণ শকুনির প্রভাবে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ধর্ম্মরাজকে পরাজয় করিয়াছিলে। পাণ্ডবগণ মৃগয়ার্থ তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করিলে অরণ্যমধ্যে দুরাত্মা জয়দ্রথ তোমার মতানুসারেই দ্রৌপদীরে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং তোমার দোষেই বহুসংখ্য রথী একত্র হইয়া একমাত্র বালক অভিমন্যুর বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণেই তুমি নিহত হইলে। হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদিগের উপর যে যে কুকর্ম্ম আরোপিত করিতেছ, স্বয়ং সেই সেই কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি কদাচ সুরগুরু বৃহস্পতির উপদেশ বাক্য শ্রবণ, বৃদ্ধগণকে সেবা ও তাঁহাদিগের হিত বাক্যে কর্ণপাত কর নাই। প্রবল লোভ ও ভোগতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া বিস্তর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহারই পরিণত ফল ভোগ কর।

তখন রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, কৃষ্ণ! আমি অধ্যয়ন, বিধিপূর্ব্বক দান, সসাগরা বসুন্ধরা শাসন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য ভূপালের নিতান্ত দুর্লভ দেবভোগ্য সুখ সম্ভোগ ও অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করি-

য়াছি; পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে। এক্ষণে আমি ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিত চিত্তে মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা কহিবামাত্র আকাশ হইতে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর বাদিত্র বাদন ও অপ্সরা সকল রাজা দুর্য্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধ সম্পন্ন সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ সেই দুর্য্যোধনের সম্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবারে অধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে মহাত্মা বাসুদেব পাণ্ডবগণকে একান্ত চিন্তাকুল অবলোকন করিয়া মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! ভীষ্মপ্রমুখ মহারথগণ ও রাজা দুর্য্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ও ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন; তোমরা কদাচ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। যদি আমি ঐ রূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না। দেখ, ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া প্রথিত আছেন। লোকপালগণ সমবেত হইয়াও তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্রান্ত গদাধারী এই দুর্য্যোধনকে দণ্ডধারী কৃতান্তও ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উঁহারে অসৎ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগকে কূটযুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সুরগণ কূটযুদ্ধের অনুষ্ঠান

করিয়াই অসুরগণকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি; সায়ংকালও সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব চল, হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া বিশ্রাম করি। মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে পাঞ্চালগণ পাণ্ডবদিগের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও দুর্য্যোধনের নিধনে প্রফুল্ল হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবাহু নৃপতিগণ এইরূপে শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণ আমাদিগের শিবিরে ধাবমান হইলে মহাধনুর্দ্ধর যুযুৎসু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণও স্বীয় স্বীয় শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজের শিবিরে গমন করিলেন। তৎকালে ঐ শিবির জনশূন্য রঙ্গভূমির ন্যায়, উৎসবশূন্য নগরের ন্যায় এবং গজরাজ শূন্য হ্রদের ন্যায় নিতান্ত শোভাবিহীন হইয়াছিল। বৃদ্ধ অমাত্যগণ স্ত্রী ও ক্লীবদিগের সহিত উহাতে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতিনিয়ত ঐ সকল বৃদ্ধ অমাত্যের উপাসনা করিতেন। মহারথ পাণ্ডবগণ সেই শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদের হিতানুষ্ঠানতৎপর হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় লইয়া অগ্রে রথ হইতে অবরোহণ কর। আমি পশ্চাৎ অবতীর্ণ হইব। মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় লইয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তৎপরে ধীমান্ বাসুদেবও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন। জগৎপতি হৃষীকেশ অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে ধ্বজস্থিত কপিবর অন্তর্হিত হইল এবং অকস্মাৎ রথ তূণীর, রশ্মি, অশ্ব ও যুগবন্ধ কাষ্ঠের সহিত প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল। পাণ্ডবতনয়গণ ধনঞ্জয়ের রথ ভস্মাবশিষ্ট অবলোকন করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, গোবিন্দ! কি নিমিত্ত আমার রথ ভস্মাবশেষ হইল? যদি বলিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় কীর্ত্তন কর।

মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সখে! বিবিধ ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে পূর্ব্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল, কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এ কাল পর্য্যন্তও দগ্ধ হয় নাই। এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইলে আমি ঐ রথ পরিত্যাগ করাতে উহা দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইল। ভগবান্ কেশব অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া ঈষৎ গর্ব্বিতভাবে ধর্ম্ম-রাজকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি আজি ভাগ্যক্রমে জয় লাভ করিলেন। আপনার শত্রু সকল নিহত হইয়াছে এবং আপনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে এই বীরক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আপনি পূর্ব্বে বিরাট নগরে আমারে মধুপর্ক প্রদান পূর্ব্বক হে কৃষ্ণ! ধনঞ্জয় তোমার ভ্রাতা ও সখা, তোমায় ইহারে সমুদায় বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, এই বলিয়া অর্জ্জুনকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমিও তৎ-কালে আপনার বাক্য স্বীকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই সত্যপরাক্রম মহাবীর ধনঞ্জয় মৎকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া জয় লাভ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত এই বীরক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া তাঁহারে কহিলেন, জনার্দ্দন! মহাবীর দ্রোণা-চার্য্য ও কর্ণ যে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তোমা ভিন্ন আর কে তাহা সহ্য করিতে পারে? বজ্রধারী ইন্দ্রও তাহা সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। তোমার অনুগ্রহেই সংশপ্তকগণ পরাজিত হইয়াছে; অর্জ্জুন অপরাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে এবং আমি পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ কার্য্য সাধন করিয়াছি। হে বাসুদেব! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরাট্ নগরে আমারে কহিয়াছিলেন যে, যে খানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই কৃষ্ণের অবস্থান এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেই জয়লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ শিবির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার অসংখ্য দাস, দাসী এবং সমুদায় সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, বিবিধ আভরণ, কম্বল ও অজিন প্রভৃতি নানাপ্রকার ধন প্রাপ্ত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর সমুদায় স্ব স্ব বাহনগণের বন্ধনমোচন ও শ্রমাপনোদন করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী বাসুদেব কহিলেন যে, হে বীরগণ! মঙ্গলানুষ্ঠানের নিমিত্ত এই রাত্রিতে শিবিরের বহির্ভাগে অবস্থান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তখন মহাবীর সাত্যকী ও পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত শিবির হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক নদীসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ রজনীতে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হতপুত্রা গান্ধারীর আশ্বাস প্রদানার্থ বাসুদেবকে হস্তিনা নগরে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিয়োগানুসারে দারুকসঞ্চালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে গান্ধারীসমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ধর্ম্মরাজ কি নিমিত্ত গান্ধারীর নিকট কৃষ্ণকে প্রেরণ করিলেন? পূর্ব্বে বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবগণের নিকট গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে ঘোর সংগ্রামে কৌরবপক্ষীয় সমুদায় যোদ্ধা ও রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইলে ধর্ম্মরাজ অরাতিবিহীন ও যশস্বী হইয়াও কি নিমিত্ত কৃষ্ণকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন? ইহার অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ থাকিবে, আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। এক্ষণে যে নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ বাসুদেবকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজা যুধিষ্ঠির অন্যায় গদাযুদ্ধে ভীমসেনের হস্তে দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে এই চিন্তা করিলেন যে, পতিপ্রাণা তপস্বিনী গান্ধারী ক্রুদ্ধ হইলে ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে পারেন। অতএব অগ্রে তাঁহার ক্রোধ শান্তি করা আবশ্যক। তিনি অধর্ম্মযুদ্ধে পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন।

দুর্য্যোধন ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহারে অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি, গান্ধারী এই কথা শুনিলে নিঃসন্দেহই দুর্ব্বিষহ পুত্রশোক ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিবেন। ধর্ম্মরাজ ভয়শোকাকুলিত চিত্তে এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, পাণ্ডবসখে! তোমার প্রসাদেই আমাদিগের দুষ্প্রাপ্য রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তুমি আমার সমক্ষেই এই লোমহর্ষণ সংগ্রামে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। তুমি পূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রামকালে দানবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দেবগণকে যেরূপ সাহায্য দান করিয়াছিলে, এক্ষণে আমাদিগেরও তদ্রূপ আনুকূল্য করিয়াছ। তুমি সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। যদি তুমি অর্জ্জুনকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এই সৈন্যগণকে কি রূপে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতাম। হে জনার্দ্দন! তুমি আমাদিগের নিমিত্ত বারংবার গদাঘাত, পরিঘ তাড়ন এবং শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশু প্রভৃতি বজ্রোপম অস্ত্রশস্ত্রের আঘাত ও অতি কঠোর বাক্যযন্ত্রণা যে সহ্য করিয়াছিলে, আজি দুর্য্যোধন নিহত হওয়াতেই তাহা সার্থক হইল। এক্ষণে আবার যাহাতে সকল রক্ষা হয়, তোমায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জয় লাভ হওয়াতেও আমার অন্তঃকরণে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক অতিশয় ক্ষীণকলেবর হইয়াছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণের বধসংবাদ শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব আমার মতে তাঁহারে প্রসন্ন করাই শ্রেয়। এক্ষণে সেই পুত্রশোকার্ত্তা ক্রোধসংরক্তলোচনা গান্ধারীকে তোমা ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমিই তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিবার নিমিত্ত গমন কর। তুমি অব্যয় এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। তুমি যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অবিলম্বেই গান্ধারীর ক্রোধ শান্তি করিতে সমর্থ হইবে। আর মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নও তথায় গমন করিবেন। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র; অতএব গান্ধাররদুহিতার ক্রোধ শান্তি করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

তখন বাসুদেব ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে আমন্ত্রণ করিয়া

সারথিরে কহিলেন, দারুক ! তুমি অবিলম্বে রথ সুসজ্জিত কর। দারুক কেশবের বাক্য শ্রবণে সত্বরে রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহারে সংবাদ প্রদান করিল। তখন মহাত্মা মধুসূদন রথারোহণ পূর্ব্বক ঘর্ঘর রবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও কৃষ্ণের আগমন সংবাদ অবগত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দর্শন ও তাঁহার পাদবন্দন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রও গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া সলিল দ্বারা লোচনদ্বয় প্রক্ষালন ও বিধানানুসারে আচমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! আপনি কালের গতি সমুদায়ই অবগত আছেন। পাণ্ডবগণ আপনার চিত্তানুবর্ত্তন ও যাহাতে কুলক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ না হয়, তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। পাণ্ডবগণ কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাস ও নানা বেশ ধারণ পূর্ব্বক অজ্ঞাতবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিতান্ত অক্ষমের ন্যায় বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং আগমন করিয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে আপনার নিকট পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু আপনি তৎকালে কালোপহত চিত্ত হইয়া লোভ প্রভাবে তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই ; অতএব আপনার অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইয়াছে। মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত আপনারে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আপনি তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই। হায় ! কালপ্রভাবে সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকে। আপনি জ্ঞানবান হইয়াও সন্ধি স্থাপনের কথা উত্থাপিত হইলে মোহে অভিভূত হইয়াছিলেন। অতএব কাল ও অদৃষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। হে মহারাজ ! আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। এ বিষয়ে ধর্ম্মত, ন্যায়ত ও স্নেহত তাঁহাদিগের অনুমাত্রও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে না। এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি অসূয়া শূন্য হউন। এক্ষণে কুলরক্ষা, পিণ্ডদান ও পুত্রকর্ত্তব্য অন্যান্য কার্য্য-

কলাপ সমুদায়ই পাণ্ডবগণের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব আপনি ও আর্য্যা গান্ধারী শোকাবেগ সম্বরণ ও পাণ্ডবগণের প্রতি রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাপদে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করুন। আপনার প্রতি ধর্ম্মরাজের স্বভাবত যেরূপ স্নেহ ও ভক্তি আছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তিনি এক্ষণে সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়াও দুঃখানলে দিবা রাত্রি দগ্ধ হইতেছেন। আপনার ও গান্ধারীর নিমিত্ত অনবরত শোক করাতে তাঁহার সুখের লেশমাত্রও নাই। আপনি পুত্রশোকে সন্তপ্ত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বলিয়া তিনি লজ্জা-বশত আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না।

যদুবংশাবতংস মহাত্মা বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শোক-বিহ্বলা গান্ধারীরে কহিলেন, সুবলনন্দিনি! ইহলোকে আপনার তুল্য নারী আর নয়নগোচর হয় না। আপনি সভামধ্যে আমার সমক্ষেই আপনার পুত্রগণকে উভয় পক্ষের হিতকর ধর্ম্মার্থসংহিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনার পুত্রেরা তাহা প্রতিপালন করেন নাই। আপনি তৎকালে দুর্য্যোধনকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, রে মূঢ়! আমি বলিতেছি, যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়। এক্ষণে আপনার সেই বাক্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অতএব আপনি আদ্যোপান্ত সমুদায় চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন। হে মহাভাগে! আপনি মনে করিলে তপোবলে স্বীয় ক্রোধানলে চরাচর বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া পাণ্ডবগণের বিনাশ বাসনা করিবেন না।

তখন গান্ধারী বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! তুমি যাহা কহিতেছ, সত্য বটে। দারুণ শোকাবেগপ্রভাবে আমার মন বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তোমার বাক্য শ্রবণে আমি শান্তভাব অবলম্বন করিলাম। যাহা হউক, বৃদ্ধ রাজা একে অন্ধ, তাহাতে আবার পুত্রবিহীন হইয়াছেন, এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত উঁহার অবলম্বন হইলে। শোককাতরা গান্ধারী এইমাত্র বলিয়া অঙ্গবস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব হেতুগর্ভ বাক্য দ্বারা তাঁহারে বিবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

মহাত্মা হৃষীকেশ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকাপনোদন করিতে-

ছেন, এমন সময়ে অশ্বত্থামার ছুরভিসন্ধি তাঁহার বোধগম্য হইল। তখন তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্যাসদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সমক্ষেই ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি আর শোক করিবেন না। আমি চলিলাম, অশ্বত্থামা এই রাত্রেই পাণ্ডবগণের বিনাশের নিমিত্ত অভিসন্ধি করিয়াছেন। উহা আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে আমি সহসা গাত্রোত্থান করিলাম। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কেশিনিসূদন মধুসূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কেশব! তুমি অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণ কর। পুনরায় যেন অচিরাৎ তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়।

তখন মহাত্মা বাসুদেব যে আজ্ঞা বলিয়া পাণ্ডবগণের দর্শন বাসনায় দারুক সঞ্চালিত রথে আরোহণ করিয়া সেই রাত্রিতেই হস্তিনা হইতে শিবির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে পাণ্ডবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমস্ত জ্ঞাত করিয়া সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে বাসুদেব প্রস্থান করিলে পর জগৎপূজ্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে অশেষবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন অতিশয় কোপনস্বভাব। সে আপনারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। বিশেষত পাণ্ডবগণের সহিত তাহার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে। এক্ষণে ভীমসেন তাহার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া মস্তকে বারংবার পদাঘাত করিলে সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কি কহিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও ধূল্যবলুণ্ঠিত কলেবর হইয়া সেই ঘোরতর বিপদকালে দশ দিক্ অবলোকন ও কেশপাশ বন্ধন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে বারংবার আমারে নিরীক্ষণ, ধরণীতলে বাহু নিষ্পেষণ, দশনে দশন নিপীড়ন ও মূর্দ্ধজজাল বিধূনন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, হায়! শান্তনুতনয় ভীষ্ম, মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শকুনি, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শল্য ও

কৃতবর্ম্মা নিয়ত আমারে রক্ষা করিতেন, তথাপি আমি এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলাম! কালমাহাত্ম্য অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আমি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলাম, তথাচ আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকে, তুমি আমার অনুজ্ঞানুসারে তাহারে কহিও যে; ভীম নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমারে বিনষ্ট করিয়াছে। পাণ্ডবেরা ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি অতিশয় নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা এইরূপ অকীর্ত্তিকর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া নিশ্চয়ই সাধু লোকের নিকট হতাদর হইবে। ছল পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া কোন্ বীর প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকে। যে নিয়ম লঙ্ঘন করে, কোন্ বিবেচক ব্যক্তি তাহার সম্মান করিয়া থাকেন। পাপাত্মা বৃকোদর অধর্ম্মযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যেমন হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছে, আর কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার কার্য্য করিয়া তাদৃশ আনন্দিত হয় না। এক্ষণে আমার ঊরুদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, সুতরাং ভীমসেন যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার মস্তকে পদাঘাত করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি। যে ব্যক্তি প্রতাপশালী, রাজশ্রীযুক্ত ও বন্ধুবান্ধব সম্পন্ন ব্যক্তিরে এরূপ অবমাননা করে, সে কি সম্মানের উপযুক্ত ?

হে সঞ্জয়! আমার পিতা মাতা যুদ্ধধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন। তুমি আমার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে কহিবে যে, আমি বিবিধ যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান, ভৃত্য প্রতিপালন, ধর্ম্মানুসারে সসাগরা বসুন্ধরা শাসন, জীবিত শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান, যাচকদিগকে অর্থদান, অধ্যয়ন ও মিত্রগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছি। আমি বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মান বর্দ্ধন, বশম্বদ ব্যক্তিদিগকে যথোচিৎ সৎকার, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন, প্রধান প্রধান ভূপালগণকে আজ্ঞা প্রদান, অন্যের নিতান্ত দুর্লভ সম্মান লাভ ও উৎকৃষ্ট অশ্বে গমনাগমন করিয়াছি; আমি শত্রুরাজ্য অধিকৃত ও অনেকানেক মহীপালকে দাসের ন্যায় বশীভূত করিয়া অনাময়ে জীবন ক্ষেপ করিয়াছি এবং এক্ষণে ধর্ম্মযুদ্ধে উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিলাম; সুতরাং আমার সদৃশ সৌভাগ্যশালী আর কে আছে। সৌভাগ্যক্রমে আমারে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল

না। সৌভাগ্য বশত আমি কলেবর পরিত্যাগ করিলে পর আমার রাজ্য-লক্ষ্মী অন্যকে আশ্রয় করিবে। স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ মৃত্যু অভিলাষ করিয়া থাকেন, আমি সেইরূপ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সমরে পরা-জিত হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় শত্রুভাব পরিত্যাগ করি নাই। নিদ্রিত বা প্রমত্ত শত্রুরে বিনাশ করিলে যেরূপ পাপ হয়, বিষ প্রয়োগ পূর্ব্বক শত্রু সংহার করিলে যেরূপ অধর্ম্ম হয়, অধার্ম্মিক বৃকোদর নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমারে নিপাতিত করিয়া তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি আমার বাক্যানুসারে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে কহিবে, পাণ্ডবেরা নিয়মাতিক্রম ও সতত অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব তোমরা কিছু-তেই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না।

কুরুরাজ আমারে এই কথা বলিয়া বার্ত্তাবহদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, ভীম অধর্ম্মযুদ্ধে আমারে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি স্বার্থহীন পথিকের ন্যায় মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, বৃষসেন, শকুনি, জল-সন্ধ, ভগদত্ত, সোমদত্ত, জয়দ্রথ, লক্ষ্মণ, দুঃশাসনতনয় এবং দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য বীরগণের অনুগমন করিব। হায়! আমার ভগিনী দুঃশলা ভ্রাতৃগণের ও ভর্ত্তার নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে কি রূপে জীবন ধারণ করিবে! আমার বৃদ্ধ পিতা ও জননী গান্ধারী পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণে পরিবৃত হইয়া একান্ত শোকাকুল হইবেন। আমার ভার্য্যা আমার ও আত্মজ লক্ষ্মণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এক্ষণে যদি বাগ্মিশারদ পরিব্রাজক চার্ব্বাক এই বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহা হইলে তিনি আমার উপকারার্থ অবশ্যই বৈর নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহা হউক, আমি আজি এই পবিত্র ত্রিলোকবিশ্রুত সমন্ত-পঞ্চক তীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হইব।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলে তত্রত্য সকলেই অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে দশ দিকে ধাব-মান হইল। ঐ সময় এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পৃথিবী বিকম্পিত ও নির্ঘাতশব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং দিঙ্মণ্ডল নিতান্ত মলিন হইয়া গেল। অনন্তর সেই বার্ত্তাবহগণ অশ্বত্থামার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া গদা-

যুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের নিপাত বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া দুঃখিত মনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সেই গদা, শক্তি, তোমর ও বাণের আঘাতে জর্জ্জরিত কলেবর হতাবশিষ্ট মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা দূতগণ মুখে দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগ সম্পন্ন অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বরে সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন অটবী মধ্যে ব্যাধ বিনিপাতিত রুধিরাক্ত কলেবর মহাগজের ন্যায়, সহসা নিপতিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, মহাবাত পরিশুষ্ক সাগরের ন্যায়, তুষার সমাচ্ছন্ন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, বায়ুবেগ বিপাটিত মহাপাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিজালে ধূসরিত হইয়াছে। ধনলোলুপ ভৃত্যগণ যেরূপ নরপতির চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভূত ও রাক্ষসগণ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ক্রোধভরে তাঁহার নয়নদ্বয় উদ্বৃত্ত ও ললাট ভ্রুকুটিকুটিল হইয়াছে। কৃপ প্রভৃতি মহারথগণ কুরুরাজকে তদবস্থায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোক ও দুঃখে একান্ত অভিভূত হইলেন এবং তিন জনেই স্ব স্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা বাষ্পাকুল নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে সর্ব্বলোকেশ্বর! যখন তুমি ধূলিধূসরিত গাত্রে ভূতলে শয়ান রহিয়াছ, তখন জগতের সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর। হায়! পূর্ব্বে তুমি সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়া আজি কি রূপে একাকী এই নির্জ্জন বনে অবস্থান করিতেছ? কি নিমিত্ত মহারথ দুঃশাসন, কর্ণ ও সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে দেখিতে পাইতেছি না? কৃতান্তের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়। দেখ, তুমি সর্ব্ব লোকের অধীশ্বর হইয়াও আজি ধূলিধূসরিত গাত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! পূর্ব্বে যিনি নরপতিগণের অগ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন, আজি তিনি পাংশু গ্রাস করিতেছেন। হে মহারাজ! তোমার সে শ্বেত ছত্র, সে নির্ম্মল ব্যজন এবং সে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কোথায়? কার্য্যকারণের গতি নিতান্ত

দুর্জ্জেয়। তুমি সর্ব্বলোকের মাননীয় ও ইন্দ্রতুল্য বিভবশালী হইয়াও ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে। কি আশ্চর্য্য ! এক্ষণে তোমার দুঃখ দর্শনে বোধ হইতেছে যে, লক্ষ্মী চিরদিন কাহারও নিকট স্থিরভাবে অবস্থান করেন না।

হে মহারাজ ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্য শ্রবণে কর দ্বারা নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জন ও বাষ্পবারি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহারে এবং কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ ! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, কালক্রমে সর্ব্ব ভূতেরই বিনাশ হয় এবং লোকস্রষ্টা বিধাতাও ঐরূপ মর্ত্ত্য ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমাদিগের সাক্ষাতেই সেই মর্ত্ত্য ধর্ম্মানুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আমি পূর্ব্বে সমুদায় পৃথিবী পালন করিয়া এক্ষণে এতাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমি কোন বিপদেই সমরে পরাঙ্মুখ হই নাই। ভাগ্যক্রমেই পাপাত্মারা ছলপূর্ব্বক আমারে নিপাতিত করিয়াছে। ভাগ্যক্রমে আমি প্রতিনিয়ত যুদ্ধে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি এবং ভাগ্যক্রমে এক্ষণে আমি সমরক্ষেত্রে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত হইলাম। আর আজি যে তোমাদিগকে এই জনক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত ও কল্যাণযুক্ত অবলোকন করিলাম, ইহাও আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তোমরা হৃদ্যতা বশত আমার নিধনে কিছুমাত্র অনুতাপ করিও না। যদি বেদবাক্য যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক লাভ করিব। আমি অমিততেজা বাসুদেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি আমারে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার প্রয়োজন কি ? তোমরা আপন আপন উৎসাহ ও পরাক্রমের অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও প্রতিনিয়ত জয় লাভে যত্ন করিয়াছ। কিন্তু পরিণামে অরাতি পরাজয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না। কি করিবে, দৈব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

হে মহারাজ ! আপনার পুত্র এই কথা কহিয়া বাষ্পাকুল নয়নে ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যথায় বিহ্বল হইয়া রহিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কুরুরাজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে কর নিপীড়ন করিয়া বাষ্প-

গদগদ স্বরে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ ! নীচাশয় পাণ্ডবগণ অতি নৃশংস ব্যবহার দ্বারা আমার পিতারে নিহত করিয়াছে। কিন্তু আজি তোমার জন্য যেরূপ অনুতাপ হইতেছে, তাঁহার নিমিত্ত সেরূপ হইতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, ধর্ম্ম সুকৃত ও সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যে কোন প্রকারে হউক, আজি বাসুদেবের সমক্ষেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিব। তুমি আমারে অনুজ্ঞা প্রদান কর। হে মহারাজ ! রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, আচার্য্য ! সত্বরে জলপূর্ণ কলস আনয়ন করুন। কৌরবহিতৈষী কৃপাচার্য্য আপনার পুত্রের আদেশ শ্রবণমাত্র জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যদি আপনি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তাহা হইলে অচিরাৎ দ্রোণতনয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, রাজা অনুজ্ঞা প্রদান করিলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের যুদ্ধ করা দোষাবহ নহে। মহাবীর কৃপাচার্য্য কুরুরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামারে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সিংহনাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলে রাজা দুর্য্যোধন রুধিরাক্ত কলেবরে সেই স্থানেই সেই সর্ব্ব ভূতভয়াবহ ঘোর রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

গদাযুদ্ধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

—:*:—

শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

—০—

আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক তথা শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্তলিখিত পুস্তক দৃষ্টে এই খণ্ড সঙ্কলিত হইল।

পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত
হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীসত্য চরণ বসু কর্ত্তৃক,
শ্যামপুকুর—২নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত।

অষ্টম সংস্করণ।

"যদি বিনা ব্যাঘাতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে
মহাভারত গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করুন।"

ঋষিবাক্য।

কলিকাতা,
এল, এম্, প্রেস,—২৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২১ সাল।

ভূমিকা

পুরাণসংগ্রহের দ্বাদশ খণ্ডে সৌপ্তিক পর্ব্ব প্রকাশিত হইল। ঐষীক পর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত। মহর্ষি বেদব্যাস এই সৌপ্তিক পর্ব্বে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার হস্তে জয়লাভপ্রহৃষ্ট সুখপ্রসুপ্ত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের বিনাশ, দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগ, পুত্রশোকার্দ্দিতা দ্রুপদতনয়ার উত্তেজনায় পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার অপমান ও মণি গ্রহণ এবং দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক ঈষিকাস্ত্র পরিত্যাগ ও অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রভাবে উহার নিবারণ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ভীমসেনের ভীষণ গদাঘাতে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইলে হতাবশিষ্ট পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ আপনাদের শিবিরমধ্যে নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন; পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি ও বাসুদেব মঙ্গলানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত ঐ রাত্রি শিবিরে অবস্থান করেন নাই; দ্রোণপুত্র এই সুযোগ পাইয়া পিতৃবধজনিত বৈরনির্য্যাতন মানসে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সমভিব্যাহারে শিবিরদ্বারে আগমন ও ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রসাদ লাভ করিয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র ও অন্যান্য অসংখ্য বীরের প্রাণ সংহার করেন। অশ্বত্থামা এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় অবশিষ্ট যোধগণকে বিনাশ করিয়া সমরাঙ্গনশায়ী ভগ্নোরু মৃতপ্রায় দুর্য্যোধনের নিকট গমন ও আপনার বৈরনির্য্যাতন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে ক্ষণৈক পরেই রুধির বমন করিতে করিতে কুরুরাজের প্রাণ বিয়োগ হয়।

আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী কাশীরাম দাস স্বীয় সঙ্কলিত সৌপ্তিক পর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, কুরুরাজ দ্রোণপুত্রপ্রদত্ত দ্রৌপদীতনয়গণের মস্তক সকল গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চপাণ্ডবের মস্তক বোধ করিয়া প্রথমত একান্ত প্রহৃষ্ট এবং তৎক্ষণাৎ মস্তক সকল চূর্ণ করিতে করিতে তৎসমুদায় পাণ্ডবতনয়দিগের মস্তক বিবেচনা করিয়া যাহার পর নাই বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। সেই এককালীন হর্ষ বিষাদেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়; কিন্তু ব্যাসকৃত মূল মহাভারতে দ্রৌপদীতনয়গণের মস্তক চূর্ণ বা দুর্য্যোধনের হর্ষ-বিষাদের নাম গন্ধও নাই; পাঠকগণ এই মহাভারত পাঠ করিলেই তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

সারস্বতাশ্রম,
১৭৮৫ শক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

মহাভারতীয় সৌপ্তিকপর্ব্বের সূচিপত্র।

সৌপ্তিকপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য সায়ংকালে শোকসন্তপ্ত চিত্তে রণস্থল হইতে দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইয়া শিবিরের অনতিদূরে গমন ও বাহন সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কিত মনে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের বলবীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই জিগীষাপরবশ পাণ্ডবদিগের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে অনুসরণ ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সমস্ত মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশা দর্শনে একান্ত সন্তপ্ত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন; এক্ষণে কিয়দ্দূর গমন করিয়া সাতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ভীম অযুত নাগতুল্য বলশালী মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিয়া অতি আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হায়! আমার আত্মজ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও সকলের অবধ্য ছিল, কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহারে নিপাতিত করিল। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মনুষ্য কোন ক্রমেই অদৃষ্ট অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হা! আমার হৃদয় পাষাণের ন্যায় নিতান্ত কঠিন; শত পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। আমার মহিষী গান্ধারী স্থবিরা এবং আমিও নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে জানি না, আমাদিগের ভাগ্যে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে। আমি কিছুতেই পাণ্ডবদিগের রাজ্যে অবস্থান করিতে পারিব না। আমি স্বয়ং রাজা ও রাজার পিতা; আমি সমুদায় পৃথিবী ভোগ ও ভূপতিগণকে

শাসন করিয়াছি ; এক্ষণে কি রূপে আমার শত পুত্রঘাতী ভীমের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দাসের ন্যায় বাস করিব। মহামতি বিদুর আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু সে তদ্বিষয়ে কর্ণপাতও করে নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার বাক্য উল্লঙ্ঘনের ফল পরিণত হইল। এক্ষণে আমি কোন ক্রমেই ভীমের কঠোর বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না। হে সঞ্জয়! এক্ষণে দুরাত্মা ভীম অধর্ম্মযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিলে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণতনয়প্রমুখ বীরত্রয় অনতিদূরে গমন করিয়া এক দ্রুমরাজিবিরজিত লতাজালসমাচ্ছন্ন ভীষণ অরণ্য নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক অশ্বগণকে জল পান করাইয়া সেই বহুবিধ মৃগ, পক্ষী ও হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ, ফলপুষ্পোপশোভিত, নীলোৎপল সমলঙ্কৃত সলিলসম্পন্ন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক সহস্র শাখাসঙ্কুল বটবৃক্ষ তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। বীরত্রয় তদ্দর্শনে সেই বৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত ও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণের বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক আচমন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমুপস্থিত হইল। নভোমণ্ডল গ্রহনক্ষত্রকুলে সমলঙ্কৃত হইয়া বিচিত্র বসনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রজনীচরগণ স্বেচ্ছানুসারে গতায়াত ও কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। দিবাচরেরা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল এবং ক্রব্যাদগণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য সেই বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া দুঃখিত ও শোকাকুলিত চিত্তে কুরুপাণ্ডবের ক্ষয়বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং অচিরাৎ নিদ্রাবেশ হওয়াতে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন। দুঃখভোগে অনভ্যস্ত কৃপ ও কৃতবর্ম্মা অনাথের ন্যায় সেই ধরাতলে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মহাবীর দ্রোণতনয় পাণ্ডবদিগের উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ; সুতরাং একান্ত পরিশ্রান্ত

হইয়াও নিদ্রিত হইলেন না। তিনি জাগরিতাবস্থায় থাকিয়া বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে উহার মধ্যে একটি সুদীর্ঘ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষের শাখায় অসংখ্য বায়স স্ব স্ব আবাস স্থানে শয়ন করিয়া সুখে যামিনী যাপন করিতেছিল। ঐ সময় এক গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ পিঙ্গলবর্ণ মহাকায় উলুক তথায় আগমন করিল। উহার মুখ ও নখর সুদীর্ঘ। পেচক ধীরে ধীরে সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া কাকদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক কাহারও কাহারও পক্ষচ্ছেদ, কাহারও কাহারও মস্তক ছেদন এবং কাহারও কাহারও পদ ভঙ্গ করিয়া তত্রত্য বায়সকুল নিঃশেষিত প্রায় করিল। কাককুলের কলেবরে ঐ বৃক্ষতল একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়সান্তক উলুক এই রূপে বৈর নির্যাতন করিয়া মহা আহ্লাদিত হইল।

মহাবীর অশ্বত্থামা উলূককে এই রূপে রজনীযোগে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া সেই রূপে বৈর নির্যাতন করিবার মানসে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই পেচক আমারে শত্রু বিনাশ করিবার উপদেশ প্রদান করিল। এক্ষণে অরাতিবিনাশের উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমি দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবদিগের বিনাশ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু উহারা বিজয়ী, বলবান্ এবং অস্ত্র শস্ত্র ও উৎসাহ শক্তি সম্পন্ন, সুতরাং সম্মুখ সংগ্রামে কখনই উহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিলে বোধ হয় প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ছদ্মভাব অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি ও শত্রুক্ষয় করিতে পারিব। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সন্দিগ্ধ বিষয় অপেক্ষা অসন্দিগ্ধ বিষয়েই হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিলে লোকনিন্দিত অতি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বিশেষত নীচাশয় পাণ্ডবগণ পদে পদে শঠতা পরিপূর্ণ অতি কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তত্ত্বদর্শী ধার্ম্মিক-গণও কহিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত, শস্ত্রবিদীর্ণ, নায়ক-হীন, অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে নিদ্রিত এবং আহার, প্রস্থান বা প্রবেশে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণতনয় এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই রাত্রিতে

নিদ্রাভিভূত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মাতুল কৃপাচার্য্য ও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মারে জাগরিত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অশ্বত্থামার মন্ত্রণা শ্রবণে লজ্জিত হইয়া কিছু মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহাবীর দ্রোণপুত্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বাষ্পাকুল নয়নে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, মাতুল! যাহার জন্য আমরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নীচাশয় ভীমসেন সেই মহাবল পরাক্রান্ত একাদশ চমূপতি অদ্বিতীয় বীর কুরুরাজকে নিহত করিয়া তাঁহার মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক অতি নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। ঐ শুনুন, পাঞ্চালগণ সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনিঃস্বন করিয়া মহা আহ্লাদে হাস্য পরিহাস করিতেছে। শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত তুমুল বাদ্যশব্দ পবনপরিচালিত হইয়া দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে অশ্বগণের হ্রেষারব, গজযূথের বৃংহিতধ্বনি, শূরগণের সিংহনাদ, রথ সমুদায়ের লোমহর্ষণ চক্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! পাণ্ডবগণ কৌরবপক্ষীয় শত মাতঙ্গতুল্য বলশালী সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ বীরগণকেও বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে সমুদায় কৌরব সৈন্যই উহাদের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে; কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট রহিয়াছি। এক্ষণে যদি মোহ বশত আপনাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন,—হে বীর! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা দৈব ও পুরুষকারসাধ্য কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া আছে। দৈব ও পুরুষকার অপেক্ষা আর কিছুই বলবান্ নাই। একমাত্র দৈব বা একমাত্র পুরুষকার প্রভাবে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। ঐ উভয়ের একত্র সমাবেশ না হইলে সিদ্ধিলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। কি উৎকৃষ্ট, কি অপকৃষ্ট, সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার সাপেক্ষ। পর্জ্জন্য পর্ব্বতোপরি সলিল বর্ষণ করিয়া কোন ফল উৎপাদনে সমর্থ হয় না; কিন্তু কৃষ্ট ক্ষেত্রে বারি বর্ষণ করিলে প্রচুর ফল উৎপন্ন করিতে পারে। দৈবহীন পুরুষকার আর পুরুষকারশূন্য দৈব উভয়ই

নিতান্ত নিষ্ফল। দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই আনুকূল্য থাকিলে মনুষ্যের অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ক্ষেত্র বারিধারা সংসিক্ত ও সম্যক্ কর্ষিত হইলে তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে দৈব পুরুষকারের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই ফল প্রদান করে, কিন্তু বিবেচক লোকেরা দৈববল অবলম্বন পূর্ব্বক পুরুষকারেই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মনুষ্যের সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। পুরুষকার সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা দৈব বলযোগে সুসিদ্ধ হয় এবং সেই দৈব বল প্রভাবেই কর্ম্মকর্ত্তা ফল লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য দৈব বলশূন্য পুরুষকার প্রকাশ করিলে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয়। আর অলস ও নির্ব্বোধেরা পুরুষকারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না। কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইলে নিশ্চয়ই অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাহার ফল ভোগ করে, আর যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার ফলভোগে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই উভয়বিধ ব্যক্তিকেই নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অক্লেশে কালাতিপাত করিতে পারে, কিন্তু অলস কিছুতেই সুখ লাভে সমর্থ হয় না। এই জীবলোকে সুনিপুণ ব্যক্তিরা প্রায়ই হিতৈষী হইয়া থাকে। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল ভোগে সমর্থ হউক বা না হউক, কিছুতেই নিন্দনীয় হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া ফল লাভ করে, সে নিতান্ত নিন্দনীয় ও সকলেরই বিদ্বেষভাজন। এই নিমিত্তই বুদ্ধিমান্ লোকেরা কহিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষকারকে অনাদর করে, সে আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

দৈব ও পুরুষকার ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যদি পুরুষকার সম্পন্ন ব্যক্তি দৈববল অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কার্য্য অবশ্যই সফল হয়। সকলেরই বৃদ্ধ লোকদিগের সহবাস এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ ও উপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভ্যুদয়-কালে সর্ব্বদা বৃদ্ধদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। বৃদ্ধেরা অলব্ধ বস্তু

লাভ ও কার্য্যসিদ্ধির মূল কারণ। যে ব্যক্তি বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করে, সে অচিরাৎ ফল লাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ, ভয় ও লোভপরতন্ত্র হইয়া কাহারও সহিত মন্ত্রণা না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, সে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হয়। দেখ, অদূরদর্শী লুব্ধপ্রকৃতি দুর্য্যোধন হিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অনাদর প্রদর্শন ও অসাধু লোকের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিত হইয়াও গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; সেই নিমিত্তই এক্ষণে পরিতাপিত হইতেছে। আমরা সেই পাপাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া আমাদিগের এইরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি ঐ দুরাত্মার নিমিত্তই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে দুঃখপ্রভাবে আমার বুদ্ধি নিতান্ত আকুল হওয়াতে আমি কোন ক্রমেই সৎ বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছি না। মনুষ্য মোহান্ধ হইলে সুহৃদ্ ব্যক্তিকে সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। তৎকালে সেই সুহৃদই তাহার বুদ্ধি, বিনয় ও শ্রেয়োলাভের একমাত্র কারণ ; সুতরাং তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব চল, আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের নিকট গমন পূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা হিতকর বলিয়া অবধারণ করিবেন, আমরা তাহাই করিব। কার্য্য আরম্ভ না করিলে কদাচ ফল লাভ হয় না ; কিন্তু পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেও যদি তাহা নিষ্ফল হয়, তবে দৈবকেই তাহার প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে শোকানলে দগ্ধ হইয়া ক্রূরভাবে তাঁহারে ও কৃতবর্ম্মারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরদ্বয়! ব্যক্তিমাত্রেরই বুদ্ধিবৃত্তি পৃথক্ পৃথক্। সকলেই অন্য অপেক্ষা আপনারে সমধিক বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিয়া নিরন্তর আত্মবুদ্ধির প্রশংসা ও পরবুদ্ধির নিন্দা করে। এক এক বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধির ঐক্য হয়, অন্য অন্য বিষয়ে তাহাদিগেরই বুদ্ধি পরস্পর নিতান্ত বিপরীত হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের চিত্তবৈচিত্র্যই বুদ্ধি-

বৈচিত্রের কারণ। সুবিজ্ঞ বৈদ্য যেমন ব্যাধি নির্ণয় করিয়া রোগ শান্তির নিমিত্ত বুদ্ধিপ্রভাবে যথাবিধি ঔষধ নির্ণয় করেন, তদ্রূপ অন্যান্য মানবগণও স্বীয় স্বীয় কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত যথোপযুক্ত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। অনেক মনুষ্যের বুদ্ধির ঐক্য হওয়া দূরে থাকুক, এক ব্যক্তির বুদ্ধিও সকল সময়ে সমান থাকে না। দেখ, মনুষ্য যৌবন-কালে যে বুদ্ধিপ্রভাবে বিমোহিত হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার আর সে বুদ্ধি থাকে না এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যে বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব হয়, বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে সে বুদ্ধি একবারে তিরোহিত হইয়া যায়। হে ভোজরাজ! বিষম দুঃখ বা অধিক সম্পদের সময় মনুষ্যের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্য মাত্রেই আপনার বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য নিশ্চয় করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধিকেই কার্য্যের উদ্যোগকারিণী বলিতে হইবে। লোকে মারণাদি কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াই প্রীত মনে সে সকল নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ফলত সকল লোকেই স্ব স্ব বুদ্ধিপ্রভাবে বিবিধ কার্য্য নির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে।

আজি বিষম দুঃখপ্রভাবে আমার যেরূপ বুদ্ধি উপস্থিত, তাহা আপনা-দের নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি স্থির করিয়াছি যে, ঐ রূপ কার্য্য করি-লেই আমার শোক বিনষ্ট হইবে। দেখ, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ গুণ নিযোজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণে বেদ, ক্ষত্রিয়ে তেজ, বৈশ্যে দক্ষতা ও শূদ্রে সর্ব্ব বর্ণের অনুকূলতা প্রদান করিয়াছেন। অতএব অদান্ত ব্রাহ্মণ, নিস্তেজ ক্ষত্রিয়, অদক্ষ বৈশ্য ও প্রতিকূলাচারী শূদ্র সকলের নিকটই অসাধু ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আমি সুপূজিত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমারে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইয়াছে। যদি আমি ক্ষত্রধর্ম্ম অবগত হইয়া ব্রাহ্মণধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারে নিন্দনীয় হইতে হইবে। আমি দিব্যাস্ত্র ও দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং পিতৃ-বধের প্রতিকার না করিলে জন সমাজে কি রূপে আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইবে। অতএব আজি আমি নিশ্চয়ই ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পিতা ও রাজা দুর্য্যোধনের

পদবীতে পদার্পণ করিব। আজি ব্যায়ামপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ জয় লাভে প্রফুল্ল হইয়া কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইলে আমি রাত্রিযোগে শিবিরাভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক দেবরাজ যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিব। আজি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ অনলদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় বিনষ্ট হইবে। আজি আমি পশু-সূদন পিনাকপাণি রুদ্রের ন্যায় পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ও পাণ্ডবগণের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিব। আজি আমি পাঞ্চালগণের শরীরে ভূমণ্ডল পরিবৃত করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিব। আজি পাঞ্চালগণ দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও আমার পিতার পথে পদার্পণ করিবেন। আজি আমি পশুহন্তা শিবের ন্যায় রজনীযোগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া নিশিত খড়্গাঘাতে পাঞ্চালরাজ ও পাণ্ডবগণের নিদ্রিত সন্তান সন্ততি ও তৎপক্ষীয় সৈন্য সমুদায়ের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও সুখী হইব।

চতুর্থ অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন,—বৎস! আজি ভাগ্যক্রমে তোমার বৈর-নির্য্যাতনে বুদ্ধি হইয়াছে। স্বয়ং পুরন্দরও তোমার নিবারণে সমর্থ নহেন। এক্ষণে তুমি বর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই রাত্রি বিশ্রাম কর, কল্য প্রভাতে যুদ্ধযাত্রা করিবে। আমিও কৃতবর্ম্মার সমভিব্যাহারে বর্ম্ম ধারণ ও রথা-রোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব। তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই পাঞ্চালগণ ও তাহাদের অনুচরগণের বধ সাধনে সমর্থ হইবে। তোমার বহুদিন ক্রমাগত জাগরণ হইতেছে; অতএব আজি রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব কর; তাহা হইলে বিশ্রান্ত ও স্থিরচিত্ত হইয়া নিঃসন্দেহই অরাতিগণকে বিনাশ করিতে পারিবে। আমি তোমার সমভিব্যাহারে থাকিলে এবং কৃতবর্ম্মা তোমারে রক্ষা করিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমার ও আমার নিকট অনেক দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান আছে, আর মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মাও রণপণ্ডিত; অতএব আজি আমরা নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শ্রমহীন হইলে কল্য প্রাতঃকালে একত্র সমবেত হইয়া সমস্ত শত্রু সংহার পূর্ব্বক যার পর

নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইব। হে দ্রোণতনয়! আজি তুমি নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হইয়া যামিনী যাপন কর। কল্য প্রভাতে অরাতিগণের শিবিরমধ্যে প্রবেশ ও স্বীয় নামোচ্চারণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া সমস্ত মহাসুরঘাতী সুররাজের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে পারিবে। পূর্ব্বে মহাত্মা বিষ্ণু যেমন দৈত্যসেনা পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। কি আমি ও কৃতবর্ম্মা, আমরা পাণ্ডবগণকে পরাজয় না করিয়া কখনই সমর হইতে নিবৃত্ত হইব না। হয় আমরা পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিব, না হয় তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইব। ফলত আমি সত্য কহিতেছি, কাল প্রভাতে কৃতবর্ম্মার সহিত সর্ব্বপ্রকারে তোমার সহায়তা করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এইরূপ হিত কথা কহিলে মহাবীর অশ্বত্থামা রোষারুণ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মাতুল! আতুর, অমর্ষিত, চিন্তাব্যাপৃত ও কামুক ব্যক্তিরা কখনই নিদ্রাসুখ অনুভবে সমর্থ হয় না। আজি অমর্ষ প্রভাবে আমার নিদ্রা বিচ্ছেদ হইয়াছে। দেখুন, ইহলোকে পিতৃবধ স্মরণ অপেক্ষা আর কি অধিক কষ্টকর হইতে পারে! পিতৃবধ স্মরণেই অহোরাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কিছুতেই তাহার শান্তি হইতেছে না। পাপাত্মারা যে রূপে আমার পিতারে নিহত করিয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তাদৃশ পিতৃবধ বৃত্তান্ত শ্রবণে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? এক্ষণে সমরাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ না করিয়া কোনক্রমেই আমার জীবন ধারণে বাসনা হইতেছে না। ঐ দুরাত্মা আমার পিতারে বিনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহারে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে বিনাশ করিব; আর রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া আমার সমক্ষে যেরূপ বিলাপ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন্ পাষাণহৃদয়ের হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? কোন্ নির্দ্দয় ব্যক্তি বাষ্পবেগ সম্বরণ করিতে পারে? আমি বিদ্যমান থাকিতে মিত্রপক্ষের এরূপ পরাজয় হওয়াতে আমার শোকসাগর সমুচ্ছলিত হইতেছে। আমি পাঞ্চালগণের বিনাশ সাধনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; অতএব আজি নিদ্রা বা সুখানুভবের সম্ভাবনা কি? আমার

বোধ হয়, বাসুদেব ও অর্জ্জুন পাণ্ডবপক্ষীয়দিগকে রক্ষা করিলে ইন্দ্রও যে তাহাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হন না, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তথাপি কোনরূপেই ক্রোধবেগ সম্বরণে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আমারে এই ক্রোধ হইতে মুক্ত করে, এরূপ কোন লোকও নেত্রগোচর হইতেছে না; সুতরাং আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়। দূতমুখে মিত্রপক্ষের পরাভব ও পাণ্ডবগণের জয়লাভ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি আমার হৃদয় ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছে; অতএব আজি রাত্রিতেই নিদ্রিত শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক সুস্থচিত্ত হইয়া বিশ্রাম ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন,—বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সতত শুশ্রূষা পরতন্ত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও সুচারুরূপে ধর্ম্মার্থ জ্ঞাপন অবগত হইতে পারে না। আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও বিনয় শিক্ষা না করিলে ধর্ম্মার্থ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়। দর্ব্বী যেমন নিয়ত সূপে নিমগ্ন থাকিয়াও তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ জড় ব্যক্তি সর্ব্বদা পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না; কিন্তু জিহ্বা যেমন স্পর্শমাত্রেই সূপরসের আস্বাদগ্রহ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি অল্পক্ষণ পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াই ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন। গুরুশুশ্রূষাতৎপর বুদ্ধিমান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা অচিরাৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হন, তাঁহারা কদাচ সর্ব্বসম্মত বিষয় লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন না। দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা লোক সজ্জনের কল্যাণকর উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হয়। সুহৃদগণ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে যাহারা তাঁহাদের বাক্যানুসারে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারা সম্পদ্‌ভাজন হইতে পারে; আর যাহারা সুহৃদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপ কার্য্যে বিরত না হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট হয়। লোকে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিরে যেমন বিবিধ বাক্য দ্বারা শান্ত করে, তদ্রূপ বন্ধুগণ বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আত্মীয়কে পাপকার্য্যে পরাঙ্মুখ করেন। যাহারা সুহৃদ্‌বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপপরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদিগকে অবশ্যই অবসন্ন হইতে হয়। প্রাজ্ঞ লোকেরা বিজ্ঞ সুহৃদ্‌কে পাপনিরত দেখিলে যথাশক্তি বারংবার

উপদেশ প্রদান করেন। অতএব হে দ্রোণতনয়! তুমি কল্যাণকর বিষয়ে মনোনিবেশ ও আত্ম দমন করিয়া আমার বাক্য রক্ষা কর, নচেৎ নিশ্চয়ই তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে। প্রসুপ্ত, ন্যস্তশস্ত্র, রথহীন, বাহনবিহীন, শরণাগত ও মুক্তকেশ ব্যক্তিদিগকে বধ করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পাঞ্চালগণ আজি কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় বিচেতন হইয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইবে। যে পামর সেই অবস্থায় তাহাদিগের বিদ্রোহাচরণ করিবে, তাঁহারে অগাধ নরকে মগ্ন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি ইহলোকে অস্ত্রবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। অনুমাত্র পাপও তোমারে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতএব কল্য সূর্য্যোদয় হইলে প্রকাশ্য যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিও। তুমি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উহা শুক্ল বস্ত্রে শোণিতপাতের ন্যায় নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে।

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, মাতুল! আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ বটে; কিন্তু পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মের সেতু শতধা বিদলিত হইয়াছে। দেখুন, আমার পিতা অস্ত্র ত্যাগ করিলে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূপতিগণের ও আপনাদিগের সমক্ষেই তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। মহাবীর কর্ণের রথচক্র ভূতলে পোথিত হইলে অর্জ্জুন সেই বিপদ্‌কালে সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে এবং শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া ন্যস্তশস্ত্র নিরায়ুধ ভীষ্মদেবের বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। সাত্যকি প্রায়োপবিষ্ট মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবারে এবং ভীমসেন অন্যায় গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়াছে। আজি দূতমুখে ভগ্নোরু রাজা দুর্য্যোধনের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মাতুল! পাপাত্মা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এইরূপে বারংবার ধর্ম্মসেতু ভগ্ন করিয়াছে; আপনি কি নিমিত্ত সেই পামরদিগের নিন্দা করেন না। আমি এই রজনীতে পিতৃহন্তাদিগকে সুপ্তাবস্থায় নিপাতিত করিব, ইহাতে যদি আমার কীট অথবা পতঙ্গ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়। এক্ষণে আমি অভীষ্ট সাধনে নিতান্ত তৎপর হইয়াছি। এক্ষণে আমার নিদ্রা ও সুখ বাসনা কোথায়? আজি আমারে এই অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত করিতে পারে, এরূপ লোক ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করে নাই, করিবেও না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপান্বিত অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া রথে অশ্ব সংযোজন পূর্ব্বক বিপক্ষগণের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাত্মা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবীর! তুমি কি অভিপ্রায়ে রথযোজন করিলে সত্য করিয়া বল। আমরা তোমার দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখী হইয়া থাকি, অতএব আমাদের প্রতি কোন আশঙ্কা করিও না। তখন অশ্বত্থামা পিতৃবধ বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক কোপে কম্পিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরনিকরে সহস্র যোদ্ধার প্রাণ সংহার করিয়া আমার অস্ত্রত্যাগী পিতারে নিপাতিত করিয়াছে। আজি আমি সেই ধর্ম্মবিহীন পাপপরায়ণ দ্রুপদপুত্রকে নিহত করিব। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন যাহাতে আমার হস্তে পশুর ন্যায় নিহত হইয়া শস্ত্রবিজিত লোকে গমন করিতে না পারে, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা বর্ম্ম ধারণ এবং কার্ম্মুক ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর। দ্রোণপুত্র এই বলিয়া বিপক্ষগণের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীরত্রয়কে যজ্ঞস্থানসমিদ্ধ হুতাশনত্রয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা সেই সুপ্ত জনপূর্ণ শিবির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক শিবিরদ্বারে গমন করিয়া রথবেগ সম্বরণ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামারে দ্বারদেশে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মহারথ অশ্বত্থামা ক্রোধভরে শিবিরদ্বারে আগমন করিয়া তথায় চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন এক মহাকায় পুরুষকে অবলোকন করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল বিচিত্র সহস্র নেত্র সমলঙ্কৃত; বাহু সকল সুদীর্ঘ, স্থূল ও নাগাঙ্গদ বিভূষিত এবং আস্য-দেশ ব্যাদিত, দংষ্ট্রাকরাল ও অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত, তাঁহার পরিধান শোণিতার্দ্র ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন। সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী ভীষণদর্শন মহাপুরুষের আকার ও বেশ বর্ণনা করা নিতান্ত দুষ্কর। তাঁহারে দেখিলে

পর্ব্বত সকলও বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে সেই দিব্য পুরুষের মুখ, নাসিকা, কর্ণযুগল ও সহস্র নেত্র হইতে তেজোরাশি নির্গত হইতেছিল। সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে শঙ্খচক্রগদাধারী অসংখ্য হৃষীকেশ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিলেন।

মহারথ অশ্বত্থামা সেই সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর অদ্ভুতাকার মহাপুরুষকে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাকায় পুরুষও বড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিলপ্রবাহ গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রনিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রাস করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আপনার দিব্যাস্ত্রজাল নিতান্ত নিষ্ফল হইল দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রলয়কালে মহোল্কা যেমন সূর্য্যদেবকে আহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই প্রদীপ্ত রথশক্তি মহাপুরুষকে আহত করিয়া বিদীর্ণ ও নিপতিত হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা এক আকাশ সদৃশ নীলবর্ণ সুবর্ণমুষ্টি সমলঙ্কৃত খড়্গ বিবরনিঃসারিত ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গ দিব্য পুরুষের দেহে নিপতিত হইয়া গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত নকুলের ন্যায় তিরোহিত হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি এক ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ প্রজ্বলিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ক্ষয় হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্তত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, সেই মহাপুরুষের তেজোরাশি বিনির্গত অসংখ্য হৃষীকেশ এককালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাচার্য্যের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক সন্তপ্তচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি সুহৃদের হিতকর বাক্য অপ্রিয় রোধে অনাদর করে, তাহারে আমার ন্যায় বিপদসাগরে নিমগ্ন হইয়া শোক প্রকাশ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রসম্মত পথ অতিক্রম করিয়া শত্রু সংহারের অভিলাষ করে, তাহারে ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হইয়া কুপথে প্রতিহত হইতে হয়। বৃদ্ধ লোকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে, গো, ব্রাহ্মণ, নৃপ, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু এবং মৃতপ্রায়

জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মদমত্ত, উন্মত্ত ও অনবহিত ব্যক্তিদিগের প্রতি কদাচ শস্ত্র প্রহার করিবে না। আমি সেই শাস্ত্রবিহিত সনাতন পথ অতিক্রম পূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিয়া এই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি। বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অশক্তি নিবন্ধন ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হওয়াই ঘোরতর বিপদের বিষয়। দৈব অপেক্ষা পুরুষকার কদাচ গুরুতর নহে। যদি কেহ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্দ্দৈববশত উহা সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অগ্রে প্রতিজ্ঞাসহকারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ ভয় প্রযুক্ত তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অগ্রে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি অসৎ কার্য্য সংসাধনে উদ্যত হইয়াছি বলিয়া আমার এই মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই যে মহাপুরুষ উদ্যত দৈব দণ্ডের ন্যায় এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন, আমি বারংবার চিন্তা করিয়াও ইঁহারে বিদিত হইতে সমর্থ হইতেছি না; বোধ হয়, ইনি আমার অধর্ম্মে প্রবৃত্ত কলুষিত বুদ্ধির ভয়ঙ্কর ফলস্বরূপ। আমি কদাচ সমরে পরাঙ্মুখ হই নাই, এক্ষণে কেবল দৈবই আমারে সমরবিমুখ করিলেন, সন্দেহ নাই। অতঃপর দৈববল প্রাপ্ত না হইলে আমি কদাচ এই কার্য্য সাধনে সমর্থ হইব না। অতএব এক্ষণে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমার এই দুর্দ্দৈব শান্তি করিয়া দিবেন। ভগবান্ উমাপতি তপ ও বিক্রম প্রভাবে সমস্ত দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন; অতএব তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতিরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেবেশ! আমি অতি ক্ষুদ্রাশয়। এক্ষণে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্মোপহার প্রদান পূর্ব্বক তোমার পূজা করিব। হে দেব! তুমি উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, সর্ব্ব, ঈশান ও ঈশ্বর; তুমি গিরিশ, বরদ ও ভবভাবন; তুমি শিতিকণ্ঠ,

অজ ও শুক্র; তুমি দক্ষযজ্ঞনাশক হর; তুমি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ ও বহুরূপী; তুমি উমাপতি ও মহাগণপতি; তুমি শ্মশানবাসী, খট্টাঙ্গধারী; তুমি জটিল; তুমি স্তুত, স্তুত্য ও স্তূয়মান; তুমি অমোঘ, তুমি শক্র, তুমি কৃত্তিবাসা, বিলোহিত, অসহ্য ও দুর্নিবার; তুমি ব্রহ্মস্রষ্টা, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মচারী; তুমি ব্রতধারী, তপস্বী ও তাপসগণের গতি; তুমি অনন্ত, পারিষদপ্রিয়, ত্রিলোচন, ধনাধ্যক্ষ ও ক্ষিতিমুখ; তুমি পাৰ্ব্বতীর হৃদয়বল্লভ ও স্কন্দের পিতা; তুমি পিঙ্গ, বৃষবাহন ও সূক্ষ্ম বাসধারী; তুমি পাৰ্ব্বতীর ভূষণ ও তাঁহাতে নিরত; তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; তুমি অস্ত্রশস্ত্র বিশারদ; তুমি দিগন্ত ও দেশরক্ষক; তুমি চন্দ্রমৌলি ও হিরণ্যকবচধারী; অতএব আমি একাগ্রচিত্তে তোমার শরণাগত হইলাম। যদি আমি আসন্নবৰ্ত্তী বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তাহা হইলে তোমারে স্বীয় শরীরস্থ পঞ্চভূত উপহার প্রদান পূৰ্ব্বক পূজা করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা অশ্বত্থামা এইরূপ স্তব করিলে তাঁহার সম্মুখে এক কাঞ্চনময় বেদী সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ভগবান্ হুতাশন স্বীয় তেজঃ প্রভাবে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সেই বেদীমধ্যে বিরাজমান হইলেন। বিচিত্র অঙ্গদধারী উদ্যতবাহু অসংখ্য করচরণ সম্পন্ন বহু মস্তক শোভিত উজ্জ্বলবদন উজ্জ্বলনেত্র পৰ্ব্বতাকার মহাগণ সকল তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদিগের আকার কুকুর, বরাহ ও উষ্ট্রের ন্যায়; মুখ অশ্ব, শৃগাল, ভল্লুক, মার্জ্জার, ব্যাঘ্র, দ্বীপি, বায়স, বানর, শুক, অজগর, হংস, সারস, চাস, কূৰ্ম্ম, নক্র, শিশুমার, পারাবত, তিমি, নকুল, বক, মহামকর, শ্যেন, মেষ ও ছাগের ন্যায়; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সহস্রলোচন, কাহার কাহারও উদর অতি বৃহৎ ও অঙ্গ কৃশ, কেহ কেহ মস্তক বিহীন, কেহ কেহ দীপ্তনেত্র ও দীপ্ত জিহ্বা সম্পন্ন এবং কাহারও কেশ, কাহারও কর্ণ ও কাহারও বা গাত্রলোম তাম্রবর্ণ। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্খের ন্যায় ধবল। কেহ কেহ শঙ্খমাল্যধারী এবং কেহ কেহ শঙ্খশব্দের ন্যায় অতি গভীর কণ্ঠস্বর সম্পন্ন, কেহ কেহ জটাভারধারী, কেহ কেহ পঞ্চশিখা সম্পন্ন, কেহ কেহ মুণ্ডিতমুণ্ড, কাহারও কাহারও চারি দন্ত, কাহারও কাহারও চারি জিহ্বা, কাহারও কাহারও উদর অতি কৃশ, কাহারও

কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের ন্যায়, কেহ কেহ কিরীট ও উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুঞ্জমেখলা সমলঙ্কৃত, কেহ সর্পকিরীট শোভিত, কেহ কেহ সর্পাঙ্গদধারী, কেহ কেহ বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, কাহারও কাহারও কেশকলাপ কুঞ্চিত এবং কাহারও কাহারও মস্তক পদ্ম ও উৎপলে সুশোভিত। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শতঘ্নী, কেহ কেহ বজ্র, কেহ কেহ মুষল, কেহ কেহ ভুষণ্ডী, কেহ কেহ পাশ, কেহ কেহ দণ্ড, কেহ কেহ ধ্বজ, কেহ কেহ পতাকা, কেহ কেহ ঘণ্টা, কেহ কেহ পরশু, কেহ কেহ লগুড়, কেহ কেহ স্থূণা, কেহ কেহ খড়্গ এবং কেহ কেহ বা শরপরিপূর্ণ তূণীর ধারণ করিয়াছে। কাহারও কাহারও কলেবর পঙ্কলিপ্ত, কেহ কেহ শুক্লাম্বর ও শুক্ল মাল্যধারী এবং কেহ কেহ নীল ও কেহ কেহ পিঙ্গল বর্ণ।

ঐ সময় তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত করিতে লাগিল। কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য এবং কেহ কেহ লঙ্ঘন ও কেহ কেহ লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ মহাবেগে ধাবমান হইল; উহাদের কেশ-কলাপ বায়ুবেগে উড্ডীন হইতে লাগিল; কেহ কেহ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত দুর্ব্বিষহ বিক্রম সম্পন্ন নানারাগ রঞ্জিত বসনধারী রত্নখচিত অঙ্গদ সমলঙ্কৃত শত্রুনাশক ঘোররূপ মাংসভোজী বসাশোণিতপায়ী পরিচারকগণমধ্যে কেহ কেহ চূড়া সম্পন্ন, কেহ কেহ অতিশয় হ্রস্ব, কেহ কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কাহার কাহারও উদর পিঠরের ন্যায়, কাহার কাহারও ওষ্ঠ লম্বিত, কাহার কাহারও মেঢ্র ও অণ্ড অতি বৃহৎ। উহারা চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র পরিপূর্ণ নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলে আনয়ন এবং চতুর্ব্বিধ লোক সকলকে বিনাশ করিতে সমর্থ। উহারা প্রতিনিয়ত নির্ভয়ে ভবানীপতির ভ্রূভঙ্গি সহ্য করিয়া থাকে। উহারা নিরন্তর স্বেচ্ছাচার পরায়ণ এবং ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। উহারা হিংসাদ্বেষ শূন্য হইয়া সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করে। ঐ সকল বাক্যবিন্যাসবিশারদ পারিষদগণ অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও গর্ব্বিত হয় নাই। ভগবান্ শূলপাণি উহাদের কার্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া থাকেন এবং উহাদের কর্ত্তৃক কায়মনোবাক্যে আরাধিত হইয়া ঔরস

পুত্রের ন্যায় উহাদিগকে রক্ষা করেন। উহারা রুদ্রের একান্ত ভক্ত। উহারা চতুর্ব্বিধ সোমরস এবং রোষাবিষ্ট চিত্তে রাক্ষসদিগের শোণিত ও বসা পান করিয়া থাকে। উহারা বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা ভগবান্ শশিশেখরকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সলোকতা লাভ করিয়াছে। কালত্রয়ের অধিপতি রুদ্রদেব ও দেবী পার্ব্বতী ঐ সমস্ত আত্মানুরূপ পারিষদের সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত ভূত বিবিধ বাদিত্র বাদন, মুহুর্মুহু গর্জ্জন, আক্রোশ প্রকাশ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তেজ দর্শন ও মহিমা বর্ণন করিবার মানসে স্ব স্ব প্রভাজাল বিস্তার করিয়া মহাদেবকে স্তব করিতে করিতে দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইল। সেই ভীমদর্শন ভূতগণকে নিরীক্ষণ করিলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই ভয় জন্মে, কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা তাহাদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভগবান্ শঙ্করকে আপনার দেহ উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তৎকালে তাঁহার কার্ম্মুক সমিধ, শাণিত শরনিকর পবিত্র ও আত্মা হবিঃস্বরূপ হইল। অনন্তর তিনি রৌদ্রকর্ম্মা রুদ্রদেবকে সৌম্য মন্ত্রে আপনার দেহ উপহার প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! আমি আঙ্গিরসকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, অদ্য এই বিপদকালে তোমার প্রতি ভক্তিভাবে সমাধিবলে হুতাশনে আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিতেছি, তুমি এই উপহার প্রতিগ্রহ কর। সমস্ত ভূত তোমাতেই বিদ্যমান আছে এবং তুমিও সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছ ; প্রধান প্রধান গুণ সমুদায় তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আমি শত্রুপরাজয়ে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট হবিঃস্বরূপ অবস্থান করিতেছি, তুমি আমারে প্রতিগ্রহ কর। মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া সেই প্রদীপ্ত পাবকযুক্ত বেদীতে আরোহণপূর্ব্বক হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র তাঁহারে হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট, নিশ্চেষ্ট ও ঊর্দ্ধবাহু নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে বীর! মহাত্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, আর্জব, দান, তপ, নিয়ম, ক্ষমা, ধৃতি, বুদ্ধি ও বাক্যে আমার আরাধনা করিয়াছেন, সুতরাং কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার আর কেহই প্রিয়তম নাই। সেই কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা ও তোমার বলবীর্য্য

পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি পাঞ্চালগণকে সুরক্ষিত করিয়া মায়াবল বিস্তার করিয়াছিলাম ; কিন্তু পাঞ্চালেরা কালগ্রস্ত হইয়াছে, আজি তাহাদিগের জীবন রক্ষা হইবে না। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি এই বলিয়া অশ্বত্থামারে এক সুনির্ম্মল খড়্গ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পুনরায় শঙ্করের তেজঃপ্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া যুদ্ধার্থে মহাবেগে শিবিরে ধাবমান হইলেন। ভূত ও রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় দ্রোণতনয়কে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অদৃশ্যভাবে তাঁহার উভয় পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা শিবিরে প্রবেশ করিলে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি কার্য্য করিলেন? তাঁহারা কি ভয়ব্যাকুল বা সামান্য রক্ষকগণ কর্ত্তৃক অলক্ষিতভাবে নিবারিত হইয়া পলায়ন করিলেন অথবা শিবির ভেদ এবং সোমক ও পাণ্ডবগণকে সংহার পূর্ব্বক পাঞ্চালদিগের হস্তে নিহত হইয়া দুর্য্যোধনের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা দ্রোণপুত্র শিবির প্রবেশে সমুদ্যত হইলে মহারথ কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে মৃদুস্বরে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আপনারা যত্ন করিলে নিদ্রাগত হতাবশিষ্ট বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিতে পারেন। আমি এক্ষণে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিব। যেন এ স্থানে কোন ব্যক্তি আপনাদের নিকট পরিত্রাণ না পায়, আমার এইমাত্র প্রার্থনা। মহাবাহু দ্রোণকুমার এই বলিয়া গম্য দ্বার পরিহার পূর্ব্বক অন্য স্থান দিয়া নির্ভয়চিত্তে পাণ্ডবগণের শিবিরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সমরপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ বিশ্বস্তচিত্তে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে আহ্লাদিত চিত্তে দ্রুপদপুত্রের শয়ন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহারে দিব্যাস্তরণ সমাবৃত সুগন্ধি মাল্য পরিশোভিত বিচিত্র ক্ষৌমমণ্ডিত শয়নীয়ে অকুতোভয়ে নিদ্রা-

গত দেখিয়া পদাঘাত দ্বারা প্রবোধিত করিলেন। সমরদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার পদপ্রহারে জাগরিত ও উত্থিত হইয়া তাঁহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন মহাবল অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়কে শয্যা হইতে সমুত্থিত দেখিয়া দুই হস্তে তাঁহার কেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহারে ধরাতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের প্রভাবে এইরূপ দুরাবস্থাগ্রস্ত হইয়া নিদ্রা ও ভয় প্রযুক্ত প্রতিবিধানের কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা চরণ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়া তাঁহারে পশুর ন্যায় নিধন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন দ্রুপদকুমার নখর প্রহারে দ্রোণপুত্রের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া অস্পষ্ট-স্বরে কহিলেন, আচার্য্যপুত্র! অস্ত্র প্রহার দ্বারা অবিলম্বে আমারে সংহার কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রসাদে পবিত্রলোকে গমন করিতে পারিব। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়ের সেই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রে কুলাঙ্গার! আচার্য্যহন্তাদিগের কোন লোকেই গমনে অধিকার নাই; অতএব তোর উপর শস্ত্র নিক্ষেপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কোপান্বিত দ্রোণপুত্র এই বলিয়া সিংহ যেমন মদমত্ত মাতঙ্গের মর্ম্ম পীড়ন করে, তদ্রূপ সুদারুণ পদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্ম পীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য মহিলাগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক সকল তাঁহার আর্ত্তনাদে জাগরিত হইয়া তাঁহারে ভূতোপহত জ্ঞান করিয়া ভয়ে বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেও সমর্থ হইল না। মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূরিত করত অন্যান্য শত্রু সংহারার্থ গমন করিতে লাগিলেন।

মহারথ দ্রোণপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে বহির্গত হইলে যাবতীয় মহিলা ও রক্ষকগণের ভীষণ ক্রন্দন কোলাহল সমুত্থিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীগণ স্বামীরে নিহত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রোদনশব্দে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ সহসা জাগরিত হইয়া বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রমণীগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন। তোমরা সত্বরে আগমন কর। ঐ দেখ, একজন পুরুষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। ঐ

ব্যক্তি মনুষ্য কি নিশাচর, তাহা আমরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তখন শিবিরস্থ প্রধান প্রধান যোধগণ সহসা অশ্বত্থামারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার রুদ্রাস্ত্র দ্বারা সেই সমাগত বীরগণকে নিপাতিত করিয়া অনতিদূরে নিদ্রিত উত্তমৌজারে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ পাদদ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া তাঁহারে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু উত্তমৌজারে রাক্ষসহস্তে নিহত বিবেচনা করিয়া সত্বরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বত্থামার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহারে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পশুর ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন।

যুধামন্যু নিহত হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্তত শয়ান মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইয়া খড়্গাঘাতে যজ্ঞস্থলে বিকম্পিত পশুগণের ন্যায় একে একে তাহাদের প্রাণ সংহার করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে শিবির মধ্যস্থ ন্যস্তশস্ত্র পরিশ্রান্ত যোধগণকে সমুদায় হস্তী অশ্বের সহিত নিপাতিত করিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই করাল করবালধারী মহাবীরের গাত্রে অসিবিচ্ছিন্ন ইতস্তত সঞ্চরিত বীরগণের শোণিতধারা সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহারে অতি ভীষণ অপূর্ব্ব প্রাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমরে অগ্রসর যোধগণ অশ্বত্থামার অলৌকিক রূপ দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনেকে তাঁহারে রাক্ষস বিবেচনা করিয়া নেত্র নিমীলিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শিবিরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অবশিষ্ট সোমকগণকে অবলোকন করিলেন। শরাসনধারী মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ সমর কোলাহলে জাগরিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। প্রভদ্রকগণ ও মহাবীর শিখণ্ডী তাহাদিগের সমরশব্দে প্রবোধিত হইয়া শরজালে দ্রোণপুত্রকে নিপাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমরপরাক্রান্ত মহারথ অশ্বত্থামা সেই শরজালবর্ষী বীরগণকে দর্শন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পিতৃবধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সরোষ নয়নে সহস্র চন্দ্র পরিশোভিত চর্ম্ম ও সুবর্ণমণ্ডিত

দিব্য খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রৌপদীতনয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশ ছেদন করিলে ঐ মহাবীর নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেন। তখন প্রতাপশালী সুতসোম প্রাস দ্বারা অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রোণপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সুতসোমের অসি সমবেত বাহু ছেদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। মহাবীর সুতসোম সেই আঘাতে ব্যথিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন নকুলপুত্র মহাবল শতানীক বাহুবলে অশ্বত্থামার হৃদয়ে রথচক্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার নকুলনন্দনের প্রহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে ভূতলে নিপাতন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ ধারণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া অশ্বত্থামার মধ্যদেশে আঘাত করিলেন। আচার্য্যপুত্র তদ্দর্শনে করাল করবাল দ্বারা তাঁহার আস্যদেশ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা আচার্য্যতনয়ের খড়্গাঘাতে বিকৃতমুখ ও নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি অশ্বত্থামার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র চর্ম্ম দ্বারা শ্রুতকীর্ত্তির সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহার কুণ্ডলসম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভীষ্মনিহন্তা শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবীর অশ্বত্থামারে বিবিধ অস্ত্রে নিপাড়িত করিয়া তাঁহার ললাটে এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণকুমার তদ্দর্শনে কোপান্বিত হইয়া খড়্গ দ্বারা শিখণ্ডীরে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদতনয় নিহত হইলে অসিমার্গবিশারদ মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া যাবতীয় প্রভদ্রক, বিরাট রাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য সমুদায়, দ্রুপদের পুত্র পৌত্র ও সুহৃদ্‌গণ এবং অন্যান্য বীরগণকেও ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ দেখিলেন যে, রক্তবদনা লোহিতনয়না রক্তমাল্যানুলেপনা রক্তবস্ত্রধারিণী কৃষ্ণবর্ণা কালরাত্রি অসংখ্য অশ্বকুঞ্জর ও ন্যস্তশস্ত্র মুক্তকেশ মহারথদিগকেও ভীষণ পাশে বদ্ধ করিয়া প্রস্থানে সমুদ্যত হইয়া-

ছেন। হে মহারাজ! কুরুপাণ্ডবের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হওয়া অবধি পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ প্রতি রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখিতেন যে, ঐ করাল-বদনা কামিনী তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতেছেন এবং মহারথ দ্রোণ-তনয় তাঁহাদের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এইরূপে মহাবীর দ্রোণকুমার সেই দৈবোপহত প্রাণিগণকে সিংহনাদে বিত্রাসিত ও নিপাতিত করিলেন। বীরগণ তৎকালে পূর্ব্বকালীন স্বপ্নদর্শন স্মরণ করিয়া উহা দৈবপীড়ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর পাণ্ডব-শিবিরস্থ সহস্র সহস্র ধনুর্দ্ধর বীর সেই শব্দে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় কাহারও চরণদ্বয় ছেদন, কাহারও জঘন বিদারণ এবং কাহারও বা পার্শ্বদেশ ভেদ করিতে লাগি-লেন। ঐ সময় কেহ কেহ গজ ও কেহ কেহ অশ্ব দ্বারা উন্মথিত হইল এবং অনেকে নিতান্ত পেষিত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই-রূপে সেই সমস্ত নিপতিত বীরগণে রণভূমি পরিপূর্ণ হইলে, ঐ বীর কে, কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কাহার কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হই-তেছে, এইরূপ নানাপ্রকার ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় দ্রোণ-নন্দন অন্তকের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শস্ত্রহীন কবচশূন্য পাণ্ডবসৈন্য ও সৃঞ্জয়গণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অনেকে অশ্বত্থামার শস্ত্রপাতে নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করত নিদ্রাবেশ প্রভাবে বিসংজ্ঞ ও নিপতিত হইল। অনেকে মোহযুক্ত ও উরুস্তম্ভে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অনেকে নিতান্ত ভীত ও একান্ত অবসন্ন হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ভীম নিস্বন সম্পন্ন রথে পুনরায় আরোহণ পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারণ করিয়া শরনিকরে অনেকানেক বীরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কতগুলি বীর উত্থিত এবং কতগুলি তাঁহার অভিমুখে ধাব-মান হইতেছিল, তিনি তাহাদিগকে দূর হইতে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করি-লেন। তৎপরে তিনি রথচক্র দ্বারা অনেককে প্রমথিত করিয়া অবশিষ্ট শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন এবং অব্যবহিত পরেই বিচিত্র চর্ম্ম ও আকাশের ন্যায় শ্যামল অসি গ্রহণ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্রোণতনয় মত্ত মাতঙ্গ যেমন অতি

বিস্তীর্ণ হ্রদ আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই শত্রুশিবির বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় নিদ্রায় একান্ত কাতর অনেক যোদ্ধা সেই তুমুল সংগ্রাম শব্দে নিতান্ত ভীত ও উত্থিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ অতি কর্কশ স্বরে চীৎকার ও কেহ কেহ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতে লাগিল। তৎকালে অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও বসন প্রাপ্ত হইল না। অনেকের কেশ আলুলিত হইয়া গেল। কেহই কাহারে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। কেহ কেহ গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইয়া নিপতিত হইল। কেহ কেহ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী ও অশ্বেরা বন্ধন ছেদন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং কতগুলি দলবদ্ধ হইয়া ধাবমান হইল। কতগুলি মনুষ্য নিতান্ত ভীত হইয়া ভূতলে বিলীন হওয়াতে হস্তী ও অশ্বগণ তাহাদিগকে চরণ দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল।

এইরূপে সেই রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিলে রাক্ষসগণ হৃষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেই সিংহনাদ শব্দে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হস্তী ও অশ্বগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক শিবিরস্থিত ব্যক্তিদিগকে বিমর্দ্দিত করত ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন উহাদিগের চরণসমুত্থিত ধূলিজালে সেই রজনীযোগে শিবির মধ্যে অন্ধকার দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই জ্ঞানশূন্য হইয়া কে পিতা, কে পুত্র, কে ভ্রাতা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। হস্তী হস্তিযূথকে ও অশ্ব অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া তাড়িত, সমাহত, ভূতলে পাতিত ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। ঐ সময় সুপ্তোত্থিত অন্ধকারাচ্ছন্ন জ্ঞানশূন্য মনুষ্যগণ কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আত্মপক্ষবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বারপালেরা দ্বারদেশ ও শিবিররক্ষকেরা শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে প্রাণপণে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহই কাহারে চিনিতে পারিল না। সকলেই বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করত গোত্র ও নামোচ্চারণ করিয়া হা তাত! হা পুত্র! বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে হাহাকার শব্দ করিতে করিতে ভূতলে শয়ান হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে পলায়মান ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় অনেক ক্ষত্রিয় প্রাণ রক্ষার্থে ভয়ে শিবির হইতে পলায়নে উদ্যত হইল। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ও মহাবীর কৃপাচার্য্য দ্বারদেশেই তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলুলায়িতকেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা তথাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না। ঐ সময় তাঁহারা উভয়ে দ্রোণপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতে শিবির আলোকময় হইলে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা করে করবারি ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করত যাহারা তাঁহার অভিমুখে আগমন ও যাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গাঘাতে অনেকে দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দীর্ঘকলেবর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ চীৎকার করিয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের কলেবরে পৃথিবী এককালে সমাকীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে অসংখ্য মনুষ্য নিহত হইলে বহুসংখ্যক কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কোন কোন বীরের আয়ুধ ও অঙ্গদযুক্ত বাহু, কাহারও মস্তক, কাহারও করিশুণ্ড সদৃশ উরু, কাহারও পাদ, কাহারও পৃষ্ঠ, কাহারও পার্শ্ব, কাহারও মধ্যদেশ ও কাহারও কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কাহার কাহারও স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া তাহার মস্তক শরীর মধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রভাবে অনেকেই সমরপরাঙ্মুখ হইল।

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে অসংখ্য মনুষ্য সংহার পূর্ব্বক বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজনী ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। অনেকে দ্রোণতনয়ের হস্তে নিহত ও অনেকে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া সেই মৃত হস্তী অশ্ব ও রথসঙ্কুল, যক্ষরাক্ষস সমাকীর্ণ সমরস্থলে নিপতিত হইল। অসংখ্য লোক পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেহ কেহ কহিল, ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যে কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই, আজি দুরাত্মা রাক্ষসগণ সেই কার্য্য সংসাধন করিল। পাণ্ডবগণ এখানে উপস্থিত না থাকাতেই আমাদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাসুদেবপরিরক্ষিত ধনঞ্জয়কে

কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। ঐ মহাবীর ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, দান্ত ও পরম দয়ালু। শত্রুপক্ষ নিদ্রিত, প্রমত্ত, ন্যস্তশস্ত্র, বদ্ধাঞ্জলি, ধাবমান বা মুক্তকেশ হইলে তিনি কখনই তাহাদিগকে বিনাশ করেন না। হায়! আজি দুরাত্মা রাক্ষসগণ কি ঘোরতর নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল! হে মহারাজ! অসংখ্য লোক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল।

অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণের তুমুল কোলাহল তিরোহিত হইয়া গেল। বসুন্ধরা শোণিতসিক্ত হওয়াতে সেই ঘোরতর রজোরাশি এককালে অদৃশ্য হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, পশুপতি যেমন পশু বিনাশ করেন, তদ্রূপ কি শয়ান, কি ধাবমান, কি যুধ্যমান, সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অনেকে হুতাশনে দগ্ধ ও অশ্বত্থামার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর দ্রোণতনয় এইরূপে অর্দ্ধরাত্রমধ্যে পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে ঐ রাত্রিতে রাক্ষস ও পিশাচগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া শোণিত পান, মাংস ভক্ষণ এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও বসা আস্বাদন পূর্ব্বক ইহা অতি উপাদেয়, ইহা অতি পবিত্র, ইহা অতি সুস্বাদু এই বলিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বসাপানে পরিতৃপ্ত হইয়া ধাবমান হইল। ঐ সমুদায় মাংসজীবী দেখিতে অতি ভয়ানক। উহাদিগের বর্ণ পিঙ্গল, দন্ত পর্ব্বতাকার, কেশ জটিল, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, উদর বৃহৎ, অঙ্গুলি পশ্চাৎভাগে নিহিত, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ানক, শরীর ঘণ্টাজালে জড়িত এবং কণ্ঠা নীলবর্ণ। উহারা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নির্ঘৃণ। উহাদের মধ্যে অনেকেরই পাঁচ চরণ। হে মহারাজ! এইরূপ নানাপ্রকার বদনযুক্ত অতি বিকটাকার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ রাক্ষস তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সময় অসংখ্য ভূতও তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল। অনন্তর প্রত্যূষ সময়ে রুধিরাক্তকলেবর মহাবীর অশ্বত্থামা শিবির হইতে প্রতিগমন করিবার বাসনা করিলেন। ঐ সময় তাঁহার খড়্গমুষ্টি একবারে

করতলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। তিনি অতি দুর্গম পথে পদার্পণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত করিয়া কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতৃবিনাশজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি রজনীযোগে লোক সকল নিদ্রিত হইলে শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক উহা যেরূপ নিঃশব্দ দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তত্রত্য যাবতীয় লোক বিনষ্ট হওয়াতে উহা তদ্রূপ নিঃশব্দ দেখিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং অচিরাৎ কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন তাঁহারাও আমরা অসংখ্য পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়কে উৎসন্ন করিয়াছি বলিয়া অশ্বত্থামার প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা তিন জনই করতালি প্রদান পূর্ব্বক মহা হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই রজনী নিদ্রিত ও অনবহিত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের পক্ষে অতি ভয়ানক হইয়াছিল। কালের গতি অতিক্রম করা সুকঠিন। দেখুন, যাহারা আমাদিগের অসংখ্য বল নিহত করিয়াছিল, তাহারাই আবার এক্ষণে নিহত হইল। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা প্রতিনিয়তই আমার পুত্রের জয়লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ ছিলেন। তিনি কি কারণে পূর্ব্বেই ঐরূপ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হন নাই। এক্ষণে নীচাশয় দুর্য্যোধন নিপাতিত হইলেই বা তিনি কি কারণে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর অশ্বত্থামা অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের ভয়ে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে তাঁহারা তথায় উপস্থিত না থাকাতে বিশেষত রাত্রিকালে সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রিত হওয়াতেই তিনি আপনার অভিলষিত কার্য্য সংসাধনে সমর্থ হইলেন। বাসুদেব ও সাত্যকিসমবেত পাণ্ডবগণের সমক্ষে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে পারেন না। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ পূর্ব্বক পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া পরম সৌভাগ্য পরম সৌভাগ্য বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ

করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণতনয় মহা আহ্লাদে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মারে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আমি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যগণকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। অতএব আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। অচিরাৎ কুরুরাজের সমীপে গমন পূর্ব্বক যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

নবম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই তিন মহারথ দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া রণনিপতিত রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন ও রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দেখিলেন, কুরুরাজ বিচেতনপ্রায় হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতেছেন এবং তাঁহার জীবন অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। বৃক প্রভৃতি ঘোরদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহারে ভক্ষণ করিবার অভিলাষে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি গাঢ়তর বেদনায় নিতান্ত কাতর ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অতি কষ্টে উহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে সেই হতাবশিষ্ট বীরত্রয় নিতান্ত শোকাকুল হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। কুরুরাজ সেই রুধিরোক্ষিত তিন মহারথ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া হুতাশনত্রয় পরিশোভিত যজ্ঞবেদীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে ধরাশয্যায় শয়ান দেখিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং হস্ত দ্বারা দুর্য্যোধনের মুখমণ্ডল হইতে রুধিরধারা মোচন করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, হায়! দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। কুরুরাজ দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলেন; এক্ষণে উনি নিহত হইয়া রুধিরলিপ্ত কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন। এই গদাপ্রিয় মহাবীরের সমীপে সুবর্ণজালজড়িত ভীষণ গদা নিপতিত রহিয়াছে। ইনি কোন যুদ্ধেই গদা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে প্রিয়তমা ভার্য্যা যেমন হর্ম্ম্যতলে নিদ্রিত ভর্ত্তার সহিত একত্র অবস্থান করে, তদ্রূপ এই গদা কুরুরাজের সহিত অবস্থান করিতেছে। উহা এই স্বর্গারোহণকালেও ইঁহারে

পরিত্যাগ করিতেছে না। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! যিনি সমস্ত ভূপালগণের শ্রেষ্ঠ, আজি তিনি সমরে নিপতিত হইয়া রজোরাশি গ্রাস করিতেছেন। যিনি বহুসংখ্য শত্রুকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন আজি তিনি বিপক্ষের বলবীর্য্যে বিনষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন। অসংখ্য ভূপতি ভীত মনে যাঁহার চরণে প্রণত হইতেন, আজি তিনি সমরশায়ী হইয়া শৃগাল কুক্কুরে পরিবৃত রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ অর্থের নিমিত্ত যাঁহার নিকট সতত প্রার্থনা করিতেন, আজি মাংসাশী জন্তুগণ মাংস লাভার্থে সেই মহাবীরের উপাসনা করিতেছে।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা কুরুরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, মহারাজ! লোকে তোমারে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তুমি হলধারী বলদেবের প্রিয় শিষ্য ও যুদ্ধে ধনাধিপতি কুবেরের অনুরূপ। দুরাত্মা ভীম রণস্থলে কিরূপে তোমার রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল? কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। ভীম তোমারে সংহার করিয়াছে ইহাও আমাদিগের দেখিতে হইল! সেই পাপাত্মা মূর্খ ছলপ্রকাশ পূর্ব্বক তোমার বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ঐ দুরাচার ধর্ম্মযুদ্ধে তোমারে আহ্বান করিয়া অধর্ম্মানুসারে গদাঘাতে তোমার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়াছে। সে যখন তোমারে অধর্ম্মযুদ্ধে নিপাতিত করিয়া তোমার মস্তকে পদাঘাত করে, তৎকালে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল। অতএব তাহাদিগকে ধিক্। যত দিন এই জীবলোক বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন বৃকোদর যে শঠতাচরণ পূর্ব্বক তোমারে সংহার করিয়াছে, সকলেই তাহার এই অপযশ ঘোষণা করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবল বলদেব সর্ব্বদা সভামধ্যে শ্লাঘা করিয়া থাকেন যে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন আমার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন, তাঁহা অপেক্ষা গদাযুদ্ধে আর কেহই উৎকৃষ্ট নাই।

হে মহারাজ! মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়দিগের যাহা প্রশস্ত গতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তুমি সমরে অপরাঙ্মুখ ও নিহত হইয়া সেই গতি লাভ করিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না। কেবল তোমার বৃদ্ধ জনক জননী দারুণ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলেন

বলিয়া আমি তাঁহাদিগের নিমিত্তই সন্তপ্ত হইতেছি। তাঁহারা অতঃপর ভিক্ষুক হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিবেন, সন্দেহ নাই। যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও দুর্ম্মতি অর্জ্জুনকে ধিক্! উহারা আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু তোমারে অধর্ম্মযুদ্ধে নিহত দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল! অন্যান্য ভূপালগণ দুর্য্যোধন কিরূপে নিহত হইয়াছেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। হে কুরুরাজ! তুমি সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে এই নিমিত্ত তোমারে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এক্ষণে বন্ধুবান্ধব বিহীনা হতপুত্রা গান্ধারী ও প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজের কি গতি হইবে! ভোজরাজ কৃতবর্ম্মারে, মহারথ কৃপাচার্য্যকে ও আমারে ধিক্। আমরা প্রজারক্ষক সর্ব্বকামপ্রদ ভূপতিরে অগ্রসর করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে আমরা মহাবীর কৃপাচার্য্যের, আপনার ও আমার পিতার বীর্য্য প্রভাবে বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে রত্নময় বিবিধ গৃহে অবস্থান ও ভূরিদক্ষিণ প্রভৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব। আপনি সমুদায় ভূপতিরে অগ্রসর করিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন, কেবল আমরা তিন জন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্তই নিতান্ত তাপিত হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগকে স্বর্গহীন অর্থবিহীন হইয়া চিরকাল আপনার সুকৃত স্মরণ করিতে হইবে। আমরা জীবিত থাকিয়া আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আপনি এই আশ্রিতগণকে পরিত্যাগ করাতে ইহাদের সুখ, শান্তি একবারেই উচ্ছিন্ন হইল। অতঃপর এই হতভাগ্যদিগকে অতিকষ্টে ভূমণ্ডলে পর্য্যটন করিতে হইবে। হে মহারাজ! আপনি স্বর্গারোহণপূর্ব্বক আমার বচনানুসারে মহারথগণকে যথোপযুক্ত পূজা করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার পিতা ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য আচার্য্যকে কহিবেন যে, আজি অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়াছে। পিতারে এই কথা বলিয়া মহারথ বাহ্লীক, সিন্ধুরাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য ভূপালগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ভগ্নোরু বিচেতন দুর্য্যোধনকে এই

কথা কহিয়া পুনরায় তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, কুরুরাজ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ করুন। এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাতজন এবং আমাদের পক্ষে আমরা তিন জন, সমুদায় উভয়পক্ষে আমরা দশজনমাত্র জীবিত রহিয়াছি। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সমুদায়, পাঞ্চালগণ ও অবশিষ্ট মৎস্যগণ আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। আমি এই রাত্রিযোগে শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় সংহার ও পাণ্ডবগণের সমুদায় বাহন, সৈন্য ও পুত্রগণকে বিনাশ পূর্ব্বক বৈরনির্যাতন করিয়াছি। হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের মুখে সেই প্রীতিকর সমাচার শ্রবণে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কহিলেন, হে বীর! মহাবাহু ভীষ্মদেব, কর্ণ ও তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্য যে কার্য্য সংসাধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তুমি কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছ। নীচাশয় পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আজি আমি আপনারে ইন্দ্রতুল্য জ্ঞান করিতেছি; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক; পুনরায় স্বর্গে আমার সহিত মিলন হইবে। কুরুরাজ এই কথা বলিয়া সেই বীরত্রয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুবিয়োগ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বর্গে সমারূঢ় হইলেন। তাঁহার দেহমাত্র ভূতলে নিপতিত রহিল। হে মহারাজ! এইরূপে কুরুপতি মহাবীর দুর্য্যোধন সমরে ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে আলিঙ্গন ও সস্নেহনয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত চিত্তে সেই প্রত্যূষ সময়ে নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাই এই কুরুপাণ্ডব সৈন্যক্ষয়ের মূলীভূত কারণ। আজি আপনার পুত্র স্বর্গারোহণ করিলে আমার ঋষিপ্রদত্ত দিব্যদর্শিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে প্রিয়পুত্র দুর্য্যোধনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন।

ঐষীক পর্ব্বাধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! এ দিকে রজনী প্রভাত হইবামাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ঐ রাত্রির সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিল, মহারাজ! দ্রুপদতনয়গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রাত্রিকালে বিশ্বস্তচিত্তে শিবির মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সেই সুযোগে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মাদিগের প্রাস, শক্তি ও পরশু প্রভাবে আমাদের অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য এককালে নিঃশেষিত হইয়াছে। কুঠারনিকৃত্ত মহাবনের ন্যায় আপনার বিপুল বল বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। দুরাত্মারা আপনার শিবিরস্থ সমুদায় প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়াছে, কেবল আমি একাকী অনবহিত কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে অতি কষ্টে মুক্তি লাভ করিয়াছি।

হে জনমেজয়! কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির দূতমুখে সেই অমঙ্গল বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তৎক্ষাৎ তাঁহারে ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অতি কষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া শোকাকুল বাক্যে বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, হায়! আমরা যে শত্রুগণকে পরাজয় করিলাম, আবার তাহাদিগের হস্তেই আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইল। কার্য্যগতি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। আমরা বিপক্ষগণের গুরু, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বয়স্য ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া পরিশেষে পরাজিত হইলাম। দৈব প্রভাবে অনর্থ অর্থের ন্যায় এবং অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগের এই জয়লাভ পরাজয় তুল্য এবং বিপক্ষদিগের পরাজয় জয়ের তুল্য হইয়াছে। যে জয়দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্তের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়, সে জয় কখনই জয় নহে; উহা পরাজয় স্বরূপ। হায়! আমরা যাহাদিগের নিমিত্ত বন্ধু বান্ধব বিনাশ করিয়া পাপাচরণ করিলাম, নির্জ্জিত ব্যক্তিগণ আবার

সেই জয়লাভপ্রহৃষ্ট পুত্ত্রগণকেই বিনষ্ট করিল। দেখ, কর্ণি ও নালীক যাহার দংষ্ট্রা, খড়্গ যাহার জিহ্বা, কার্ম্মুক যাহার ব্যাদিত বদন ও জ্যা-নিস্বন যাহার গর্জ্জন স্বরূপ প্রতীয়মান হইত, সেই সিংহ স্বরূপ সমরোৎ-সাহী ক্রোধাবিষ্ট কর্ণের হস্ত হইতে যাহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, তাহারাই আজি প্রমাদ বশত নিহত হইল। যাহারা বায়ুবেগগামী তুরঙ্গ সংযোজিত রথে সমারূঢ় বিচিত্র শরশরাসন সম্পন্ন সমরদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্যের নিকট মুক্তি লাভ করিয়াছিল, আজি সেই রাজপুত্ত্রগণই প্রমাদ প্রযুক্ত কাল-কবলে প্রবেশ করিল! অতএব মর্ত্ত্যলোকে প্রমাদই মনুষ্যের নিধনের প্রধান কারণ। অনবহিত ব্যক্তি অচিরাৎ অর্থভ্রষ্ট ও অনর্থগ্রস্ত হয় এবং কদাচ বিদ্যা, তপস্যা, শ্রী ও কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয় না। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অবহিত হইয়াই সমস্ত শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক সুখে ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতে-ছেন। সমৃদ্ধি সম্পন্ন বণিকেরা যেমন সাবধানে সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে প্রমাদ প্রযুক্ত সামান্য নদীমধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ শিবিরস্থ রাজ-বংশীয় মহেন্দ্র তুল্য বীরগণ মহারথদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া অনব-ধান বশত ক্ষুদ্র অরাতি হস্তে নিহত হইল। তাহারা নিদ্রিতাবস্থায় শত্রু-হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। হায়! এক্ষণে প্রিয়তমা দ্রৌপদী বৃদ্ধ পিতা এবং ভ্রাতা ও পুত্ত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইবে। হায়! আজি তাহার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল!

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বিলাপ করিয়া নকুলকে কহিলেন, মাদ্রীতনয়! তুমি অবিলম্বে মন্দভাগিনী দ্রৌপদীরে তাহার মাতৃকুলের সহিত এই স্থানে উপনীত কর। তখন ধর্ম্মাত্মা নকুল যুধিষ্ঠিরের বচনানুসারে রথারোহণ পূর্ব্বক দেবী পাঞ্চালী ও পাঞ্চালরাজের মহিষীগণকে আনয়নার্থ প্রস্থান করিলেন। মাদ্রীতনয় প্রস্থান করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকার্দ্দিত চিত্তে সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে সেই ভূতগণ সমাকীর্ণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্ত্রগণ ও বন্ধু বান্ধব সমুদায় রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তাহাদিগের দেহ ছিন্ন ভিন্ন এবং কলেবর হইতে মস্তক পৃথক্কৃত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাহাদের সেই

দুরবস্থা দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে করিতে অচেতন ও অনুচরগণের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে পুত্র, পৌত্র ও সুহৃদ্গণকে সমরে নিহত দেখিয়া শোক দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তাঁহাদের রূপলাবণ্য ও গুণগ্রাম স্মরণে তাঁহার শোকসাগর এককালে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তত্রত্য সুহৃদ্গণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে কম্পিতকলেবর বিচেতনপ্রায় ধর্ম্মরাজকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা নকুল রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর সহিত সূর্য্য সদৃশ সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ় হইয়া তথায় আগমন করিলেন। কমলনয়না পাঞ্চালী শিবির সন্নিধানে পুত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র বায়ুতাড়িত কদলীর ন্যায় বিকম্পিত কলেবরে শোকাকুলিত চিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মুখ-কমল তিমিরাবৃত সূর্য্যের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর প্রিয়তমারে ধূলিধূসরিত দেখিয়া বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকার্ত্তা দ্রৌপদী ভীমসেন কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ সমক্ষে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পুত্রগণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়া কি সুখে রাজ্য সম্ভোগ করিবেন? সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াই কি একবারে মত্ত-মাতঙ্গগামী সুভদ্রাতনয় অভিমন্যুরে বিস্মৃত হইলেন? আপনি শিবিরমধ্যে বীরবরাগ্রগণ্য পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি রূপে সুস্থির রহিয়াছেন? পাপপরায়ণ নৃশংস অশ্বত্থামা সুখপ্রসুপ্ত বীরগণকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। যদি আপনি আজি সেই পামরের জীবন সংহার না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই স্থানে প্রয়োপবেশন করিব। অতএব অবিলম্বে দুরাত্মা দ্রোণতনয়কে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করুন। যশস্বিনী কৃষ্ণা এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপে প্রয়োপবেশন করিলেন।

পরম ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির প্রিয় মহিষী পাঞ্চালীরে প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া

কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছ। তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছে; অতএব তাঁহাদের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। আর দ্রোণপুত্রও এ স্থান হইতে অতি দূরবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যে পলায়ন করিয়াছে; অতএব তুমি কি রূপে তাহার সমরমৃত্যু অবগত হইতে সমর্থ হইবে?

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি, দ্রোণপুত্রের মস্তকে একটি সহজ মণি আছে, যদি আপনি ঐ পাপাত্মারে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই মণি আহরণ করেন, তাহা হইলে উহা আপনার মস্তকে রাখিয়া আমি কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারি। চারুদর্শনা যাজ্ঞসেনী ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া ভীমসেনের নিকট আগমন পূর্ব্বক কাতর স্বরে কহিলেন, হে নাথ! ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমারে পরিত্রাণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব সুররাজ যেমন শম্বরকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি পাপাত্মা অশ্বত্থামারে নিপাতিত কর। ইহলোকে তোমার তুল্য পরাক্রান্ত পুরুষ আর কে আছে? তুমি যে বারণাবত নগরে বিষম বিপন্ন পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিলে; হিড়িম্ব নিশাচরের হস্ত হইতে যে ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর সুররাজ পুরন্দর যেমন নহুষের হস্ত হইতে শচীরে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি বিরাট নগরে দুরাত্মা কীচকের হস্ত হইতে আমারে পরিত্রাণ করিয়াছ। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে যেমন এই সকল মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে দুরাত্মা অশ্বত্থামারে সংহার করিয়া সুস্থশরীর হও।

হে মহারাজ! পুত্রশোকার্ত্তা পাঞ্চালী এইরূপ বিলাপ করিলে মহাবীর বৃকোদর উহা সহ্য করিতে না পারিয়া কার্ম্মুকহস্তে কাঞ্চনভূষিত মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক নকুলকে সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দ্রোণপুত্রের বিনাশ বাসনায় সশর শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বগণ নকুল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইল। এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দ্রোণপুত্রের রথচক্রচিহ্ন দর্শন পূর্ব্বক সেই চিহ্নের অনুসরণক্রমে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! সমরদুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীমসেন অশ্বত্থামার নিধনার্থ ধাবমান হইলে যদুকুলতিলক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার ভ্রাতা ভীমসেন পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া একাকীই অশ্বত্থামার বিনাশ বাসনায় গমন করিতেছেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা ভীমসেন আপনার সমধিক প্রিয়। আপনি আজি তাহারে বিপদসাগরে পতনোন্মুখ দেখিয়া কি রূপে নিশ্চিন্ত রহিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, উহা সমুদায় পৃথিবী দগ্ধ করিতে সমর্থ। আচার্য্য প্রথমে ঐ অস্ত্র প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে প্রদান করাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা কোপাবিষ্ট হইয়া পিতার নিকট ঐ অস্ত্র প্রার্থনা করেন। সর্ব্বধর্ম্ম-বিশারদ দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে দুঃশীল ও চঞ্চল বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন, তন্নিমিত্ত অনতিসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহারে সেই অস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ঘোরতর বিপদকালেও কাহারও বিশেষত মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আচার্য্য পুত্রকে এইরূপে অস্ত্র ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, পুত্র! তুমি কখনই সাধুজনাশ্রিত পথে অবস্থান করিতে পারিবে না। তখন অশ্বত্থামা পিতার সেই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণে এককালে মঙ্গল লাভে হতাশ্বাস হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যৎকালে বনবাসী হইয়াছিলেন, সেই সময় দ্রোণপুত্র দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করেন। বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁহারে প্রতিনিয়ত পূজা করিতেন। এক দিন আমি একাকী অবস্থান করিতেছি, এমন সময়ে দ্রোণকুমার আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বাসুদেব! আমার পিতা অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট ব্রহ্মশির নামে যে দেবগন্ধর্ব্বপূজিত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার নিকট সেই অস্ত্র বিদ্যমান আছে। আপনি উহা গ্রহণ করিয়া আমারে আপনার অরাতিঘাতন চক্র প্রদান করুন। অশ্বত্থামা এইরূপে অস্ত্র প্রার্থনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ অনুনয় বিনয় করিলে আমি প্রীত হইয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও পতগগণ একত্র মিলিত হইলে বলবীর্য্যে আমার শতাংশের একাংশও হইবে না। অতএব তোমার অস্ত্রে আমার প্রয়ো-

জন নাই। আমার এই শরাসন, শক্তি, চক্র ও গদা বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে যাহা তুমি সমরে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা প্রার্থনা কর, আমি অবশ্যই তোমারে প্রদান করিব। দ্রোণপুত্র আমার বাক্য শ্রবণে গর্ব্ব পূর্ব্বক এই বজ্রতুল্য লৌহময় সহস্রকোটিসম্পন্ন চক্র প্রার্থনা করিল। আমিও তাঁহারে অচিরাৎ চক্র গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা করিলাম। তখন দ্রোণকুমার সহসা উত্থিত হইয়া বাম হস্তে চক্র ধারণ করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না। তৎপরে তিনি উহা দক্ষিণ করে ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি সম্পূর্ণ আয়াস ও যত্ন সহকারে কোনক্রমে চক্র সঞ্চালিত করিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে চক্র গ্রহণ প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন আমি তাঁহারে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলাম, আচার্য্যপুত্র! যে মহাবীর সমুদায় মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবকে দ্বন্দযুদ্ধে পরিতুষ্ট করিয়াছে, পৃথিবী মধ্যে যাহার তুল্য প্রিয়পাত্র আমার আর কেহই নাই, আমি যাহারে পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমুদায়ই প্রদান করিতে পারি, সেই পরম সুহৃৎ শ্বেতাশ্ব কপিধ্বজ অর্জ্জুন কদাপি এই চক্র প্রার্থনা করে নাই। আমি হিমালয়ের পার্শ্বে দ্বাদশ বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যাহারে পুত্রত্বে লাভ করিয়াছি, যে বীর আমার তুল্য ব্রতচারিণী রুক্মিণীর গর্ভে সনৎকুমারের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রিয় পুত্র প্রদ্যুম্নও কখন এই দিব্য চক্র প্রার্থনা করে নাই। আর মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব, গদ ও শাম্ব প্রভৃতি দ্বারকানিবাসী বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণও কখন এই চক্র গ্রহণ করিবার বাসনা করেন নাই। তুমি কোন্ সাহসে ইহা প্রার্থনা করিলে? তোমার পিতা ভরতবংশীয়দিগের আচার্য্য, তুমিও সমুদায় যাদবগণের মান্য। অতএব এরূপ গর্হিত প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে এই চক্র লইয়া কাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়াছিলে?

তখন দ্রোণপুত্র কহিলেন, হে প্রভো! আমি আপনারে পূজা করিয়া আপনারই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বভূতের অপরাজেয় হইব, এই অভিপ্রায়ে এই দেবদানবপূজিত চক্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি চক্রলাভে কৃতকার্য্য না হইয়াও শিবের

সহিত যুদ্ধে গমন করি। তুমি এই যে ভীষণ চক্র ধারণ করিয়াছ, ইহা আর কাহারও ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া রথ, অশ্ব ও বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক যথাসময়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! ঐ মহাবীর নিতান্ত রোষপরায়ণ ও বিশেষত ব্রহ্মশির অস্ত্র অবগত আছেন, অতএব এক্ষণে তাঁহার হস্ত হইতে বৃকোদরকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে জনমেজয়! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য যদুনন্দন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন সূর্য্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের ধুর-কাষ্ঠের দক্ষিণে শৈব্য, বামে সুগ্রীব এবং উহার উভয় পার্শ্বে মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে কাম্বোজ দেশীয় সুবর্ণমালাভূষিত অশ্ব সংযোজিত ছিল। উহাতে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত রত্নখচিত দিব্যধ্বজযষ্টি মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ ধ্বজদণ্ডে প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত পতগরাজ গরুড় অবস্থান করাতে উহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন সেই গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ ও বাসুদেবের উভয় পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তখন মহামতি বাসুদেব অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলে অশ্বগণ মহাবেগে ধাবমান হইল। বিহঙ্গকুলের গমনকালে নভোমণ্ডলে যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, অশ্বগণের গমন-বেগে অবনিমণ্ডলে সেইরূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। উহারা কিয়ৎক্ষণ মধ্যে ভীমের সন্নিহিত হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ বীরত্রয় শক্রবিনাশে সমুদ্যত ক্রোধোদ্ধত মহাবীর বৃকোদরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদের বাক্যে অনাদর প্রকাশ পূর্ব্বক দ্রৌপদীতনয়নিহন্তা দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামারে লক্ষ্য করিয়া ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তথায় অবস্থান করিতেছেন এবং ক্রূরকর্ম্মা অশ্বত্থামা ঘৃতাক্ত, কুশচীরধারী ও ধূলিপটল পরিবৃত হইয়া তাঁহারই সন্নিধানে উপবিষ্ট আছেন। তখন মহাবীর ভীম দ্রোণপুত্রকে দেখিবামাত্র ক্রোধভরে শর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ অশ্ব-

থামা ভীমবল ভীমসেনকে মহাবেগে আগমন ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে বাসুদেবের রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল অনুমান করিয়া সেই বিপদকালে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিবার মানসে ঈষিকা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে সেই ঈষিকায় ব্রহ্মশির অস্ত্র সংযোজন পূর্ব্বক পাণ্ডববংশ বিনষ্ট হউক বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন উহাতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবাহু মধুসূদন অশ্বত্থামার আকার দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, সখে! তোমার নিকট যে দ্রোণোপদিষ্ট দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে ঐ অস্ত্র ত্যাগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি ভ্রাতৃগণ ও আপনার পরিত্রাণার্থ সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ কর। তখন অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে অশ্বত্থামার ও তৎপরে আপনার ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত স্বস্তিবাচন এবং গুরু ও দেবগণকে নমস্কার পূর্ব্বক এই অস্ত্রপ্রভাবে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিরাকৃত হউক বলিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্রের ও অর্জ্জুনের সেই তেজোমণ্ডলমণ্ডিত অস্ত্রদ্বয় সহসা যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল; সমুদায় জীব জন্তু ভয়ে কম্পিত হইল। আকাশমণ্ডলে ভীষণ শব্দ ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল এবং গিরিকানন পরিপূর্ণা সসাগরা ধরিত্রী কম্পিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর সর্ব্বভূতাত্মা নারদ ও ভরতকুলপিতামহ ব্যাসদেব সেই দিব্যাস্ত্রদ্বয়ের তেজঃপ্রভাবে সমুদায় লোককে তাপিত দেখিয়া অশ্বত্থামা ও ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা ও তাঁহাদের অস্ত্রতেজ নিবারণ করিবার মানসে সেই প্রদীপ্ত দিব্য অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক প্রজ্বলিত পাবকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং কহিলেন, পূর্ব্বে অনেক বিবিধাস্ত্রবেত্তা মহারথ ছিলেন, তাঁহারা মনুষ্যের উপর কদাপি এরূপ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে ইঁহারা দুই জনে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত সাহস প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই হুতাশন সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর তাপসদ্বয়কে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র চিত্তে স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিবার মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আমি অশ্বত্থামার অস্ত্র-বেগ নিবারণ করিবার মানসেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। এক্ষণে উহার প্রতিসংহার করিলে নিশ্চয়ই পাপাত্মা অশ্বত্থামা স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে আমাদিগের সকলকে ভস্মাবশেষ করিবে। অতএব যাহাতে আমাদিগের ও লোকের মঙ্গল হয়, আপনারা তাহার মন্ত্রণা করুন। মহাত্মা ধনঞ্জয় এই বলিয়া স্বীয় অস্ত্র প্রতিসংহৃত করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রতিসংহার করা দেবগণেরও অসাধ্য। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার প্রতিসংহারে সমর্থ নহেন। ঐ দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মতেজ দ্বারা বিনির্ম্মিত। ব্রহ্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি উহা প্রয়োগ করিলে আর প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মচর্য্য বিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অস্ত্রের প্রতিসংহারের চেষ্টা করিলে উহা তৎক্ষণাৎ তাহারই মস্তক ছেদন করে। মহাবীর ধনঞ্জয় সত্যব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী ও গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ছিলেন বলিয়াই সেই অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ঘোরতর বিপদ্গ্রস্ত হইয়াও কখন ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই।

হে মহারাজ! ঐ সময় দ্রোণতনয় মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ঋষিদ্বয়কে পুরোবর্ত্তী অবলোকন করিয়া কোনক্রমেই স্বীয় ঘোরতর অস্ত্রের প্রতি-সংহারে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি অতিদীন মনে দ্বৈপায়নকে কহিলেন, মুনিসত্তম! আমি ভীমসেনের ভয়ে ভীত ও নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই প্রাণ-রক্ষার্থে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। ভীমসেন সমরাঙ্গনে দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ কপট ব্যবহার দ্বারা অতি অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। আমি সেই কারণে পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিব বলিয়া এই দুরাসদ দিব্যাস্ত্রে ব্রহ্মতেজ নিহিত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রতি-সংহারে সমর্থ হইতেছি না। হে ব্রহ্মন্! আমি রাগোন্মত্ত হইয়া পাণ্ডব-দিগের বিনাশার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই অস্ত্র নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবে।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! মহাত্মা অর্জ্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র বিদিত

থাকিয়াও কদাচ তোমার বিনাশের নিমিত্ত রোষভরে উহা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে কেবল তোমার অস্ত্র নিবারণের নিমিত্তই ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন; অচিরাৎ উহার প্রতিসংহারও করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা তোমার পিতার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াও কদাচ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই। মহাবীর অর্জ্জুন ধৈর্য্যশালী, সাধু ও সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ; তুমি কি নিমিত্ত তাঁহারে তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করিয়াছ। যে রাজ্যে দিব্যাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত হয়, সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। এই জন্য মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষমতাপন্ন হইয়াও প্রজাগণের হিতার্থ তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করিলেন না। হে দ্রোণতনয়! এক্ষণে আপনারে, পাণ্ডবগণকে ও তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি অবিলম্বে দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার পূর্ব্বক ক্রোধশূন্য হও। পাণ্ডবগণও নিরাপদ হউক। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কখনই অধর্ম্মানুসারে বিজয় বাসনা করেন না। এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণকে স্বীয় মস্তকস্থিত মণি প্রদান কর। উঁহারা সেই মণি গ্রহণ করিয়া তোমার প্রাণ দান করিবেন।

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, মহর্ষে! পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সকল ধনরত্ন আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষা আমার এই মনি শ্রেষ্ঠ। ইহা ধারণ করিলে শস্ত্রভয়, ব্যাধিভয় ও ক্ষুধা এককালে তিরোহিত হইয়া যায় এবং দেব, দানব, পন্নগ, রাক্ষস ও তস্কর হইতে শঙ্কার লেশমাত্র থাকে না। অতএব এই মণি কোন রূপেই পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাও আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই মণি বিদ্যমান আছে, আমিও উপস্থিত রহিয়াছি। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন; কিন্তু এই অমোঘ ঈষীকাস্ত্র পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভস্থ সন্তান সন্ততির উপর নিপতিত হইবে। আমি কোন ক্রমেই এই অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, হে দ্রোণপুত্র! এক্ষণে পাণ্ডবতনয়দিগের কামিনীগণের গর্ভে অস্ত্র নিক্ষেপ করাই তোমার কর্ত্তব্য। আর অন্য ইচ্ছা করিও না। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে দ্রোণতনয় পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভ উদ্দেশ করিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর মহামতি বাসুদেব পাপাত্মা অশ্বত্থামা পাণ্ডবকামিনীগণের গর্ভে ঈষীকাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন অবগত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহারে কহিলেন, দ্রোণতনয়! পূর্ব্বে এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ বিরাটনগরে বিরাটদুহিতা অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরারে কহিয়াছিলেন যে, রাজকুমারী! কৌরববংশ উৎসন্ন প্রায় হইলে তোমার গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। কৌরববংশের পরিক্ষীণাবস্থায় ঐ পুত্রের জন্ম হইবে বলিয়া উহার নাম পরিক্ষিৎ হইবে। হে আচার্য্যতনয়! সেই সাধু ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের পরিক্ষিৎ নামে এক বংশধর পুত্র উৎপন্ন হইবে।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক যাহা কহিলে, তাহা কদাচ সফল হইবে না। আমি যাহা কহিয়াছি, তাহাই ঘটিবে। দেখ, তুমি বিরাটদুহিতার গর্ভ রক্ষা করিবার বাসনা করিতেছ; কিন্তু আমার এই অস্ত্র অচিরাৎ তাহাতে নিপতিত হইবে। বাসুদেব কহিলেন, দ্রোণতনয়! তোমার দিব্যাস্ত্র কদাচ ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু সেই গর্ভস্থ বালক মৃত হইয়া পুনরায় জীবিত হইয়া সুদীর্ঘকাল বসুন্ধরা অধিকার করিবে। হে দ্রোণাত্মজ! মনীষিগণ তোমারে পাপপরায়ণ কাপুরুষ বলিয়া অবগত আছেন। তুমি বালকঘাতী, অতএব তোমারে এক্ষণে অবশ্যই এই পাপ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। তুমি অসহায় হইয়া মৌনভাবে তিন সহস্র বৎসর নির্জ্জন প্রদেশে পর্য্যটন করিবে; কদাচ লোকালয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না। তোমারে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ও পূয়শোণিতগন্ধ সম্পন্ন হইয়া নিরন্তর দুর্গম অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। আর পাণ্ডবকুলতিলক পরিক্ষিৎ ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে ষষ্টিবৎসর পৃথিবী পালন করিবে। হে নির্ব্বোধ! তোমার সমক্ষেই পরিক্ষিৎ কুরুকুলে রাজপদবী প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি তাহারে অস্ত্রানলে দগ্ধ করিলেও আমি পুনরায় তাহার জীবন প্রদান করিব। আজি তুমি আমার তপস্যা ও সত্যের পরাক্রম অবলোকন কর।

তখন ব্যাসদেব কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! তুমি যখন আমাদিগকে অনাদর করিয়া এই নিদারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে এবং যখন তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তখন বাসুদেব যাহা কহিলেন, তাহা তোমারে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! আমি এই জীবলোকে আপনারই সহিত বাস করিব, তাহা হইলেই আপনার ও বাসুদেবের বাক্য সত্য হইবে। অশ্বত্থামা এই বলিয়া পাণ্ডবগণকে সেই মণি প্রদান পূর্ব্বক বিষণ্ণমনে সর্ব্বসমক্ষে বনে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবেরাও সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক বাসুদেব, ব্যাস ও নারদকে সম্মান করিয়া সত্বরে কৃষ্ণের সহিত বায়ুবেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রায়োপবিষ্টা কৃষ্ণার নিকট ধাবমান হইলেন।

তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ মধ্যে শিবিরে গমন পূর্ব্বক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দ্রৌপদী শোকাকুলিত চিত্তে নিরানন্দে অবস্থান করিতেছেন। তখন পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত নিতান্ত দুঃখিত মনে দ্রৌপদী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দ্রৌপদীরে অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তোমার পুত্রহন্তারে পরাজয় করিয়া এই তাহা আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে তুমি উত্থিত হইয়া ইহা গ্রহণ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মরাজ সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিলে বাসুদেব যখন দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমন করেন, তৎকালে তুমি তাঁহারে কহিয়াছিলে, মধুসূদন! ধর্ম্মরাজ শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব বোধ হয়, আমার পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ কেহই নাই এবং তুমিও বিনষ্ট হইয়াছ। হে দ্রৌপদি! তুমি তৎকালে যে সকল ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুরূপ অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; এক্ষণে তৎসমুদায় স্মরণ কর। আমি আমাদিগের রাজ্যলাভের কণ্টকস্বরূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বিনাশ সাধন এবং জীবিতাবস্থায় দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের বৈরানল এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে আর কেহ কোন

অংশেই নিন্দা করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অশ্বত্থামারে পরাজয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও গুরু বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহার সমগ্র যশ অপহৃত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল কলেবরমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং সে মণিবিয়োজিত ও আয়ুধভ্রষ্ট হইয়া দীনহীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছে।

হে মহারাজ! মনস্বিনী দ্রৌপদী বৃকোদরের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নাথ! আমার মনোরথ সফল হইল। দেখ, গুরুপুত্রও আমার গুরু, অতএব তিনি যে মণি ধারণ করিতেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ উহা স্বীয় মস্তকে ধারণ করুন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর অনুরোধে সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। মণি ধর্ম্মরাজের মস্তকে সন্নিহিত হইলে চন্দ্রমণ্ডল মণ্ডিত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইল। তদ্দর্শনে পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরত্রয়ের হস্তে স্বীয় সমস্ত সৈন্য ও পুত্রগণের নিধন নিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, মধুসূদন! পাপাত্মা নরাধম অশ্বত্থামা কি রূপে আমার মহারথ পুত্রগণকে নিপাতিত করিল এবং কৃতাস্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদতনয়গণ লক্ষ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত, তাহারা কি নিমিত্ত দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্যও তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই, এক্ষণে সেই বীর কি কারণে অশ্বত্থামার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল। ফলত অশ্বত্থামা এমন কি উপায় অবলম্বন করিয়া একাকী আমার পক্ষীয় সমুদায় বীরের প্রাণ সংহার করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণকুমার নিশ্চয়ই দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহারই প্রসাদে একাকী সমুদায় বীরকে নিপাতিত করিয়াছে। ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইলে বলবীর্য্যের কথা দূরে থাকুক, অমরত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার প্রভাবে লোকে ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে সমর্থ হয়। আমি দেবদেব মহাদেবকে ও তাঁহার পুরাতন

কার্য্য সমুদায় বিশেষরূপে বিদিত আছি। তিনিই সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। তাঁহার প্রভাবে এই জগতের সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোক উৎপন্ন করিবার মানসে ভগবান্ রুদ্রেকে কহিলেন, তুমি অচিরাৎ ভূতগণের সৃষ্টি কর। ভগবান্ দেবদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে প্রজার সৃষ্টি করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সলিলে প্রবেশ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। বিধাতা তাঁহার নিমিত্ত বহুকাল প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে ভূতসৃষ্টির নিমিত্ত আর এক জন অমরের সৃষ্টি করিলেন। তিনি ভগবান্ রুদ্রকে জলমগ্ন দেখিয়া পিতারে কহিলেন, ভগবন্! যদি অন্য কেহ আমার অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে পারি। তখন কমলযোনি কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার অগ্রজ কেহই নাই। মহাদেব জলমগ্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আত্মকার্য্য নির্ব্বাহ কর। তখন অমর ব্রহ্মার বাক্যানুসারে সমুদায় ভূত ও দক্ষাদি সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। ঐ সমুদায় প্রজাপতি হইতেই এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর প্রজাগণ নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তারে ভক্ষণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট সহসা ধাবমান হইল। তখন তিনি ভীতচিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! প্রজাগণের আহার নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমারে পরিত্রাণ করুন। ব্রহ্মা তাঁহার বাক্য শ্রবণে প্রজাগণের আহারার্থ ঔষধি প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ সমুদায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই নিয়মানুসারে দুর্ব্বল প্রাণিগণ বলবান্দিগের আহারার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তখন প্রজাগণ আপনাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করিল এবং সকলেই স্ব স্ব জাতিতে অনুরক্ত হইয়া জীবসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! প্রজাগণ এইরূপে পরিবর্দ্ধিত ও লোকগুরু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইলে ভগবান্ মহাদেব সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত তেজঃপরিবর্দ্ধিত অসংখ্য প্রজা দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বিবিধ বাক্যে তাঁহারে সান্ত্বনা করত কহিলেন, মহাদেব! তুমি এত দীর্ঘ কাল সলিলমধ্যে অবস্থান করিয়া কি কার্য্য করিলে;

আর কি নিমিত্তই বা এক্ষণে আপনার লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিয়াছ? তখন মহাদেব কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে কহিলেন, বিধাতঃ! আমার অগোচরে আর এক জন এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব আমার এই লিঙ্গে আর প্রয়োজন কি? আমি জলমধ্যে তপস্যা করিয়া প্রজাগণের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিয়াছি। প্রজাদিগের ন্যায় ঔষধি সমুদায়ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। ভগবান্ রুদ্র এই বলিয়া ক্রোধভরে তপঃসাধনার্থ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনন্তর দেবযুগ অতীত হইলে দেবগণ বেদবিধানানুসারে যজ্ঞ করিবার মানসে হবিঃ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী সমুদায় আহরণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ-ভাগ কল্পনা সময়ে ভগবান্ ভূতভাবনকে বিশেষরূপ বিদিত ছিলেন না বলিয়া তাঁহার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই, কেবল আপনাদিগেরই ভাগ কল্পিত করিয়া-ছিলেন। তখন কৃত্তিবাসা ভূতপতি স্বীয় ভাগ কল্পনা না হওয়াতে প্রথমেই যজ্ঞনাশক শরাসনের সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! লোক-যজ্ঞ, ক্রিয়াযজ্ঞ, গৃহযজ্ঞ ও পঞ্চভূতযজ্ঞ এই চারি যজ্ঞ দ্বারা সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা মহেশ্বর ঐ সমুদায় যজ্ঞের মধ্যে লোকযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ দ্বারা পাঁচ কিষ্কু পরিমাণ এক শরাসন নির্ম্মাণ করিলেন। বষট্‌কার ঐ শরাসনের জ্যা হইল এবং চারি যজ্ঞাঙ্গ উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিল। তখন ভগবান্ মহা-দেব ক্রোধভরে সেই কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারিবেশে দেবগণের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। তাঁহারে ধনুষ্পাণি অবলোকন করিয়া বসুন্ধরা নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পর্ব্বত সকল কম্পিত হইতে লাগিল; সমীরণ স্থির হইলেন; হুতাশনও আর পূর্ব্ববৎ প্রজ্বলিত হইলেন না; অন্তরীক্ষমধ্যে নক্ষত্রমণ্ডল ভীত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; দিবাকরের আর সেরূপ জ্যোতি রহিল না; চন্দ্রমণ্ডল একবারে শোভাবিহীন হইল এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন দেবগণ নিতান্ত ভয়াভিভূত হইয়া বিষয়-জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং তাঁহাদের যজ্ঞেরও শোভা তিরোহিত হইয়া গেল। অন-ন্তর মহাদেব অতি ভীষণ শর দ্বারা সেই যজ্ঞকে বিদ্ধ করিলেন। যজ্ঞ বাণবিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক পাবকের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে লাগিল। মহেশ্বরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

এইরূপে যজ্ঞ তথা হইতে প্রস্থান করিলে দেবতাদিগের আর কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। তখন ভগবান্ বিরূপাক্ষ চাপকোটি দ্বারা সূর্য্যের ভুজযুগল, ভগের নয়নদ্বয় এবং পূষার দন্তপংক্তি বিনষ্ট করিলেন। তখন দেবগণ ও যজ্ঞাঙ্গ সমুদায় ভীত চিত্তে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ ঘূর্ণায়মান হইয়া তথায় মৃতবৎ নিপতিত রহিলেন। মহাত্মা মহাদেব এইরূপে সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া হাস্য বদনে শরাসন দ্বারা দেবগণের গতি রোধ করিলেন। ঐ সময় দেবগণের বাক্যে সহসা সেই শরাসনের জ্যা ছিন্ন হইয়া গেল। তখন দেবগণ দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে শরাসনবিহীন দেখিয়া যজ্ঞের সহিত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া শরণাগত হইলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া জলাশয়ে স্বীয় ক্রোধ সংস্থাপন করিলেন। সেই ক্রোধ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সলিল শোষণ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাদেব সূর্য্যকে ভুজ-যুগলদ্বয় ও পূষারে তাঁহার দন্তপংক্তি প্রদান করিয়া যজ্ঞ করিতে আদেশ করিলেন। তখন সমুদায় জগৎ সুস্থ হইল। দেবগণ সমস্ত হবণীয় দ্রব্যে মহেশ্বরের ভাগ কল্পনা করিলেন।

হে ধর্ম্মনন্দন! এইরূপে দেবাদিদেব মহাদেব ক্রুদ্ধ হওয়াতে সকলেই অসুস্থ হইয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হওয়াতে সমুদায় সুস্থ হইল। এক্ষণে সেই মহাবীর্য্যশালী ভগবান্ ভূতনাথ অশ্বত্থামার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই সে আপনার মহারথ পুত্রগণ এবং অনুচর সমবেত মহাবলশালী পাঞ্চালগণকে নিহত করিয়াছে। অশ্বত্থামার প্রভাবে কখনই এরূপ ঘটে নাই, কেবল মহাদেব-প্রসাদেই এই রূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে কার্য্যান্তর সাধনের চেষ্টা করুন।

ঐষীক পর্ব্ব সমাপ্ত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত।

স্ত্রী পর্ব্ব।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত
হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

—০:✻:০—

শ্রীসত্যচরণ বসু কর্ত্তৃক,
শ্যামপুকুর,—২নং অভয়চরণ ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত।

অষ্টম সংস্করণ।

"সংসারের সমস্ত ব্যাপার এই মহাভারতের অন্তর্গত, ইহাতে যাহা নাই,
তাহা আর কুত্রাপি দেখা যায় না।"

ঋষিবাক্য।

কলিকাতা,
এল্, এম্, প্রেস,—২৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২২ সাল।

ভূমিকা।

পুরাণসংগ্রহের এই খণ্ডে স্ত্রীপর্ব্ব প্রকাশিত হইল। এই পর্ব্ব জলপ্রাদানিক, স্ত্রীবিলাপ ও শ্রাদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়ে বিভক্ত। মহর্ষি বেদব্যাস এই পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা, কৌরবকামিনীগণের সমরাঙ্গন দর্শন ও বিলাপ এবং সমরনিহত যোধগণের দাহ ও অন্যান্য প্রেতকৃত্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই পর্ব্বে অন্ধরাজ লৌহময় ভীমভঙ্গ, পতিপরায়ণা গান্ধারী পুত্রশোকে কাতর হইয়া বাসুদেবকে "তুমি যদুবংশ ধ্বংসের কারণ হইবে" বলিয়া শাপ প্রদান এবং যশস্বিনী কুন্তী পাণ্ডবগণকে কর্ণের উদ্দেশে জলপ্রদান করাতে অনুরোধ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই করুণরস পরিপূর্ণ স্ত্রীপর্ব্ব রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই পর্ব্ব পাঠ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় করুণরসে আর্দ্র ও নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গলিত হইবে, সন্দেহ নাই।

কলিকাতা। }
১৭৮৫ শকাব্দা। }

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

মহাভারতীয় স্ত্রীপর্ব্বের সূচিপত্র।

স্ত্রীপর্ব্বের সূচিপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত।

স্ত্রী পর্ব্ব।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও উভয় পক্ষের সমুদায় সৈন্যসামন্ত নিহত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিলাম। অতঃপর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! অন্ধরাজের শত পুত্র নিহত হওয়াতে তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মূকের ন্যায় বাক্যালাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তাকুল চিত্তে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! শোক পরিত্যাগ করুন, শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হইয়াছে। বসুমতী জনশূন্য হইয়াছে। যে সকল ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ নানাদেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার সহিত প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আপনি পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্, জ্ঞাতি, গুরু ও পিতৃগণের যথাবিহিত প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশোকার্দ্দিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত দ্রুমের ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, সঞ্জয়! আমার পুত্র, অমাত্য ও সুহৃদ্গণ নিহত

হইয়াছে। অতঃপর চিরকালই আমারে দীন হীনের ন্যায় এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে হইবে। এক্ষণে বন্ধুবিহীন হইয়া জরাজীর্ণ পক্ষহীন বিহঙ্গমের ন্যায় আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? দিবাকর যেমন রশ্মিহীন হইলে নিতান্ত শোভাশূন্য হন, তদ্রূপ আমিও রাজ্যহীন, নেত্রহীন ও বন্ধুবিহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইলাম। পূর্ব্বে পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হিতবাক্য শ্রবণ করি নাই এবং বাসুদেব সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান ও ভীষ্মদেব ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে আমি তৎকালে বধিরের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলাম; এক্ষণে সেই অপরাধেই এই অনুতাপ করিতে হইল। হায়! বৃষভতুল্য মহাবীর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও সূর্য্যতুল্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমারে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্ব জন্মে কোন না কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, নচেৎ বিধাতা কেন আমারে এরূপ দুঃখভাগী করিবেন। দৈব প্রতিকূল হওয়াতেই আমারে এই বৃদ্ধাবস্থায় সমুদায় বন্ধু বান্ধবের বিনাশ দেখিতে হইল। পৃথিবীতে আমার তুল্য হতভাগ্য আর কেহই নাই। অতএব আজিই পাণ্ডবগণ আমারে ব্রহ্মলোক গমনের সুদীর্ঘ পথ আশ্রয় করিতে দর্শন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! তখন মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত শোকার্দ্দিত দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, নরনাথ! আপনি বৃদ্ধগণের মুখে সমুদায় বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন। সৃঞ্জয় পুত্রশোকার্ত্ত হইলে মুনিগণ তাঁহারে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আপনার অবিদিত নাই; অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। দুর্য্যোধন যৌবনমদে মত্ত হইলে আপনি অর্থলালসায় সুহৃদগণের বাক্য গ্রহণ করেন নাই, নিরন্তর কেবল দুঃশীলগণের বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতেন। এক্ষণে তাহারই ফল ভোগ করিতে হইতেছে। আপনার বুদ্ধি অসিস্বরূপ হইয়া আপনারেই ছেদন করিতেছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রূর, অহঙ্কারী, অল্পবুদ্ধি ও অসন্তুষ্ট ছিল। সে দুরাত্মা দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, চিত্রসেন ও মদ্ররাজ শল্যের মন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব

গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, বাসুদেব এবং ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। সতত কেবল যুদ্ধবাসনাই প্রকাশ করিত। সেই নিমিত্তই সে রাজ্যের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। আপনি বুদ্ধিমান্ ও সত্যবাদী। ভবাদৃশ ব্যক্তির শোক মোহের বশবর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। দেখুন, আপনি ধর্ম্মের সমাদর না করিয়া কেবল যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তিদিগকেই প্রশংসা করিতেন, সেই নিমিত্তই যাবতীয় ক্ষত্রিয় বিনষ্ট ও শত্রুদিগের যশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে উভয় পক্ষের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রগণকে হিতোপদেশ প্রদান বা উভয় পক্ষে সমভাব প্রদর্শন করেন নাই। হে মহারাজ ! যে কার্য্য করিলে শেষে অনুতাপ করিতে না হয়, সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই মনুষ্যের শ্রেয়ঃকল্প। আপনি পুত্রের প্রীতি সাধনার্থ তাহারই মতানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই আপনারে এক্ষণে অনুতাপ করিতে হইল। যে আপনার পতন বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মধুলোভে পর্ব্বতে আরোহণ করে, তাহারে নিশ্চয়ই নিপতিত হইয়া আপনার ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। শোক অর্থলাভ, ফললাভ, প্রিয়লাভ ও মোক্ষলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন ও বস্ত্রে সংযোগ পূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া দুঃখার্ত্ত হয়, তাহারে কখনই পণ্ডিত বলা যায় না। পূর্ব্বে আপনারা পিতা পুত্রে লোভরূপ ঘৃত ও বাক্যরূপ বায়ু দ্বারা পাণ্ডবরূপ ভীষণ হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। আপনার পুত্রগণ সেই সমিদ্ধ পাবকে শলভকুলের ন্যায় দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি অশ্রুজল দ্বারা মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতেছেন, উহা কিন্তু নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ। পণ্ডিতেরা কহেন যে, আত্মীয় ব্যক্তির শোকাশ্রু অনল স্বরূপ হইয়া মৃত ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। মহামতি সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে জনমেজয় ! সঞ্জয়ের বাক্যাবসানে মহাত্মা বিদুর অমৃততুল্য বাক্যে

রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত এবং মৃত্যুই জীবনের অন্ত। কৃতান্ত বীর ও ভীরু উভয়কেই আকর্ষণ করেন। অতএব ক্ষত্রিয়গণ কি নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইবেন? দেখুন, লোকে যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। ফলত কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! প্রাণি-গণের জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে অভাব থাকে, মধ্যে স্থিতি হয় এবং মৃত্যু হইলে পুনরায় অভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত দুঃখ করিবার তাৎপর্য্য কি? মনুষ্য নিতান্ত শোকাকুল হইলেও যখন মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে সমর্থ হয় না; তখন আপনি কি নিমিত্ত এইরূপ শোক প্রকাশ করিতেছেন। কৃতান্ত সকলকেই আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। কেহই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। তৃণাগ্র সমুদায় যেমন বায়ুবেগের বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কৃতান্তের বশীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। হে মহারাজ! সকলকেই সেই একমাত্র কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইতে হইবে। কাল সক-লেরই অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। অতএব মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোকের সম্ভাবনা কি? এক্ষণে যদি শাস্ত্রযুক্তি আপনার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সংগ্রামনিহত বীরগণের নিমিত্ত আর শোক প্রকাশ করিবেন না। তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। ঐ সকল বীর স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও ব্রতপরায়ণ; বিশেষত তাঁহারা যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি। আর দেখুন, জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে ঐ সমস্ত বীরগণের দর্শন লাভ হয় নাই এবং এক্ষণেও পুন-রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন; আর তাঁহাদিগের সহিত আপনার ও আপনার সহিত তাঁহাদিগের আর কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। হে মহারাজ! সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গলাভ এবং শত্রু বিনষ্ট করিলে যশোলাভ হইয়া

থাকে। এই উভয়বিধ বিষয়ই বহুগুণাত্মক ; সুতরাং যুদ্ধপ্রবৃত্তি কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। যাঁহারা সমরে নিহত হন, তাঁহারা ইন্দ্রের নিকট আতিথ্য লাভ করেন। দেবরাজ রণনিহত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অভীষ্ট লোক নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন, সন্দেহ নাই। বীরগণ সমরে প্রাণ ত্যাগ করিয়া যেমন অবিলম্বে স্বর্গ লাভ করেন, অন্যে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান, তপঃসাধন ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না। সেই সমস্ত মহাবীর বিপক্ষ বীরগণের দেহরূপ হুতাশনে শরনিকররূপ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অরাতিগণের শরবেগ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারাজ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গ লাভের সুলভ পথ আর কিছুই নাই। সেই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা ক্ষত্রিয় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহা-দিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আপনি শোক-বেগ সম্বরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। শোকে অভিভূত হইয়া আপনার কার্য্য বিস্মৃত হইবেন না। এই জগতে সহস্র সহস্র লোকের মাতা পিতা ও পুত্র কলত্র বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কেহই কাহারও নহে। এই সংসারে শোক ও ভয়ের অসংখ্য কারণ বিদ্যমান আছে ; তৎসমুদায় প্রতিনিয়ত মূর্খ-কেই অভিভূত করিয়া থাকে, পণ্ডিতের সম্মুখীন হইতে কদাচ সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! কাহারও উপর কালের প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। কাল কাহারই প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে না ; সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। সকল প্রাণীই কাল প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হয়। সকলে নিদ্রিত হইলেও একমাত্র কাল নিরন্তর জাগরিত থাকে। উহারে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। দেখুন, জীবন, যৌবন, রূপ, ধন, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস কিছুই চিরস্থায়ী নহে ; বিবেচক লোকেরা এই ভাবিয়াই ঐ সমস্ত বিষয়ে কোন ক্রমেই লিপ্ত হন না। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত একাকী এই সাধারণভোগ্য দুঃখ ভোগ করিতেছেন? লোকে দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অনুশোচন দ্বারা তাহার সেই দুঃখ কদাচ নিরাকৃত হয় না। দুঃখ চিন্তা না করাই দুঃখ নাশের প্রকৃত ঔষধ। নিরন্তর দুঃখ চিন্তা করিলে উহা কদাচ অপনীত হয় না, প্রত্যুত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা অনিষ্টাপাত

ও ইষ্টবিয়োগ এই দুই কারণ বশত মনোদুঃখে নিরন্তর দগ্ধ হয়। হে মহারাজ! শোক প্রকাশ করা ধর্ম্মানুশীলন, অর্থ চিন্তা বা সুখভোগ নহে। শোকাকুল হইলে লোকের কার্য্যক্ষতি ও ত্রিবর্গ নাশই হইয়া থাকে। মূর্খেরা বিশেষ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেই অবস্থায় সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে মানসিক দুঃখ ও ঔষধ প্রভাবে দৈহিক দুঃখ অপনীত করিবেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কাহারই দুঃখ দূরীকরণের তাদৃশ ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম মনুষ্য শয়ন করিলে তাহার পশ্চাৎ শয়ন, অবস্থান করিলে পশ্চাৎ অবস্থান ও ধাবমান হইলে উহা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকে। মনুষ্য যে যে অবস্থায় যেরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সেই অবস্থাতেই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং যে শরীরে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারে সেই শরীরে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার কৃত ও অকৃত কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখ ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দুঃখ হইয়া থাকে। সকলেই আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই ফলভোগে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কখনই জ্ঞানবিরুদ্ধ বহুপাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—মহাত্মন্! তোমার পরম উপাদেয় বাক্য শ্রবণে আমার শোক নিবারণ হইল। এক্ষণে আমি পুনরায় তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব পণ্ডিতেরা অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত মানসিক দুঃখ হইতে কি রূপে মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! যে যে উপায় দ্বারা মনোদুঃখ ও সুখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, পণ্ডিতেরা সেই সেই উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক সুখদুঃখ-বর্জ্জিত হইয়া শান্তি লাভ করেন। আমরা যা কিছু চিন্তা করি, সকলই অনিত্য। মানবগণ কদলীবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার পদার্থ। যখন বিদ্বান্,

মূর্খ, ধনবান্ ও নির্দ্ধন সকলে একত্র হইয়া স্নায়ুপরিবৃত অস্থিময় মাংসশূন্য গাত্রে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তৎকালে অপর লোকে কিরূপে তাহা-দিগের কুল, রূপ ও গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে? লোকে আপনার বুদ্ধির দোষেই পরস্পর লিপ্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা মানবদিগের দেহকে গৃহস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কালক্রমে সেই দেহ ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু জীবাত্মার কোন কালেই বিনাশ নাই। লোকে যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মা তদ্রূপ এক দেহ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব কার্য্য দ্বারাই ইহলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ ও সুখ দুঃখ লাভ হয় বলিয়াই মনুষ্য অবশই হউক ও স্ববশই হউক, সততই কর্ম্মভার বহন করে। যেমন মৃণ্ময় ভাণ্ডের মধ্যে কতগুলি কুলালচক্রে আরূঢ়, কতগুলি কিঞ্চিৎ আকার সম্পন্ন, কতগুলি সম্পূর্ণ গঠিত, কতগুলি ছিন্ন, কতগুলি অবরোপ্যমান্, কতগুলি অবতীর্ণ, কতগুলি শুষ্ক, কতগুলি অনলদগ্ধ, কতগুলি অনল হইতে উদ্ধৃত ও কতগুলি জনসমাজে ব্যবহৃত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ গর্ভবাসকালে, কেহ কেহ প্রসবান্তে, কেহ কেহ একদিন পরে, কেহ কেহ এক পক্ষান্তে, কেহ কেহ এক মাসাবসানে, কেহ কেহ এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে, কেহ কেহ যৌবনাবস্থায়, কেহ কেহ প্রৌঢ়াবস্থায় ও কেহ কেহ বৃদ্ধাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়া থাকে। ভূতগণ জন্মান্তরীণ কার্য্য দ্বারা ইহলোকে জন্ম গ্রহণ বা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! যখন সংসারের এইরূপ গতি, তখন আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? প্রাণিগণ যেমন সলিলে ক্রীড়া করিতে করিতে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন হয়, তদ্রূপ অল্পবুদ্ধি লোক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সংসারে ক্লেশ ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে সকল বিজ্ঞ লোক ইহলোকে প্রাণিগণের হিতচেষ্টা করেন, তাঁহাদিগেরই পরম গতি লাভ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে বাক্যবিশারদ! অতি দুর্জ্ঞেয় সংসারের গতি কিরূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, তুমি যথার্থরূপে উহা কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! প্রাণীদিগের জন্মাবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জীব সর্ব্ব প্রথমে গর্ভমধ্যে গাঢ় রক্তে লীন থাকে। পরে পঞ্চম মাস অতীত হইলে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইয়া মাংসশোণিতলিপ্ত অতি অপবিত্র স্থানে বাস করে। পরিশেষে বায়ুপ্রভাবে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া যোনিদ্বারে আগমন ও বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথা হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়পাশে বদ্ধ হইতে থাকে। তখন অন্যান্য বিবিধ উপদ্রব তাহারে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। গ্রহ সমুদায় আমিষলোলুপ সারমেয়গণের ন্যায় তাহার সন্নিধানে সমাগত হয়। ব্যাধি সকল কর্ম্মদোষে তাহার শরীরে প্রবেশ করে এবং আর আর বিবিধ ব্যসন তাহারে নিপীড়িত করিতে থাকে। মনুষ্য, বাল্যকালে এই প্রকার বিবিধ ক্লেশে পরিক্লিষ্ট হইয়া কোনক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় কাহারে সৎকর্ম্ম আর কাহারেই বা অসৎকর্ম্ম বলে, তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। তৎকালে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরাই তাহারে রক্ষা করিয়া থাকে। ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ক্রমে যমলোক গমনের সময় সমুপস্থিত হইতেছে বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যমদূত তাহারে যথাকালে আকর্ষণ পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। সংসারের কি চমৎকার গতি! লোকে বারংবার আপনি আপনার বিনাশের কারণ হইয়াও আপনারে উপেক্ষা করে। ক্রোধ, লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া একেবারে আত্মজ্ঞান রহিত হয় এবং কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রভাবে কুলহীনদিগকে ও ধনদর্পে দরিদ্রগণকে নিন্দা করিয়া থাকে। অনেকে অন্যের উপর দোষারোপ ও অন্যকে মূর্খ জ্ঞান করে; কিন্তু আপনার শাসন বা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যখন প্রাজ্ঞ ও মূর্খ, ধনবান ও নির্দ্ধন এবং মর্য্যাদাপন্ন ও মর্য্যাদাহীন সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্র হইয়া অস্থিভূয়িষ্ঠ শিরাসংযুক্ত মাংসশূন্য কলেবরে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তখন কেহ কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা তাহাদের কুল, রূপ ও গুণ অবগত হইতে পারে না। যখন সকলকেই সমভাবে ধরাতলে নিপতিত হইয়া দীর্ঘনিদ্রায় অভিভূত হইতে হইবে, তখন বুদ্ধিহীন মানবগণ কি নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে বাসনা করে। হে মহারাজ! যে ব্যক্তি জন্মাবধি এই বাক্য শ্রবণ করে,

তাহার অন্তে পরম গতি লাভ হয় এবং তাহার পক্ষে কোন পথই দুর্গম হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে বিদুর! যে বুদ্ধি প্রভাবে ধর্ম্মগহনে প্রবেশ করা যায়, সেই বুদ্ধির বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! আমি ভগবান্ ব্রহ্মারে নমস্কার করিয়া আপনার আদেশানুরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষিগণ সংসারকে বনস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে এক দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ বন সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ ও নিশাচরগণে সমাকীর্ণ ও ভীষণ শব্দে পরিপূরিত। উহা এরূপ ভয়ানক যে, দর্শন করিবামাত্র কৃতান্তকেও একান্ত ভীত হইতে হয়। সেই ভীষণ অরণ্য দর্শন করিয়া দ্বিজবরের অন্তঃকরণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি কাহার শরণাপন্ন হইব এই ভাবিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণভয়ে ধাবমান হইলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই সেই বনচরদিগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, ঐ ভীষণ কানন বন্ধনজালে সমাবৃত ও শৈলের ন্যায় সমুন্নত পঞ্চশীর্ষ নাগগণে সমাকীর্ণ। এক বৃহৎকায় কামিনী বাহুদ্বয়দ্বারা ঐ অরণ্য আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। ঐ কাননে সুদৃঢ় তৃণলতাদিমণ্ডিত একটা বৃহৎ কূপ বিদ্যমান ছিল। দ্বিজবর ভ্রমণ করিতে করিতে সেই লতাবিতানজড়িত গভীর কূপে নিপতিত ও লতাজালে লগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধপাদে অধোমস্তকে বৃন্তসংলগ্ন পনসফলের ন্যায় লম্বমান রহিলেন। ব্রাহ্মণ যে কূপমধ্যে লম্বমান হইয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এমন নহে, ঐ স্থানেও তাঁহার অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল। তিনি তথায় সেই অবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটা মহাসর্প ঐ কূপের অধোভাগে অবস্থিত রহিয়াছে এবং একটা ষড়্বক্ত্র দ্বাদশচরণ কৃষ্ণবর্ণ মদমত্ত মাতঙ্গ ক্রমে ক্রমে ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষের সমীপে আগমন করিতেছে। ঐ বৃক্ষের প্রশাখায় নানারূপধারী ভয়ঙ্কর মধুকরগণ মধুক্রম আবৃত করিয়া নিরন্তর প্রাণিগণের প্রার্থনীয় ব্রহ্মারও লোভনীয় অতি উপাদেয় মধু পান করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কতগুলি কৃষ্ণসর্প ও

শ্বেতবর্ণ মূষিক দশন দ্বারা ঐ পাদপ ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে মহারাজ! সেই বৃক্ষশাখা হইতে অনবরত মধুধারা নিঃসৃত হইতেছিল। ব্রাহ্মণ ঐ সঙ্কট সময়েও সতত সেই মধুধারা পান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি-লাভে সমর্থ হইলেন না। বরং উত্তরোত্তর তাঁহার অধিক লাভের প্রত্যাশা বলবতী হইতে লাগিল। তখন ঐ অবস্থাতেও তাঁহার জীবনে কিছুমাত্র নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল না। হে মহারাজ! ঐ অরণ্যে প্রথমত হিংস্রজন্তুগণ, দ্বিতীয়ত সেই ঘোররূপা কামিনী, তৃতীয়ত কূপের অধঃস্থিত মহাসর্প, চতুর্থত কূপমুখস্থ বৃক্ষাভিমুখে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গ, পঞ্চমত মূষিকদশনছিন্ন বৃক্ষের পতন ও ষষ্ঠত মধুলুব্ধ মধুকরগণ হইতে বিষম শঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে সেই অরণ্যে কূপমধ্যে সেই অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগি-লেন, কোন ক্রমেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তখন ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—হায়! সেই ব্রাহ্মণের তথায় অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর হইল, সন্দেহ নাই। তিনি কি নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন? তিনি যে স্থানে বাস করিতেছেন, সে স্থান কোথায় এবং তথা হইতে তাঁহার পরিত্রাণের উপায়ই বা কি, তাহা কীর্ত্তন কর। তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! মোক্ষধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান সংসারের আদর্শ স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মানবগণ উহা বিশেষ অবগত হইয়া সাবধানে অবস্থান করিতে পারিলে পরলোকে সুকৃত লাভে সমর্থ হয়। ইতিপূর্ব্বে আপনারে যে মহারণ্যের কথা কহিলাম, উহা মহাসংসার। উহাতে যে সকল হিংস্র জন্তু আছে, তাহারা ব্যাধি আর সেই বৃহৎকায় কামিনী রূপলাবণ্যবিনাশিনী জরা এবং সেই কূপ মানব-গণের দেহ স্বরূপ। ঐ কূপের অধোভাগে যে মহাসর্প বাস করিতেছে, সে মনুষ্যগণের সর্ব্বসংহারকর্ত্তা, প্রাণীদিগের অন্তক কাল। ঐ কূপমধ্যে যে লতা সঞ্জাত হইয়াছে এবং যাহাতে সেই ব্রাহ্মণ লম্বমান রহিয়াছে, উহা মনুষ্যদিগের জীবিতাশা। যে ষড়ানন কুঞ্জর ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষ সমীপে গমন করিতেছে, উহা সংবৎসর; উহার ছয় মুখ ছয় ঋতু এবং দ্বাদশ

চরণ দ্বাদশ মাস। যে সকল মূষিক ও পন্নগ ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতেছে, উহারা প্রাণিগণের আয়ুঃক্ষয়কর দিবা ও রাত্রি। আর যে সকল মধুকরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহারা কাম। আর সেই বৃক্ষ হইতে যে মধুধারা নিঃসৃত হইতেছে, উহা কামরস। মানবগণ ঐ রসে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকে। হে মহারাজ! পণ্ডিতগণ সংসারকে এইরূপ স্থির করিয়া উহাতে বদ্ধ হন না।

সপ্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—মহাত্মন্! তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতা প্রভাবে অদ্ভুত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে। তোমার বাক্যামৃত পান করিতে পুনর্ব্বার কৌতূহল হইতেছে।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! পণ্ডিতেরা যাহা শ্রবণ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হন, আমি পুনর্ব্বার সেই বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। লোকে যেমন অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইলে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া থাকে, তদ্রূপ নির্ব্বোধ লোকেরা এই সংসার পর্য্যটন ক্রমে বারংবার গর্ভবাস আশ্রয় করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা হইতে মুক্ত হন, এই নিমিত্ত শাস্ত্রবিৎ বিজ্ঞ লোকেরা এই সংসার-গহনকে পথ বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই এই পথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; কেবল পণ্ডিতগণ উহাতে বিরত হইয়া আছেন। ঐ পথে হিংস্রজন্তুর ন্যায় শারীরিক ও মানসিক বিবিধ ব্যাধি সতত মনুষ্যগণকে আক্রমণ করে। যদি কেহ কোন ক্রমে ব্যাধির হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা হইলে জরা ক্রমে ক্রমে তাহারে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার রূপ বিনাশ করিতে থাকে, কিন্তু মনুষ্য এরূপ নির্ব্বোধ যে, ঐ রূপ দুরবস্থাতেও কোনক্রমে জীবিতবাসনা পরিত্যাগ করে না; সততই শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বিলিপ্ত থাকে। সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবারাত্রি ক্রমে ক্রমে মনুষ্যগণের রূপ ও পরমায়ু ক্ষয় করিতে থাকে, কিন্তু ঐ নির্ব্বোধেরা উহাদিগকে কালের প্রতিনিধি বলিয়া অবগত হইতে পারে না। সকলে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাণিগণের শরীরকে যমের রথ, জীবনকে ঐ রথের সারথি, ইন্দ্রিয়গণকে উহার অশ্ব ও কর্ম্ম ও বুদ্ধিরে

ঐ অশ্বদিগের রশ্মি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্বগণকে বুদ্ধিরূপ প্রগ্রহ দ্বারা নিবৃত্ত না করিয়া তাহাদের অনুধাবন করে, তাহারে এই সংসার চক্রে চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। আর যাহারা ঐ অশ্বগণের সহিত ভ্রমণ করিয়াও মুগ্ধ না হয়, তাহাদিগকে এই সংসারে বারংবার ভ্রমণ করিতে হয় না।

হে মহারাজ! মানবগণকে এইরূপে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেই দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাতে উপেক্ষা করা কোনরূপেই বিধেয় নহে। উপেক্ষা করিলে উহা ক্রমে ক্রমে শতধা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহলোকে যিনি ক্রোধলোভে বিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, সন্তুষ্টচিত্ত ও সত্যবাদী, তিনিই শান্তি লাভে সমর্থ হন। আর যে ব্যক্তি নিতান্ত নির্ব্বোধ ও মুগ্ধ, সেই আপনার মত রাজ্য, সুহৃৎ ও পুত্র বিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া অনুতাপ ও দুঃখ ভোগ করে। সংযত চিত্ত সাধু ব্যক্তিরা জ্ঞানরূপ মহৌষধি প্রয়োগপূর্ব্বক দুঃখরূপ মহাব্যাধি নিরাকৃত করিয়া থাকেন। চিত্তস্থৈর্য্য দুঃখ বিমোচনের যেরূপ উৎকৃষ্ট উপায়, বিক্রম, অর্থ বা বন্ধুবান্ধব সেরূপ নহে। অতএব আপনি স্থিরচিত্ত হইয়া দুঃখ সংবরণ করুন। দম, দান ও অনবধানতা এই তিনটী ব্রহ্মার অশ্ব। যিনি শীলরূপ রশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক ঐ তিন অশ্বসংযুক্ত মানসরথে আরোহণ করিতে পারেন, তিনি শমনভয় পরিহারপূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হন। আর যিনি প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোকে গমন করেন। অভয়দানে যে রূপ ফল লাভ হয়, সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠানে ও নিত্য উপবাসেও সেরূপ ফল লাভ হয় না। প্রাণিগণের মধ্যে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই। কেহই মৃত্যু অভিলাষ করে না। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অসূক্ষ্মদর্শী ভ্রান্তবুদ্ধি মানবগণ মোহজালে জড়িত হইয়া অনবরত ভ্রমণ করিতে থাকে। আর সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মারা শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

অষ্টম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! পুত্রশোকার্ত্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের বাক্য শ্রবণানন্তর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,

বিদুর, সঞ্জয় এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও দ্বারপালগণ তাঁহারে তদবস্থ অব-লোকন করিয়া বহুক্ষণ সুশীতল জলসেক, তালবৃন্ত বীজন ও গাত্রসংস্পর্শ দ্বারা পরম যত্ন সহকারে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। এইরূপে অন্ধরাজ বহুক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া বিলাপ করত ব্যাসদেবকে কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম ! মানবদেহ ধারণে ধিক্ । মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেই পুত্র, অর্থ ও জ্ঞাতিকুটুম্ব বিনাশের নিমিত্ত পদে পদে বিষাগ্নিসদৃশ বিবিধ দুঃখ উপস্থিত হইয়া শরীর দগ্ধ ও বুদ্ধি বিনষ্ট করিতে থাকে। দুঃখাগ্নিতে দেহ দগ্ধ হইলে লোকে অচিরাৎ মৃত্যু প্রার্থনা করে। এক্ষণে দুর্ভাগ্যবশতই আমার এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে; অতঃপর প্রাণ পরিত্যাগ ব্যতীত এ দুঃখের আর নিষ্কৃতি দেখিতেছি না; অতএব আমি আজিই কলেবর পরিত্যাগ করিব। মহারাজ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এই কথা কহিয়া শোকে নিতান্ত অভিভূত ও চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস শোকসন্তপ্ত স্বীয় পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! আমি তোমারে যাহা কহি-তেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ, মেধাবী ও পরম ধার্ম্মিক। কোন বিষয়ই তোমার অবিদিত নাই। মর্ত্ত্যদিগের অনিত্যতা বিষয় বিশেষ অবগত আছ। যখন সমস্ত জীবলোক অনিত্য এবং জন্ম পরিগ্রহকারী ব্যক্তি-মাত্রেরই মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন তুমি কি নিমিত্ত শোক করিতেছ ? দৈব তোমার সাক্ষাতেই দুর্য্যোধনকে নিমিত্ত করিয়া তোমাদের এই বিরোধ উৎপাদন করিয়াছেন। সুতরাং কৌরবকুলের ধ্বংস দৈবায়ত্ত ও অখণ্ডনীয়; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পরলোকগত বীরগণের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ ? মহামতি বিদুর সন্ধি সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অতএব স্পষ্টই বোধ হই-তেছে যে, লোকে চিরকাল যত্ন করিলেও দৈব ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না।

হে বৎস ! দেবগণ তোমাদের কুলক্ষয়ের নিমিত্ত যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সেই বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন

করিব। উহা শ্রবণ করিলেই তোমার মন স্থির হইবে। পূর্ব্বে আমি একদা পুরন্দরের সভায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সমস্ত দেবতা ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন। ঐ সময় বসুমতীও স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকেতনে আমার নিমিত্ত যে কার্য্য সাধনে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, অচিরাৎ তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন সর্ব্বলোকপূজনীয় বিষ্ণু বসুমতীর সেই কথা শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, বসুন্ধরে! "ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন তোমার কার্য্য সাধন করিবে। সে ভূপতি হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে; ঐ দুরাত্মার কার্য্য সাধনার্থ অন্যান্য ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া দৃঢ়তর অস্ত্রাঘাতে পরস্পরের বধ সম্পাদন করিলেই তোমার ভার লাঘব হইবে। এক্ষণে অবিলম্বে স্বস্থানে গমন করিয়া লোকদিগকে ধারণ কর।

হে মহারাজ! তোমার পুত্র দুর্য্যোধন লোক সংহারের নিমিত্ত কলির অংশে গান্ধারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। সে নিতান্ত অমর্ষপরায়ণ, চপলস্বভাব, ক্রুদ্ধ ও দুর্ব্বিনীত ছিল। দৈবপ্রভাবে তাহার ভ্রাতৃগণও তৎসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল এবং শকুনি মাতুল ও কর্ণ পরম সখা হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের ন্যায় অন্যান্য অনেক ভূপতিও লোকবিনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। রাজা যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন হন, প্রজারাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে অধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম হইয়া উঠে। স্বামীর গুণ দোষ প্রভাবে ভৃত্যের গুণ দোষ সমুৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই। দুষ্ট রাজার দোষেই তোমার অন্যান্য তনয়গণ নিহত হইয়াছে। অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত অনর্থক শোক করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার পুত্রেরা নিতান্ত দুরাচার ছিল; তাহাদের দোষেই সমুদায় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এ বিষয়ে পাণ্ডবগণের অনুমাত্র অপরাধ নাই। পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ রাজসূয় যজ্ঞস্থলে যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন যে, মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের কুলক্ষয় করিবে, অতএব এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। ঐ সময় পাণ্ডবগণ নারদের সেই বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে

বৎস! এক্ষণে তোমার নিকট এই সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলাম। অতঃপর তুমি দৈবকৃত বিড়ম্বনা অবগত হইয়া শোক পরিত্যাগ, প্রাণধারণে যত্ন ও পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। আমি পূর্ব্বেই এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম। যুধিষ্ঠিরও আমার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের সহিত বিদ্রোহ ঘটনা না হইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবের বলবত্ত্ব ও অখণ্ডনীয়তা প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কাহারই কৃতান্তের নিয়ম অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। তুমি ধার্ম্মিক, বুদ্ধি-বিশারদ এবং প্রাণিগণের সদ্গতি ও দুর্গতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ; তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে মুগ্ধ হইতেছ? রাজা যুধিষ্ঠির তোমারে এরূপ শোকাভিভূত জানিতে পারিলে প্রাণ পরিত্যাগেও ক্ষান্ত হইবেন না। ধর্ম্মরাজ একান্ত ধীর। তিনি পশুপক্ষীর প্রতিও নিয়ত কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তোমার প্রতি তাঁহার দয়া না হইবার সম্ভাবনা কি? এক্ষণে তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা, দৈবের অখণ্ডনীয়তা অনুধ্যান ও পাণ্ডবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া জীবন ধারণ কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকসমাজে কীর্ত্তি লাভ, ধর্ম্মার্থের অনুশীলন ও দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে। অতঃপর প্রজ্ঞারূপ জলসেচন দ্বারা প্রজ্বলিত পুত্রশোকানল নির্ব্বাপিত করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজা বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আমি গুরুতর শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি। বারংবার মোহ উপস্থিত হওয়াতে আমার আত্ম-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার মুখে নিগূঢ় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবগত হইলাম যে, আমার পুত্রগণ দৈব প্রভাবেই নিহত হইয়াছে। অতএব আর আমি প্রাণত্যাগের বাসনা বা শোক করিব না। মহা-রাজ! তখন মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

নবম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ বেদব্যাস প্রস্থান করিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? আর ঐ সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি বীরত্রয়

কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন; তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয় দুর্য্যোধন ও তাঁহার সৈন্যগণের বিনাশে হতবুদ্ধি হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! নানাদেশীয় ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত পিতৃলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। দুর্য্যোধন বৈরতা উচ্ছিন্ন করিবার মানসে সমুদায় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি যথানিয়মে পুত্র পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করুন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিচেতন ও মৃতকল্প হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা বিদুর তাঁহারে ভূতলশায়ী দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় জীবকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। প্রাণিগণের জন্মের পূর্ব্বে অভাব, তৎপরে কিয়দ্দিন মাত্র স্থিতি এবং পরিশেষে নিধনানন্তর পুনরায় অভাব লক্ষিত হয়। অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা বিজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য নহে। শোক করিলে মৃত ব্যক্তিরে প্রাপ্ত বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়া যায় না। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন। দেখুন, লোকে সংগ্রামবিমুখ হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। কাল সমুদায় জীবকেই আকর্ষণ করে। কালের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তৃণরাশি যেমন বায়ুর বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, প্রাণিগণও তদ্রূপ কালের বশীভূত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। ইহলোকস্থ সমুদায় জীবগণকেই এক স্থানে গমন করিতে হইবে। অতএব কালবশবর্ত্তী ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর আপনি যে সমস্ত মহাত্মার নিমিত্ত শোক করিতেছেন, বস্তুত তাঁহারা শোচ্য নহেন। তাঁহারা সমরে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। বীরগণ যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়া যেরূপ সহজে স্বর্গ লাভ করেন, অন্যান্য লোকে প্রভূতদক্ষিণ বহুসংখ্যক যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যা

প্রভাবে সেরূপ সহজে স্বর্গারোহণে সমর্থ হয় না। আপনার পক্ষীয় সমুদায় বীরই বেদবেত্তা ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংগ্রাম-বিমুখ হন নাই। তাঁহারা বিপক্ষদিগের শরীরানলে শরাহুতি প্রদান ও অনায়াসে শত্রুনিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাদের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের স্বর্গ-লাভের উত্তম পথ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংগ্রাম অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। আপনার পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কখনই শোচনীয় নহেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং আশ্বাসিত হইয়া শোক সম্বরণ করুন। শোকাভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন না।

দশম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যান সুসজ্জিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় বিদুরকে কহিলেন, মহাত্মন্! তুমি গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য মহিলাগণকে অবিলম্বে আনয়ন কর। অন্ধরাজ বিদুরকে এই কথা বলিয়া শোকসন্তপ্ত চিত্তে যানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিলেন। রোরুদ্যমানা রমণীগণ রাজার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বিদুর শোকসন্তপ্ত-চিত্তে আর্ত্তস্বরে সেই রোরুদ্যমানা কুলকামিনীদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক রথে সংস্থাপিত করিয়া পুর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবগণের প্রতিগৃহে আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শোকে নিতান্ত অভিভূত হইল। পূর্ব্বে দেবগণও যে রমণীগণের মুখাবলোকন করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাঁহারা অনাথা হইয়া সামান্য লোকের নেত্র-পথে নিপতিত হইতে লাগিল। আলোলিতকেশা একবস্ত্রা কামিনীগণ অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক হরিণীগণ যেমন যূথপতির বিনাশে দুঃখার্ত্ত হইয়া শৈলগুহা হইতে বহির্গত হয় তদ্রূপ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং শোকাকুলিত চিত্তে অঙ্গনচারিণী ঘোটকীর ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইয়া

পিতা পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন তাঁহারা যুগান্তকালীন লোক সংক্ষয়ের বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। ঐ সময় তাঁহারা শোকে নিতান্ত হতজ্ঞান হইয়া কোন প্রকারেই কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে যে কামিনীগণ সখীজনের নিকটেও লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া থাকিতেন, এক্ষণে শ্বশ্রূদিগের সমীপেই লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা অল্প শোকের কারণ উপস্থিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাস প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন এক্ষণে তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে সেই রোরুদ্যমানা রমণীগণে পরিবৃত হইয়া দুঃখিতমনে সমরাঙ্গনে যাত্রা করিলেন। শিল্পী, বণিক ও বেশ্যারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহিলাগণের আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন ব্যথিত হইয়া উঠিল। বীরগণ যুগান্তকালে প্রাণিগণের ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিল এবং অনুরক্ত পুরবাসিগণ ব্যথিতহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পরিজনগণ এক ক্রোশ মাত্র গমন করিলে মহারথ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ বীরত্রয় জ্ঞানচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে রোরুদ্যমান নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমাদের অন্যান্য সমুদায় সৈন্যই বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট আছি।

অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজ্ঞি! তোমার পুত্রগণ যখন নির্ভীক চিত্তে বীরজনোচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধারণ করিয়া অমরগণের ন্যায় সুনির্ম্মল দিব্যলোকে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদের পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই সমরে পরা-

মুখ বা শত্রুগণের শরণাপন্ন হইয়া নিহত হয় নাই। প্রাচীন মহাত্মারা ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই উৎকৃষ্ট গতিলাভের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাহাদের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার পুত্রগণের অরাতি পাণ্ডবগণও সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও আমি আমরা তিন জন, দুরাত্মা ভীমসেন অধর্ম্মানুসারে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র সেই রজনীতে শিবির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিয়াছি। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আমাদের হস্তে নিহত হইয়াছে। আমরা এইরূপে তোমার পুত্রের শত্রুগণকে বিনাশপূর্ব্বক পরিশেষে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ রোষভরে নিশ্চয়ই বৈরনির্যাতনার্থ সমাগত হইবে, বিবেচনা করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি। পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ পুত্রদিগের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আমাদিগকে সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতঃপর আর এ স্থানে অবস্থান করিতে সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি শোক সম্বরণ করিয়া আমাদিগকে প্রস্থানে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজও আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করুন।

হে জনমেজয়! অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বারংবার নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাগীরথীর অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন চিত্তে তিন জনে তিন দিকে ধাবমান হইলেন! মহাবীর কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা স্বীয় রাজধানীতে এবং দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরত্রয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে গমনে প্রবৃত্ত হইলেই মহারথ পাণ্ডবগণ পথিমধ্যে অশ্বত্থামারে আক্রমণ করিয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পরাজিত করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মহাত্মা বাসুদেব, সাত্যকি, যুযুৎসু ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। দ্রৌপ-

দী ও দুঃখশোকাকুলিত চিত্তে পাঞ্চালমহিলাগণের সহিত ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, পুত্রশোক-পীড়িত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহিলাগণে পরিবৃত হইয়া ভাগীরথীতীরাভিমুখে গমন করিতেছেন। কামিনীগণ কুররীর ন্যায় দুঃখিত মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন, হা ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তোমার সে ধর্ম্মানুরাগিতা ও অনৃশংসতা কোথায় গেল! তুমি কিরূপে ভ্রাতা, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকে বিনাশ করিলে! মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও জয়দ্রথকে সংহার করিয়া কি তোমার মন ব্যথিত হইতেছে না! এক্ষণে মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং গুরু ও ভ্রাতৃগণ বিরহে তোমার রাজ্যলাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহিলাগণের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিতে করিতে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে অন্যান্য পাণ্ডবেরাও স্ব স্ব নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক অন্ধরাজের অভিবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র অপ্রসন্ন মনে ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সম্পন্ন করিবার মানসে ভীমকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন তাঁহার শোকানল ক্রোধসমী-রণে সন্ধুক্ষিত হইয়া ভীমসেনরূপ তৃণরাশি দগ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছে। হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব ইহার পুর্ব্বেই ভীমের উপর ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি অন্ধরাজের ভাব দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইয়া ভীমকে হস্ত দ্বারা অবরোধপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে সেই লৌহময় ভীম প্রদান করিলেন। অযুত নাগতুল্য বলশালী মহারাজ ধৃত-রাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমকে প্রাপ্তিমাত্র ভুজ দ্বারা গ্রহণ করিয়া যথার্থ ভীম বোধে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভীমের লৌহময় প্রতিকৃতি চূর্ণ করিবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রের বক্ষঃস্থল বিমথিত হইয়া গেল এবং আস্যদেশ হইতে অনবরত রুধিরপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি শোণিতসিক্ত কলে-বরে পুষ্পিত পারিজাতের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় তাঁহারে অবলম্বন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে হা ভীম! হা ভীম!

বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব অন্ধরাজকে ক্রোধহীন ও ভীমবধে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনি লৌহময় ভীমকে চূর্ণ করিয়াছেন; প্রকৃত ভীমকে বিনাশ করেন নাই। আমি আপনারে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া ভীমকে মৃত্যুর দশনান্তর্গত বোধ করিয়া অগ্রেই অপসারিত করিয়াছিলাম। আপনার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। আপনি ভুজযুগল দ্বারা পরিগ্রহ করিলে কোন্ ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে পারে। কৃতান্তের সন্নিহিত হইলে যেমন কেহ জীবিত সত্ত্বে বিমুক্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনার বাহুযুগলের মধ্যগত হইলে কোন বীরই জীবিত লাভে সমর্থ হয় না। আমি সেই নিমিত্তই আপনার নিকট দুর্য্যোধননির্ম্মিত লৌহময় ভীমপ্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আপনার মন পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত ও ধর্ম্মভাবশূন্য হইয়াছে, এই নিমিত্তই আপনি ভীমসেনকে বিনাশ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুত ভীমকে সংহার করা আপনার শ্রেয় নহে। দেখুন, আপনার পুত্রগণ কদাচ জীবিত থাকিতেন না। নচেৎ আমরা পূর্ব্বে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াও কি নিমিত্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না? অতএব এক্ষণে উহা বিশেষরূপে অনুধ্যান করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর পরিচারকগণ অন্ধরাজের গাত্র প্রক্ষালনাদি শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিলে বাসুদেব পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, নরনাথ! আপনি সমস্ত কার্য্যাকার্য্য বিবেচনায় সমর্থ ও বহুদর্শী এবং বেদ, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তবে কি নিমিত্ত স্বয়ং অপরাধ করিয়া ঈদৃশ কোপ প্রকাশ করিতেছেন? তৎকালে আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও সঞ্জয় আমরা সকলে আপনারে কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ সমধিক বলবীর্য্যশালী; সুতরাং তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনই অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন্! আমরা ঐ রূপে বারংবার আপনারে সন্ধি স্থাপনে অনুরোধ করিলেও আপনি সে সময় আমাদিগের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলেন; কোন ক্রমেই তদনুরূপ কার্য্য করিলেন না। দেখুন, যে স্থিরবুদ্ধি

মহীপাল স্বয়ং আপনার দোষ দর্শন ও দেশকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, তিনি মঙ্গল লাভে সমর্থ হন। আর যিনি হিতাহিত বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহারে নিশ্চয়ই দুর্নীতি নিবন্ধন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শোক করিতে হয়। আপনি নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব ও দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী ছিলেন বলিয়াই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমসেনকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ভীমের অপরাধ কি? যে নীচাশয় স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক দ্রৌপদীরে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, মহাবীর বৃকোদর তাহারে বিনাশ করিয়া বৈর নির্যাতন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি নিরপরাধে পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, আর দুর্য্যোধনও উহাদের উপর কত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধ সংবরণ করুন।

হে জনমেজয়! দেবকীপুত্র বাসুদেব এইরূপ কহিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! তুমি যাহা যাহা কহিতেছ, তৎসমুদায়ই সত্য, কিন্তু বলবান্ অপত্যস্নেহ আমারে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়াছিল, সেই নিমিত্তই আমি ভীমের অশুভানুষ্ঠানে বাসনা করিয়াছিলাম। তুমি ভাগ্যক্রমে সত্যপরাক্রম মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে রক্ষা করাতে সে আমার ভুজপঞ্জরে নিপতিত হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; আমার শোকতাপ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে; অতঃপর মহাবীর ভীমসেনকে কুশল প্রশ্ন ও সাদর সম্ভাষণ করিব। আমার তনয়গণ ও অন্যান্য ভূপতি সমুদায় নিহত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে পাণ্ডুতনয়গণই আমার প্রীতি ও মঙ্গলের আস্পদ হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন। পুত্রশোকার্ত্তা পতিপরায়ণা গান্ধাররাজদুহিতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অরাতিবিহীন অবগত হইয়া শাপ প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন। ঐ সময় দিব্যদৃষ্টি সর্ব্বভূতভাববেত্তা সত্যবতী-

পুত্র বেদব্যাস পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভাগীরথীর বিমল জলে অবগাহন পূর্ব্বক মনোমারুতবেগে অচিরাৎ পুত্রবধূর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে শান্ত করিবার মানসে কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিগুণ অবলম্বন কর। ইতিপূর্ব্বে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন অরাতিগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবসই সময়ে সময়ে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিল, মাত! আমি শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন। তুমিও সেই সেই সময়ে তাহারে কহিয়াছিলে, বৎস! যেখানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। হে কল্যাণি! তুমি সমুদায় প্রাণীর হিতচেষ্টায় নিরত। তোমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। মহাত্মা পাণ্ডবগণ তুমুল যুদ্ধে অসংখ্য নৃপতির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া তোমার বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছে। পূর্ব্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমাগুণ ছিল, আজি তুমি কি নিমিত্ত সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ। এক্ষণে অধর্ম্মকে পরাজয় করাই তোমার কর্ত্তব্য। যেখানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক এক্ষণে কোপ সম্বরণ কর।

গান্ধারী কহিলেন, ভগবন্! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষা নাই। আর উহারা যে বিনষ্ট হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু পুত্রশোকে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিহ্বল হইতেছে। কুন্তী যেমন পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমার এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবেরও কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ দর্পপ্রভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াই নিহত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি না। কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন যে দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক তাহারে অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুণ দেখিয়া বাসুদেবের সাক্ষাতে তাহার নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিয়াছে, উহার সেই অধর্ম্মই আমার কোপানল প্রজ্বলিত

করিতেছে। সংগ্রামস্থলে আপনার প্রাণরক্ষার্থ সাধুজনসমুদ্দিস্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কি বীরপুরুষের উচিত কার্য্য?

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর ভীমসেন গান্ধারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ভীত চিত্তে তাঁহারে অনুনয় সহকারে কহিতে লাগিলেন, মাত! আমি আত্মরক্ষা করিবার মানসে ভয়প্রযুক্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ধর্ম্মই হউক, আর অধর্ম্মই হউক, আপনি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি অধর্ম্মানুসারেই আপনার আত্মজকে বিনাশ করিয়াছি। ধর্ম্মযুদ্ধে তাহারে সংহার করা নিতান্ত দুষ্কর এবং সে আমারে বিনাশ করিলেই রাজ্য গ্রহণ করিবে, এই ভাবিয়াই আমি অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মরাজকে পরাজয়, আমাদিগের সহিত সতত শঠতাচরণ এবং একবস্ত্রা রজস্বলা রাজকুমারী দ্রৌপদীর প্রতি বিবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। বিশেষত তাহারে আয়ত্ত না করিলে আমাদিগের এই সসাগরা বসুন্ধরা ভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, এই নিমিত্তই আমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে আর্য্যে! যৎকালে সেই দুরাচার সভামধ্যে আমাদিগের প্রতি যথোচিত কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীরে বাম উরু প্রদর্শন করিয়াছিল, আমরা তৎকালেই তাহারে বিনাশ করিতাম, কেবল ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারেই এত দিন সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। হে আর্য্যে! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপে ধর্ম্মরাজের অন্তঃকরণে বৈরানল সন্ধুক্ষিত করিয়া আমাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক বিস্তর ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই ঐরূপ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে দুর্য্যোধন বিনষ্ট হওয়াতে বৈরানল এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়াছেন এবং আমরাও রোষশূন্য হইয়াছি।

তখন গান্ধারী বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভীম! তুমি বৈরনির্য্যাতন মানসে দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে নিহত করিয়া প্রশংসার কার্য্য কর নাই। আর বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনষ্ট করিলে তুমি যে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছিলে, তোমার সেই কার্য্যটি সাধুজনবিগর্হিত, ক্রূর ও অনার্য্য জনের সমুচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তখন ভীমসেন কহিলেন,

আর্য্যে! আত্মীয়ের কথা দূরে থাকুক, অপরেরও রুধির পান করা অকর্ত্তব্য; বিশেষত ভ্রাতা আত্মার তুল্য, সুতরাং দুঃশাসনের রুধির পান আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত, তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু বস্তুত আমি তাহার রুধির পান করি নাই, দুঃশাসনের শোণিত আমার অধর ওষ্ঠ অতিক্রম করিয়া উদরস্থ হয় নাই; কেবল তাহার শোণিতে আমার হস্তদ্বয় সংসিক্ত হইয়াছিল। এই বিষয় মহাবীর কর্ণ সম্যক্ অবগত ছিলেন। বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনাশ করিলে আপনার আত্মজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিল। আমি তৎকালে তাহাদিগের ত্রাসোৎপাদনের নিমিত্ত ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। আর দেখুন, দ্রৌপদী দ্যূতে পরাজিত হইলে দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ করাতে আমি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া তাহার রুধির পান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা অদ্যাপি আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। যদি আমি সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিতাম, তাহা হইলে আমারে যাবজ্জীবন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে হইত; এই নিমিত্তই আমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার পুত্রগণ আমাদিগের নিকট বিলক্ষণ অপরাধী হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহাদিগকে শাসন না করিয়া এক্ষণে আমারে কি নিমিত্ত দোষী করিতেছেন?

তখন গান্ধারী কহিলেন, বৎস! তুমি আমাদিগের এক শত পুত্রের মধ্যে যে তোমাদের অল্প অপরাধ করিয়াছিল, এমন একটিরেও কি নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখিলে না? সেই পুত্রই এই অন্ধদ্বয়ের যষ্টিস্বরূপ হইত। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি, আমাদিগের রাজ্যও অপহৃত হইয়াছে, এখন তুমিই আমাদিগের পুত্রস্বরূপ হইলে। যাহা হউক, যদি তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে, তাহা হইলে আমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত হইত না।

হে মহারাজ! পুত্রপৌত্রবধপীড়িতা রাজমহিষী গান্ধারী এই বলিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে পুনরায় কহিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়? তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত কলেবরে গান্ধাররাজতনয়ার সন্নিহিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবি! আমি আপনার পুত্রহন্তা, অতি নৃশংস এবং আপনাদিগের রাজ্যনাশের একমাত্র হেতু; আপনি এক্ষণে আমারে

অভিশাপ প্রদান করুন। আমি আপনার শাপ প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। আর্য্যে! আমি মিত্রদ্রোহী ও মূঢ়। আমি যখন তাদৃশ সুহৃদ্গণকে বিনষ্ট করিয়াছি, তখন আমার রাজ্য, জীবন ও ধনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দেহ অবনত করিয়া গান্ধারীর চরণে নিপতিত হইবার উপক্রম করিলেন। তখন দূরদর্শিনী গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আবরণের মধ্য হইতে তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ দর্শন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত হইবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির কুনখী হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বাসুদেবের পশ্চাৎ ভাগে গমন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলেই ভীত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক জননীর ন্যায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ গান্ধারীর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক বীরপ্রসূতি জননী কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী বহুদিন তনয়গণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ না করিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বসনে মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রগণকে অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত কলেবর দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের গাত্রে বারংবার করস্পর্শ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তৎপরে তিনি হতপুত্রা দ্রৌপদীরে ভূতলে নিপাতিত ও অনর্গল নির্গলিত অশ্রুজলে অভিষিক্ত দেখিয়া বিস্তর অনুতাপ করিলেন।

তখন দ্রৌপদী কুন্তীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—আর্য্যে! এক্ষণে অভিমন্যু ও আমার পুত্রেরা কোথায় গেল! তাহারা বহু দিনের পর এখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে না! আমি যখন পুত্রহীন হইয়াছি, তখন আর আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? তখন বিশাললোচনা কুন্তী যাজ্ঞসেনীরে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিয়া পুত্রগণের সহিত আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যশস্বিনী গান্ধাররাজতনয়া স্বীয় পুত্রবধূর সহিত তথায় আগমন করিয়া দ্রৌপদীরে কহিলেন, বৎসে! তুমি আর দুঃখ প্রকাশ করিও না; দেখ, আমিও শোকদুঃখে একান্ত আকুল হইয়াছি, এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই লোকক্ষয় কালকৃত ও অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বে মহামতি বাসুদেব শান্তিস্থাপনের উদ্দেশে আগমন করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়াতে মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সত্যই হইল। এক্ষণে এই দুর্নিবার হত্যাকাণ্ড অতিক্রান্ত হইয়াছে ; অতএব এ সময়ে আর শোক প্রকাশের আবশ্যকতা নাই। যাহারা সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত শোক করা অবিধেয়। আর দেখ, তুমি যেরূপ শোকে আকুল হইয়াছ, আমিও তদ্রূপ কাতর হইয়াছি ; সুতরাং এক্ষণে কে আমাদিগকে আশ্বাসিত করিবে ? বস্তুত আমারই দোষে এই কুলক্ষয় হইল।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বাধ্যায়।

—✻••✻—

ষোড়শ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! ব্রহ্মচারিণী পতিপরায়ণা গান্ধারী দ্রৌপদীরে এই কথা বলিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রদত্ত বরপ্রভাবে দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই স্থানে থাকিয়াই কৌরবগণের রণভূমি দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থান ভগ্ন রথ, অস্থি, কেশ ও শোণিতে সমাবৃত এবং নর, অশ্ব ও গজ সমুদায়ের রুধিরোক্ষিত মৃতদেহে পরিপূর্ণ ছিল। অসংখ্য অশ্ব, গজ ও নরনারীগণ ঐ স্থানে ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছিল এবং শৃগাল, বক, কাকোল, কঙ্ক, কাক, গৃধ্র ও রাক্ষসগণ মহা আহ্লাদে ইতস্তত ধাবমান হইতেছিল। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন গান্ধারী দূর হইতে সেই রণস্থল অবলোকন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বেদব্যাসের অনুজ্ঞাক্রমে বাসুদেব ও বন্ধুবিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া কৌরব মহিলাগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামভূমিতে গমন করিলেন। অনাথা কৌরববণিতাগণ কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও বা ভর্ত্তা প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। গোমায়ু, বল, বায়স, ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসগণ পরমানন্দে সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। কামিনীগণ এইরূপে

সেই শ্মশানসদৃশ সমরভূমি নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে করিতে বিচিত্র যান হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ ব্যাপার দর্শনে স্খলিতদেহ হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন এবং কেহ কেহ নিতান্ত পরিশ্রম বশত বিচেতন হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় পাঞ্চাল ও কৌরব-কামিনীগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারী দুঃখার্ত্ত নারীগণের রোদনশব্দে সমরভূমির চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ দেখিয়া পুণ্ডরীকলোচন মধুসূদনকে সম্বোধন পূর্ব্বক করুণ বচনে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, আমার বধূগণ অনাথা হইয়া আলোলিতকেশে কুররীযূথের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতৃ ও ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করিয়া তাহাদের মৃতদেহের নিকট ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, সমরাঙ্গণ পুত্রহীনা বীরজননী ও পতিহীন বীর-পত্নীগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তেজস্বী পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরভূমি মহাবীরগণের কাঞ্চনময় কবচ, দিব্য মণি, অঙ্গদ, কেয়ূর, মাল্য, শক্তি, পরিঘ, সুতীক্ষ্ণ খড়্গ, শর ও শরাসন সমূহে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। ক্রব্যাদগণ স্থানে স্থানে অবস্থান, ক্রীড়া ও শয়ন করিতেছে। হে মধুসূদন! সমরভূমির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। কৌরব ও পাঞ্চালগণ নিহত হওয়াতে বোধ হইতেছে, এক-কালে পঞ্চভূত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, সুপর্ণ ও গৃধ্রগণ শোণিতসিক্ত সহস্র সহস্র বীরকে গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছে। মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অভিমন্যুর বিনাশ চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়! হায়! আজি ঐ সকল দুর্য্যোধনবশবর্ত্তী অমর্ষপরায়ণ অবধ্যকল্প বীরগণ নিহত ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া গৃধ্র, কঙ্ক, বল, শ্যেন, কুক্কুর ও শৃগালগণের ভক্ষ্য হইয়াছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে সুকোমল নির্ম্মল শয্যায় শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা নিহত হইয়া বিস্তৃত বসুধাতলে শয়ান রহিয়াছেন। যাঁহারা যথাসময়ে বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতেন, আজি তাঁহাদিগকে শিবাগণের বিবিধ অশুভ ধ্বনি শ্রবণ করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারা অগুরুচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা ধূলিজালে ধূসরিত হইয়াছেন। গৃধ্র,

গোমায়ু ও বায়সগণ এক্ষণে উঁহাদিগের আভরণ হইয়াছে। ভয়ঙ্কর জম্বুকগণ বারংবার ভীষণ চীৎকার করত উঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। যুদ্ধাভিমানী নিহত বীরগণ নিশিত শরনিকর, খড়্গ ও বিমল গদা ধারণ পূর্ব্বক জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বিচিত্র মাল্য সমলঙ্কৃত ঋষভতুল্য অসংখ্য বীর নিশাচরগণ কর্ত্তৃক ধরাতলে বিঘট্টিত হইতেছেন। পরিঘধারী সহস্র সহস্র মহাবীর প্রিয়তমার ন্যায় গদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছেন। রাক্ষসগণ বর্ম্ম ও আয়ুধধারী অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবিত বিবেচনা করিয়া ভয়ে আকর্ষণ করিতেছে না। রাক্ষসসমাকৃষ্ট বহুসংখ্যক বীরপুরুষের সুবর্ণময় বিচিত্র হার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। শৃগালেরা ভীত হইয়া নিহত বীরগণের কণ্ঠাবলম্বী হার আকর্ষণ করিতেছে। সুশিক্ষিত বন্দিগণ পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ দ্বারা যাহাদিগকে আনন্দিত করিত, এক্ষণে রমণীগণ দুঃখ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহাদিগের নিকট করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। এই দেখ, কৌরব কামিনীগণের মনোহর বদনমণ্ডল নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উহারা অবিরল বাষ্পাকুললোচনে দুঃখিতমনে ইতস্তত গমন করিতেছে। উহাদিগের মুখমণ্ডল অনবরত রোদন ও রোষপ্রভাবে রক্তবর্ণ হইয়া রক্তোৎপলবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহারা ভীষণ রোদনকোলাহল প্রভাবে পরস্পরের অপরিস্ফুট বিলাপশব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অনেকে বারংবার বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখে নিস্পন্দ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। অনেকে ভর্ত্তৃগণের মৃত দেহ দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও শিরে করাঘাত করিতেছে। এই দেখ, বীরগণের ছিন্ন মস্তক, হস্ত ও স্তূপাকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহিলাগণ বীরগণের মস্তকশূন্য দেহ ও দেহশূন্য মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইতেছে। কোন কোন কামিনী এক বীরের দেহে অন্য বীরের মস্তক যোজনা করিয়া হায়! কাহার মস্তক কাহার দেহে যোজিত করিলাম বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ বীরগণের দেহে শরসংছিন্ন বাহু, উরু ও চরণ সংযোজিত করিয়া দুঃখিত মনে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। কতগুলি নারী পশুপক্ষীর নখদন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নমস্তক ভর্ত্তৃগণকে সন্দর্শন করিয়াও আপনার পতি বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছে

না। কেহ কেহ ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রদিগকে শত্রুগণের হস্তে নিহত দেখিয়া বারংবার শিরে করাঘাত করিতেছে। সখড়্গ বাহু, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ও মাংসশোণিত সঞ্জাত কর্দ্দমে রণভূমি নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, যে কামিনীগণ পূর্ব্বে দুঃখের লেশমাত্রও জানিত না, এক্ষণে তাহারা ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের হতদেহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন দেখিয়া এককালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হে কেশব! আমার দীর্ঘকেশী পুত্রবধুগণ যে এক্ষণে এইরূপ মলিন ভাব অবলম্বন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! যখন আমারে পুত্র পৌত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমি পূর্ব্ব জন্মে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। অন্ধরাজমহিষী এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রণনিহত দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন গান্ধারী দুর্য্যোধনকে দেখিবামাত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করত রুধিরাক্ত কলেবর রণশয্যায় শয়ান কুরুরাজকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রজলে দুর্য্যোধনের হারবিভূষিত বিপুল বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল। অনন্তর গান্ধাররাজতনয়া সমীপবর্ত্তী হৃষীকেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেশব! এই জ্ঞাতিবিনাশক ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবার সময় দুর্য্যোধন কৃতাঞ্জলিপুটে আমারে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে কহিলে আমি আপনার বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কহিয়াছিলাম, বৎস! যেখানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। তুমি যখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ না, তখন নিশ্চয়ই দেবতার ন্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে। হে মাধব! পূর্ব্বে আমি এই কথা কহিবার সময় পুত্র নিহত হইবে বলিয়া কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে বন্ধুবান্ধব বিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্ত নিতান্ত শোকার্ত্ত হইতেছি। ঐ দেখ, অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধন বীরশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! যে দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণের অগ্রগণ্য ছিল, আজি তাহারে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল। যাহা হউক, ঐ বীর যখন

বীরজনোচিত শয্যায় শয়ন করিয়াছে, তখন উহার সুদুর্লভ স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আহা! পূর্বে রমণীগণ যাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া ক্রীড়া করিত, এক্ষণে অশিবজনক শিবাগণ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আমোদ করিতেছে। পণ্ডিতগণ যাহার সমীপে সতত সমুপস্থিত থাকিতেন, এক্ষণে গৃধ্র সকল তাহার সমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে। পূর্বে অবলাগণ যাহারে উৎকৃষ্ট ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, আজি পক্ষিগণ তাহারে পক্ষ দ্বারা বীজন করিতেছে। ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের গদাপ্রহারে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায় রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। যে বীর সমরাঙ্গনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমানীত করিয়াছিল, যে ত্রয়োদশ বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিয়াছিল, আজি সেই মহাধনুর্দ্ধরকে স্বীয় দুর্নীতিনিবন্ধন ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইল। হতভাগ্য দুর্য্যোধন মহামতি বিদুর, অন্ধ পিতা ও বৃদ্ধদিগকে অপমান করিয়াই কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! পূর্বে এই পৃথিবীরে দুর্য্যোধনের শাসনবর্ত্তী, হস্তী, গো ও অশ্বে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহারে অন্যের হস্তগত ও শূন্যপ্রায় দেখিতে হইল; অতএব আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এক্ষণে অবলাগণকে মৃত বীর পুরুষদিগের নিকট গমন ও বিলাপ করিতে দেখিয়া আমার যাহার পর নাই কষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, দীর্ঘকেশা বিপুলনিতম্বা স্বর্ণবেদী সদৃশ লক্ষ্মণের গর্ভধারিণী দুর্য্যোধনের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে। ঐ বরবর্ণিনী পূর্বে দুর্য্যোধনের জীবিতাবস্থায় উহার বাহুযুগল অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিত, হায়! আজি পুত্রসমবেত দুর্য্যোধনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আমার হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না! ঐ দেখ, লক্ষ্মণমাতা রুধিরাক্তকলেবর স্বীয় পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ ও দুর্য্যোধনের দেহ পরিমার্জ্জন করিতেছে এবং কখন পতির ও কখন পুত্রের নিমিত্ত শোকে অধীর হইতেছে। ঐ দেখ, ঐ নিতম্বিনী কখন স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইতেছে এবং পতি ও পুত্রের মুখপদ্ম পরিমার্জ্জিত করিতেছে। হে বাসুদেব! যদি বেদ ও শাস্ত্র সমুদায় সত্য হয়, তাহা হইলে আমার পুত্র যে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মাধব! এই যে আমার শত সংখ্যক পুত্রকে নিহত দেখিতেছ, ভীমসেন প্রায়ই গদাঘাতে উহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে যে আমার হতপুত্রা পুত্রবধূগণ আলোলিত কেশে রণস্থলে ধাবমান হইতেছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্লেশকর। পূর্ব্বে যাহারা অলঙ্কৃত পদে প্রাসাদোপরি বিচরণ করিত, অদ্য তাহারা বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া রুধিরার্দ্র ভূমিতে মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণকে উৎসারিত করিতেছে। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কৃশোদরী দুর্য্যোধনমহিষী ঘোরতর জনক্ষয় সন্দর্শনে দুঃখার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ রাজপুত্রীরে অবলোকন করিয়া আর আমার মন স্থির হইতেছে না। ঐ দেখ, কামিনীগণ কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পতি ও কেহ কেহ তনয়গণকে সমরনিহত নিরীক্ষণ করিয়া উহাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতেছে। প্রৌঢ় ও স্থবির কামিনীগণ অতি ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, শ্রান্ত ও মোহাবিষ্ট অবলাগণের মধ্যে কেহ কেহ রথনীড় ও কেহ কেহ নিহত গজবাজিগণের দেহ ধারণ এবং কেহ বা স্বীয় স্বামীর কুণ্ডলযুক্ত ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। বোধ হয়, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীগণ এবং আমি পূর্ব্ব জন্মে বহুবিধ গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম; সেই নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হইতে এইরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইল। ফলভোগ ব্যতীত পাপ পুণ্যের কখনই ক্ষয় নাই। হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, নবযৌবনসম্পন্না লজ্জাশীলা অবলাগণ দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া সারসীগণের ন্যায় শব্দ করিতেছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে উহাদের মুখপদ্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হায়! আজি আমার মত্তমাতঙ্গপরাক্রম পুত্রগণের মহিষীরা সামান্য লোকদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল! ঐ দেখ, আমার পুত্রগণের শত চন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম, সূর্য্যসন্নিভ ধ্বজ এবং সুবর্ণনির্ম্মিত বর্ম্ম, নিষ্ক ও শিরস্ত্রাণ সকল ভূতলে নিপতিত হইয়া হুত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর দুঃশাসন সমরস্থলে শয়ান রহিয়াছে। মহাবীর ভীমসেন উহারে নিপাতিত করিয়া উহার সর্ব্বাঙ্গের রুধির পান এবং দ্যূতক্লেশ ও দ্রৌপদীর বাক্য স্মরণ করিয়া গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে সংহার করিয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন ভ্রাতা

দুঃশাসন ও সূতপুত্র কর্ণের প্রিয় চিকীর্ষায় সভামধ্যে দ্রৌপদীরে কহিয়াছিল, পাঞ্চালি! তুমি আজি দাসভার্য্যা হইয়াছ, অতএব অবিলম্বে নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর। আমি ঐ সময় দুর্য্যোধনকে আসন্নমৃত্যু অবগত হইয়া কহিয়াছিলাম, বৎস! তুমি অবিলম্বে কলহপ্রিয় দুর্ব্বুদ্ধি মাতুল শকুনিরে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। ভীমসেন তোমার বাক্শল্যে বিদ্ধ হইয়া যে উল্কাভিহত কুঞ্জরের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি অনুধাবন করিতেছ না। হে মাধব! তৎকালে দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে ক্রুদ্ধ জানিয়াও সর্প যেমন বৃষভের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাহাদিগের প্রতি বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিল। সেই অপরাধেই এক্ষণে কুরুকুল নির্ম্মূল হইল। ঐ দেখ, দুঃশাসন সুদীর্ঘ ভুজযুগল প্রসারিত করিয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। সিংহ যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর রোষাবিষ্ট হইয়া উহারে সংহার পূর্ব্বক উহার শোণিত পান করিয়া অতি ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে বাসুদেব! ঐ দেখ, বিজ্ঞ জনসম্মত প্রিয়পুত্র বিকর্ণ ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নীল নীরদসমাচ্ছন্ন শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় গজযূথমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। মাংসলোলুপ গৃধ্রগণ বহু কষ্টে উহার চাপগ্রহণকর্কশ তলত্রযুক্ত পাণিতল ছেদন করিতেছে। ঐ দেখ, উহার অল্পবয়স্কা ভার্য্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত আমিষগৃধ্নু গৃধ্রগণকে নিরাকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। হায়! যে তরুণবয়স্ক মহাবীর বিকর্ণ চিরকাল পরম সুখে কালহরণ করিয়াছে, আজি তাহারে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল। এক্ষণে কর্ণি, নালীক ও নারাচ দ্বারা উহার মর্ম্মভেদ হইয়াছে, তথাপি শ্রী উহারে পরিত্যাগ করে নাই। ঐ দেখ, অরাতিহন্তা দুর্ম্মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীমকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছে। শ্বাপদগণ উহার বদনমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ ভক্ষণ করাতে উহা সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হায়! যে বীরের মুখশ্রী অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহারে রজোরাশি গ্রাস করিতে

দেখিয়া আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিব! পূর্ব্বে সংগ্রাম সময়ে যাহার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে পারে নাই, যে বীর অমরগণকেও জয় করিতে সমর্থ ছিল, সেই বীর কি রূপে শত্রুহস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর বিচিত্র মাল্যধারী চিত্রসেন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। শোকাকুল যুবতীগণ ক্রব্যাদগণের সহিত মিলিত হইয়া উহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে, আমি কামিনীগণের ক্রন্দন কোলাহল ও শ্বাপদদিগের গর্জ্জন শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ঐ দেখ, তরুণবয়স্ক বিবিংশতি ধূল্যবলুণ্ঠিত কলেবরে বীরজনোচিত ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। গৃধ্রগণ উহারে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। উহার মধুর হাস্যসমন্বিত সুন্দর বদন সুধাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপ্সরারা যেমন গন্ধর্ব্বের সহিত বিহার করে, তদ্রূপ সহস্র সহস্র সুন্দরী ঐ বীরের সহিত ক্রীড়া করিত। বীরসেনানিপাতন, মহাবীর দুঃসহকে পূর্ব্বে কেহই পরাজয় করিতে পারে নাই; এক্ষণে তাহার শরীর অরাতিগণের শরনিকরে সমাচিত হইয়া প্রফুল্ল কর্ণিকারাবৃত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ মহাবীর জীবিতবিহীন হইয়াও সমুজ্জ্বল কবচ ও সুবর্ণময় হার দ্বারা অগ্নিময় ধবলগিরির ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মধুসূদন! যাহার বলবীর্য্য তোমার ও অর্জ্জুনের অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক ছিল, যে সিংহপরাক্রম মহাবীর সহায়হীন হইয়াও আমার পুত্রের একান্ত দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, যে বীর বিপক্ষগণের সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ ছিল, সেই অভিমন্যু এক্ষণে স্বয়ং কৃতান্তের বশবর্ত্তী হইয়াছে। অর্জ্জুনতনয় নিহত হইয়াও কিছুমাত্র প্রভাহীন হয় নাই। দেখ, অনিন্দনীয়া বিরাটনন্দিনী ভর্ত্তা অভিমন্যুরে অবলোকন করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে বিলাপ করিতে করিতে নিজ কোমল করপল্লব দ্বারা উহার কলেবর পরিমার্জ্জিত করিতেছে। পূর্ব্বে ঐ লোকললামভূতা ললনা মধুপানে মত্ত হইয়া অভিমন্যুর বিকসিত পুণ্ডরীক সদৃশ কমনীয় মুখমণ্ডল আঘ্রাণ পূর্ব্বক সলজ্জভাবে উহারে আলিঙ্গন করিত, এক্ষণে সেই নিতম্বিনী ভর্ত্তার বর্ম্ম উন্মোচিত করিয়া উহার শোণিতলিপ্ত কলেবর বারংবার নিরীক্ষণ করত তোমারে কহিতেছে, হে পদ্মপলাশলোচন! আমার এই স্বামীর নেত্রদ্বয় তোমার চক্ষুর ন্যায় সুদীর্ঘ;

ইঁহার রূপও তোমার ন্যায় মনোহর; এই বীর বলবীর্য্য এবং তেজেও তোমারই সদৃশ ছিলেন; এক্ষণে ইনি নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, ঐ বালিকা পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছে, মহাবাহো! তুমি পূর্ব্বে অতি সুকুমার ও রাঙ্কবচর্ম্মে শয়ন করিতে, এক্ষণে তোমার দেহ ভূতলে সন্নিবেশিত হইয়া কি ব্যথিত হইতেছে না। তুমি জ্যাঘাতকঠিন অঙ্গদ সমলঙ্কৃত করিশুণ্ড সদৃশ প্রকাণ্ড ভুজদণ্ড প্রসারণ পূর্ব্বক শয়ান থাকাতে বোধ হইতেছে যেন বারংবার ব্যায়াম সাধনে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছ। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। পূর্ব্বে তুমি আমারে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে, কিন্তু এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত আলাপ করিতেছ না। নাথ! আমি ত তোমার নিকট কিছুমাত্র অপরাধ করি নাই। হে আর্য্যপুত্র! তুমি আর্য্যা সুভদ্রা, অমরোপম পিতা ও পিতৃব্যগণ এবং একান্ত দুঃখিনী এই অনাথারে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে! হে মধুসূদন! ঐ দেখ, উত্তরা অভিমন্যুর মুখমণ্ডল স্বীয় উৎসঙ্গে সন্নিবেশিত ও শোণিতলিপ্ত কেশকলাপ সংযত করিয়া উহারে জীবিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর্য্যপুত্র! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয় ও ধনঞ্জয়ের তনয়; মহারথগণ রণমধ্যে তোমারে কি রূপে সংহার করিল! যাহারা তোমারে বিনাশ করিয়া আমারে চিরদুঃখিনী করিয়াছে, সেই ক্রূরকর্ম্মা কৃপাচার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামারে ধিক্। হায়! ঐ মহারথগণ যখন তোমারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করে, তৎকালে তাহাদিগের মন কি রূপ হইয়াছিল। হে বীর! তুমি অসংখ্য বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন হইয়াও অনাথের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষে কি রূপে নিহত হইলে! তোমার পিতা অর্জ্জুন তোমারে বহুসংখ্য বীরগণের হস্তে নিহত দেখিয়া কি রূপে জীবিত আছেন। হে কমললোচন! এক্ষণে একমাত্র তোমার বিরহে পাণ্ডবগণের বিপুল রাজ্যলাভ ও শত্রুজয় কোনক্রমেই প্রীতিকর হইতেছে না। আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অবিলম্বে তোমার শস্ত্রবিজিত লোকে গমন করিব; তোমারে তথায় আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে কলেবর পরিত্যাগ করা নিতান্ত সুকঠিন; সেই নিমিত্তই

এই মন্দভাগিনী তোমারে নিহত দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছে। হে জীবিতনাথ! তুমি পরলোকে গমন করিয়া এক্ষণে আমার ন্যায় আর কাহারে হাস্যমুখে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিবে। আমার বোধ হইতেছে, সুরলোকে তোমার রমণীয় রূপ দর্শন ও মধুর বাক্য শ্রবণে নিশ্চয়ই অপ্সরাদিগের মন মোহিত হইবে। তুমি অপ্সরাদিগের সহিত সমাগত হইয়া বিহার করিতে করিতে সময়ে সময়ে আমার কার্য্য সকল স্মরণ করিও। তুমি এই পৃথিবীতে আমার সহিত ছয় মাস বাস করিয়া সপ্তম মাসে দেহ বিসর্জ্জন করিলে!

হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, বিরাটকুলকামিনীগণ বিরাটদুহিতারে দুঃখিত মনে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া উহারে আকর্ষণ করিতেছে। উহারা বিরাটকে নিহত দেখিয়া শোকে ব্যাকুল হইয়াছে। ঐ দেখ, গৃধ্র ও শৃগাল-গণ দ্রোণশরসংচ্ছিন্ন রুধিরলিপ্তকলেবর সমরাঙ্গনে শয়ান বিরাটকে পরিবেষ্টন করিয়া কোলাহল করিতেছে। এক্ষণে বিরাটকুলরমণাগণ বিরাটের মৃতদেহ বিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। আতপসন্তপ্ত মহিলাগণের মুখমণ্ডল শ্রান্তি নিবন্ধন একান্ত বিবর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কলেবরও নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অপ্রাপ্তযৌবন উত্তর, সুদর্শন, লক্ষ্মণ ও কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছে।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, জ্বলিতানল সন্নিভ অমর্ষপরায়ণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ অসংখ্য অতিরথকে নিপাতিত করিয়া অর্জ্জুনের প্রভাবে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক শোণিতলিপ্তগাত্রে ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া যাঁহারে যূথপতির ন্যায় অগ্রসর করিয়া অরাতিগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, এক্ষণে সেই বীর মত্ত মাতঙ্গ-নিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায়, সিংহার্দ্দিত শার্দ্দুলের ন্যায় অর্জ্জুন শরে নিহত হইয়াছে। রমণীগণ একত্র সমবেত হইয়া আলোলিতকেশে উহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার ভয়ে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হন নাই, এক্ষণে সেই ইন্দ্রের ন্যায় অপরাজেয়, যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী, হিমালয়ের ন্যায় স্থির, দুর্য্যোধনের প্রধান অবলম্বন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

বায়ুভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষসেনজননী কর্ণবনিতা বসুধাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করত কহিতেছে, হা নাথ! এত দিনে আচার্য্যের অভিশাপ সত্য হইল। পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিলে নির্দ্দয় ধনঞ্জয় সেই অবস্থায় তোমার মস্তক ছেদন করিল। ক্রব্যাদগণ তোমার দেহ ভক্ষণ করিয়া অল্পাবশেষ করাতে উহা কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমার ন্যায় নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে। কর্ণবনিতা এই বলিয়া একবার ধরাশায়ী হইতেছেন এবং পুনরায় সমুত্থিত ও পতিপুত্রশোকে অধীর হইয়া কর্ণের বদন আঘ্রাণ করিতেছেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে বাসুদেব! ঐ দেখ, গৃধ্র ও জম্বুকগণ ভীমসেনের হস্তে নিহত মহাবীর অবন্তিনাথকে অনাথের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে। ঐ বীর অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া শোণিতাক্ত কলেবরে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। শৃগাল, কঙ্ক ও ক্রব্যাদগণ উঁহারে ইতস্তত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমণীগণ মিলিত হইয়া ঐ সমরশয়ান মহাবীরের সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, প্রতীপপুত্র মহাধনুর্দ্ধর বাহ্লীক ভল্ল দ্বারা নিহত হইয়া প্রসুপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। এখনও তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, সিন্ধুসৌবীরভর্ত্তা মহাবীর জয়দ্রথ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। পুত্রশোকসন্তপ্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া উঁহারে নিপাতিত করিয়াছে। অশুভসূচক শিবা ও গৃধ্রগণ চীৎকার করিতে করিতে উঁহারে আকর্ষণ ও ভক্ষণ করিতেছে। সিন্ধুরাজের পত্নীগণ উঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়াও উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। কাম্বোজ ও যবনকামিনীগণ জয়দ্রথের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ যৎকালে কেকয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া দ্রৌপদীরে গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সময়েই উঁহারে বিনষ্ট করিত। তৎকালে উহারা কেবল দুঃশলার বৈধব্য নিবারণার্থ সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করে, এক্ষণে সেই দুঃশলার অনুরোধেই উঁহারে কি নিমিত্ত জীবিত রাখিল না? ঐ দেখ, সেই দুঃশলা দুঃখশোকে নিতান্ত

ব্যাকুল হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ও আপনারে বিপদ্‌গ্রস্ত জ্ঞান করিতেছে। হায়! আজি আমার বালিকা কন্যা ও পুত্রবধূগণ বিধবা হইল! ইহার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে! হা কি কষ্ট! ঐ দেখ, দুঃশলা পতির মস্তক না দেখিয়া শোক ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। মহাবীর সিন্ধুরাজ পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে নিবারণ ও তাহাদের অসংখ্য সৈন্যকে সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রবদনা কামিনীগণ ঐ মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ বীরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মদ্রাধিপতি মহারথ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে। উনি নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল। ঐ মহাবীর সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন। উনি কর্ণের রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণের জয়লাভের নিমিত্ত তাহার তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন। আহা! ঐ দেখ, কাক সকল পদ্মপলাশলোচন মদ্রাধিপতির পূর্ণ চন্দ্র সন্নিভ বদনমণ্ডল দংশন ও সুবর্ণবর্ণ জিহ্বা ভক্ষণ করিতেছে। সূক্ষ্মবস্ত্রধারিণী কুলকামিনীগণ পঙ্কনিমগ্ন গজরাজের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট করিণীকুলের ন্যায় শরবিক্ষতাঙ্গ ভূতলশায়ী মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, পর্ব্বতবাসী প্রবল প্রতাপশালী ভগদত্ত অঙ্কুশ ধারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। শ্বাপদগণ উঁহারে ভক্ষণ করিতেছে। উঁহার কেশকলাপ শিরঃস্থিত সুবর্ণমালার প্রভাপ্রভাবে কেমন সুশোভিত হইয়াছে। বলিরাজের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুনের সহিত উঁহারও তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ঐ মহাবীর সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের প্রাণ সংশয় করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীষ্ম গগনতলপরিভ্রষ্ট যুগান্তকালীন দিনকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উঁহার সদৃশ বলবিক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর সংগ্রাম কালে স্বীয় অস্ত্রপ্রতাপে অরাতিগণকে পরিতাপিত করিয়া পরিশেষে অস্তগত সূর্য্যের ন্যায় নিপতিত হইয়াছেন। উনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবাপি সদৃশ

ছিলেন। ঐ বীররসপরায়ণ মহাত্মা কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শর-নিচয়নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিয়া শরবনশায়ী ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। মহাবীর অর্জ্জুন ত্রিন শর দ্বারা উঁহার অতি উৎকৃষ্ট উপধান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম পিতার আজ্ঞা প্রতি-পালনার্থ ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। উনি অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম ধার্ম্মিক; ঐ বীর মর্ত্ত্য হইয়াও তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে অমরের ন্যায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যখন মহাবীর শান্তনুতনয় ধরাশায়ী হইয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে যে, পৃথিবীমধ্যে আর কোন যুদ্ধবিশারদ ও বলবিক্রমশালী ব্যক্তি জীবিত নাই। পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসা করাতে উনি স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। যে সত্যবাদী মহাত্মা ক্ষয়োন্মুখ কুরুবংশের প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই মহামতি এক্ষণে কৌরবগণের সহিত পরাভূত হইলেন। হে মাধব! দেবতুল্য দেবব্রত দেবলোকে প্রস্থান করিলে কৌরব কুল আর কাহারে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবে?

ঐ দেখ, মহাবীর অর্জ্জুন, সাত্যকি ও কৌরবগণের উপদেষ্টা দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছেন। যিনি দেবরাজ ইন্দ্র ও মহা-বীর জামদগ্ন্যের ন্যায় চতুর্ব্বিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, যাঁহার প্রসাদে মহাবীর অর্জ্জুন এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছে, যাঁহারে অগ্রসর করিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিত এবং যিনি সমরমধ্যে হুতাশনের ন্যায় বিচরণ করিয়া সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতেন, আজি সেই মহাবীর নিহত হইয়া প্রশান্তশিখ পাবকের ন্যায় ভূতলে বিলীন রহিয়াছেন। উঁহার বামমুষ্টি বা হস্তাবাপ বিশীর্ণ হয় নাই। উনি নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। চারি বেদ ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র প্রজাপতির ন্যায় ঐ বীরকে পরিত্যাগ করে নাই। হায়! আচার্য্যের যে বন্দনীয় চরণদ্বয় বন্দিগণ কর্ত্তৃক বন্দিত ও শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইত, আজি গোমায়ু-গণ সেই পাদদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে। ঐ দেখ, ব্রহ্মচারিণী আচার্য্যপত্নী কৃপী অতি দীনভাবে আলোলিত কেশে অধোবদনে ধৃষ্টদ্যুম্ননিহত অস্ত্রবিদ-গ্রগণ্য স্বীয় পতির সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক বিলাপ ও উঁহার প্রেতকার্য্যের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, জটাধারী ব্রহ্মচারিগণ রথনীড়, শরাসন,

শক্তি ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্রদ্বারা দ্রোণাচার্য্যের চিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। সামগাথকগণ অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক যথাবিধানে চিতা প্রজ্বলিত ও তদুপরি আচার্য্যের দেহ নিহিত করিয়া ত্রিবিধ সাম গান করিতেছেন। অনেকে শোকে অভিভূত হইয়াছেন। ঐ দেখ, আচার্য্যের শিষ্যগণ সামবেদ গান করত দ্রোণাচার্য্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন পূর্ব্বক তাঁহার পত্নীরে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চিতার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে গমন করিতেছে।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মধুসূদন! ঐ দেখ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা যুযুধান কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। বিহগগণ উঁহারে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। ঐ দেখ, সমরনিহত সোমদত্ত যেন পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যুযুধানকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। ভূরিশ্রবার জননী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভর্ত্তা সোমদত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছে, মহারাজ! আজি ভাগ্যক্রমে তুমি এই ভয়ঙ্কর কুরুকুলক্ষয় অবলোকন করিতেছ না। আজি ভাগ্যক্রমে তোমারে যজ্ঞশীল অতি বদান্য মহাবীর পুত্র যূপধ্বজকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল না। আজি ভাগ্যক্রমে সাগরমধ্যস্থ সারসীকুলের ন্যায় পুত্র-বধূগণের বিলাপ তোমার শ্রুতিগোচর হইতেছে না। হায়! তোমার পুত্রবধূগণ পতিপুত্র বিহীন হইয়া একমাত্র বসন ধারণ পূর্ব্বক আলোলিত কেশে ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। মহাবীর ভূরিশ্রবা ও শল নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিয়াছে; শ্বাপদগণ উঁহাদিগকে ভক্ষণ করি-তেছে। তোমার পুত্রবধূগণ সকলেই বিধবা হইয়াছে। আজি ভাগ্যক্রমে তোমারে উঁহাদের বৈধব্য অবলোকন করিতে হইল না। হায়! বৎস যূপকেতুর কাঞ্চনময়ছত্র রথোপরি নিপতিত রহিয়াছে। হে মধুসূদন! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার প্রিয় মহিষীগণ উঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। উঁহারা ভর্ত্তৃশোকে একান্ত কাতর হইয়া দীনভাবে তোমারই অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। ধনঞ্জয় অনবহিত ভূরিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়া অতিশয় ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। বিশেষত সোম-দত্ততনয় প্রায়োপবিষ্ট হইলে সাত্যকি তাহার প্রাণ সংহার করিয়া অর্জ্জুন অপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার

পত্নীগণ দুই জনে এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিয়াছে বলিয়া বিলাপ করিতেছে। ভূরিশ্রবার প্রিয়মহিষী উহার হস্ত উৎসঙ্গে লইয়া রোদন করিয়া দীনবচনে কহিতেছে, হা! যাহা আমাদিগের রসনা আকর্ষণ, কঠিন স্তনযুগল বিমর্দ্দন, নীবি বিশ্রংসন এবং নাভি, ঊরু ও জঘনদেশ স্পর্শ করিত, যাহা শত্রুগণের বধ সাধন, মিত্রগণকে অভয় প্রদান ও বিপ্রগণকে অসংখ্য গো দান করিত, এই সেই হস্ত নিপতিত রহিয়াছে। আর্য্যপুত্র! তুমি যখন অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও অনবহিত ছিলে, পার্থ সেই সময় বাসুদেবের সমক্ষে তোমার এই হস্ত ছেদন করিয়াছেন! মধুসূদন সভামধ্যে কিরূপে অর্জ্জুনের এই কার্য্যের প্রশংসা করিবেন এবং স্বয়ং অর্জ্জুনই বা কিরূপে আত্মশ্লাঘায় সমর্থ হইবেন! হে কৃষ্ণ! ভূরিশ্রবার প্রধান মহিষী তোমারে এইরূপে ভৎর্সনা করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং উহার সপত্নীরা আপনাদিগের পুত্রবধূর ন্যায় উহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছে।

ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধাররাজ শকুনি ভাগিনেয় সহদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। পূর্ব্বে পরিচারকেরা যাহারে হেমদণ্ডমণ্ডিত ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, অদ্য বিহঙ্গেরা সেই বীরকে পক্ষপুট দ্বারা বীজন করিতেছে। যে ব্যক্তি মায়াবলে অসংখ্যরূপ ধারণ করিত, সহদেবের তেজঃস্বরূপ হুতাশন তাঁহার সেই মায়া ভস্মসাৎ করিয়াছে। যে শঠতাচরণ ও মায়াবল বিস্তার পূর্ব্বক সভামধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সহদেব তাহারই জীবন হরণ করিয়াছে। ঐ নির্ব্বোধ আমার পুত্রগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্তই শঠতা শিক্ষা করিয়াছিল। ঐ ধূর্ত্তই আমার পুত্রগণের ও স্বপক্ষীয় বীর সমুদায়ের প্রাণ নাশের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত এই বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা আমার পুত্রগণের ন্যায় নিহত হইয়া দিব্যলোক লাভ করিয়াছে। হে মধুসূদন! আমার পুত্রেরা অতি সরল স্বভাব এবং ঐ মূর্খ নিতান্ত কুটিল, এক্ষণে বোধ হইতেছে, ঐ ধূর্ত্ত লোকান্তরে উপস্থিত হইয়াও আমার পুত্রগণমধ্যে পরস্পর বিরোধ উৎপাদন করিয়া দিবে।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বৃষভস্কন্ধ দুর্দ্ধর্ষ কাম্বোজরাজ নিহত হইয়া ধূলি-

শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে কাম্বোজ দেশীয় মহার্হ আস্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ন করিতেন। ঐ দেখ, উঁহার বনিতা প্রিয়তমের চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় শোণিতলিপ্ত দেখিয়া শোকাকুলিতচিত্তে বিলাপ বাক্যে কহিতেছে, হা নাথ! তোমার এই সুন্দর অঙ্গুলিসমন্বিত বাহুদ্বয় পরিঘ তুল্য ছিল। পূর্ব্বে যখন আমি তোমার এই ভুজদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করিতাম, তখন রতি আমারে এক মুহূর্ত্তও পরিত্যাগ করিত না। এক্ষণে তোমার অভাবে আমার কি গতি হইবে! কাম্বোজরাজমহিষী এই বলিয়া অনাথার ন্যায় মধুরস্বরে রোদন করত বিকম্পিত হইতেছে। ঐ দেখ, কলিঙ্গরাজের উভয় পার্শ্বে সমবস্থিত কামিনীগণ দিব্য মাল্যের ন্যায় আতপতাপিত হইয়াও শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে না। ঐ দেখ, মগধদেশীয় রমণীগণ প্রদীপ্তাঙ্গদধারী মগধরাজ জয়ৎসেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ বিশাললোচনা সুস্বরসম্পন্না রমণীগণের শ্রুতি সুখকর মধুর নিনাদে আমার অন্তঃকরণ বিমোহিত প্রায় হইতেছে। ঐ কামিনীগণ পূর্ব্বে মহামূল্য আস্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ন করিত, এক্ষণে উহারা শোকাকুলিতচিত্তে আভরণ সকল ইতস্তত নিক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ দেখ, কোশলরাজ পুত্র বৃহদ্বলের নারীগণ পতিরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে এবং ব্যাকুলমনে উঁহার হৃদয়গত শরজাল উদ্ধৃত করিতে করিতে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। আতপতাপ ও পরিশ্রমে উহাদিগের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণমাল্যধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত অল্পবয়স্ক আত্মজগণ নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছে। উহারা পাবক তুল্য প্রতাপশালী দ্রোণের বাণপথে পতিত হইয়া শলভের ন্যায় নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, রুচিরাঙ্গদধারী কেকয়দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা দ্রোণশরে নিহত ও সমরশয্যায় শয়ান হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। উঁহাদের তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত বর্ম্ম, বিচিত্র ধ্বজ, রথ ও মাল্যের প্রভাবে সমরাঙ্গন দেদীপ্যমান হইয়াছে। ঐ দেখ, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ অরণ্যমধ্যে সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দ্রোণশরে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। উঁহার সুনির্ম্মল পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ পাঞ্চালরাজের পুত্রবধূ ও ভার্য্যারা দুঃখিত মনে উঁহার মৃতদেহ দগ্ধ করিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমন করিতেছে।

ঐ দেখ, চেদিদেশাধিপতি মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং দ্রোণশরে নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। বিহঙ্গেরা উঁহার কলেবর ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। উঁহার ভার্য্যারা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া উঁহারে অঙ্কে আরোপণ পূর্ব্বক অনবরত রোদন করিয়া স্থানান্তরিত করিতেছে। ঐ দেখ, উঁহার চারুকুণ্ডলমণ্ডিত মহাবল পরাক্রান্ত আত্মজ দ্রোণশরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছে। ঐ বীর অদ্যাপি স্বীয় পিতারে পরিত্যাগ করে নাই। আমার পৌত্র লক্ষ্মণ ও ধৃষ্টকেতুর পুত্রের ন্যায় স্বীয় পিতার অনুগমন করিয়াছে। ঐ দেখ, কাঞ্চনাঙ্গদ সমলঙ্কৃত কাঞ্চন বর্ম্মধারী বিমল মাল্যস্রশোভিত বৃষভলোচন অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বসন্তকালে বায়ুবেগবিপাটিত কুসুম পরিশোভিত শালবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! পাণ্ডবেরা যখন মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন উঁহারা ও তুমি অবধ্য। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ শস্ত্রবলে দেবগণকেও বিনাশ করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! আজি তাঁহারাই নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। হে বাসুদেব! তুমি যখন শান্তিস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া বিরাটনগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে, তখনই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার পুত্রগণ নিহত হইয়াছে। তৎকালে মহাত্মা ভীষ্ম ও বিদুর আমারে কহিয়াছিলেন, তুমি আপনার পুত্রগণের প্রতি আর স্নেহ প্রদর্শন করিও না। সেই মহাত্মাদিগের বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। ঐ দেখ, আমার পুত্রেরা পাণ্ডবগণের রোষানলে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

হে মহারাজ! গান্ধাররাজতনয়া এই বলিয়া দুঃখশোকে একান্ত অধীর ও হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রোধভরে বাসুদেবের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিলেন, জনার্দ্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীর্য্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ।

অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পতি-শুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভ তপঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতি বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতি-বর্গও তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন এবং বনচারী হইয়া অতি কুৎসিৎ উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।

তখন মহামতি বাসুদেব গান্ধারীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য-মুখে তাঁহারে কহিলেন, দেবি! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগকে বিনাশ করে, এমন আর কেহই নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা বহুদিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেব দানবগণের বধ্য নহে, সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন। বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র পাণ্ডবেরা ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রাণ ধারণ বিষয়ে এককালে হতাশ হইলেন।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রাদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

—:*:—

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর বাসুদেব গান্ধারীরে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন,—রাজ্ঞি! অবিলম্বে গাত্রোত্থান করুন, এক্ষণে আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার অপরাধেই অসংখ্য বীর নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতি দুরাত্মা, পরশ্রীকাতর, আত্মাভিমানী, নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাধ্য ছিল। আপনি তাহার দুষ্কৃত কার্য্যে সাধুবাদ প্রদান করিতেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত আত্মদোষ ক্ষালনার্থ আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন? যাহা হউক, অতঃপর দুঃখ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গতানুশোচন দ্বারা দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বিশেষত ব্রাহ্মণী, পুত্র হইলে তপোনুষ্ঠান করিবে; বৈশ্যা,

পুত্র হইলে পশুপালন করিবে; শূদ্রা, পুত্র হইলে দাসত্ব স্বীকার করিবে; তুরঙ্গী, শাবক হইলে দ্রুততর ধাবমান হইবে; গাভী, বৎস হইলে ভার বহন করিবে এবং তোমার মত ক্ষত্রিয়ারা পুত্র হইলে সমরমৃত্যু লাভ করিবে বলিয়াই গর্ভধারণ করিয়া থাকেন।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে গান্ধারী উহা নিতান্ত অপ্রিয় বোধে শোকাকুলিতচিত্তে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় বুদ্ধিবিপাকজ শোক সম্বরণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে যে সমুদায় সৈন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতগুলি নিহত হইয়াছে, আর কতগুলিই বা জীবিত আছে, যদি তুমি উহা অবগত থাক, তাহা হইলে কীর্ত্তন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবনাথ! এই যুদ্ধে শতাধিক ষট্‌ষষ্টি কোটি বিংশতি সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং চতুর্বিংশতি সহস্র এক শত পঞ্চষষ্টি যোদ্ধা জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছে। তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুরুষসত্তম! তুমি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব নিহত ব্যক্তিরা কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে, তাহা কীর্ত্তন কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! এই যুদ্ধে যাহারা হৃষ্টচিত্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রলোকে, যাহারা মৃত্যু অবধারণ করিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে নিহত হইয়াছে, তাহারা গন্ধর্ব্বলোকে, যাহারা শরণার্থী হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইবার সময় অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছে, তাহারা গুহ্যকলোকে, যাহারা সমর পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত লজ্জাকর বোধ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র বিহীন হইয়াও শত্রুর অভিমুখে গমন পূর্ব্বক অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মসদনে এবং যাহারা সমরাঙ্গনের বহির্ভাগে নিহত হইয়াছে, তাহারা কথঞ্চিৎ উত্তর কুরুতে গমন করিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—বৎস! তুমি কোন্ জ্ঞান প্রভাবে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় এই সমস্ত বিষয় অবলোকন করিতেছ? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তবে কীর্ত্তন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবনাথ! পূর্ব্বে আমি আপনার আদেশানুসারে বনবাসী হইয়া তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি লোমশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার অনুগ্রহেই জ্ঞানযোগে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! এই সমরে যে সমুদায় ব্যক্তি নিহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা অনাথ বা বন্ধুবান্ধব সম্পন্ন ও যাহাদের অগ্নিহোত্র সঞ্চিত নাই, তাহাদিগকে ত বিধিপূর্ব্বক দগ্ধ করিতে হইবে? এক্ষণে আমরাই বা কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? আর গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণ যাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য হইলে তাহারা ত সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে?

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিলে তিনি সুশর্ম্মা, ধৌম্য, সঞ্জয়, মহাত্মা বিদুর, যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেন প্রমুখ ভৃত্য ও সারথিগণকে কহিলেন, তোমরা অচিরাৎ বীরগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর। ইহাদিগের শরীর যেন অনাথের ন্যায় ধ্বংস না হয়। ধর্ম্মরাজ এইরূপ আদেশ করিলে সুশর্ম্ম প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অবিলম্বে অগুরু, চন্দন, কালাগুরু, ঘৃত, তৈল, গন্ধ, ক্ষৌমবস্ত্র, মহামূল্য কাষ্ঠ, ভগ্ন রথ ও বিবিধ প্রহরণ আহরণ পূর্ব্বক পরম যত্নে চিতা প্রস্তুত করিয়া প্রাধান্যানুসারে ঘৃতধারা সমাক্ত হুতাশনে মহারাজ দুর্য্যোধন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শল্য, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসনতনয়, লক্ষ্মণ, ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, সৃঞ্জয়গণ, ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশলরাজ, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, শকুনি, অচল, বৃষক, ভগদত্ত, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, কেকয়গণ, ত্রিগর্ত্তগণ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ, অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ ও অন্যান্য শত সহস্র নরপতির মৃতদেহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন কোন মহাত্মা পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সামবেদ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করিতে লাগিল। সেই রজনীতে সাম ও ঋক্‌বেদধ্বনি এবং রমণীগণের আর্ত্তনাদে সমুদায় প্রাণিগণ মূর্চ্ছিত প্রায় হইল। হুতাশন ধূমশূন্য ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডলে গ্রহ সমুদায় মেঘে পরিবৃত হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি নানাদেশ হইতে আগমনপূর্ব্বক অনাথ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তৈলসংসিক্ত রাশি রাশি কাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে একত্র দাহ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বীরগণের দাহক্রিয়া সমাধান হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ব্যক্তিরা পুণ্যতোয়া প্রসন্নসলিলা ভগবতী ভাগীরথীতে সমুপস্থিত হইয়া ভূষণ ও উত্তরীয় সকল পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৌরবকুলকামিনীগণ দুঃখিত মনে গলদশ্রুনয়নে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পৌত্র, কেহ কেহ শ্বশুর, কেহ কেহ পতি এবং কেহ কেহ বা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরপত্নীগণ বীরগণের উদককার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে গঙ্গার অবতরণ পথ সাতিশয় সুশোভিত হইল। ভাগীরথীর তীর এককালে বীরপত্নীগণে সমাকীর্ণ, নিরানন্দ ও উৎসবশূন্য হইয়া উঠিল।

ঐ সময় আর্য্যা কুন্তী শোকাকুলিতচিত্তে গলদশ্রুনয়নে পাণ্ডবগণকে কহিলেন, পুত্রগণ! যে বীরলক্ষণলাঞ্ছিত মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছে; যাহারে তোমরা রাধাগর্ভসম্ভূত সূতপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে; যে সৈন্যগণমধ্যে দিবাকরের ন্যায় বিরাজিত হইত; যে তোমাদিগের ও তোমাদের অনুচরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল; যে দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায়কে পরিচালিত করিত; এই পৃথিবীতে যাহার তুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই; যে জীবন প্রদান করিয়াও যশোলাভের বাসনা করিত; সেই সত্যসন্ধ সমরে অপরাঙ্মুখ মহাবীর কর্ণের উদককার্য্য সম্পাদন কর। সেই সহজ কবচকুণ্ডলধারী মহাবীর তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সে দিবাকরের ঔরসে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে পাণ্ডবগণ কর্ণের নিমিত্ত যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননীরে কহিলেন, আর্য্যে! যে সমুদ্র সদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গ স্বরূপ, ধ্বজ আবর্ত্ত স্বরূপ, ভুজযুগল গ্রাহ স্বরূপ এবং রথ হ্রদ স্বরূপ ছিল; ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোন বীরই যাহার শরবেগ সহ্য করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে পারিত না, তিনি দেবতার ঔরসে আপনার গর্ভে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? যাঁহার বাহুবলে আমরা সকলেই পরিতাপিত হইয়াছিলাম, আপনি তাঁহারে বস্ত্রাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কিরূপে তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা যেমন অর্জ্জুনের ভুজ-

বল অবলম্বন করিয়া আছি, তদ্রূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়াছিল, যাঁহা ব্যতিরেকে আর কেহই সমস্ত ভূপালগণের সৈন্য সমুদায়ের তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ কি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন? আপনি সেই অদ্ভুত বিক্রম মহাবীরকে কিরূপে অগ্রে প্রসব করিয়াছিলেন? আপনি এই বিষয় গোপনে রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা এক্ষণে কর্ণের বিনাশ নিবন্ধন বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে বিপন্ন হইয়া যাহার পর নাই দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমি অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে যেরূপ পরিতাপিত হইয়াছি, আজি কর্ণের বিনাশে তদপেক্ষা শতগুণ পরিতাপিত হইলাম; এক্ষণে কর্ণবিরহ হুতাশনের ন্যায় আমারে দগ্ধ করিতেছে। হায়! আপনি পূর্ব্বে এই গূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে আমাদিগের স্বর্গীয় বস্তুও দুর্লভ হইত না এবং এই কৌরবকুলক্ষয়কর ঘোরতর হত্যাকাণ্ডও সমুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া কর্ণের উদকক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। তখন যে সমস্ত মহিলারা উদকক্রিয়া সমাধানার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের প্রতি প্রীতি নিবন্ধন তাঁহার ভার্য্যাদিগকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক ব্যাকুলিতচিত্তে ভাগীরথীর সলিল হইতে উত্থিত হইলেন।

শ্রাদ্ধপর্ব্ব সমাপ্ত।

স্ত্রীপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক্ সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক তথা শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্তলিখিত মূল পুস্তক দৃষ্টে এই খণ্ড সঙ্কলিত হইল।